JOTINDRONATH DUTTA
JANMABHUMI OFFICE
80, Manick Bose's Ghat St. Calcutta.

একমেবাদ্বিতীয়ং

পঞ্চদশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ।
৬৮২ সংখ্যা। জ্যৈষ্ঠ ব্রাহ্মসম্বৎ ৭১। ১৮২২ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्, सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रय सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

১৮২১ শক। ২২শে চৈত্র, বুধবার।

সাধন।

"আত্মোপাসনায় রে মন, কর রে যতন।
সংসারজলধিপারে নিতান্ত হবে গমন॥
সিংহ দৃষ্টে করী যেমন ভয়ে করে পলায়ন।
সাধনের গুণে তেমন পাপ ঋপু হবে দমন"॥

ঈশ্বর-উপাসনার জন্য সাধনাই মনুষ্যের প্রধান সহায়। ইহারি অভাবে চিত্ত দুর্ব্বল অস্থির বিক্ষিপ্ত ও অসুখে পূর্ণ হয়। সুতরাং ঈশ্বরলাভের সম্ভাবনা কোথায়।

যে সকল বিষ-বৃক্ষে চিত্ত-ক্ষেত্র—হৃদয়-ক্ষেত্র পূর্ণ হইয়াছে, অগ্রে তাহাদিগকে উৎপাটিত করিতে হইবে—তাহাদের মূল অবধি দগ্ধ করিতে হইবে, তবে তাহা ঈশ্বরকে ধারণ করিতে পারিবে, তাঁহার উপাসনার উপযুক্ত হইবে। রামপ্রসাদ বলিতেন

"মন তুমি কৃষি কাজ জান না,
এমন মানব-জীবন রৈল পোড়ে,
আবাদ করলে ফোল্‌ত সোণা"॥

পুস্তকের কীট হইয়া থাকিলে, বা মতে ব্রহ্মবাদী হইলে কি ঈশ্বর-রত্ন লাভ করা যায়? কখনই না। তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে প্রবল স্পৃহা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা চাই। আমি এই ভাল কার্য্য করিব—এই মন্দ কার্য্য কদাচ করিব না ইচ্ছার এইরূপ জোর চাই। মনের দৃঢ়তা চাই। এই দৃঢ়তার অভাবে এমন যে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির—তাঁহাকেও বিপাকে পড়িতে হইয়াছিল। পাশ-ক্রীড়ায় তাঁহার আসক্তি ছিল। তিনি তাহার সংশোধনের চেষ্টা করিতেন না। দুর্য্যোধনের সহিত পাশ-ক্রীড়ায় প্রথমবার হারিলেন—অপমানিত হইলেন, সেবার দ্রৌপদীর সাহায্যে বাঁচিয়া গেলেন, তবুও চেতনা হইল না, আত্মসংশোধনের চেষ্টা হইল না।

দুর্ব্বলতা বশতঃ আবার ফাঁদে পা দিলেন। দ্বিতীয় বার পাশা খেলিতে গিয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব গেল, রাজ্যনাশ ও বনবাস হইল। দেখ প্রবৃত্তি দমনের অভাবে—আত্মশাসনের অভাবে মনুষ্যের কি দুর্গতি না হইয়া থাকে। এরূপ অব-

হউক। যাঁর নিমেষের করুণা ভুলিতে পারি না—এস তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা-কুসুম উপহার দিয়া আজি জন্ম সার্থক করি। এমন পিতা এমন যে করুণাময়ী মাতা তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞ হইলে কি স্বর্গ-সুখই না ভোগ হয়—কি নির্ম্মল আনন্দই না অনুভুত হয়! কেন আমরা এ সুখে এ আনন্দে বঞ্চিত হই, এই সম্বৎসর কাল মধ্যে মোহ বশতঃ যে কোন অপরাধ, ক্ষুদ্রই হউক আর বৃহৎই হউক, তাঁহার চক্ষের সমক্ষে করিয়াছি এস তাহার জন্য অদ্য তাঁহার নিকটে অকৃত্রিম অনুতাপ করিয়া তাহা হইতে বিরত হইবার জন্য তাঁহার নিকট বল ভিক্ষা করি। এস এই পবিত্র মুহূর্ত্তে এমন ভক্তিভরে তাঁহার চরণ পূজা করি, যাহার প্রভাবে, আগামী সম্বৎসর যেন তাঁহার পবিত্র চরণে সংলগ্ন থাকিতে পারি, সেখান হইতে আর যেন আমাদের বিচ্যুতি না হয়।

---

১ বৈশাখ নববর্ষ।

উদ্বোধন।

নব বৎসরের এই প্রথম প্রভাতে জাগ্রত হইয়া সর্ব্বাগ্রে সেই সর্ব্বস্রষ্টার চরণপ্রান্তে পতিত হও। শূন্যে যিনি আপনার ইচ্ছার বীজ বপন করিয়া এই সৃষ্টি রূপ মহা মঙ্গল-উদ্যান নির্ম্মাণ করিলেন এবং তোমাদিগকে তাহার ফল ভোগের অধিকার দিলেন তাঁহার প্রতি হৃদয়ের অশেষ কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হও। অনন্ত অতীত কালের প্রথম দিনে,

"সতপোতপ্যতে সতপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ।"

তিনি ইচ্ছা করিলেন—কিছু ছিল না, আর সকলি হইল। অভাব পূর্ণ হইয়া তাঁহারই অনন্ত মহিমা ব্যক্ত হইল। এই পূর্ণতা, এই দিগন্তব্যাপী আশ্চর্য্য মহিমা অহরহ কেবল দেব মানবের আত্মারই তৃপ্তি সাধন করিতেছে। জীবিত কালের জন্য ইহলোকে আত্মার তৃপ্তি সাধনের ব্যবস্থা, মৃত্যুর পরে পরলোকে আত্মার তৃপ্তি সাধনের ব্যবস্থা। ইহলোকে এবং পরলোকের ভোগাবসানে তাঁহার অমৃতময় প্রেমময় ক্রোড় আমাদের জন্য প্রসারিত। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কি মানবাত্মা সেই পরমাত্মার উপাসনা না করিয়া ক্ষণ মাত্রও নিস্তব্ধ থাকিতে পারে? মানবাত্মার এরূপ স্বভাব কখনই হইতে পারে না যে সে ঈশ্বরের উপাসনা হইতে বঞ্চিত থাকিবে যে হেতু জ্ঞান প্রেম ইচ্ছা ও ধর্ম্মের উপাদানে তাহার সৃষ্টি, যে হেতু পুণ্য দয়া দাক্ষিণ্য সদ্ভাবে তাহার বৃদ্ধি এবং শান্তি আনন্দ মঙ্গলে তাহার বিশ্রাম। ঈশ্বরই এই শান্তি মঙ্গলের একায়তন। আমরা তাঁহারই প্রসাদভাগী হইয়া জীবন যাপন করিতেছি, জীবনের সমুদয় ভোগ, সমুদয় সুখ তাঁহা হইতেই প্রাপ্ত হইতেছি—তাহার জন্য আবার যখন আমরা কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয় তাঁহাকে অর্পণ করিতেছি, তখন সে সুখ, সে ভোগ কেমন পূর্ণ হইতেছে! সম্পদ আমাদিগকে তাঁহার প্রসন্ন মুখ প্রদর্শন করিতেছে। বিপদ গুরুর ন্যায় শিক্ষা দিয়া তাঁহার নিকটে লইয়া যাইতেছে—তখন সেই বিপদই আমাদের পরম সম্পদ্। তাঁহার করুণা সম্পদে বিপদে—তাঁহার করুণা দিবসে রাত্রিতে,

সমুদয় জগৎ সংসার তাঁহার করুণা। এমন যে করুণাময় পিতা ঈশ্বর, অদ্য বৎসরের প্রথম প্রভাতে আমরা এই লক্ষ্য হৃদয়ে রাখিয়া তাঁহার উপাসনাতে প্রবৃত্ত হই যেন আমরা এই সংসারের অধীনতা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারই সম্পূর্ণ অধীন থাকিতে পারি—তাঁহার পদতলেই সর্ব্বদা বিশ্রাম করিতে পারি—তাঁহার সেবক হইয়া তাঁহার অর্চ্চনা করি, যাহাতে তাঁহার প্রিয় অভিপ্রায় সম্পন্ন হয়, আনন্দের সহিত তাহা সম্পন্ন করিতে পারি। ঈশ্বরের অধীন হওয়াতেই আত্মার আনন্দ; তাঁহার সেবক হওয়াতেই তাহার মহত্ত্ব। সকল হইতে আমাদের উচ্চ অধিকার এই যে, আমরা তাঁহাকে সেবা করিবার তাঁহার পূজা করিবার অধিকারী হইয়াছি। তিনি আমাদের প্রভু, আমাদের ঈশ্বর তিনি আমাদের জীবন-দাতা, তাঁহার অধীন না হইয়া থাকিলে, তাঁহার দক্ষিণ মুখ না দেখিতে পাইলে জীবন বৃথা হয়, তিনিই আমাদের পরম পিতা ও পরম উপাস্য দেবতা। অতএব হে প্রিয় বন্ধুগণ! আইস এই নির্ম্মল নববর্ষের প্রারম্ভে ব্রহ্ম মুহূর্ত্তে হৃদয়কে পবিত্র করিয়া একান্ত অনুরাগে সেই সর্ব্বমঙ্গলালয়ের উপাসনায় প্রবৃত্ত হই।

প্রকৃতি, কবি ও ঈশ্বরপ্রেম।

স্বভাবের প্রিয়পুত্র ইংরেজ-কবি উইলিয়ম্ ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, একদা কোনও একজন প্রবীণ পণ্ডিত কর্ত্তৃক "জগতের যথার্থ শিক্ষক কে?" এই প্রশ্নটী জিজ্ঞাসিত হইয়া, কিঞ্চিৎ অনুধাবনের পর, উত্তর করিয়াছেন "Let Nature be your teacher" তাঁহার মতে প্রকৃতিই জগতের যথার্থ শিক্ষক। বস্তুতঃ প্রকৃতি প্রতিনিয়ত মানবকে যে কত শত সৎশিক্ষা প্রদান করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

শিক্ষা প্রধানতঃ ত্রিবিধ; ভূয়োদর্শনজনিত শিক্ষা, সামাজিক শিক্ষা ও প্রাকৃতিক শিক্ষা। অনন্ত অতীত কাল হইতে পুরুষপরম্পরায় যে জ্ঞানপ্রবাহ প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে, সেই সংগৃহীত জ্ঞান-রাশি হইতে আমরা যাহা শিক্ষা করি, তাহাকে ভূয়োদর্শনজনিত শিক্ষা বলা যায়। বিশাল মানবসমাজ বা মানবজাতি হইতে আমরা যাহা শিক্ষা করি, তাহাকে সামাজিক শিক্ষা বলিলেও অসঙ্গত হয় না; যাহা আমরা বাহ্য জগৎ হইতে শিক্ষা করি, তাহাকে প্রাকৃতিক শিক্ষা বলিলেই সুসঙ্গত হয়। ভূয়োদর্শনজনিত শিক্ষা এবং সামাজিক শিক্ষা সংক্ষিপ্ত ও সীমাবদ্ধ; কিন্তু প্রাকৃতিক শিক্ষা অসীম, অসংখ্য-শাখাপ্রশাখা-সমন্বিত এবং সর্ব্বতোভাবে উন্নত। এই ত্রিবিধ শিক্ষাই মানব-জীবন প্রস্ফুটনের সহায় ও উপায়। তিনটীতেই সুশিক্ষিত না হইলে, মনুষ্য কখনই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সম্পূর্ণ হইতে পারে না। ফলতঃ কেবল মাত্র প্রাকৃতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হইলে, অপর দুইটী শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। কোনও প্রথিতনামা বঙ্গ-কবি বলিয়াছেন:—

"কাব্য ইতিহাস দেখ, বিজ্ঞান দর্শন শিখ,
কি তাহে দেখিবে? সে ত লৌকিক কল্পনা;
শিখিবে যদ্যপি তবে প্রকৃতি দেখ না।"

প্রকৃতির ভাণ্ডার অক্ষয়। সেই ভাণ্ডারগৃহের দ্বার অবারিত। মানব তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া স্বাধীনভাবে অমূল্য মণিমাণিক্য সংগ্রহ করিতে পারে; কিন্তু এই বিশ্বধামে প্রকৃতিকে দেখিবার মত কয়জনে দেখিয়া থাকে? প্রকৃতিতে শত শত

নিগূঢ় তত্ত্ব, সহস্র সহস্র মহাভাব লীলা করিতেছে; কিন্তু কয়জন তাহার মঙ্গলময় রহস্য-যবনিকার অন্তরালে প্রবিষ্ট হইতে সমর্থ? বৃক্ষ হইতে ফল পতিত হয়, ইহাত সৃষ্টির আরম্ভ হইতে সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছে; একমাত্র চিন্তাশীল মহামতি স্যর আইজ্যাক্ নিউটন্ (Sir Isac Newton) একটী আপেল ফলের পতন সন্দর্শন ও পরিচিন্তন করিয়া পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ রূপ মহান্ তত্ত্বের আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কোনও বিষয়ে শিক্ষা-লাভ করিতে হইলে, সেই বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে আসক্তি ও একাগ্রতা থাকা আবশ্যক। অন্তরে অনুরাগ ও ভক্তি না থাকিলে শিক্ষিতব্য বিষয়ে আসক্তি ও একাগ্রতা জন্মিতে পারে না। আমাদের দেশে সচরাচর দেখা যায় যে ভাগবত প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিবার পূর্ব্বে পাঠকগণ ভক্তিভাবে সেই সমস্ত গ্রন্থের পূজা ও প্রণামাদি করিয়া থাকেন। আসক্তি ও একাগ্রতা লাভের জন্যই বোধ হয় উক্ত নিয়মটী পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে। প্রাকৃতিক ঘটনাপুঞ্জ পরিদর্শন ও পরিচিন্তন সম্বন্ধেও প্রগাঢ় আসক্তি ও একাগ্রতার একান্ত প্রয়োজন। মানব-হৃদয়ে প্রাকৃতিক ব্যাপারে স্বাভাবিক অনুরাগ আছে, এই অনুরাগ প্রবর্দ্ধিত ও একতানতা প্রাপ্ত হইলেই উহাকে আসক্তি বলা যায়। কিন্তু প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বিষয়ে আনন্দ অনুভব করিবার অনুরাগ বা ক্ষমতা সকলের সমান নহে। ফুল ফুটিতেছে, পাখী উড়িতেছে, নদী বহিতেছে, এ সকল ঘটনা কেনা অবিরাম প্রত্যক্ষ করিতেছে? তুমিও দেখিতেছ, আমিও দেখিতেছি; কিন্তু কৈ? আমাদের চিত্ত ত তাহাতে কোনও রূপেই আকৃষ্ট হয় না। আমাদের নিকট ভাবের কবাট যেন চিরকালই সংরুদ্ধ রহিয়াছে। কিন্তু ঐ শুন! মহাকবি কালিদাস কাব্যকুঞ্জে উপবেশনপূর্ব্বক কল্পনা-বীণায় ভাবের ঝঙ্কার তুলিয়া জগতের কর্ণে অমৃত-ধারা বর্ষণ করিয়া গাহিতেছেন:—

"দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী
তমালতালীবনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে
র্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥"

অর্থাৎ দূর হইতে সূক্ষ্মরূপে প্রতীয়মানা, তমালবন ও তালীবনশ্রেণীতে নীলবর্ণ চক্রাকার বেলাভূমি, লৌহচক্রতুল্য লবণাম্বুরাশির ধারায় সংলগ্ন কলঙ্ক-রেখার ন্যায় শোভা পাইতেছে।

ইহাতেই দেখা যাইতেছে যে প্রাকৃতিক শোভার আনন্দ অনুভব করিবার শক্তি সকলের সমান নহে। প্রকৃতি নানা বিষয়ে আমাদের পরিচর্য্যায় নিযুক্তা। কিন্তু তাহার উপাসনা করা দূরে থাকুক, আমরা তাহার পবিত্র সদ্ভাবের অণুমাত্রও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। অসংখ্যতারকাপরিবেষ্টিত গগনবিহারী শারদ-পূর্ণিমার বিমল চন্দ্রিকা, বালতপনের মনোমোহকর মধুর হাস্য, নভস্তলের সুস্নিগ্ধ নয়নাভিরাম নীলিমা, হরিদ্বর্ণ শস্যক্ষেত্র সমূহের শ্যামল স্বর্গীয় শোভা সকলের চিত্তে সমানভাবে আনন্দের সঞ্চার করিতে পারে না। কেহ বা প্রকৃতির মনোহর সুষমা সন্দর্শনে এই যন্ত্রণাময় সংসারের সমগ্র শোক দুঃখ বিস্মৃত হইয়া ভাবের অনন্ত স্রোতে ভাসিয়া বেড়ায়, তাহার হৃদয়ের স্তরে স্তরে সুধার উৎস ছুটিতে থাকে, জীবন তন্ময় হইয়া যায়; আবার কেহ বা কূপমণ্ডুকের ন্যায় এই

193

সঙ্কীর্ণ সংসার-কূপের পঙ্কিল সলিলে হাবুডুবু খাইয়া অবসন্ন হইয়া পড়ে, অশান্তির বিষদংশনে অহর্নিশ জ্বলিতে থাকে, ভাবশূন্যতার বিশুষ্ক কালিমাময়ী ছবি তাহার হৃদয়কে অনুদিন নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখে। কেহ বা ব্রীড়াবনতা হসিতাননা মাধবীর সহিত রূপগুণসম্পন্ন গোলাপের পরিণয় কল্পনা করে; আবার কেহ বা প্রতিদিন শত শত বিকচ কুসুম প্রত্যক্ষ করিতেছে, বসন্তের স্নিগ্ধ মধুর সমীরণ সেবন করিতেছে, কিন্তু তাহার পক্ষে সমস্তই যেন অতীব অকিঞ্চিৎকর, কোনটীই তাহার হৃদয়ে অনুরাগের সঞ্চার করিতে সমর্থ হইতেছে না।

এরূপ হয় কেন? সকলেই প্রকৃতি সন্দর্শন করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছে, সকলেরই হৃদয়-ক্ষেত্রে ভাবের অঙ্কুর নিহিত আছে। জাগ্রৎ অবস্থায় মানবের হৃদয়-সমুদ্রে ভাবের প্রবাহ অবিরাম প্রবাহিত হইতেছে। জলবিম্ব যেমন প্রবাহের সহিত নৃত্য করিতে করিতে আবার সেই প্রবাহ মধ্যেই বিলীন হয়, সেইরূপ ভাবের তরঙ্গে একটী ভাবের বিম্ব এই উঠিতেছে আবার পরক্ষণেই সেই তরঙ্গেই লীন হইতেছে, আরার উঠিতেছে আবার লয় পাইতেছে। এমন কি স্বপ্নেও মানবের হৃদয়-সমুদ্র ভাব-তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে উদ্বেল হইতেছে।

তবে সকলেরই হৃদয়ে ভাবের সম্যক্ উন্মেষ হয় না কেন? তাহার কারণ কেবল উদ্বোধনের অভাব। উদ্বোধনের সহিত আরও একটী গুণ থাকা নিতান্ত আবশ্যক। সেটী প্রতিভা। জননীর সহিত পুত্রের যে সম্বন্ধ, প্রতিভার সহিত উদ্বোধনেরও সেই সম্বন্ধ। ফলতঃ প্রতিভা জননী, উদ্বোধন পুত্র। উদ্বোধন আবার দুইভাগে বিভক্ত; সাদৃশ্য উদ্বোধন ও সান্নিকর্ষ উদ্বোধন। কোনও একটী বস্তু দেখিলেই তদুপমেয় অপর কোনও বস্তুর চিত্র স্বতঃসিদ্ধভাবে আসিয়া উপনীত হওয়ার নাম সাদৃশ্য উদ্বোধন। যেমন অনন্ত বারিধি-সন্দর্শনে অসীম-নীলাকাশের কল্পনা, প্রাপ্তযৌবনা কামিনীর মন্থর-গতির সন্দর্শনে রাজহংস কিংবা গজেন্দ্রের মৃদুমন্দ-গতির কল্পনা, সুগোল আজানুলম্বিত বাহুর সহিত করিশুণ্ড ইত্যাদির কল্পনা। আবার কোনও একটী বস্তু প্রত্যক্ষ করিলেই তৎসম্পর্কীয় অথবা সেই জাতীয় কোনও একটী বস্তুর স্মৃতি মনোমধ্যে আসিয়া উপনীত হওয়ার নাম সান্নিকর্ষ উদ্বোধন। যেমন শিশিরবিন্দু দেখিয়া জলবিন্দুর কল্পনা, দীর্ঘিকা দেখিয়া হ্রদের কল্পনা ইত্যাদি।

উক্ত দ্বিবিধ উদ্বোধনের মধ্যে সাদৃশ্য উদ্বোধনই প্রধান। যাঁহার সাদৃশ্য উদ্বোধন আছে, তাঁহার সান্নিকর্ষ উদ্বোধনও আছে, কিন্তু যাঁহার সান্নিকর্ষ উদ্বোধন আছে, তাঁহার সাদৃশ্য উদ্বোধন না থাকিতেও পারে। যাঁহার হৃদয়ে সাদৃশ্য উদ্বোধনের স্রোত প্রবহমাণ, তিনি অতুল আনন্দের অধিকারী—তাঁহার আসন সাধারণ মানবের আসন হইতে অনেক উচ্চে অবস্থিত। তিনিই জগতে প্রতিভাসম্পন্ন বলিয়া অভিহিত হয়েন। প্রকৃতি-শোভার আনন্দ অনুভব করিবার ক্ষমতা তাঁহারই সমধিক; তাঁহারই হৃদয় প্রকৃতিতে তন্ময় হইয়া যায়। আর যিনি সান্নিকর্ষ উদ্বোধনের অধিকারী, তিনি সাধারণ মানবমণ্ডলীর অন্তর্ভূত। এস্থলে প্রতিভা সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক নহে। অনেকে শিক্ষাকে প্রতিভার সহিত এক আসনেই স্থাপিত করিতে চাহেন।

তাঁহারা বলেন যে শিক্ষিত ব্যক্তি ইচ্ছা করিলেই প্রতিভাসম্পন্ন হইতে পারেন। তাঁহাদের এই যুক্তি নিতান্তই অসমীচীন। শিক্ষা কৃত্রিম, প্রতিভা অকৃত্রিম। কিন্তু এ বিষয়ের সম্যক্ আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য নহে। তথাপি মনস্বী কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহোদয় এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, প্রসঙ্গাধীন আমরা তাহাই এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া মূল বিষয়ের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইব।

“প্রতিভা আর শিক্ষা বাহিরে অনেক লক্ষণে উভয়ে উভয়ের অনুরূপা এবং সখীত্ব সম্বন্ধে পরস্পর অতি নিকট সম্পর্কিতা হইলেও মূলে এক-প্রকৃতিকা নহে। শিক্ষার যাহা কিছু সৌন্দর্য্য, তাহা উদ্যানলতার সৌন্দর্য্যের ন্যায় কৃত্রিম; প্রতিভার যাহা কিছু সৌন্দর্য্য, তাহা বনলতার সৌন্দর্য্যের ন্যায় অকৃত্রিম। শিক্ষা শিল্প-বিলাসিনী, প্রতিভা স্বভাবজাত বিলাস মাধুর্য্যে চিত্তবিনোদিনী। শিক্ষা সাবধানা সুবেশপরিহিতা, প্রতিভা অসাবধানা উন্মত্তা। শিক্ষা ধীরপদবিক্ষেপিনী মন্থরগমনা, প্রতিভা নীলনভস্তলে চলসৌদামিনীর ন্যায় স্বদীপ্তিচঞ্চলা দ্রুতগমনা। কি পাঠক-সমাজ, কি বৈজ্ঞানিক-সমাজ, কি কবি-সমাজ, সর্ব্বত্রই শিক্ষা আর প্রতিভার এইরূপ প্রভেদ। যে তানসেন, যে নিউটন্, যে হাফেজ এবং যে শঙ্করাচার্য্য কি শাক্যসিংহ সে জন্ম হইতেই তানসেন, নিউটন্, হাফেজ, শঙ্করাচার্য্য এবং শাক্যসিংহ। শিক্ষা উপমাতার মত উৎসাহবারি সিঞ্চন করিয়া ক্রমে তাঁহাদিগকে পরিবর্দ্ধিত করে, তাঁহাদের চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেয় এবং তাঁহাদের আভ্যন্তরীণ অনলশিখার উপযুক্ত ইন্ধন দিয়া এক অভূতপূর্ব্ব আলোক জন্মায়, কিন্তু তাঁহাদিগকে সৃষ্টি করে না। যাহা আছে, শিক্ষায় তাহারই বিকাশ হইতে পারে, যাহা নাই তাহা আসে না। জন্সনের ন্যায় সুপণ্ডিত ব্যক্তিরা আপনাদিগের পাণ্ডিত্যবলের উপর নির্ভর করিয়া চায়না হইতে পেরু পর্য্যন্ত বহির্জ্জগৎ দর্শন করিতে পারেন, কিন্তু অন্তর্জ্জগৎ দর্শন করিবার যে চক্ষু তাহা ব্যাসের কিংবা সেক্সপিয়রের। পোপ কি এড়িসন্ শ্রেণীস্থ কবিরা ভাবগর্ভ বচন বিন্যাস করিয়া মানুষের মন ক্ষণকাল আকৃষ্ট রাখিতে পারেন, কিন্তু মনুষ্যকে “মোহিত” কি “উন্মাদিত” করিবার যে শক্তি, তাহা কালিদাসের কি বায়রণের।” (বান্ধব, ১২৭২ ফাল্গুন)

অপরন্তু ধর্ম্মনীতি, জ্ঞান ও ভালবাসার উপরও স্বভাবের সৌন্দর্য্য-গ্রাহিতা-শক্তি সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করিতেছে। যে হৃদয়ে ধর্ম্মনীতি ও জ্ঞানের সঞ্চার আদৌ নাই, সে হৃদয় স্বার্থপর, সুতরাং সঙ্কীর্ণ, নীরস, কঠিন ও কর্কশ। সুতরাং স্বভাবের শোভা ঐরূপ ব্যক্তির হৃদয়ে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত করিতে পারে না। এ স্থলে আরও একটী কথা বলা আবশ্যক যে, হৃদয়ে স্বাধীনতার ভাব বিদ্যমান না থাকিলে উক্ত সদ্গুণনিচয়ের পরিপুষ্টি সাধিত হয় না। স্বাধীনতা থাকিলে মানবমনের যাবতীয় সদ্গুণ ও ধর্ম্মভাবের স্ফূর্ত্তি হয়। স্বাধীনতার সুস্নিগ্ধ সমীরণে প্রতিভা প্রভৃতি স্বর্গীয় প্রসূন বিকসিত হইয়া স্বর্গীয় সৌরভে জগৎকে আমোদিত ও উন্মত্ত করিয়া তুলে। মানবের স্বাধীনতার পরিমাণ যত অধিক হইবে, মনের সদ্গুণ নিচয়েরও তত বিস্ফুরণ হইবে। স্বাধীনতা না থাকিলে মনের উদারতা জন্মে না। স্বাধীন কার্য্য-

ক্ষেত্র না হইলে মানবীয় ক্ষমতার পূর্ণবিকাশ হইতে পারে না। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে স্বাধীনতাই নীতি ও জ্ঞান প্রস্ফুটনের প্রকৃষ্ট সহায়।

ভালবাসা—যাহা সর্ব্বদাই আমাদের হৃদয়ে আনন্দস্রোত প্রবাহিত করে, তাহাকেই আমরা প্রাণ অপেক্ষাও ভালবাসি। ভালবাসা কি? মোটামুটি হৃদয়ে হৃদয়ে সঙ্ঘাত, আত্মাতে আত্মাতে সম্মিলনকে ভালবাসা কহে। প্রথমতঃ জনক জননী, সহোদর সহোদরা, পুত্র কলত্র প্রভৃতিকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে শিক্ষা কর। পরিবারবর্গের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হইলে, ক্রমশঃ সমস্ত জগৎকে স্বতঃই ভাল বাসিতে ইচ্ছা হইবে। তখন দেখিবে যে তোমাতে ও জগতে কোনও পার্থক্য নাই। তখন আর আত্মপর-জ্ঞান থাকিবে না। অবশেষে উহা এমন হইয়া দাঁড়াইবে যে তোমার ভালবাসার সঙ্কুলান সমস্ত সৌর জগতেও হইবে না। উহা তখন এক পবিত্র অনন্তের দিকে প্রচণ্ডবেগে ছুটিতে থাকিবে, তোমার তুমিত্ব চলিয়া যাইবে। এইত গেল মনুষ্য-জগতের কথা। প্রাকৃতিক জগৎকে ভালবাসা সম্বন্ধেও ঐরূপ। ‘স্বভাবকে ভালবাস’ ইহার অর্থ এই যে প্রকৃতিতেই তোমার আত্মা সর্ব্বতোভাবে লীন হউক। তুমি সমস্ত জড়জগৎকে আত্মময় দেখ। নির্জ্জীব জড়বস্তুকে সজীব ভাবিয়া তাহার প্রতি প্রীতিবান্ হও। যখন দেখিবে যে উক্ত বিষয়ে সম্পূর্ণরূপ অভ্যস্ত হইয়াছ, তখন সমস্ত জড়বস্তুই সজীবতা প্রাপ্ত হইয়া তোমার নেত্রপথে নৃত্য করিতে থাকিবে। তখন প্রকৃতির সমস্ত বস্তুতেই প্রেম ও সদ্ভাবের পূর্ণবিকাশ দেখিয়া তোমার কল্পনা আরও অধিক উচ্চে উঠিতে থাকিবে, এবং তাহার আবেগময় কূলপ্লাবী চাঞ্চল্য হৃদয়কে অনন্তের দিকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। এইরূপে ভালবাসা প্রকৃতি-জগতে ছড়াইয়া পড়িলে, তখন তুমি ঐ সকল অনন্ত সৌন্দর্য্যের স্রষ্টাকে অবশ্যই স্মরণ করিবে। তোমার হৃদয় স্বতঃই যেন ঈশ্বর-প্রেমের উন্মত্ততায় পবিত্র হইয়া উঠিবে। তুমি তখন পত্র, পুষ্প, ফল, গিরি, কন্দর, নির্ঝরিণী প্রভৃতি প্রকৃতি-রাজ্যের সমস্ত বস্তুতেই তাঁহার অদ্ভুত কার্য্য-কলাপ সন্দর্শন করিয়া বিমোহিত হইবে। তখন স্বতঃই তুমি ত্রিতন্ত্রীতে প্রেমের ঝঙ্কার তুলিয়া গাহিয়া উঠিবে—

“পত্র পুষ্প ফলে দেখি যে সব রেখা,
রেখা নয় তোমার দয়াল নামটী লেখা,
সুন্দর তোমার নামটী পাখীর অঙ্গে আঁকা,
প্রেমানন্দে নামটী নয়নে লিখেছ।”

গাহিতে গাহিতে মন প্রশস্ত হইবে। নাস্তিকতা ও জড়বাদ অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। সংসারের অকিঞ্চিৎকর বিলাস-ভোগস্পৃহা, বহিরিন্দ্রিয় পরিতর্পণের মোহান্ধতা সমস্তই বিদূরিত হইবে। নানা মুনির নানা মত শুনিয়া তোমার হৃদয় সংশয়-দোলায় দোদুল্যমান হইবে না। সংসারের গভীর নৈরাশ্য, দুঃখের অন্তর্দ্দাহকর বিষদংশন আর তোমার হৃদয়কে উন্মথিত করিতে পারিবে না।

চিত্তশুদ্ধি।

ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণ ব্রহ্মজ্ঞানের, ব্রহ্মপ্রীতির এবং ব্রহ্মের প্রিয়-কার্য্য-সাধনের সারগর্ভ উপদেশ দিয়াছেন সেই সকল গুরু ও গম্ভীর উপদেশ, সেই সকল মুক্তিপ্রদ সাধনতত্ত্ব কেন যে ব্রাহ্মদিগকে এখনো ধর্ম্মে, নিষ্ঠাতে ও অটল

ধর্ম্ম বিশ্বাসে স্থির রাখিতে পারিতেছে না, কেন যে এখনো লোক সমূহকে ব্রহ্মসাধনের উচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে পারিতেছে না, বোধ হয় ব্রাহ্মদিগের চিত্ত-শুদ্ধি ও ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্বে অভিনিবেশের অভাবই তাহার একমাত্র কারণ। স্বাধীনতা আত্মার সার পদার্থ ও স্বাধীন-চিন্তা আত্মোন্নতির কেন্দ্র স্থানীয় হইলেও স্বাধীনতা ও স্বাধীন চিন্তার নামে যে স্বেচ্ছাচারিতা ও যথেচ্ছাচারিতার এক মহা প্রবাহ সমাজ-সমুদ্রে উত্থিত হইয়াছে এবং যাহার প্রভাবে সাধুপ্রসিদ্ধ সত্য-পন্থা ও অনুশাসন ও নিয়ম সংযমাদি অবজ্ঞাত হইয়া আত্ম-প্রাধান্য ও আত্মাভিমানের মাত্রা স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে তাহাও ইহার অন্যতর কারণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। যে হৃদয় আত্মাভিমানে স্ফীত, তাহা দুর্গম। পর্ব্বতের অসমান দুর্গম স্থানে বৃষ্টি পতিত হইলে তাহা যেমন পর্ব্বতের গাত্র দিয়া নিম্নদিকে চলিয়া যায়, সেইরূপ যে হৃদয় শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রীতি ও চিত্ত-শুদ্ধির অভাবে অসমান রহিয়াছে তাহাতে ব্রহ্মজ্ঞান স্থান না পাইয়া নিম্নে নিপতিত হয়।

ব্রাহ্মধর্ম্মে এমন উপদেশ আছে যে, "বাক্যে সত্যবাদী ও ব্যবহারে সত্যপরায়ণ হইবেক, তাহাতে অন্তরিন্দ্রিয় প্রসাদ লাভ করিয়া পরিশুদ্ধ হইবে। ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান সমুজ্জ্বল করিবেক ও ঈশ্বরের আদিষ্ট ধর্ম্মানুষ্ঠানরূপ তপশ্চর্য্যাতে নিযুক্ত থাকিবেক, তাহাতে আত্মা মোহ ও পাপ তাপ হইতে মুক্ত থাকিয়া পরিশুদ্ধ হইবেক এবং জ্ঞানের অনুশীলন পূর্ব্বক বুদ্ধিকে ভ্রম প্রমাদ হইতে মুক্ত করিয়া পরিশুদ্ধ রাখিবেক। আপনাকে সর্ব্বপ্রকারে শুদ্ধসত্ত্ব করিয়া শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পরমেশ্বরের সন্নিহিত হইতে থাকিবেক।" যদি এই মহা উপদেশ গ্রন্থের পত্র মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে, যদি বক্তার জিহ্বাগ্রেই তাহা কেবল প্রস্ফুরিত হয়, যদি তাহা মনের অনুধ্যানের বিষয় না হয়, যদি তাহা জীবনের কার্য্যে ও আত্মার উন্নতি সাধনে প্রযুক্ত না হয়, তবে চিত্ত-শুদ্ধি ও চিত্ত-শুদ্ধি দ্বারা ধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া যথার্থ ধার্ম্মিক হইবার সম্ভাবনা নাই। কঠোর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি সহজ হয়—ধর্ম্মযুদ্ধে দুর্জ্জয় রিপু সকলকে দমন করিতে পারিলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি সহজ হয়, অতৃপ্ত বিষয়-বাসনাকে ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন করিয়া সন্তোষাবলম্বন করিলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি সহজ হয়। অক্ষয় সুখের আধার, অনন্ত শান্তির উৎস ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্যই নিষ্কাম ভাবে গভীর অনুরাগে, পবিত্র মনে তাঁহার উপাসনা করিলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি সহজ হয়। এই ব্রহ্মমন্দিরে তাঁহারই উপাসনা হয়, যিনি আমাদের ঈশ্বর, যিনি আমাদের জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যুতে আশ্রয়—যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালে জগতের একই নিয়ন্তা, অনাদি কাল হইতে যাঁহার একই মঙ্গল ইচ্ছা অনন্ত উন্নতিকে সিদ্ধ করিতেছে, সেই ব্রহ্মমন্দিরে আসিবার জন্য যদি মনের ব্যাকুলতা না জন্মিল, সেই ব্রহ্মমন্দিরে গমনকালে যদি অনুরাগভরে পদ নিক্ষেপ না করিলাম, সেই ব্রহ্মমন্দিরে প্রবেশ করিয়া শুদ্ধান্তঃকরণে যদি ব্রহ্মোপাসনায় না বসিলাম, উপাসনা-কালে যদি চিত্তকে সমাহিত না করিলাম, যদি ধর্ম্মের ব্যাখ্যান ও উপদেশাদি শ্রবণ কালে স্বীয় কর্ণকে তাহার প্রত্যেক শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য্য গ্রহণে নিযুক্ত না করিলাম, যদি তাহার সত্য আমাদের প্রাণে অনুপ্রাণিত না হইল, যদি তাহা আমা-

JOTINDRO NATH DUTTA
JANMABHUMI OFFICE
39, Manick Bos'es Ghat St. Calcutta.
195

দের আত্মার সম্মুখে দীপ-শলাকা হইয়া আমাদের ধর্ম্মপথের অন্ধকার দূর না করিল, তবে যে জন্য জন্ম, যে জন্য মৃত্যু তাহা সফল হইল না; কেবল জন্মই হইল আর মৃত্যুই হইল। ব্রাহ্মধর্ম্ম, ব্রহ্মোপাসনা, ধর্ম্মোপদেশ আমাদের নিকটে নিদ্রার স্বপ্নবৎ প্রকাশিত হইয়া বিষয়-জাগ্রৎ-জীবনে নির্ব্বাণ হইয়া গেল। ধর্ম্ম সে পদার্থ নয়, জ্ঞান এবং নিষ্ঠা সে পদার্থ নয় যে, ব্যবহারিক পদার্থের ন্যায় ব্যবহারান্তে বিনাশ পাইবে। ধর্ম্ম ধর্ম্মপ্রাণ মানবের ইহকালের বন্ধু ও পরকালের নেতা। ধর্ম্ম কালে জীর্ণ হয় না, ধর্ম্ম বিষয়সংস্পর্শে মলিন হয় না। ধর্ম্ম নিত্য নূতন থাকিয়া ধার্ম্মিককে শাশ্বত সুখের পথ প্রদর্শন করে ও তাহার অমৃতরসের স্বাদগ্রহণে সমর্থ করে। অতএব ধর্ম্মকে কত গভীর আলিঙ্গনে হৃদয়ে ধারণ করা আমাদের উচিত। বেদে আছে—

"বাঙ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতং আবিরাবীর্মএধি। বেদস্য ম আনীস্থঃ শ্রুতং মে মা প্রহাসীরনেনাধীতেনাহো রাত্রান্তসন্দধামি ঋতং বদিষ্যামি সত্যং বদিষ্যামি তন্মামবতু।"

অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা শাস্ত্র পাঠে প্রবৃত্ত যে আমার বাক্য তাহা আমার মনের সহিত যুক্ত হউক, আমার মন আমার বাক্যের সহিত যুক্ত হউক, হে স্বপ্রকাশ পরমাত্মন্, আমার হৃদয়স্থ অবিদ্যার আবরণ অপনয়ন করিয়া আমার নিকট প্রকাশিত হও। হে আমার বাক্য ও মন, ব্রহ্মবিদ্যার মর্ম্ম আমার হৃদ্গত করিবার জন্য তোমরা সমর্থ হও। শ্রুত বিষয়ের ভাব ও অর্থ যেন আমি বিস্মৃত না হই। ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনাতে যেন আমি অহোরাত্র আপনাকে সঞ্জীবিত রাখিতে পারি। আমি যেন মনে সর্ব্বদা সত্য তত্ত্বের অনুধ্যান করি, বাক্যেতে সত্য কথাই বলি, সত্য আমাকে রক্ষা করুন।

অরণ্য যাঁহার নিবাসভূমি, ব্রহ্মচর্য্য যাঁহার জীবন, তপস্যা যাঁহার কার্য্য এবং সত্যই যাঁহার আত্মার অন্ন, সেই আরণ্যক ঋষি যদি চিত্ত-শুদ্ধির জন্য, সত্যের প্রতি বাক্য মনের অভিনিবেশ ও একাগ্রতার জন্য এই শান্তি বচনের দ্বারা প্রার্থনা-পরায়ণ হয়েন, তবে বল তো, গৃহী হইয়া, পুত্র কলত্র পরিবারে বেষ্টিত থাকিয়া, অহরহ তৈল, লবণ, তণ্ডুলের জন্য ভাবিত রহিয়া, শত শত প্রলোভনের সামগ্রী সম্মুখে দেখিয়া ইহার কত গুণ অধিক শান্তি-বচন-পরায়ণ আমাদের হওয়া উচিত। চিত্তশুদ্ধি ও বাক্য মনের অভিনিবেশই আমাদের ধর্ম্মজীবনের মূল। ধর্ম্মজীবনের জন্য বাক্য মনের একতাই একান্ত প্রয়োজনীয়। অগ্নির উত্তাপ যেমন অগ্নিতে নিবদ্ধ, তুষারের শৈত্য যেমন তুষারে নিবদ্ধ, পুষ্পের গন্ধ সৌন্দর্য্য যেমন পুষ্পে নিবদ্ধ, লৌহ প্রস্তরের দৃঢ়তা যেমন লৌহ প্রস্তরে নিবদ্ধ, মানবাত্মার ধর্ম্ম সেইরূপ মানবাত্মাতে নিবদ্ধ। অগ্নির সঙ্গে সঙ্গে অগ্নির উত্তাপ প্রকাশ পায়, তুষারের সঙ্গে সঙ্গে তুষারের শৈত্য প্রকাশ পায়, পুষ্পের সঙ্গে সঙ্গে তাহার গন্ধ সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায়, সেইরূপ যদি মানবাত্মার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ধর্ম্মভাব প্রকাশ না পায়, মানবের মুখশ্রীতে যদি ব্রহ্মবর্চ্চ প্রস্ফুটিত না থাকে, তাহার প্রত্যেক ভাবে, প্রত্যেক কার্য্যে সত্য, প্রেম, জ্ঞান, ধর্ম্ম প্রভৃতি সদ্গুণ সকল প্রকাশ না পায় তবে সে মানবাত্মা কি! কোথায় তাহার শ্রেষ্ঠত্ব? কোথায় তাহার গৌরব? অগ্ন্যাদি জড় পদার্থ, এই জন্য তাহারা জড় নিয়মের স্বভাবসিদ্ধ ভাবে স্বীয় গুণের

সহিত প্রকাশ পায়। মানবাত্মা স্বাধীন, সেই জন্য তাহাকে স্বাধীনতার নিয়মে সাধন দ্বারা, কার্য্য দ্বারা আপনার মর্ম্মস্থ সদ্‌গুণ সকলকে প্রকাশিত করিয়া লইতে হইবে। সত্য, শ্রদ্ধা, প্রীতির আসনে উপবিষ্ট হইয়া স্বাধীন ভাবে সাধন করিলে তবে তাহাতে সিদ্ধি লাভ হয়।

অন্তঃকরণ হইতেছে মন। চক্ষু কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল মনেরই পঞ্চধা বিভাগ। কেবল এই মনকে শুদ্ধ করিতে পারিলেই বাহ্য-শুদ্ধি এবং অন্তঃশুদ্ধি যুগপৎ সাধিত হয়। মন পরিশুদ্ধ থাকিলে আমাদের আর কদর্য্য দর্শন, কদর্য্য শ্রবণে অভিরুচি থাকে না; মন বিশুদ্ধ থাকিলেই দ্বেষ হিংসা পরপীড়া প্রভৃতি আভ্যন্তরিক মলিনতা আমাদিগকে মলিন রাখিতে পারে না। মনেরই ধ্যানযোগে আত্মায় ব্রহ্মদর্শন ঘটে। অতএব মনকে প্রসন্ন রাখা সাধকের প্রধান কর্ত্তব্য। সে উপায় যোগশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে; যথা

"মৈত্রী করুণা মুদিতোপেক্ষাণাং সুখ দুঃখ পুণ্যাপুণ্য বিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্।"

যে ব্যক্তি সুখী—ধনৈশ্বর্য্য সম্পন্ন, তাহাতে মিত্রতা ভাবনা করিবেক, দীন দরিদ্র ব্যক্তিতে করুণা ভাবনা করিবেক, পুণ্যাত্মা পুরুষে মুদিতা কি না হর্ষ ভাবনা করিবেক আর অপুণ্যাত্মা পুরুষে উপেক্ষা ভাবনা করিবেক তাহা হইলে চিত্ত-প্রসাদন অর্থাৎ চিত্তের স্বচ্ছতা লাভ হইবে। যেমন আপনার পুত্রাদির রাজ্যাদি লাভ হইলে তাহার প্রতি মনের ঈর্ষা উপস্থিত হয় না, সেইরূপ সুখী পুরুষে মৈত্রী ভাবনার দ্বারা তাহার প্রতিও ঈর্ষা উপস্থিত হইবেক না। এইরূপে মৈত্রী ভাবনা দ্বারা মনের ঈর্ষা দূর হইয়া চিত্ত-শুদ্ধি উপস্থিত হইবে। সেইরূপ দুঃখী পুরুষে দুঃখের ভাবনা ভাবিলে তদ্দ্বারা নিজের ধন সুখের অভিমান ও তাহাকে হীন অপবিত্র জ্ঞানে তৎপ্রতি নিজের দুর্ব্যবহার অত্যাচারের ইচ্ছা প্রশমিত হইয়া মনের মলিনতা অপসারিত ও চিত্তশুদ্ধি উপস্থিত হইবে। এইরূপে পুণ্যবান ব্যক্তিতে সর্ব্বদা মুদিতা ভাবনা দ্বারা অন্যের উৎকর্ষ দর্শনে নিজের হৃদয়-জ্বালা রূপ অসূয়া বৃত্তি নিবৃত্ত হইয়া যাইবে। আবার পাপী পুরুষে উপেক্ষা ভাবনা করিলে তাহাকে দেখিয়া মনে যে ঘৃণা ও ক্রোধ উপস্থিত হয় তাহাও দূর হইয়া চিত্ত পরিশুদ্ধ হইবে। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা মনরূপ দর্পণকে মার্জ্জনা করিবার চারিটি পরমৌষধ। মন যদি পরিষ্কৃত হইল, তবে পরিষ্কৃত দর্পণে যেমন বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়ে, সেইরূপ আমাদের পরিষ্কৃত মনে সেই জ্ঞানময় পুরুষের দর্শন লাভ আর অবশিষ্ট থাকিবে না। ইহাকেই বলে শম গুণের সাধন। ইহাকেই বলে মনকে অন্তর্মুখীকরণ। যে মনে সর্ব্বদা বিষয়ের ছায়া পড়িয়া তাহাকে মলিন করিয়া রাখে, সে মনে সর্ব্বদা বিষয় বাসনাই উপস্থিত হয়। আর যে মন হইতে চিত্ত-শুদ্ধির উপায়ে মলিনতা অপসারিত হইয়াছে ও তাহাতে ব্রহ্মস্বরূপ আবির্ভূত হইয়াছে সে মনে তখন ব্রহ্মপ্রীতিই উপস্থিত হয়, যে ব্রহ্মপ্রীতি তোমাকে সংসার-সমুদ্রের ঘোর তরঙ্গ হইতে রক্ষা করিয়া এমন স্থানে লইয়া যাইবে, যেখানে জরা মরণ শোক সন্তাপের কোন সম্ভাবনাই নাই।

গুরু নানক আর এক উন্নত গ্রামের চিত্ত-শুদ্ধির কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,

196

"হরিকী ভক্তি করো মন মীত নির্ম্মল হোয় তুমারো চিত। চুপ্‌পে চুপ্‌প ন হোবই যে লায় রহা লিব তার।"

তুমি যদি তৈলধারার ন্যায় প্রবৃত্তির ধারা অন্তরে প্রবাহিত রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার সমাধি—ব্রহ্মদর্শন হইবে না। অতএব হে আমার সখা মন, তুমি হরিভক্তি কর, তাহা হইলে তোমার চিত্ত-প্রসাদ উপস্থিত হইবে।

মৈত্রী করুণাদির উপায়ে শম দম সাধন দ্বারা যাহাদের চিত্ত বিশুদ্ধ হয় নাই, হরিভক্তি দ্বারা যাহাদের চিত্তপ্রসাদ হয় নাই, ব্রাহ্মধর্ম্মের অতিসূক্ষ্ম অতি গভীর তত্ত্ব সকল তাহাদের হৃদয়ে কি প্রকারে স্থান পাইবে? মৃত শরীর বা শুষ্ক কাষ্ঠকে অগাধ জলগর্ভে ডুবাইয়া দাও তাহা সেখানে না থাকিয়া জলের উপরেই ভাসিতে থাকিবে। তেমনি অবিশুদ্ধচিত্ত পাপমলিন লঘু পুরুষকে সহস্র ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ দাও তাহার মন তাহাতে বসিবে না, সে বিষয়-সাগরেই ভাসিয়া বেড়াইবে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কাষ্ঠপাষাণাদিতে ব্রহ্মদর্শনরূপ ধর্ম্মবিকারেই তাহার গতি মতি নিঃশেষিত হইবে। এই জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন,—"মন স্বীয় বশে না থাকিলে সেই দুর্ভাগ্য পুরুষকে ধর্ম্মপথ হইতে বিপথগামী করে এবং কণ্টকময় পাপারণ্যে নিপাতিত করিয়া তাহাকে অশেষ যন্ত্রণাগ্রস্ত করে। অতএব কোন প্রকারে মন ও ইন্দ্রিয় যেন বুদ্ধি-বৃত্তির অবশীভূত ও ধর্ম্মশাসনের বহির্ভূত না হয়। যাঁহার ইন্দ্রিয় সকল বুদ্ধি-বৃত্তির অধীন তাঁহাকে তাহারা ঈশ্বরপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মপথে লইয়া যায় এবং তাঁহার অতীব কল্যাণ হয়। যিনি ঈশ্বরের বিশুদ্ধ স্বরূপ জানেন না, যিনি আপনার মনকে স্বীয় বশে রাখিতে পারেন না, যিনি পাপ-চিন্তা, পাপালাপ, পাপানুষ্ঠান দ্বারা সর্ব্বদা অপবিত্র থাকেন তিনি সংসারের কুটিল পথেই ভ্রমণ করেন, সংসারের পার যে অভয় ব্রহ্মপদ তাহা প্রাপ্ত হন না। যিনি ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া বিশুদ্ধ-চিত্ত হয়েন, ধর্ম্ম তাঁহার পরম বন্ধু হইয়া তাঁহাকে ব্রহ্মরূপ নিকেতনে লইয়া যান।"

রৌদ্রক্লিষ্ট পথিকের জন্য সুশীতল তরুচ্ছায়া যেমন আবশ্যক, ক্ষুধিত জনের জন্য গৃহস্থের মুক্ত অন্নশালা যেমন আবশ্যক, মানবাত্মার চির অশান্তি ও অশেষ দুর্গতি নিবারণের জন্য সেইরূপ সত্য জ্ঞানানন্তের উপাসনা ও ঈশ্বরতত্ত্বের আলোচনা ও তাহাতে অভিনিবেশ ততোধিক আবশ্যক। ধর্ম্মের অন্তর্বাহ্য এক, তত্ত্বের অন্তর্বাহ্য এক, অতএব হে ধর্ম্মপিপাসু, হে তত্ত্বজিজ্ঞাসু মানব, তোমার বিশ্বাস অন্তর্বাহ্যে এক হউক, তোমার জ্ঞান ও ক্রিয়া এক হউক, তোমার আচার ও অনুষ্ঠান এক হউক এই উদ্দেশ্যে চিত্ত-শুদ্ধি রূপ ধর্ম্মের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া সেখানে দণ্ডায়মান হও, প্রবেশে বাধা পাইবে না।

কৃষ্ণাবতার।

১৫শ প্রস্তাব।

বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশের ৩৬ অধ্যায়ে কৃষ্ণ বহু সহস্র শরীর ধারণ করিয়া নরকাসুরপুর হইতে আনীত শতাধিক ষোড়শ সহস্র কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। কন্যারা ভাবিয়াছিল যে

"মমৈব পাণিগ্রহণং ভগবান্ কৃতবানিতি।"

(১৭ শ্লোক)

মধুসূদন কেবল আমারই পাণিগ্রহণ করি-

লেন। বিষ্ণুপুরাণের এই অংশ লইয়া সম্ভবতঃ ভাগবতকার স্বীয় গ্রন্থের ৬৯ অধ্যায় রচনা করিয়া থাকিবেন। এই অধ্যায়ের নাম "মায়াবিভূতি বর্ণন"। পাঠকবর্গ এই অধ্যায় পাঠে অন্তত বুঝিতে পারিবেন আখ্যায়িকার শাখা প্রশাখা কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারে, স্বকপোলকল্পনা ও অতিরঞ্জন পরবর্ত্তী গ্রন্থে কতদূর প্রসার লাভ করিতে পারে। হইতে পারে বিষ্ণুপুরাণকার এইটুকু বুঝাইতে চাহেন যে শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্যপত্নীপ্রেম পক্ষপাত-দোষ-বিরহিত ছিল, তিনি সকলকেই তুল্যভাবে স্নেহ করিতেন। কিন্তু ভাগবতের স্থূল বর্ণনা মাধুর্য্যগুণবিশিষ্ট হইলেও এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবার অনুমাত্র স্থান নাই বলিলেও হয়।

শ্রীকৃষ্ণ বহু স্ত্রী বিবাহ করিয়াছেন ইহা শুনিয়া কৃষ্ণদর্শনে নারদের ইচ্ছা জন্মিল। তিনি দ্বারকায় আসিয়া দেখিলেন স্ফটিক-রজত-নির্ম্মিত অসংখ্য প্রাসাদে বিশ্বকর্ম্মার অনুপম শিল্পচাতুরী বিঘোষিত। নারদ পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক প্রকোষ্ঠে দেখেন রুক্মিণী সুবেশা দাসী পরিবৃতা হইয়া স্বীয় পতি শ্রীকৃষ্ণকে বীজন করিতেছেন। তিনি নারদকে দেখিবামাত্র আসন ত্যাগ করিলেন। পরন্তু যাঁহার চরণধৌতজলে গঙ্গা তীর্থরূপা তিনি জগৎগুরু হইয়াও নারদের পাদদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া সেই জল মস্তকে ধারণ করিলেন; অধিকন্তু জিজ্ঞাসিলেন এক্ষণে আপনার কোন্ কর্ম্ম সাধন করিতে হইবে। নারদ প্রেমগদ্গদ্ হইয়া বলিলেন

সংসারকূপ পতিতোত্তরণাবলম্বং ধ্যায়ংশ্চরাম্যনুগ্রহাণ যথা স্মৃতিঃস্যাৎ।
১৬ শ্লোক।

সংসার-কূপপতিত জনের উদ্ধারের হেতুভূত সেই চরণ সতত ধ্যান করিয়া যাহাতে বিচরণ করিতে পারি, কৃপা করিয়া আমাকে সেই স্মৃতি দান করুন। এই বলিয়া কক্ষান্তরে গমন করিয়া দেখিলেন শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়া ও উদ্ধবের সহিত অক্ষক্রীড়া করিতেছেন। বিস্ময়-বিমোহিত হইয়া পরক্ষণেই পার্শ্বগৃহে ফিরিয়া দেখেন শ্রীকৃষ্ণ স্নানের উদ্যোগ করিতেছেন। নারদ আরও দেখিলেন যে সেই একই কৃষ্ণ একই সময়ে কোথাও বা আহবনীয় অগ্নিতে হোম করিতেছেন, কোথাও বা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেছেন, কোথাও বা বাগ্‌যত হইয়া পরব্রহ্মের ধ্যান ধারণায় নিমগ্ন, কোথাও বা অসিচর্ম্ম লইয়া ভ্রাম্যমাণ, কোথাও বা বন্দীগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান, কোথাও বা মন্ত্রিগণ সহিত মন্ত্রণানিরত, কোথাও বা প্রিয়া সহিত হাস্য পরিহাসে প্রবৃত্ত, কোথাও বা কলহশীল, কোথাও বা সন্ধিকরণোদ্যত, কোথাও বা শিশু সন্তান পালনবিব্রত, কোথাও বা ইতিহাস পুরাণ শ্রবণ প্রবৃত্ত। নারদ ভোগাভিলাষী শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়াপ্রভাব দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মানসিক ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন

ব্রহ্মণ্ ধর্ম্মস্য বক্তাহং কর্ত্তা তদনুমোদিতা
তচ্ছিক্ষয়ন্‌লোকমিমমাস্থিতঃ পুত্র মা খিদ।

আমি ধর্ম্মের বক্তা, অনুষ্ঠাতা, অনুমোদিতা; লোকশিক্ষা দিবারই জন্য এইরূপে অবস্থিতি করি, পুত্র! তুমি এতদ্দর্শনে মোহিত হইও না।

কেহ হয়ত বলিবেন যে ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্ব সাধারণের অন্তরে মুদ্রিত করিবার জন্য ভাগবতের এই অধ্যায়ের অবতারণা। আমরা তাহা নয় স্বীকার করিলাম। তবে স্থূলভাবে বর্ণনার আশঙ্কা আছে। এ রূপে ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্ব

বজায় রাখিবার চেষ্টায়, তাঁহার স্বরূপের অর্থাৎ তিনি যে বাক্যমনের অগোচর সে ভাবের ব্যত্যয় ঘটে। অবশ্য যাঁহারা সেরূপ জ্ঞানোন্নত নহেন তাঁহারা যেভাবে বুঝুন তাহাতে বড় আসিয়া যায় না, কিন্তু যাঁহারা আজকালকার দিনে জ্ঞানোন্নত, যাঁহারা বাক্‌জাল বিস্তার করিয়া শ্রুতিপ্রমাণের অর্থ বিকৃত করিয়া ভাগবতাদি গ্রন্থের অন্তর্নিহিত প্রকৃত তাৎপর্য্যার্থ না ধরিয়া প্রতি শ্লোকের প্রতিশব্দের সাদাসিদা অর্থ বুঝাইবার জন্য অন্য কথায় মনুষ্যরূপী ঈশ্বরের অবতারত্ব স্থাপনের জন্য এবং ছোট খাট সমস্ত কথা ঐতিহাসিক ভাবে বুঝিবার ও বুঝাইবার জন্য দৃঢ়ব্রত তাঁহাদের সে আয়াসে জ্ঞানের মর্য্যাদা যে আদৌ রক্ষা পায় না সে কথা বলা বাহুল্যমাত্র।

আমরা বলি পৌরাণিক যুগে ধর্ম্মভাব সাধারণের মনে মুদ্রিত করিবার জন্য আধ্যাত্মিক সত্যে সাধারণের বিশ্বাস ও প্রত্যয় দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য মনুষ্যরূপী ঈশ্বরের মুখে ধর্ম্ম বিবৃত। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন আমি ধর্ম্মের বক্তা। শুধু বক্তা নহি আমি কর্ত্তা বা অনুষ্ঠাতা। তাই শ্রীকৃষ্ণ হোম যজ্ঞ ও পরব্রহ্মের ধ্যান নিরত বলিয়া চিত্রিত। কেবল তাহাই নহেন তাঁহাকে গৃহী বলা হইয়াছে। তিনি কেবল গৃহী নহেন, একভাবে তিনি রাজা। সুতরাং পাষণ্ডপীড়ন দুষ্কর্ম্মনিরত শত্রুবিঘাতন তাহার ফলে সৎধর্ম্মরক্ষা তাঁহার কার্য্য। তাহা হইলেই দাঁড়াইতেছে অবতারবাদ যেরূপ কৌশলে এদেশে খাড়া করা হইয়াছে তাহা একেবারে নির্দ্দোষ না হইলেও যাহাতে গৃহী আপনার কর্ত্তব্যের ছায়া অবতারের জীবনে দেখিতে পান তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। অবশ্য সকল অবতারে এবং সকল শাস্ত্রকারের হস্তে ঠিক এ ভাব বজায় আছে কি না তৎসম্বন্ধে মতপার্থক্য থাকিলেও সত্যপালন পিতৃভক্তি পত্নীবাৎসল্য ভ্রাতৃস্নেহ যাহা রামের জীবনে প্রতিফলিত তাহা বাস্তবিকই যে উচ্চ অঙ্গের তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। যেমন গৃহী তেমনই রাজা যাহাতে আপনার কর্ত্তব্যের পথ অবতার-জীবনে তাহার কার্য্যে ও উক্তির মধ্যে অঙ্কিত দেখিতে পান তাহার উপায় ছিল। তিনি দেখিবেন শৌর্য্যবীর্য্য বিনয় নিরহঙ্কার ধর্ম্মপালন বন্ধুবাৎসল্য ও জনসমাজের কণ্টক বিনাশ তাঁহারই অনুষ্ঠেয়।

জনসমাজের মধ্যে চিরকালই দুই পক্ষের লোক থাকে, যাহাদের স্বার্থ পরস্পরের মুখাপেক্ষী। এক রাজা আর এক প্রজা, এক শাস্তা আর এক শাসিত। তাই বুঝি অবতারের জীবনে রাজধর্ম্ম এবং গৃহধর্ম্ম এই দুইটীই বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত ও তাহার বিধি ব্যবস্থা এবং তদনুরূপ কার্য্যাদি অবতারে আরোপিত। ক্ষত্রিয় ছাড়িয়া দিলে সমাজ চলে না, অথচ ক্ষত্রিয় যাহাতে অত্যাচারী হইয়া না পড়েন মুখ্যত তাহার প্রতিবিধানকল্পে অবতারের আদর্শ ক্ষত্রিয়ের মধ্য হইতেই সংগ্রহ করা আবশ্যক। ব্রাহ্মণকে অবতার খাড়া করিলে তাহার ভিতরে ক্ষত্রিয়ের আদর্শ বড় থাকে না, অথচ ক্ষত্রিয়কে আদর্শ করিলে তাহার ভিতরে গৃহস্থাশ্রমের আদর্শ-ভাব যাহা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের ভিতরে সাধারণ তাহাও বজায় থাকে, অথচ রাজধর্ম্মের যাহা বিশেষত্ব তাহাও রক্ষিত হয়। এই জন্য সকল বর্ণের লোকের হিতার্থে ক্ষত্রিয় হইতেই অবতার কল্পনা করা হইয়াছে। তাই রাম অবতার

কৃষ্ণ অবতার। অবশ্য অন্য অন্য অবতারের অস্তিত্ব থাকিলেও কেবল ইহাঁদেরই জীবনী পরিস্ফুট এবং ইহাদের বাক্য ও আচরণ সাধারণের অস্থিমজ্জায় বিজড়িত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

আমরা পূর্ব্বে চিন্তা করিতাম যে এই ব্রাহ্মণপ্রধান দেশে ক্ষত্রিয় অবতার হইল কেন? ব্রাহ্মণ-চরিত্রের ভিতরে কি সেরূপ লোকের অসদ্ভাব ঘটিয়াছিল। এক্ষণে বুঝিতেছি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চাতুর্ব্বর্ণ্যের জন্য একই (code) একই ধর্ম্মগ্রন্থ ও আচার পদ্ধতি বিধিবদ্ধ করিবার জন্য ক্ষত্রিয়-চরিত অবলম্বনে অবতারের নির্দ্দেশ। অবশ্য ভাগবতাদি গ্রন্থে সে ভাব পূর্ণমাত্রায় রক্ষিত হইয়াছে বা গোপীকাদিগের সহিত বিহারে সে ভাবের ব্যত্যয় হইয়াছে কি না তাহা আমরা এখানে বলিতে চাহি না। তবে রামায়ণাদিতে কঠোর কর্ত্তব্যের যে ছবি প্রদত্ত হইয়াছে, কৃষ্ণের জীবনে ভাগবতের সরস বর্ণনার ভিতরে গোপীগণের প্রণয় সম্ভাষণের মধ্যে কৃষ্ণের অগণ্য মহিমার ভিতরে যুদ্ধবিগ্রহে অনেক স্থলে বীর্য্যের পরিবর্ত্তে কৌশলের বিকাশে কূটনীতির প্রয়োগে কাঠিন্যের বিনিময়ে মাধুর্য্যে প্রাচীন সারল্যের স্থানে আধুনিক ভাবের যে বিকাশ সাধিত হইয়াছে তাহাতে বড় দ্বৈধ থাকিতে পারে না।

সংবাদ।

আমরা শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি আদি ব্রাহ্মসমাজের সুপ্রসিদ্ধ গায়ক বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ২২ বৈশাখ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহাঁর বয়ঃক্রম ৯৬ বৎসর হইয়াছিল। মহাত্মা রামমোহন রায়ের সময় হইতে ইনি ব্রাহ্মসমাজে সঙ্গীত করিতেন। ইহাঁর ন্যায় সুকণ্ঠে তাল মান রাগ রাগিণী রক্ষা করিয়া ব্রহ্ম সঙ্গীত গাহিতে আর কেহই রহিলেন না। ঈশ্বর ইহাঁর অমর আত্মার কল্যাণ সাধন করুন।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭০, চৈত্র মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৪৬৪।৵৬
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৫৮০। ৬
সমষ্টি	...	১০৪৪॥৶০
ব্যয়	..	৩৫৯॥⁄৯
স্থিত	...	৬৮৫ ⁄৩

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত	
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন	
এককেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ	৫০০৲
সমাজের ক্যাশে মজুত	১৮৫⁄৩
	৬৮৫⁄৩

আয়।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২৮৸৵০
শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলিকাতা		১৩॥০
„ „ হরিমোহন রায়, ঐ		৩৲
„ „ গিরিজাশঙ্কর মজুমদার, ঐ		৯৲
„ „ মহেন্দ্রনাথ সেন, ডিব্রুগড়		৩।৵০
		২৮৸৵০
পুস্তকালয়	...	১৸ ৬
যন্ত্রালয়	...	৪৩৩॥০
গচ্ছিত	...	।০
সমষ্টি		৪৬৪।৵৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	৭৭ ৵৩
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২৪ ⁄৬
পুস্তকালয়	...	⁄৬
যন্ত্রালয়	...	২৫৮। ৬
সমষ্টি		৩৫৯॥⁄৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

দ্বিতী

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা ও মফস্বলবাসী তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহক মহাশয়দিগকে সবিনয়ে জ্ঞাপন করিতেছি তাঁহারা পত্রিকার অগ্রিম দেয় মূল্য শীঘ্র পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন এবং যাঁহাদিগের নিকট মূল্য অদ্যাপি অনাদায় রহিয়াছে তাঁহারা যত শীঘ্র পারেন অগ্রিম মূল্যের সহিত তাহা পাঠাইয়া দিবেন। এই তত্ত্ববোধিনীর ন্যায় প্রাচীন পত্রিকা বঙ্গদেশে আর নাই। গ্রাহকদিগের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া ইহা এত বৎসর জীবিত রহিয়াছে। ইহার প্রতি সকলের স্নেহ দৃষ্টি থাকে ইহা সর্ব্বাংশে প্রার্থনীয়।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

নূতন পুস্তক! নূতন পুস্তক!

আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত প্রতিঘাত ও সংঘাত।

যদি কেহ ধর্ম্ম সম্বন্ধে বদ্ধমূল ভ্রান্তি দূর করিতে চাও, যদি কেহ দেশব্যাপী মূর্ত্তিপূজার প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য অবগত হইতে চাও শীঘ্র এই পুস্তক ক্রয় কর। ইহা বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ ও অদ্বিতীয় চিন্তাশীল লেখক শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য ৵০। আদি ব্রাহ্মসমাজ পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য

পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত। দ্বিজেন্দ্র বাবুর লেখনী কিরূপ অমৃতনিঃস্যন্দিনী তাহা সর্ব্বসাধারণে জানেন। তিনি স্ত্রীলোকের পাঠোপযোগী করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন। উৎকৃষ্টরূপে মুদ্রিত এবং উৎকৃষ্ট বাঁধাই। মূল্য ।০ চার আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম্মের শেষ শিক্ষা। মোক্ষপ্রদ অধ্যাত্মবিদ্যা

পরলোক ও মুক্তি।

শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ৵০ দুই আনা।

আদি ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্ববোধিনী সভার বিক্রেয় পুস্তকের তালিকা।

	মূল্য।
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে)	৩৷৹
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (লাল কাল অক্ষরে) (ভাল বাঁধা)	২৷৹
ব্রাহ্মধর্ম্ম (সুলভ সংস্করণ)	৷৹
ঐ (ভাল বাঁধা)	৸৹
পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম	।৹
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	৷৹
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত)	।৹
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড	।৹
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম (তাৎপর্য্য সহিত)	।৹
ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তর্বাহ্য	৶৹
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান (ভাল কাগজ ও ভাল বাঁধা)	৫৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (সুলভ সংস্করণ)	৸৹
ঐ ঐ (বাঁধা)	১৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস ও ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রদত্ত উপদেশ ও প্রবচন সংগ্রহ একত্রে	।৶৹
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।৹
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।৹
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা	/৹
ব্রহ্মোপাসনা	/৹
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে)	৵৹
আত্মতত্ত্ব বিদ্যা	৶৹
পরলোক ও মুক্তি	৶৹
দশোপদেশ	৷৹
মাঘোৎসব	৷৹
প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা	৶৹
ভগবদ্গীতা সংগ্রহ বঙ্গানুবাদসহ	।৹
ধর্ম্মশিক্ষা	৶৹
ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	/৹
রামমোহন রায় (রবীন্দ্র বাবুর কৃত)	৶৹
ব্রহ্মসঙ্গীত সম্পূর্ণ ৯ম ভাগ পর্য্যন্ত)	১৲
ঐ (ভাল বাঁধা)	১।৹
রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গীতাবলী	।৹
আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত প্রতিঘাত ও সঙ্ঘাত	৶৹

	মূল্য। R.A.P.
Hindoo Theism	" 1 "
Theist's Prayer Book	" 1 "
Tuhfatal Muwahhiddin	" 4 "
Doctrine of Christian Resurrection	" 2 "
Offering of Srimat Maharshi Devendernath Tagore	" 1 "
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা ১ম ভাগ	৷৹
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা দ্বিতীয় ভাগ	৸৹
হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা	৷৹
সঙ্গীতমঞ্জরী	৵৹
বিবিধ প্রবন্ধ (রাজনারায়ণ বসুর কৃত)	১৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের আধ্যাত্মিক অভাব	।৹
প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে?	✓৹
সারধর্ম্ম (অনুক্রম)	/৹
বৃদ্ধহিন্দুর আশা	৶৹
তাম্বুলোপহার ২য় ভাগ	/
	R.A.P.
Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj	" 4 "
Brahmic Quest. of the Day	" 6 "
Brahmic Advice, Caution and Help	" 3 "
Adi Brahmo Samaj, its Views and Principles	" 2 "
Adi B. Samaj as a Church	" 3 "
A Reply to the Query "What is Brahmoism?	" 4 "
Theistic Toleration and Diffusion of Theism	" 1 "
জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি	৷৶৹
তত্ত্ববিদ্যা	১।৹
সোণার কাটী ও রূপার কাটী	৵৹
আর্য্যামী ও সাহেবিআনা	৵৹
সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা	৶৹
ব্রাহ্মধর্ম্ম গীতা	১৲
ঐ (বাঁধা)	১৷৹
উদ্গীথা	।৹
ধর্ম্মমালা	৶১৹
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	১৲

... St. Calcutta.

একমেবাদ্বিতীয়ং

পঞ্চদশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ।
৬৮৩ সংখ্যা　　আষাঢ় ব্রাহ্মসম্বৎ ৭১।　　১৮২২ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

পারিবারিক উপাসনায় আচার্য্যের উপদেশ	(শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর)	৩৩
পবিত্রতা	(শ্রীশম্ভুনাথ গড়গড়ী)	৩৮
অনন্ত সাদৃশ্য উপলব্ধি	(শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর)	৪১
প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের খ্রীষ্টভক্তি		৪২
[illegible]	(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)	৪৪
সংবাদ		৪৬
Babu Pertap Chunder Mazoomdar's Christolatry.		17
Sermons of Maharshi Debendra Nath Tagore.	V	23

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৫৭। কলিগতাব্দ ৫০০১। ১ আষাঢ় শুক্রবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা
ডাক মাশুল ।৶৹ আনা।

আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে
পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপন।

(নূতন কাব্য গ্রন্থ)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

কণিকা	।৹ আনা
কথা	১৲ টাকা
কাহিনী	১৲ টাকা
কল্পনা	১৲ টাকা

আদি ব্রাহ্মসমাজের ঠিকানায় আমার নিকট কিনিলে ডাকমাশুল লাগিবে না।

শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
প্রকাশক।

জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের
শেষ উপদেশ।

মূল্য দশ আনা মাত্র, ডাকমাশুল একআনা।

বিজ্ঞাপন।

১। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রালয়ে বাঙ্গালা প্রভৃতি সকল রকম পুস্তক চেক্‌দাখিলা চিঠি পত্রাদি সকল প্রকার কার্য্য উচিত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে সমাধা করা যাইবে।

২। মফঃস্বলের গ্রাহকদিগকে তত্ত্ববোধিনীর মূল্য বাবদ স্বতন্ত্র রসিদ দেওয়া যাইবে না; তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে।

৩। মনি অর্ডার, নোট, নগদ টাকা ও অর্দ্ধ আনার ডাকের টিকিট ব্যতীত অন্য প্রকারে তত্ত্ববোধিনীর মূল্য লওয়া যাইবে না।

৪। কোন গ্রাহক স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার নূতন ঠিকানা পত্র দ্বারা না জানাইলে পত্রিকা পাওয়া সম্বন্ধে কোন গোলযোগ জন্য দায়ী নহি।

৫। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ও আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তকাদির মূল্য ও মুদ্রাঙ্কনের টাকা ও চিঠি পত্রাদি কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

৬। টাকা পাঠাইবার সময় মনিঅর্ডার কুপনে নাম, ধাম এবং কি বাবতে কত টাকা পাঠান হইল, স্পষ্ট করিয়া লেখা আবশ্যক।

৭। পত্রিকা বন্ধ করিবার সময় পূর্ব্বপ্রাপ্ত পত্রিকার মূল্য বাকি থাকিলে তাহা শোধ করিয়া দিতে হইবে।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

একমেবাদ্বিতীয়ং

পঞ্চদশ কল্প

দ্বিতীয় ভাগ।

৬৮৩ সংখ্যা আষাঢ় ব্রাহ্মসম্বৎ ৭১। ১৮২২ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

পারিবারিক উপাসনায় আচার্য্যের উপদেশ।

ঈশ্বর মঙ্গলময় বিধাতা। সকলের প্রতি তাঁহার চিরন্তন আশীর্ব্বাদ এই যে, বৎস! সুখী হও। তিনি বিনা বাক্যে বলিতেছেন যে, তুমি যত সুখ-সম্পদ চাও সবই আমি তোমাকে দিতে পারি এবং তাহা অপেক্ষাও বেশী সুখ-সম্পদ দিতে পারি। এইখানে দেখিতে হইবে যে, ঈশ্বরের আশীর্বাদ শুধু কেবল এই মাত্রেই পরিসমাপ্ত নহে যে, তুমি সুখী হও। তাঁহার আশীর্ব্বাদ আমাদের আশীর্ব্বাদের ন্যায় একদিক্‌দর্শী নহে—অঙ্গহীন নহে। তাঁহার আশীর্ব্বাদ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন। "তুমি সুখী হও" এই মাত্র কেবল নহে, তদ্ব্যতীত তাঁহার আশীর্ব্বাদ এই যে "কিরূপে সুখী হইতে হয় তাহা তুমি জানো জানিয়া জ্ঞানের অনুযায়ী কর্ত্তব্য কার্য্য অনুষ্ঠান কর; তাহা হইলে তোমার সুখ-প্রাপ্তি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে। আমরা একদিক্‌দর্শী, তাই মনে করি "সুখ পাইলেই হইল"—তা বই, সে সুখ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কিম্বা অঙ্গহীন, সে সুখ স্থায়ী কিম্বা ক্ষণিক, সে সুখ সঙ্কীর্ণ কিম্বা প্রশস্ত—প্রবৃত্তির তাড়নার উপদ্রবে এ সকল বিষয় ভাবিয়া দেখিতে আমরা সময় পাই না। মঙ্গলময় বিধাতা পুরুষ সর্ব্বদর্শী—তাই তিনি আমাদিগকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সুখ-রত্ন প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন। তিনি আমাদের স্নেহময়ী জননী;—বাহিরের লোকের ন্যায় তিনি কি আমাদিগকে সস্তা মূল্যের বাজারের অন্ন ভোজন করাইতে পারেন? তিনি পরিপাটী রূপে থাল সাজাইয়া আপন হস্তে রন্ধন করা অন্ন আমাদের ভোজনের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। পরমেশ্বর আমাদিগকে যেমন তেমন আপাত-সুলভ অঙ্গহীন অসম্পূর্ণ সুখে সুখী করিতে চাহেন না—শুধু কেবল পশু পক্ষীর প্রকৃতি-সুলভ ভোগ-সুখে সুখী করিতে চাহেন না;—তিনি আমাদিগকে ভোগে জ্ঞানে এবং কার্য্যে তিনেতেই সুখী করিতে চাহেন; তিনি আমাদিগকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সুখশান্তি প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন—তাই তিনি আমাদিগকে মানব-দেহ প্রদান

করিয়াছেন। দুগ্ধপোষ্য শিশু পরম সুখী। ঈশ্বর আমাদিগকে যদি চিরকালই দুগ্ধপোষ্য শিশু করিয়া রাখিতেন তাহা হইলে আমরা পরম সুখী হইতাম। কিন্তু তাহা হইলে কৈশোর বয়সে আমরা যেমন নূতন নূতন জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়া সুখী হই, সেরূপ উত্তরোত্তর চক্ষু-ফুটনের সুখে বঞ্চিত হইতাম। আবার, ঈশ্বর যদি আমাদিগকে চিরকালই বিদ্যালয়ের বালক করিয়া রাখিতেন তাহা হইলে আমরা নূতন নূতন জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়া সুখী হইতে পারিতাম বটে; কিন্তু জ্ঞানকে কর্ম্মে খাটাইয়া যেরূপ সুখ লাভ করা যায়, সেরূপ সুখে বঞ্চিত হইতাম—কার্য্য নির্ব্বাহের সুখে বঞ্চিত হইতাম। ক্রোড়স্থ শিশু বৃক্ষলতার ন্যায় চারিদিক্ হইতে ভোগের সামগ্রী সংগ্রহ করিতে থাকে এবং তাহাতেই তাহার পরম সুখ। মাতৃদুগ্ধে তাহার সর্ব্বশরীরে বল ফুটে—দিবালোকে তাহার চক্ষু ফুটে—মাতৃভাষা শ্রবণে তাহার কথা ফুটে। এইরূপ অভিনব শৈশবাবস্থায় মনুষ্য জাগ্রৎকালে শব্দ স্পর্শ রূপ রসাদির ভোগে—এবং প্রসুপ্তি-কালে আরামের ভোগে—নিরন্তর সুখে নিমগ্ন থাকে; দুঃখ যে কিরূপ তাহা সে জানে না। এইরূপ একটি ক্রোড়স্থ শিশুর জন্য পরমেশ্বর যেমন স্তন্য দুগ্ধের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন; সকলেরই জন্য তেমনি তিনি নানাবিধ ভোগের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। কেবল মনুষ্যের জন্য তিনি বেশীর ভাগ নূতনতর আরেক প্রকার বিধানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। মনুষ্যকে তিনি শুদ্ধ কেবল ভোগ-সুখে নিমগ্ন করিয়া রাখেন নাই। মনুষ্যকে তিনি ভোগ জ্ঞান এবং কর্ম্ম এই তিনের সন্ধি-স্থানীয় ব্যাপক স্থায়ী এবং গভীর আধ্যাত্মিক আনন্দ লাভ করাইবেন বলিয়া তাহাকে তিনি সৃষ্টির সর্ব্বোচ্চ শিখরে অধিকার প্রদান করিয়াছেন। এমনি-এক উচ্চ আধ্যাত্মিক রাজ্যে অধিকার প্রদান করিয়াছেন—যেখানে দাঁড়াইয়া আকাশ ভেদ করিয়া তাহার দৃষ্টি চলিতে পারে এবং রসাতল ভেদ করিয়া তাহার সংযমশক্তি চলিতে পারে। বলিলাম যে, ঈশ্বর মনুষ্যকে ভোগ জ্ঞান এবং কর্ম্ম তিনের সন্ধিস্থানীয় সর্ব্বাঙ্গীন সুখে সুখী করিতে চাহেন। সে সন্ধিস্থানীয় সুখ কাহাকে আমি বলিতেছি, তাহাও বলি। কিরূপে প্রকৃত সুখে সুখী হইতে হয় তাহা সুবিবেচনা-পূর্ব্বক চিন্তা করিয়া এবং সদসৎ লোকের সদসৎ কার্য্যের ফলাফল পরীক্ষা করিয়া, চিন্তা এবং পরীক্ষা উভয়ে একবাক্যে কিরূপ সাক্ষ্য প্রদান করে তাহা জ্ঞানে জানো—জ্ঞানে জানিয়া তদনুসারে কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে ব্রতী হও। এইরূপে জ্ঞানের অনুমোদিত কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে একদিকে জ্ঞানে জানা'র আলোক এবং আরেকদিকে কর্ম্মক্ষমতার তেজোবীর্য্য—আধ্যাত্মিক আলোক এবং উত্তাপ—দুইই তোমার আত্মাতে একযোগে স্ফূর্ত্তি পাইবে। তাহা যখন হইবে—তখন আকাশ এবং পৃথিবীর সন্ধিস্থলে যেমন অরুণোদয় হয়, তেমনি জ্ঞান এবং কর্ম্মের সন্ধিস্থলে আত্মপ্রসাদ আবির্ভূত হইবে। সেই আত্মপ্রসাদের উপরে যখন ঈশ্বর-প্রসাদ বর্ষিত হইবে; তখন আত্মপ্রসাদ এবং ঈশ্বর-প্রেরিত নিরবদ্য নিরঞ্জন সুখ-সম্পদ এই দুয়ের সন্ধিস্থলে ঈশ্বর-প্রেমের অনুপম আনন্দ আবির্ভূত হইয়া তোমার সুখের সরোবর পূর্ণ করিবে। তখন তোমার শরীরে স্বাস্থ্য-সুখ, মনে তৃপ্তি-সুখ এবং

আত্মাতে ব্রহ্মানন্দের পরমা শান্তি সমুদ্রের জোয়ারের ন্যায় আপনা-আপনি উদ্বেলিত হইয়া উঠিবে।

ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ অস্থায়ী ক্ষণিক সুখের আশীর্ব্বাদ নহে—ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের আশীর্ব্বাদ। সে অমূল্য আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিতে ভার বোধ করিয়া এরূপ কথা বলিও না যে, আপাতসুলভ ক্ষণিক ভোগ সুখই আমার পক্ষে যথেষ্ট; তাহা ছাড়া আর কিছুই আমি চাই না—আত্ম-প্রসাদও চাই না—ঈশ্বর-প্রীতিও চাই না। নিশ্চয় জানিও যে, ঈশ্বর তোমাকে কিছুতেই ছাড়িবেন না। পশু-পক্ষীদিগের প্রকৃতি-সুলভ ভোগ-সুখে নিমগ্ন হইয়া তোমার মনুষ্যজন্ম বিফল হইয়া যাইতে থাকিবে, আর, পরম করুণাময় পরমেশ্বর পথের লোকের ন্যায় কেবল দাঁড়াইয়া দেখিবেন—তোমাকে উদ্ধার করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিবেন না—ইহা হইতেই পারে না। তুমি যদি প্রকৃতির আকার ইঙ্গিত এবং ভাবগতি দেখিয়া ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায়ের মর্ম্মগ্রহণ করিতে না পার, তবে তিনি শাস্ত্রের অথবা আচার্য্যের কথা দিয়া তোমাকে বুঝাইবেন; যদি কথায় না বোঝো, তবে কার্য্যে বুঝাইবেন—সদসৎ কার্য্যের সদসৎ ফলাফলের দৃষ্টান্ত দ্বারা তোমাকে চৈতন্য-দান করিবেন। তাহাতেও যদি না বোঝো, তবে তোমাকে তিনি মঙ্গলের পথে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বিভীষিকার উপরে বিভীষিকা প্রেরণ করিয়া তোমাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষবৎ স্পষ্টাকারে দেখাইবেন যে, তুমি যাহাকে সুখ বলিয়া আলিঙ্গন করিতেছ তাহা যন্ত্রণার এক শেষ; যাহাকে তুমি সরস উদ্যান মনে করিতেছ তাহা মরুভূমির মৃগতৃষ্ণিকা। কিন্তু কেন আমরা সাধ করিয়া ঈশ্বরের রুদ্রমূর্ত্তি দেখিব? তাঁহাকে আমরা আমাদের মঙ্গলময় পিতা জানিয়া কেন না আমরা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রকৃত সুখের পথ অবলম্বন করিব? ঈশ্বর-প্রীতির আনন্দ এবং কর্ত্তব্য-অনুষ্ঠানের আত্মপ্রসাদ মোহের বাঁধ ভাঙিয়া ভোগ-সুখের বদ্ধ জলাশয়কে অমৃত-সলিলে ভাসাইয়া দিক্—তাহা হইলে ভোগের সহিত রোগের সংস্পর্শ থাকিবে না। তাহা হইলে পরম আরোগ্য- পরমা শান্তি এবং অটল আনন্দ শরীর মন আত্মার সঙ্গের সঙ্গী হইবে। ইহা কত না মঙ্গল।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

দ্বিতীয় উপদেশ।

গ্রীক দেশে ডেল্‌ফস্ উপদ্বীপের নিভৃত গুহাতে এক একজন করিয়া দেবানুগৃহীতা ব্রতপরায়ণা তপস্বিনী যাবজ্জীবন একাকিনী বাস করিতেন। তাঁহার বিশেষ কার্য্য ছিল অভ্যাগত জিজ্ঞাসু ব্যক্তির প্রশ্নের ঠিক্ ঠাক্ উত্তর প্রদান করা। এক এক নির্দিষ্ট সময়ে তাঁহার আত্মাতে যখন দেবতার আবির্ভাব হইত, সেই সময়ে যে কোনো ব্যক্তি গুহার দ্বারে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকটে যে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহারই তিনি সদুত্তর প্রদান করিতেন, আর, তৎকালে যাহা তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইত তাহা গ্রীক-নিবাসী জনসাধারণের নিকটে দৈববাণী বলিয়া শিরোধার্য্য হইত। একদা সক্রেটিস যথাসময়ে গুহা-দ্বারে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কি উপায়ে আমি জ্ঞান লাভ করিতে পারি। ক্ষণপরে গুহার মধ্য হইতে দৈববাণী হইল—"আপনাকে জানো"।

জানি আমরা অনেক বস্তু—দেয়াল কড়িকাট ঘটিবাটী তরুলতা জীবজন্তু মনুষ্য সবই আমরা জানি; কিন্তু সে জানা উপর-উপর জানা—তাহাতে আমাদের জ্ঞানের তৃপ্তি হয় না। যেরূপ জ্ঞান লাভ করিলে মনুষ্য "প্রকৃত একটা বস্তু হাতে পাইলাম" মনে করে—ও-সব ঘটিবাটীর জ্ঞান তাহার কাছ দিয়াও যায় না। যাহা জ্ঞানের ভান মাত্র নহে—পরন্তু যাহা প্রকৃত জ্ঞান, যাহা লাভ করিলে আমাদের বৃহৎ একটা লাভ মনে হয়, সে জ্ঞান স্বতন্ত্র। সে জ্ঞানের উপার্জ্জন-পথের একমাত্র দ্বার আত্মজ্ঞান।

দৈববাণী-চ্ছলে সক্রেটিস্‌কে এমন একটি বিষয় জানিতে বলা হইল যাহার সম্বন্ধে কাহারো কোনো প্রকার ওজর আপত্তি খাটে না—এরূপ ছুতা-লতা খাটে না যে, জ্ঞাতব্য বিষয় নিকটে উপস্থিত নাই—জানিব কিরূপে? কোনো দূরস্থিত দুষ্প্রাপ্য বিষয়কে জানিতে বলা হইতেছে না। প্রত্যেক ব্যক্তির যাহা নিকট হইতে নিকটে আছে তাহাকেই জানিতে বলা হইতেছে—অতীব একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়কে জানিতে বলা হইতেছে। সুতরাং না জানিতে পারিবার ছুতা এখানে খাটে না। অজ্ঞেয়-বাদের তর্ক কোলাহল এখান হইতে বহু যোজন দূরে—সাত সমুদ্র পারে—অবস্থিতি করে।

আপনাকে জানা এবং অন্যকে জানা দুয়ের মধ্যে প্রথম দৃষ্টিতেই একটি মর্ম্মান্তিক প্রভেদ ধরা পড়ে—সেই প্রভেদটির প্রতি সর্ব্বাগ্রে প্রণিধান করা কর্ত্তব্য। তাহা এই:—

আপনার প্রতি আমাদের যেমন একটা প্রাণগত টান আছে, অন্যের প্রতি সহজে সেরূপ প্রবল টান সম্ভবে না। আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা ভাল মন্দ দুইই এক সঙ্গে দেখিতে পাই; দেখিতে পাই বটে দুইই এক সঙ্গে, কিন্তু আপনার ব্যালা আমরা আপনার মন্দটা দেখিয়াও দেখিনা—কেবল ভালটাই দেখি। একদিকে যেমন আমরা অন্যের তিল-প্রমাণ দোষকে তাল-প্রমাণ দেখি, আরেক দিকে তেমনি আপনার তাল-প্রমাণ দোষকে তিল-প্রমাণ দেখি; আর, সেরূপ অন্যায় পক্ষপাতের ফল এই হয় যে, "অপরাপর সকল ব্যক্তি অপেক্ষা আপনাতে গুণের ভাগ অত্যন্ত অধিক এবং দোষের ভাগ অত্যন্ত অল্প" এইরূপ একটা ভ্রম-জ্ঞান—শাস্ত্রে যাহাকে বলে অবিদ্যা অন্ধকার যাহার আরেক নাম অহঙ্কার বা তমো—সেইরূপ একটা তমো আসিয়া আত্মজ্ঞানের পথ অবরুদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান হয়। ইহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি:—

মনে কর এক ব্যক্তি জহরীর দোকান হইতে এক বাক্‌সো মণিমুক্তা চুরি করিয়া বড়মানুষ হইয়াছে; এবং তাহার একজন পাড়া-প্রতিবাসী পয়সা কড়ির অভাবে এক দিন এক রাত্রি সপরিবারে উপবাস করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে ময়রার দোকান হইতে এক ধামা মুড়ি চুরি করিয়া বমাল শুদ্ধ ধরা পড়িয়াছে। প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির কার্য্য দেখিয়া তাহার উপরে এইরূপ শক্ত মন্তব্য প্রকাশ করিল যে, ও ব্যক্তি যে কারণেই চুরি করুক্, আর, যাহাই চুরি করুক্—চুরি যখন করিয়াছে তখন উহাকে বিধিমতে শাসন করা কর্ত্তব্য। ইতিপূর্ব্বে তিনি যে, আপনি জহরীর দোকানের মণিমুক্তা আত্মসাৎ করিয়াছিলেন তাহার সম্বন্ধে কিন্তু তাঁহার মন্তব্য আরেক প্রকার; সে সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য এই যে,

যে উপায়েই হউক্—আপন সংসারের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করা প্রত্যেক মনুষ্যেরই সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য;—সুতরাং আমার সংসারের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করা আমার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য; তাহাই আমি করিয়াছি—অন্যায় কিছুই করি নাই। বিশেষত, জহরী মণিমুক্তার চাকচিক্যের আকর্ষণ-শক্তি দ্বারা কত শত নিরীহ ব্যক্তির অর্থ শোষণ করিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই; অতএব আমি চুরি করি নাই—চোরের উপর বাটপাড়ি করিয়াছি। দুষ্টের দমন করিয়া রাজার রাজ-কার্য্যের সহায়তা করিয়াছি; সুতরাং আমি রাজার নিকট হইতে পুরস্কার পাইবার উপযুক্ত। ইনি কেমন সুনিপুন ভাবে আপনার তাল-প্রমাণ দোষকে মহৎগুণ করিয়া সাজাইয়া অন্যের তিল-প্রমাণ দোষকে তাল-প্রমাণ করিয়া ফেনাইয়া তুলিতেছেন তাহা বিবেচনা করিয়া দেখ। একদিকে সংসারের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করা এবং আরেক দিকে উপবাস-জনিত আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে পরিবারবর্গকে উদ্ধার করা এই দুই কার্য্যের মধ্যে কর্ত্তব্যতার কিরূপ গুরুত্ব লঘুত্ব; আর, মণিমুক্তা চুরি এবং মুড়ি চুরি এই দুই কার্য্যের মধ্যে অপরাধেরই বা কিরূপ গুরুত্ব লঘুত্ব, তাহা বিচার করিয়া দেখ; তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে যে, আপনার ব্যালা দোষ ঢাকিয়া গুণ-কীর্ত্তন এবং অন্যের ব্যালা গুণ ঢাকিয়া দোষ-কীর্ত্তন, এই দুইটি অন্ধ সংস্কার কেমন শক্তরূপে মনুষ্যের হাড়ে হাড়ে মিশাইয়া রহিয়াছে। এই প্রকার অন্ধ সংস্কার আত্মজ্ঞানের পথের কণ্টক; আর সেই কণ্টক উন্মোচন করিয়া জ্ঞানের পথ পরিষ্কার করাই আত্মজ্ঞানের প্রথম সোপান। ধান্য-বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে শীর্ষ, শীর্ষ হইতে ধান্য স্বভাব-গুণে আপনা আপনি যথা সময়ে যথা ক্রমে ফুটিয়া বাহির হয়—সে জন্য বীজকে ত্বরান্বিত করিবার প্রয়োজন নাই; প্রয়োজন কেবল আশপাশের কণ্টক বৃক্ষ উন্মূলন করিয়া ফেলা। এ যেমন—তেমনি আত্মার স্বাভাবিক সদ্গুণ মন হইতে কর্ম্মে এবং কর্ম্ম হইতে সংসার ক্ষেত্রে স্বভাব-গুণেই যথা-সময়ে যথা-ক্রমে ফুটিয়া বাহির হয়—সে জন্য আত্মাকে ত্বরান্বিত করা নিষ্প্রয়োজন, প্রয়োজন কেবল আত্মার আশপাশের পাপমলিনতা অপনয়ন করা। পাপ-মলিনতা অপনয়ন করিতে হইলে তাহার প্রকৃষ্ট উপায় হ'চ্চে প্রথমতঃ অন্যের দোষের প্রতি ক্ষমা দৃষ্টি, এবং দ্বিতীয়তঃ আপনার দুষ্প্রবৃত্তি, অন্ধ সংস্কার, এবং মোহাচ্ছন্ন বাসনা প্রভৃতি জটিল জঞ্জালের প্রতি অন্তর্ভেদী তীক্ষ্ণ অনুসন্ধান-দৃষ্টি এই দুই প্রকার অন্তর্দৃষ্টির পরিচালনা। ঈশের মূলের নিকটে যেমন সর্প নতশির হইয়া ভূমিসাৎ হয়—অন্তর্দৃষ্টির জ্ঞানালোকের নিকটে তেমনি দুষ্প্রবৃত্তি-সমূহ নতশির হইয়া পরিশেষে জ্ঞানাগ্নিতে ভস্মসাৎ হইয়া যায়। তোমার মনোমধ্যে যখন ক্রোধ ফণা ধরিয়া উঠে, তখন আর কিছু না—সেই দিক্ বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য ক্রোধের প্রতি অন্তর্দৃষ্টির প্রখর জ্ঞানরশ্মি ধৈর্য্য এবং দৃঢ়তার সহিত প্রেরণ করিতে থাক তাহা হইলেই দুর্দান্ত ক্রোধ ক্রমে ক্রমে নতশির হইয়া পরিশেষে ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। তেমনি, লোভ কাম দ্বেষ ঈর্ষা—যাহা যখন মনোমধ্যে ফণা ধরিয়া উঠে তখন অন্তর্দৃষ্টির খরতর জ্ঞানালোকই তাহার ঈশের মূল। উত্তেজিত কাম-ক্রোধাদি প্রবৃত্তি সমূহকে বরং পার আছে,

কিন্তু সেই প্রবৃত্তি সমূহের বীজ-ভূত নিগূঢ় বাসনা এবং অভ্যাস-জনিত সংস্কার এরূপ গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন পাতাল গহ্বরে মাটি কামড়িয়া থাকে যে, সেখানে জ্ঞান-রশ্মির প্রবেশ-প্রাপ্তি অত্যন্ত কঠিন সমস্যা। কিন্তু চেষ্টা করিলে কি না হয়? চেষ্টা করিয়া সেই সকল তিমিরাচ্ছন্ন প্রদেশে জ্ঞান-রশ্মি প্রবেশ করাইতে পারিলে পাপের অন্তরতম বীজ পর্য্যন্ত দগ্ধ হইয়া গিয়া অন্তঃকরণের আপাদ মস্তক সমস্ত প্রদেশ নিষ্কণ্টক হইয়া যায়। তাহা যখন হয় তখনই আত্মা প্রকৃতিস্থ হয়। তখন পরমাত্মার আশ্রয়-বলে আত্মা হইতে জ্ঞানের জ্যোতি, প্রেমের অমৃত এবং কর্ম্মের উদ্যম ধীরে ধীরে আবির্ভূত হয়; এমনি ধীরে ধীরে আবির্ভূত হয় যে, কোথা হইতে কিরূপে আবির্ভূত হইল তাহা আমরা টেরও পাই না। সাধকের আত্মা হইতে পাপ-মলিনতা অপনীত হইয়া গেলে আত্মা সত্য স্বরূপ জ্ঞান স্বরূপ অনন্ত স্বরূপ পরমাত্মার প্রগাঢ় সংস্পর্শ প্রাপ্ত হয়; আর, তাহার গুণে পূর্ব্বে সাধকের আপনার প্রতি যে এক মর্ম্মান্তিক টান ছিল তাহা পরমাত্মাতে গিয়া অচল-প্রতিষ্ঠিত হয়। আত্মার এইরূপ অন্তরতম স্বভাবসিদ্ধ টানের নাম অহেতুকী ভক্তি। সে ভক্তি যখন যাহার অন্তঃকরণে আবির্ভূত হয়, তখন ফলাফলের প্রতি তাহার দৃষ্টি থাকে না—মনোমধ্যে কোনো প্রকার ভয় ভাবনা বা উদ্বেগ থাকে না। তখন স্বচ্ছ সুগভীর সরোবরের ন্যায় সাধকের ভিতর বাহির সমান হইয়া গিয়া তাঁহার যেমন জ্ঞান তেমনি কার্য্য হয়, আর, যেমন জ্ঞান এবং কার্য্য তেমনি বাক্য এবং মনের ভাব হয়। পরিশেষে তাঁহার সরল এবং সুনির্ম্মল অন্তঃকরণে ঈশ্বর-প্রীতির অনুপম আনন্দ দুই কূল ছাপাইয়া উদ্বেলিত হইতে থাকে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

১৮২২ শক, ২৪ শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার।

পবিত্রতা।

নির্ম্মল সরোবরস্থ শ্বেত শতদল, শ্বেত সুরভি সেফালিকা, নবদুর্ব্বাদলোপরি মুক্তাবৎ শিশিরবিন্দু, হিমগিরির শিখরোপরি শুভ্র তুষাররাশি ও শারদীয় চন্দ্রমা কেন আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করে। নিষ্পাপ শিশু, সাধ্বী পতিব্রতা ও সমাধিস্থ স্তিমিতলোচন যোগীর মুখমণ্ডল কেন সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর বলিয়া বোধ হয়। কারণ এই যে তাহারা পবিত্র। পবিত্রতাই জগতের সার পদার্থ। পবিত্র পদার্থ দেখিলেই আমরা আহ্লাদিত হই। কখন হই না, যখন মলিন বিষয়-সংস্পর্শে আত্মা অপবিত্র হয়, পাপস্পর্শে হৃদয়-শতদল ম্লানভাব ধারণ করে!

পদ্মের মূল যতক্ষণ জলের ভিতর সংলগ্ন থাকে, ততক্ষণ সে উপরে শোভা ধারণ করে, ভিতর হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেই সে শ্রীহীন হইয়া নষ্ট হইয়া যায়। সেই রূপ আত্মা যত ক্ষণ পবিত্রস্বরূপ ঈশ্বরের সহিত জানিয়া শুনিয়া যোগযুক্ত হয়, ততক্ষণ সে শোভা ধারণ করে, ও প্রকৃত পক্ষে জীবিত থাকে। আত্মা যখনই সেই পবিত্র স্বরূপ হইতে বিচ্ছিন্ন হয় তখনই সে মৃতপ্রায়। যাঁহারা আত্ম সংশোধনে প্রবৃত্ত, ঈশ্বররত্ন লাভের জন্য ব্যাকুল, পবিত্রতা রক্ষা তাঁহাদের জীবনের ব্রত। পবিত্রতা হইতে যে আনন্দ উদ্ভব হয়, তাহাই তাঁহাদের সেব্য। অপবিত্রতা

হইতে কখনই আনন্দের উৎপত্তি হয় না। যদি হয়, সে আনন্দের ছায়া ও ভাবী নিরানন্দের উৎস। নিরানন্দ অপবিত্রতার চিরসঙ্গী। কে এ নিরানন্দরূপ কালাগ্নিতে দগ্ধ হইবে? যার প্রাণ আছে, সে পারে না। ঈশ্বরপিপাসু ধর্ম্মাত্মারা এই জন্য অপবিত্রতাকে বড় ভয় করেন ও বিষবৎ পরিত্যাগ করেন। যদি কখন কোন গতিকে পাপ আসিয়া তাঁহাদের হৃদয় স্পর্শ করে, তখন সে তমসাচ্ছন্ন তরঙ্গযুক্ত হৃদয় কি ভীষণ ভাব ধারণ করে! কি শোকাশ্রুই তাঁহাদের চক্ষু হইতে বিনির্গত হইতে থাকে। তখন মর্ম্মাহত হইয়া তাঁহারা বলিয়া উঠেন,

"আহা, কে দিবে আনিয়ে তাঁরে।

হারায়ে জীবন-শরণে জীবনে কি কাজ আমার।

ঐহিকের সুখ যত, জানি তা, কাজ নাই সে সুখে সে ধনে।

হারায়ে জীবন-শরণে জীবনে কি কাজ আমার"।

ঈশ্বরের বিরহ যে কি যন্ত্রণাদায়ক, তাহা সেই জানে, যে তাহা অনুভব করিয়াছে। হাফেজ বলিতেন "চিকিৎসক আমার বেদনার ঔষধ জানে না, যেহেতু আমি সখার বিরহে অসুস্থ, তাঁহার সম্মিলনেই সুস্থ"। দুঃখ-জড়িত সাংসারিক সুখের এমন কি আকর্ষণ যে সে চিরজীবন আমাদিগকে ভুলাইয়া রাখিতে পারে। হৈমন্তিক বায়ুর অত্যাচার যিনি জানেন, তিনি আর উদ্যানের পুষ্প লইয়া ক্রীড়া করেন না। তিনি আত্মাতেই ক্রীড়া করেন, আত্মাতেই আনন্দ অনুভব করেন। যে কোন কথা, যে কোন কাজ, যে কোন ইঙ্গিতে এই আত্মক্রীড়ার হানি হয়, তিনি তাহার কোন কালে প্রশ্রয় দেন না। পবিত্র স্বরূপ ঈশ্বরের যিনি প্রার্থী তিনি কোন কারণে শরীরকে অপবিত্র রাখেন না, কারণ তিনি জানেন শরীর সেই দেবদেবের মন্দির। তিনি জিহ্বাকে কলঙ্কিত করেন না, কারণ তিনি জানেন যে তাহা হইলে কি দিয়া আর তাঁহার স্তব স্তুতি করিবেন। তিনি মনকে আর কলুষিত করেন না, কারণ তিনি জানেন যে তবে কেমন করিয়া আর তাঁর পবিত্র চিন্তায় মগ্ন হইবেন। তিনি আত্মাকে আর মলিন করেন না, কারণ তিনি জানেন, যে তাহা হইলে কোথায় আর তাঁহাকে বসিতে দিবেন। এ আত্মসিংহাসন তাঁর, তাঁরই জন্য তিনি ইহাকে অতি যত্নে অশ্রুজলে বিধৌত করিয়া রক্ষা করেন। তিনি নিজে সিংহাসনে বসিতে চাহেন না, পরমেশ্বর যদি তাঁর হৃদয়-সিংহাসনে বসেন, তবেই তাঁর সুখ, তাহাতেই তাঁহার সকল দুঃখ দূর হইয়া যায়। বরং দারিদ্র্য দুঃখ সহ্য হয়, বরং প্রিয় জনের দুঃসহ বিরহ-বেদনা সহ্য হয়, কিন্তু তিনি যদি বিরক্ত হইয়া, হৃদয়-সিংহাসন পরিত্যাগ করেন, ইহা তাঁহার কিছুতেই সহ্য হয় না।

অপবিত্রতার যন্ত্রণা অসহনীয়। মহাত্মারা ইহাকে পরিহার করিবার জন্য, অন্য সহস্রবিধ যন্ত্রণা আদরের সহিত আলিঙ্গন করিয়াছেন। পুরাবৃত্তে ইহার বহু দৃষ্টান্ত আছে, আমি তাহাদের মধ্য হইতে দুই চারিটা বিবৃত করিতেছি।

প্রাতঃস্মরণীয় রাজা যুধিষ্ঠির, পাছে সত্য রক্ষা না হইয়া আত্মা অপবিত্র হয়—আত্মগ্লানিতে তাহা পূর্ণ হয়, এই ভয়ে, তিনি রাজ্যসুখ তৃণতুল্য বোধ করিয়া বনবাসের দুঃখকেই শ্রেয় জ্ঞান করিলেন। সত্যের তুলনায় সুখ অতি অকিঞ্চিৎকর, ইহা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ধারণা।

রোমীয় সেনাপতি রেগুলস কার্থেজিনীয়দিগের নিকট পরাজিত হইয়া, কার্থেজে বন্দী ছিলেন, চারি বৎসর পরে তিনি সন্ধি করিবার নিমিত্ত রোম নগরে প্রেরিত হইলেন। সন্ধি করিতে অকৃতকার্য্য হইলে তাঁহাকে কার্থেজে ফিরিয়া আসিতে হইবে, তিনি এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলেন। সন্ধি স্থাপন করা দূরে থাকুক, রোমে আসিয়া তিনি নগর-প্রাচীরের ভিতরে প্রবেশ করিলেন না—স্ত্রী পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না, সেনেট সভার সভ্যগণ নগরপ্রাচীরের বাহিরে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সেনেট সভার সভ্যগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি সন্ধি করিতে নিষেধ করিয়া কার্থেজে ফিরিলেন। জানিতেন ফিরিলে তাঁহার কি দুর্গতি হইবে, তাহাই হইল। বড় যন্ত্রণায় তাঁহার প্রাণ গেল। যাক্ প্রাণ। প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর তাঁহার সত্য পালন। তিনি তাহাই করিয়া আত্মার পবিত্রতা রক্ষা করিলেন। অন্ধকার নিশীতে যখন সব নিস্তব্ধ, তখন রোমানদিগের রাজা টারকুইনের পুত্র সেক্স্টস্ শিবির হইতে বহির্গত হইয়া কলেটাইনস্ নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গৃহে প্রবেশ করিলেন। যাইয়া দেখিলেন ঘর আলো করিয়া তাঁহার স্ত্রী লুক্রিসিয়া তথায় বিরাজ করিতেছে। সেক্স্টস নিষ্কোসিত অসি হস্তে লইয়া তাঁহাকে নানাবিধ ভয় দেখাইয়া অবশেষে বল পূর্ব্বক তাঁহার সতীত্ব নষ্ট করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে লুক্রিসিয়া পিতা ও স্বামী প্রভৃতি সকলকে আহ্বান করিয়া পূর্ব্ব রাত্রির সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিয়া বলিলেন। পরিশেষে স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন স্বামিন্—দেব! বল দেখি পৃথিবীতে কি এমন জিনিষ আছে, যাহার জন্য এ ধর্ম্ম-হানি সহ্য করিতে পারি, যাহার জন্য এ অপবিত্র দেহ রক্ষা করিতে পারি। ও! নিষ্ঠুর স্মৃতি আমাকে দগ্ধ করিতেছে, বলিয়া বস্ত্রাঞ্চল হইতে শানিত অস্ত্র বাহির করিয়া বক্ষে বসাইয়া দিলেন!! অপবিত্র শরীর কোন মতেই ধারণ করিতে পারিলেন না।

সীতা দেবী রাবণের গৃহে সহস্র প্রলোভন ও প্ররোচনার মধ্যে বাস করিয়া কি অমিত তেজের সহিত আত্মার পবিত্রতা রক্ষা করিয়াছিলেন।

দেবব্রত ভীষ্ম কি অসীম শক্তি দ্বারা চিরজীবন আত্মার পবিত্রতা রক্ষা করিলেন। এই সকল মহাত্মারাই আমাদের আদর্শ। ঈশ্বর স্বয়ংই আমাদের আদর্শ। এই আদর্শই যেন আমাদের জীবনের নিয়ামক হয়।

হে দরিদ্রের ধন স্পর্শমণি দুর্বলের বল! এক পবিত্রতা রক্ষার জন্য যদি আমাদের সর্ব্বস্ব যায়, প্রাণও যায়, সেও ভাল, তবুও যত ক্ষণ জীবন ততক্ষণ যেন আমরা তাহা রক্ষা করিতে পারি। "এই বর দান ভগবান মাগি"। হে দেব! তোমার চরণামৃত সিঞ্চন করিয়া আমাদের সকল প্রকার অপবিত্রতা দূর কর। তোমার পাদ-পদ্ম বিনির্গত পবিত্রতা রূপ সলিলে যেন আমরা চিরদিন ডুবিয়া থাকিতে পারি। ইহা ব্যতীত, কে আর আমাদিগকে শীতল করিতে পারে, কে আর পবিত্র করিতে পারে?

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

অনন্ত সাদৃশ্য উপলব্ধি।

মধ্যাহ্নে।

১

ডাকে পাখী গাছে গাছে
কত ফুল ফুটে আছে
আকাশ সুনীল নিরমল;
সরোবরে পদ্মপুঞ্জে
মধুকর মধুগুঞ্জে
বায়ুভরে বহে পরিমল!

২

মনোহর উপবন
শান্তিময় নিরজন
কোন কোলাহল নাই;
চৌদিকে অশ্বত্থবট
নিকটে নদীর তট
মৃদু স্রোতে ধ্বনিত সদাই।

৩

দূরে দেখা যায় মাঠ
সংগ্রহ করিতে কাঠ
বনে যায় কাঠুরিয়া দল;
সকলি সরল ছবি
মধ্যাহ্নে প্রখর রবি—
দিতেছে শিশ ফটিকজল।

৪

কি মধুর কি মধুর
আহা পাখীটীর সুর—
ফটি—কৃজল, ফটি—কৃজল—
উত্তাপ সহিতে নারি
যেন ব্যাকুলতা ভারি—
জল তরে পরাণ চঞ্চল।

৫

কাননে ভ্রমিয়া কত
দেখিতেছি মনোমত
প্রকৃতির নানারূপ দৃশ্য;
বিচিত্র কল্পনা জাগে
মাঝে তার অনুরাগে
অনুভবি অনন্ত সাদৃশ্য।

কীর্ত্তন।

১

ল'য়ে মম লেখনী ও মসী
ঘোষি তব কীর্ত্তি মহীয়সী
তুলনা নাইকো তার অন্ত নাই তুলনার
সে কীর্ত্তি কীর্ত্তন করি' আমি
আনন্দ পাই জগতস্বামী।

২

চাহি আমি জগতের পানে
উচ্ছ্বসিয়া উঠি তব গানে
সে গান যতই গাই অন্ত নাই অন্ত নাই
অমৃত সে অনন্ত ভজন
তারি তরে করি আয়োজন।

৩

ভকতের গুপ্ত ধন তাহা
ভক্ত ছাড়া কে বুঝিবে, আহা
অনাহত প্রাণ তার জীবনের মর্ম্ম সার
বুঝিল যে পেয়ে গেল পার
না বুঝিলে বোঝানো যে ভার।

৪

মহাসত্য তাহা সুগভীর
বুঝিবারে নারে যে অধীর
যার ছোটে নাই মোহ তার পক্ষে দুরারোহ
বিশুদ্ধ সত্যের সেই পথ।
মোহ দূরি,—সিদ্ধ মনোরথ।

৫

সেই সত্য লভিবারে সবে
ধ্যান করে কতই নীরবে
কথনো তাহারি তরে ক্লেশ সহে চরাচরে
খুঁজে কয়ি' কোথায় কোথায়
হাহাকার করিয়া বেড়ায়।

JOTINDRO NATH DUTTA
JANMABHUMI OFFICE
39, Manick Bose's Ghat St. Calcutta.

৬

কখনো যে শীকারীর মত
খোঁজে তারে লোক শত শত
একবার পেলে হয়— মত্তপ্রাণ উথলয়—
কখন্ গো মিলিবে শীকার,
তার তরে কি কষ্ট স্বীকার!

৭

লভে তাহে করিয়া মৃগয়া
যেন সর্ব্বতীর্থ-কাশী-গয়া—
সকল সংশয় ধায় তাহে কি আনন্দ তায়
সেই সত্য সারতীর্থ ভবে
উৎসাহিত তাহারি উৎসবে।

৮

মহাকীর্ত্তি এ সত্য তোমার—
অন্ত নাই এর মহিমার—
—কীর্ত্তন করিয়া সদা পাব কৃপা অভয়দা
এই আশা বেঁধে আছে প্রাণ
তুমিই করিবে মোরে ত্রাণ!

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের খ্রীষ্টভক্তি।

কিছুকাল গত হইল যখন অধ্যাপক মোক্ষমূলার শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে তাঁহার অনুবর্ত্তীগণ সহ খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়া পত্র লেখেন, তখন আমরা প্রতাপ বাবুর অত্যধিক ও অবিহিত খ্রীষ্ট-ভক্তি সম্বন্ধে আমাদের মত প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। সম্প্রতি প্রতাপ বাবু আমেরিকার বোষ্টন নগরে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম যাজকদিগের এক মহাসভায় আমন্ত্রিত হইয়া তথায় যাত্রা করিয়াছেন। তারত পরিত্যাগ করিবার প্রাক্কালে তিনি "Farewell Words to the Community" শিরস্ক একটী বিদায়সূচক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। গত ৮ এপ্রিল তারিখের The Interprater and the New Dispensation নামক ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রিকায় পাঠক উহা দেখিতে পাইবেন। আমরা উক্ত প্রবন্ধে নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলি পাঠ করিয়া স্তম্ভিত হইলাম; "In making this my last pilgrimage to Christendom my object shall be to establish that the religion of the Brahmo Samaj and the religion of Jesus Christ is one religion." অর্থাৎ "খ্রীষ্ট ধর্ম্মানুরত পাশ্চাত্য মহাদেশে আমি যে এই শেষবার যাত্রা করিতেছি, তাহার উদ্দেশ্য যিশুখ্রীষ্টের ধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম একই ধর্ম্ম ইহাই প্রমাণ করা।" "যিশুখ্রীষ্টের ধর্ম্ম," এই কথাটী লেখক কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা আমরা সম্যক অবগত নহি; যদি খ্রীষ্টীয় একেশ্বরবাদ ইহার অর্থ হয় তাহা হইলে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ব্যতীত অন্যান্য ধর্ম্মমূলক একেশ্বরবাদ মতকেও ব্রাহ্মধর্ম্ম বলা যাইতে পারে। কিন্তু শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার কিছুকাল হইতে যেরূপ খ্রীষ্টভক্তির পরিচয় দিতেছেন তাহাতে তিনি এরূপ উদার মতের পক্ষপাতী হইবেন এরূপ বোধ হয় না॥ তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তাহা তাঁহারই প্রবন্ধের নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলি হইতে প্রতীতি হইতেছে;—

"And finallybrethren, I wish to insist upon the supreme importance of personal character in all religious life. * * * For improvement here a great human exemplar is needed and I have often identified such an exemplar with Jesus Christ. He is the human pattern of perfection.

ইহার ভাবার্থ এই "ব্যক্তিগত উন্নত চরিত্রে ধর্ম্ম জীবন গঠনের পক্ষে অতীব আবশ্যক। কিন্তু চরিত্র উন্নত করিবার জন্য এক জন আদর্শ-চরিত্রবান মানুষের দৃষ্টান্ত চাই। যিশুখ্রীষ্টই এরূপ চরিত্রবান মানুষ। তিনি পূর্ণতার মানবীয় আদর্শ।" শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের এই উক্তি হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে তাঁহার মতে যিশুখ্রীষ্টকে "আদর্শ-চরিত্রবান মানুষের দৃষ্টান্তস্থলীয়" এবং "পূর্ণতার মানবীয় আদর্শ" রূপে গ্রহণ না করিলে ব্রাহ্মগণের ধর্ম্ম-জীবন গঠিত হইতে পারে না, সুতরাং খ্রীষ্টকে গ্রহণ না করিলে ব্রাহ্মধর্ম্ম অসম্পূর্ণ ধর্ম্ম হইয়া থাকে। এই মত প্রতিপাদনের সঙ্গে সঙ্গে যখন প্রতাপ বাবু স্পষ্ট বলিতেছেন যে "যিশু খ্রীষ্টের ধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম একই ধর্ম্ম ইহা প্রমাণ করা" তাঁহার উদ্দেশ্য, তখন তিনি যে এক প্রকার খ্রীষ্টপূজাকেই ব্রাহ্মধর্ম্ম রূপে জগতের সম্মুখে উপস্থিত করিতে সংকল্প করিয়াছেন তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না। কিন্তু ইহা প্রতাপ বাবুর নিজের মত, ব্রাহ্মসাধারণের নহে। স্বীয় মতকে ব্রাহ্ম সমাজের মত বলিয়া পাশ্চাত্য মহাদেশে প্রচার করা তাঁহার পক্ষে অনুচিত। তিনি যখন ব্রাহ্মধর্ম্মবিরোধী এইরূপ স্বকীয় মত প্রচার করেন, তখন তিনি সমগ্র ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিনিধি, কোন প্রকারে এই ভ্রম তাঁহার বক্তৃতার শ্রোতা বা প্রবন্ধের পাঠকের মনে যেন উদিত হইতে না দেন, তাঁহার নিকট আমাদের এই অনুরোধ। শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্রের খ্রীষ্টপূজাপ্রশ্রয়কারী মতের পক্ষপাতী লোকের সংখ্যা নববিধানী ব্রাহ্ম সমাজের অনুবর্ত্তী লোকের মধ্যে কতকগুলি পাছেন বটে, কিন্তু সকলে নহেন। আদি ব্রাহ্মসমাজ চিরকালই এরূপ খ্রীষ্ট পূজার ঘোর বিরোধী, এবং আমরা যতদূর জানি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজও এরূপ অযথা খ্রীষ্টভক্তি প্রবণতার প্রশ্রয় দেন না।

খ্রীষ্টকে "পূর্ণতার মানবীয় আদর্শ" রূপে গ্রহণ করা সম্বন্ধে আমরা দুই চারিটী কথা বলিতে চাই। খ্রীষ্টের চরিত্র অতি উন্নত সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহাকেও আদর্শ রূপে গ্রহণ করার বাধা আছে, এমন কি বিপদও আছে। প্রতাপ বাবু অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে তাঁহার গুরু শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন খ্রীষ্টকে আদর্শ রূপে বরণ করিয়া তাঁহার প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিতে যেরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন এমন আর কেহই নহে। তাঁহারই জীবন পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। এ বিষয়ে আমরা কিছু বলিব না। বিলাতের লাল মন্টগোমেরি আচার্য্য শ্রীযুক্ত রেভারেণ্ড চার্লস বসী সাহেব যাহা বলিয়াছেন তাহারই পুনরুক্তি করিব। তিনি বলেন,—"কেশবচন্দ্র কেবল মুখে খ্রীষ্টকে ভক্তি করিতেন তাহা নহে, তিনি সকল বিষয়ে তাঁহার অনুকরণ করিতেন। খ্রীষ্টের ভাবে তাঁহার আত্মা নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছিল। সামান্য বিষয়েও তিনি খ্রীষ্টের পদানুসরণ করিতেন। তিনি অনেক সময়ে খ্রীষ্টের পরিচ্ছদের ন্যায় পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন; খ্রীষ্টের ন্যায় তাঁহার দ্বাদশ ঈশ্বরপ্রেরিত শিষ্য ছিল; খ্রীষ্টের ন্যায় তিনি তাঁহাদের পাদধৌত করিয়া দিতেন; এবং খ্রীষ্টের ন্যায় তিনি যে স্বীয় প্রেরিত শিষ্যবর্গের প্রভু তাহা তাঁহাদিগকে বিস্মৃত হইতে দিতেন না। কেশবচন্দ্র শিষ্যবর্গকে তাঁহার পদতলে লুটাইতে ও তাঁহার চরণযুগল চুম্বন করিতে দিতেন। কেনই বা না দিবেন? খ্রীষ্ট যে তাহাই করিয়াছিলেন। খ্রীষ্ট যে রূপ বলিতেন তিনি ও ঈশ্বর অভিন্ন, কেশবচন্দ্রও তাহাই বলি-

তেন। ঈশ্বরের সহিত যোগ সাধন করিয়া কেশবচন্দ্র খ্রীষ্টের ন্যায় মানব জাতির উপর প্রভুত্ব লাভ করিবেন প্রত্যাশা করিতেন। খ্রীষ্ট যেরূপ ঈশ্বরের আদেশে মানব জাতিকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে ও ধর্ম্মসমাজ শাসন করিতে আপনাকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত মনে করিতেন, কেশবচন্দ্রও আপনাকে তদনুরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত মনে করিতেন। কেশবচন্দ্র স্বভাবতঃ অহঙ্কারী ব্যক্তি ছিলেন না, কিন্তু খ্রীষ্টের অনুকরণে শেষ জীবনে তিনি আপনাকে ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তি জ্ঞান করিতেন এবং ঈশ্বরের নামে খ্রীষ্টের ন্যায় তিনি মানব জাতির প্রতি উপদেশ ও আদেশ প্রচার করিতে অধিকারী এরূপ বিশ্বাস করিতেন।" *

কি খ্রীষ্ট কি অন্য কোন মহা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মানবীয় পূর্ণতা লাভ করিতে সক্ষম হয়েন নাই। মানবের পক্ষে যে পূর্ণতা লাভ করা সম্ভব সে পূর্ণতা ভবিষ্যতে কোন মানুষ লাভ করিতে পারিবে এরূপ আশা করা যায়, কিন্তু অতীতে কেহ যে পারে নাই তাহা নিশ্চিত। অতএব যদি মানবীয় আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া জীবন গঠন করিতে হয়, তাহা হইলে সুদূর ভবিষ্যতে যে আদর্শ মানুষের উদয় হইবে তাহারই চিত্র মনশ্চক্ষু সম্মুখে রাখিয়া জীবনপথে পদ চারণা করিতে হয়।

কিন্তু যিনি ব্রাহ্ম, যিনি সেই একমাত্র পরম সত্য-স্বরূপ ঈশ্বরের উপাসক, তিনি সর্ব্বদা ঈশ্বরেরই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবেন। ঈশ্বরের আদর্শ মানবাত্মার পক্ষে কুত্রাপি লভনীয় নহে, কিন্তু সে আদর্শ মানবকে উন্নত করিবার পক্ষে উচ্চতম প্রবলতম ও সম্পূর্ণ রূপে নিরাপদ উত্তেজক।

* Voysey's Sermons Vol VII No 3.

কৃষ্ণাবতার।

১৬শ প্রস্তাব।

ভাগবতের মতে অবতার ধর্ম্মের বক্তা, কর্ত্তাদি হইলেও বৈদিক ও উপনিষদের যুগে ঈশ্বর নিরবছিন্ন ধর্ম্মবুদ্ধির প্রেরয়িতা। সেই জন্য গায়ত্রীতেও আছে "ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ" তিনি আমাদিগের অন্তরে ধর্ম্মবুদ্ধি প্রেরণ করেন। তিনি ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, তিনি ধর্ম্মের আবহ এইমাত্র। শ্রুতির তাৎপর্য্য এই। বৈদিক ও উপনিষদধর্ম্মের বক্তা ঈশ্বরানুপ্রাণিত ঋষি, কর্ত্তা ঈশ্বরানুপ্রাণিত ঋষি, অনুমোদিতাও তিনি, স্বয়ং ঈশ্বর নহেন। পাছে আবার আমরা তাঁহাকে সকল বিষয়ে আদর্শ করিয়া ফেলি, তাই শাস্ত্রকর্ত্তা ঋষি বিনয়নম্র হইয়া আমাদিগকে পূর্ব্বে সাবধান করিয়া আপনা হইতেই বলিতেছেন

যান্যস্মাকং সুচরিতাণি তানি তয়া সেবিতব্যানি নো ইতরাণি।

যে সমস্ত প্রশস্ত কর্ম্মের আমরা অনুষ্ঠান করিব তাহারই তুমি অনুকরণ করিবে অন্য কর্ম্মের নহে। ঠিক এই অংশের সহিত ভাগবতের ৩৩ অধ্যায়ের পার্থক্য কত!

"তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা"

তেজীয়ানদিগের অর্থাৎ দেবতা বা ঈশ্বরের দোষ দোষই নহে যেমন সর্ব্বভক্ষকতা অগ্নির দোষ মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না।

ভাগবতাদি পুরাণ পাঠে বুঝাযায় ঈশ্বর ধর্ম্মের কর্ত্তা তাই তিনি তপোনিরত, ব্রাহ্মণসেবাপর ধ্যাননিমগ্ন। অর্থাৎ ঈশ্বরকে বা অবতারকে ধর্ম্মব্রত

না দেখিলে লোকে ধর্ম্মকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে না এই আশঙ্কায় তিনি ভাগবতের মতে অনুষ্ঠাননিরত। অনেকে বলিতে পারেন কৃষ্ণ যদি বিষ্ণুপুরাণের মতানুযায়ী অংশাবতার না হইয়া পুরাণান্তরের মতে পূর্ণাবতার হয়েন তবে তাঁহার ধ্যানের আবশ্যক কি। যাঁহারা অপূর্ণ অসিদ্ধ, তাঁহাদেরই সাধনার আবশ্যক। কৃষ্ণ আবার কোন্ অবস্থা লাভের জন্য ধ্যান করিবেন? টীকাকার বলিতে চাহেন তিনি নিজে ঈশ্বর, তিনি নিজেরই স্বরূপ চিন্তায় নিমগ্ন। অনেকে বলিবেন সকল চেষ্টাই উদ্দেশ্য সাধনের পশ্চাতে কার্য্য করে তাহা হইলে ভগবানের ঈশ্বরচিন্তা কি অর্থশূন্য হইয়া দাঁড়ায় না? শ্রীকৃষ্ণে সাধারণের ঈশ্বরবুদ্ধি জন্মিলে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক হোমযাগ তপস্যা ও পরব্রহ্মের ধ্যান ধারণা কি তাঁহার ঈশ্বরত্বে অবিশ্বাস উৎপাদন করে না? সেই জন্যই আমরা পূর্ব্বে বলিতেছিলাম যে পূর্ণ ঈশ্বরের অবতারত্ব স্বীকারে ও স্থূল বর্ণনায় সকল দিক— তাঁহার স্বরূপের চারি ধার রক্ষা পায় না। ফলত সূক্ষ্মভাবে দেখিতে গেলে অবতারের জীবন-বিশ্লেষণে কতকাংশ ইতিহাস কতক অংশ অতিরঞ্জন কতক-অংশ স্বকপোলকল্পনা কতক অংশ কবিত্ব অবশিষ্টাংশে তৎসাময়িক ঋষিদিগের উৎকণ্ঠা ও আয়াস বাহির হইয়া পড়ে। সে উৎকণ্ঠা আর কিছুই নহে জনসাধারণ পাছে নাস্তিক ও সংশয়বাদী হইয়া যায় তাহার জন্য ভয়। সে আয়াস আর কিছুই নহে, মনুষ্যবিশেষে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়া তাঁহার মুখ দিয়া ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্বের বিবৃতি রূপ চেষ্টা এবং সাধারণ লোকের প্রবৃত্তি ও আস্থা ধর্ম্মের দিকে উৎপাদন জন্য উদ্যোগ। অবতারত্বের এই সূক্ষ্মভাব বুঝাইবার জন্য আমরা চেষ্টা পাইয়াছি। প্রকৃতপক্ষে নিরাকার ঈশ্বরের শরীর ধারণ যুক্তি তর্ক ইতিহাস এ সমস্তেরই বিরোধী।

মায়া বিভূতি বর্ণনের পর অধ্যায়ে অর্থাৎ ভাগবতের ৭০ অধ্যায়ে আছে রাজা জরাসন্ধ কর্ত্তৃক আবদ্ধ রাজগণ নিজ নিজ বন্ধন-দশা জানাইয়া কৃষ্ণসমীপে দূত প্রেরণ করিয়া তাঁহারই শরণ ভিক্ষা করিলেন। ঠিক এই সময়ে মহর্ষি নারদ কৃষ্ণ সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন আপনার পিতৃস্বস্রেয় পাণ্ডবগণ রাজসূয় যজ্ঞ করিবার অভিলাষ করিয়াছেন আপনি তাহার অনুমোদন করুন। উহাতে জরাসন্ধ-বধ ও রাজগণের বন্ধন মোচন উভয়ই সাধিত হইবে। শ্রীকৃষ্ণ তাহাতেই সম্মত হইলেন এবং দূতকে বিদায় দিয়া পাত্রমিত্র সহিত পাণ্ডবপুরী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অচিরে যজ্ঞকার্য্য আরব্ধ হইল। যুধিষ্ঠির-প্রেরিত ভ্রাতৃগণ বিবিধ দেশ জয় করিয়া পাণ্ডবরাজের নিমিত্ত প্রচুর ধন আনয়ন করিতে লাগিলেন। একমাত্র জরাসন্ধই অজেয় রহিলেন দেখিয়া ভীম, অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণবেশে জরাসন্ধের রাজধানী গিরিব্রজে গমন করিলেন এবং আতিথ্য বেলায় তথায় পৌঁছিয়া ব্রাহ্মণ-সেবা যাচ্ঞা করিলেন। স্বর আকৃতি ও জ্যা-ক্ষত-রেখা দেখিয়া তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় বুঝিলেও জরাসন্ধ কহিলেন

জীবিতা ব্রাহ্মণার্থায় কোন্বর্থঃ ক্ষত্রবন্ধুনা
দেহেন পাত্যমানেন নেহতা বিপুলং যশঃ
ইত্যুদারমতিঃ প্রাহ কৃষ্ণার্জ্জুনবৃকোদরান্
হে বিপ্রা ব্রিয়তাং কামো দদাম্যাত্মশিরোঽপি বঃ।

৭২ অধ্যায় ২২। ২৩।

ক্ষয়শীল এই দেহে ব্রাহ্মণের কার্য্যসিদ্ধি

করিয়া যদি বিপুল যশ অর্জ্জিত না হয় তবে শরীর ধারণের আবশ্যকতা কি। আপনাদের অভিপ্রায় বলুন আমি নিজ মস্তক দানেও প্রস্তুত আছি। কৃষ্ণ বলিলেন

যুদ্ধং নো দেহি রাজেন্দ্র দ্বন্দ্বশো যদি মন্যসে
যুদ্ধার্থিনো বযং প্রাপ্তা রাজন্যা নান্যকর্ম্মিণঃ। ২৩

হে রাজেন্দ্র! আমরা ক্ষত্রিয়, যুদ্ধার্থী হইয়া আসিয়াছি, আমাদের অন্য কামনা নাই যদি ইচ্ছা করেন যুদ্ধ করুন। এই দেখ ইনি ভীম আর ইনি অর্জ্জুন এবং আমি কৃষ্ণ। জরাসন্ধ হাস্য করিয়া পশ্চাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন তুমি ভীরু, যুদ্ধে বিক্লবচেতা; তুমি আমারই ভয়ে স্বীয় পুরী পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রের শরণাগত হইয়াছ। অর্জ্জুন আমার বয়ঃকনিষ্ঠ বলবান নহে, ইহার সহিত যুদ্ধ করিব না; ভীম আমার তুল্যবল অতএব ইহারই সহিত যুদ্ধ করিব।

ইত্যুক্ত্বা ভীমসেনায় প্রাদায় মহতীং গদাং
দ্বিতীয়াং স্বয়মাদায় নির্জগাম পুরাদ্বহিঃ। ২৭

এই বলিয়া ভীমকে এক মহতী গদা প্রদান করিয়া নিজে এক গদা লইয়া পুরী হইতে বহির্গত হইলেন এবং যুদ্ধস্থানে মিলিত হইয়া পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। সমবিক্রমশালী বীরদ্বয়ের তুমুল যুদ্ধ হইতেছে দেখিয়া কৃষ্ণ আততায়ীর বধোপায় চিন্তা করিলেন এবং এক বৃক্ষ শাখা লইয়া তাহার মূল হইতে অগ্রভাগ পর্য্যন্ত চিরিয়া ভীমসেনকে ঈঙ্গিত করিলেন। ভীমও উপায় জানিয়া জরাসন্ধকে দ্বিভাগ করিয়া ফেলিলেন। মগধেশ্বর নিহত হইল দেখিয়া যেমন এক দিকে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল অন্যদিকে অবরুদ্ধ রাজগণের অন্তরে হর্ষোল্লাসের সঞ্চার হইল।

উপরে ভাগবত হইতে যে চিত্র প্রদর্শিত হইল তাহা জরাসন্ধেরই মহত্ত্বের পরিচায়ক, বরং শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণের ব্যবহারে ক্ষত্রিয়োচিত আচরণের অভাব পরিলক্ষিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের ঈঙ্গিত প্রদান আরও নিন্দনীয় বলিয়া মনে হয়। ছদ্মবেশ ধারণ কাপুরুষোচিত বলিতে ইচ্ছা করে। কারারুদ্ধ রাজগণ যজ্ঞে নিহত হইবার জন্য যে রক্ষিত হইয়াছিল এবং কলকৌশলে তাহাদের উদ্ধার-সাধন যে শ্রীকৃষ্ণের কর্ত্তব্যের গণ্ডীর ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছিল ভাগবতে এরূপ কোন কথার বিশেষ উল্লেখ নাই।

মহাভারতে ঠিক এইখানে কৃষ্ণদর্শনে জরাসন্ধের ত্রাস এবং অবরুদ্ধ রাজগণ সম্বন্ধে তাঁহার নিষ্ঠুরতা বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু যে জরাসন্ধের ভয়ে কৃষ্ণ সাগরকূলে পলায়ন করিয়াছিলেন তাঁহার ভীরুতা অপবাদ কেন। মহাভারত বলিতে চাহেন রাজগণকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য কৃষ্ণের ছদ্মবেশ ধারণ এবং কৌশলে জরাসন্ধের প্রাণবধ। কিন্তু কৌশল ও ছদ্মবেশ প্রকৃত ক্ষাত্র বীর্য্যের এবং কোন কালে কোন দেশের শৌর্য্য বীর্য্যের পরিচায়ক নহে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই বিষ্ণুপুরাণে জরাসন্ধ-বধের আদৌ উল্লেখ নাই। হরিবংশের বিষ্ণুপর্ব্বে ১৭২ অধ্যায়ে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক জরাসন্ধ বধ সাধিত হইয়াছিল এক পংক্তিতে তাহার উল্লেখ আছে। উহার সবিশেষ পরিচয় কিছুই নাই। এই সকল কারণে আমাদের বলিতে ইচ্ছা হয় জরাসন্ধ বধ মহাভারতের আদিম সংস্করণের অন্তর্ভূত নহে। অন্তর্ভূত হইলে অন্ততঃ হরিবংশে উহার বর্ণনায় বাহুল্য এবং বিষ্ণুপুরাণে তাহার

উল্লেখও পাইতাম। যাদবগণের অবধ্য যে জরাসন্ধেরভয়ে কৃষ্ণ পলায়নপরায়ণ, হরিবংশ বা বিষ্ণুপুরাণ নিজ নিজ রচনা বাহুল্যের মধ্যে সেই জরাসন্ধবধসম্বন্ধে কৃপণতা করিলেন কেন তাহা বাস্তবিকই চিন্তার বিষয়।

শ্রদ্ধেয় বঙ্কিম বাবু শ্রীকৃষ্ণের আদর্শত্ব কীর্ত্তন করিতে গিয়া নিজ রচিত কৃষ্ণচরিত্রে বলিয়াছেন বৃথা লোক হত্যা আদর্শ পুরুষোচিত নহে, তাই তিনি অকারণ জরাসন্ধের সৈন্যক্ষয় না করিয়া গোপনে ও কৌশলে কেবল তাঁহারই বিনাশ সাধন করিলেন। আমরা বাঙ্গালি, রক্ত-দর্শনে আমাদের মূর্চ্ছা আইসে, প্রাণিহত্যা আমাদের দুঃসহ, সে কারণে প্রাণিহত্যার অল্পতা আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র-প্রাণ ভীরু ব্রাহ্মণের আদর্শ হইতে পারে, কিন্তু তাহা বাস্তবিকই ক্ষত্রিয়োচিত আদর্শ কি না তাহাই হইতেছে কথা। সীতাহরণে রাক্ষসদিগের সহানুভূতি রাবণের দিকে ছিল না বরং সীতাকে রামের নিকট প্রত্যর্পণ করিবার জন্য তাবৎ রাক্ষস রাবণকে অনুরোধ করিয়াছিল। বীর্য্যবান রামচন্দ্র গোপনে রাবণের গলা টিপিয়া তাহাকে বিনাশ করিয়া সীতা উদ্ধার করিতে পারিতেন, রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করিবার আবশ্যক হইত না এবং আমরাও যুদ্ধকাণ্ড পাঠের দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইতাম! কিন্তু কার্য্যত তাহা ঘটে নাই। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে কৃষ্ণের নিয়ন্তৃত্বে তাবৎ কার্য্যই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল অথচ পাণ্ডবগণ নিঃসহায় অবস্থায় অন্ধকার রাত্রে দুর্য্যোধন হনন করিতে যান নাই এবং কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে সেরূপ পরামর্শ দেন নাই। পরন্তু এই ভীষণ সমরে অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সেনার এবং কৌরব বংশের এক প্রকার বিলোপ সাধিত হইয়াছিল। জতুগৃহ দাহে মুষ্টিমেয় পাণ্ডবগণের বধচেষ্টা কোনকালে যুদ্ধনীতির পরাকাষ্ঠা বলিয়াও প্রীতিত হয় না। বঙ্কিম বাবু যদি যুদ্ধশাস্ত্র হইতে জরাসন্ধবধ কৌশলের উৎকর্ষ দেখাইবার জন্য প্রমাণ স্বরূপ দুই চারিটি নজির খাড়া করিতে পারিতেন তাহা হইলে সাধারণের মাথা নাড়িবার শক্তি থাকিত না। কিন্তু সে দিকে তিনি বড় চেষ্টা পান নাই। আমাদের যেন মনে হয় বঙ্কিম বাবু সর্ব্বাগ্রে শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ চরিত্র কেন জানি না মনে মনে ঠিক করিয়া লইয়াছিলেন এবং ঐ আদর্শ বজায় রাখিবার জন্য ইচ্ছামত সংযোজন ও বিয়োজন যুক্তি এবং অনেক স্থলে অকারণ প্রক্ষিপ্তবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা মোটামোটি বুঝি, ন্যায় অন্যায়ের তৌলদণ্ড দেশ ও কাল নির্ব্বিশেষে সমান। লক্ষ্য বা স্বার্থ সিদ্ধির জন্য উপায়ান্তর গ্রহণের আবশ্যক হইলেও সে উপায়ে উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝিবার জন্য যুক্তি তর্ক বা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার আদৌ আবশ্যক হয় না।

সংবাদ।

গত ৩রা জ্যৈষ্ঠে শ্রীমৎ মহর্ষিদেবের চতুরশীতি বর্ষের জন্মোৎসব সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। এই উপলক্ষে সকল ব্রাহ্মসমাজের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনায় যোগ দিয়াছিলেন। উপাসনা শেষ হইলে শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী যে প্রার্থনা করেন নিম্নে তাহার সারাংশ মুদ্রিত হইল।

হে মঙ্গলময় বিধাতা! অদ্যকার এই বিশেষ দিনে সর্ব্বাগ্রে আমরা তোমাকে ধন্যবাদ করি। তুমি আমাদের দেহের রক্ষক আত্মার প্রাণ। প্রতিপলে তুমি ধর্ম্মজীবনের দীক্ষাগুরু রক্ষক ও সহায় হইয়া আমা-

দিগকে ডাকিতেছ। এই জীবনপথে চলিতে চলিতে আমরা অবসন্ন হইয়া যাই, কর্ত্তব্যের পথে বিচরণ করিতে গিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়ি, সেই সময়ে আমাদিগকে সবল করিবার জন্য তোমার ভক্ত সন্তানগণকে আনিয়া দাও—যাঁহাদের আদর্শ দেখিয়া যাঁহাদের সম্মুখে সাধনার ছায়াতে বসিয়া আমরা শান্তি লাভ করি। এই যে মহর্ষিদেব যাঁহার প্রেম যাঁহার নিষ্ঠা উজ্জ্বল আলোকের ন্যায় আমাদের সম্মুখে জ্বলিতেছে, তুমি এখনও তাঁহাকে পথপ্রদর্শক গুরু ও নেতা করিয়া রাখিয়াছ। যদিও সকল সময়ে আমরা তাঁহার সহিত বাস করিতে পাই না, তথাপি তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদের জীবনের সম্বল হইয়া রহিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মকে কেমন করিয়া রক্ষা করিতে হয়, ব্রাহ্মধর্ম্মকে কেমন করিয়া জীবনে স্থানদিতে হয়, দুঃখ দুর্দিনের মধ্যে কেমন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে পালন করিতে হয়, মহর্ষি তাহার উজ্জ্বল আদর্শ। ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা যে তিনি থাকুন কাণ্ডারী হইয়া নেতা হইয়া সকলের গুরু হইয়া ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকুন। যদিও এক্ষণে আমরা তাঁহার উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিতে পাই না, কিন্তু যৌবনে তাঁহার নিকট যাহা শুনিয়াছি সে মধুর আহ্বান এখনও আমাদের অন্তরে জাগিতেছে, মৃত্যুকাল পর্য্যন্তও তাহা আমাদিগকে সজাগ রাখিবে। সেই সতেজদৃষ্টি সেই বিশ্বাসের দৃঢ়তা আমাদিগকে দাও যে ইহাঁদের জীবন দর্শন করিয়া ইহাঁদের পদাঙ্ক স্মরণ করিয়া আমরা ক্রমিকই অগ্রসর হইতে পারি। হে পরমেশ্বর! ব্রাহ্মসমাজ তোমারই ইচ্ছাভূত, ইহা তোমারই সঙ্কল্পিত বিশেষ বিধান, তুমি ইহাকে জয়যুক্ত কর, আমাদের সকলের বিশ্বাস উজ্জ্বল কর, তোমার চরণে এই প্রার্থনা।

ওঁ ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭১, বৈশাখ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৮৩৮৶০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৬৮৫ ⁄৩
সমষ্টি	...	৭৬৯ ৻৩
ব্যয়	..	১৮৮৮৵০
স্থিত	...	৫৮০ ৵৩

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত	
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন	
এককেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ	৫০০৲
সমাজের ক্যাশে মজুত	৮০৵৩
	৫৮০৵৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	... ..	৩২৲
নববর্ষের দান।		
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পারিবারিক দান	...	২০৲
সাম্বৎসরিক দান।		
শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিমোহন রায়		১০৲
এককালীন দান।		
শ্রীযুক্ত বাবু নিখিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়		২৲
		৩২৲
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৩৮৲
শ্রীযুক্ত বাবু কানাইলাল দাস, কলিকাতা		৩৲
" " আশুতোষ চক্রবর্ত্তী, ঐ		১৲
" " গোপালচন্দ্র দে, ঐ		১৲
" " সত্যচরণ রায়, ঐ		৩৲
শ্রীমতী রাণী হেমন্তকুমারী দেবী, পুঁটিয়া		৩।৵০
শ্রীযুক্ত মহাশয় কৈলাসচন্দ্র রায়, দেহুড়দা		৩।৵০
" বাবু মদনলাল সেট, বর্দ্ধমান		৩।৵০
" " অধরচন্দ্র পাল, ক্ষিরপাই		৩৲
" " কৃষ্ণদয়াল সিংহ চৌধুরী, রাজগঞ্জ		৬৮০
" " রঘুনাথ নাথ, গোয়াড়ি		১০৵০
		৩৮৲
পুস্তকালয়	...	।৶০
যন্ত্রালয়	...	১৩৲
ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		॥০
সমষ্টি		৮৩৮৶০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৪৬॥৵১
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২৫ ⁄০
পুস্তকালয়	...	৮⁄৬
যন্ত্রালয়	...	১৬।⁄৬
সমষ্টি		১৮৮৮৵০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৯ আষাঢ় শনিবার রাত্রি সাড়ে সাতটার সময় ভবানীপুর অষ্টচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে। মহাশয়েরা যথা সময়ে ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইয়া উপাসনা করিবেন।

ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ
১লা আষাঢ়, ১৩০৭।

Babu Pertab Chunder Mazoomdar's Christolatry.

Not long ago we had to comment on the attitude assumed by Babu Pertab Chunder Mazoomdar, as a Brahmo leader, towards Christianity, and our comments on that occasion were made with special reference to Professor Max Muller's letter to Baboo Pertab Chunder, exhorting him to enter the Christian Church with all his followers. Babu Pertab Chunder has since gone to America to attend a Congress of Christian ministers at Boston, and before leaving Calcutta, he issued a manifesto under the heading, "Farewell Words to the Community," published in the *Interpreter and the New Dispensation* of April 8th last. We are surprised to find in this document the following lines; "In making this my last pilgrimage to Christendom my object shall be to establish that the religion of the Brahmo Samaj and the religion of Jesus Christ is one religion." We do not quite know what the writer means by "the religion of Jesus Christ" in the above extract, but if it signifies not any popular form of Christianity, but a form of Christian theism, then a theistic form of any other great religion of the world which does not deny the existence of God, may also reasonably be declard to be indentical with the religion of the Brahmo Samaj. But Babu Pertab Chunder's recent views are known sadly to lack such catholicity or universality. What Babu Pertab really aims at is made clear by what follows the above quoted lines in his manifesto. He says; "And finally, brethren, I wish to insist upon the supreme importance of personal character in all religious life. There is no lofty personal character without the pure heart, and a pure heart there cannot be without the deepest love both for God and man. The weakness of these elements in the moral character around me causes in my heart an anxious concern. For improvement here a great human exemplar is needed and I have often identified such an exemplar with Jesus Christ, the son of God and the son of man, the same Jesus whom Keshub called his 'master,' and the 'priceless jewel' of his heart. He is the human pattern of perfection, and we have to conform to the laws of life laid down by him." It is evident from the above that Babu Pertab Chunder considers that the religion of the Brahmo Samaj is defective, unless it recognizes and accepts Jesus Christ as "the great human exemplar," "the human pattern of perfection." And when along with this he says that his object is "to establish that the religion of the Brahmo Samaj and the religion of Jesus Christ is one religion," it becomes quite clear that it is a form of down-right Christolatry that he is going henceforth to represent as the religion of the Brahmo Samaj. Babu Pertab Chunder must know that he misleads the world when he pretends to pass his individual opinions on any disputed points in doctrinal Brahmoism as those of the Brahmo Samaj. As a religious man he must have strict regard for truth and we have a right to demand that when he propounds doctrines which he fully knows are not accepted by the entire body of Brahmos, he should not pose as a representative of the Brahmo Samaj. As a matter of fact, only a

section of the Church of the New Dispensation, as the Brahmo Samaj of the late Keshub Chunder Sen is now called, accepts the Christolatry of Babu Pertab Chunder, while the Adi Brahmo Samaj and the Sadharan Brahmo Samaj have ever protested against it.

As to accepting Christ as "the human pattern of perfection," we have to point out to Baboo Pertab Chunder that it has its drawbacks and even dangers. He would admit that none strove more strenuously than his teacher and guide, the late Keshub Chunder Sen, to imitate Christ and follow in his wake, and his life illustrates the truth of our observation. We shall let the Rev. Charles Voysey speak on this point. In his sermon on "Keshub Chunder Sen," preached at the Langham Hall on January 20th 1884, Mr. Voysey observed; "This homage to Christ was no mere lip service on the part of Keshub Chunder who paid to Jesus the more subtle flattery of imitation. He studied the portrait of Jesus in the New Testament till he was imbued with his whole spirit and breathed the same atmosphere. He copied Christ's behaviour in matters of the smallest detail, down to such a matter as that of dress, wearing a garment, without seam, woven from the top throughout; he had twelve chosen apostles one of whom carried the bag and bore what was put therein. He would wash their feet, and while imitating these ostentatious acts of humility, never forgot or let his disciples forget that he was their master. In later years he did allow acts of personal obeisance to himself, and suffered devotees to fall on the ground and kiss his feet. Why not? Jesus had done the same. But it was not only in externals that he endeavoured to be like Jesus. He arrived at attaining the same Divine elevation and even oneness with G[od] of which he had read in the Gospe[ls]. Among all the prophets and heroes of the world, none in his eyes had been so near to God as Jesus, none had so lived in the bosom of the Father. So Keshub Chander longed and strove to resemble Jesus in this privilege and we cannot blame him much if he fell into the very mistake made by Jesus and naturally glided into the belief that with this exalted communion with the Father, he would also gain power and authority over his brethren, and that such intimate contact with the Divine spirit would result in the exceptional inspiration of Gods' will to himself which he attributed to Jesus, or found attributed to him in the Gospels. I know I am right as to the fact that Keshub Chunder believed himself to be, in like manner as is ascribed to Jesus Christ, endowed with authority from God himself to teach his brethren and rule the Church. And he got this craze into his head chiefly, if not entirely, through his study of the Christ as represented in the Gospels. He was not naturally a vain man, but in later years he believed himself to be an inspired man, one anointed and set above his brethern to exercise authority over them in the name of God."

In truth, no man, neither Christ nor any other great religious teacher, has ever attained perfection—the perfection which man is capable of attaining, and if we should have always before us a human model to imitate, it should be not any real man that has been, but the Ideal Man who is yet to come.

The Brahmo or the Theist, however, as the true worshipper of the One True God, ought ever to hold before himself the Divine ideal, the ideal which though unattainable, is yet the highest, strongest, and safest incentive to exertions to elevate and ennoble one's self.

Sermons of Maharshi Debendra Nath Tagore.

(Translated from Bengali.)

SERMON V.

God's Perfect Love For His Creatures and the Deficiencies of Earthly Love.

"न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवैस्तपसा कर्म्मणा वा ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ॥"

"He is not perceivable to the eyes, He is not obtainable by words, He can not be grasped by the senses, He can not be attained by penance, or ceremonial observances, or the performance of sacrifices. An individual whose heart has been purified by the purification of his understanding, by being rapt into still communion, realizes the Supreme Spirit, who is without limbs."

I dwelt in the preceding sermon on the character of the relation between the Supreme Soul and the human soul and on the way man can associate with God. God is not perceivable to the eye; we behold the manifestation of the Lord, who is knowledge itself, in the soul. He is beyond the reach of the organ of hearing; yet we hear His commandments and His counsels. He is above and beyond all our senses; yet we grasp His Divine nature—true, beautiful and good, and feel ourselves highly gratified by drinking deep His Divine immortal Joy. Though He is not within the ken of our senses, His relation with our soul is of the deepest kind. We behold Him palpably in the soul, when we become pure in heart and are rapt into still communion. By association with that omnipresent Being, our insignificant life is rendered blessed. Whenever I see His eyes of infinite knowledge resting benignantly upon me, with the beauty of a full-blown flower; whenever I see His eyes are cast upon my eyes, I feel that God and myself are brought together. Exert once your power of hyper-physical perception, uplift your soul with the aid of the vision begotten of your spiritual knowledge and you shall behold the Divine eyes cast upon you. Those looks of God are looks of love. The sentiment of love worketh in God, just as it does in man. Look at Him with love, and you shall realize the noble love that is in Him, but if you regard Him with indifference, you shall fail to perceive the love which that Being of Love bears towards all. When beheld with attachment and with love, God appears before us in a new form. Love can not be considered complete, when it is one-sided. Love must be reciprocal. The love which God bears to us,

attracts our love to Him. Ceaselessly does He shower the waters of His love upon us, and we deem ourselves blessed by offering Him even a drop of our love. We can not be sensible of God's pure and burning love for us if we regard it with apathy; to eyes of undarkened spiritual knowledge, that are coloured by love, is revealed His look of love. His look of love is to the world what the affection of the mother is to her children. Even as the mother's affection moistens the hearts of her children, so does the soft Divine look of love moisten the whole universe. The whole universe and the heart of every living being are saturated by the waters of God's love. The Lord regards each created being as a distinct, separate entity. He alone does satisfy the hunger for love felt by each soul, Among his numerous creatures, I am now regarded by the Lord with the same care as I should surely have been regarded by Him, had I been the only denizen of this earth and the monarch of His earthly kingdom. A human king can not even know every one of his subjects, much less love him, but the King of kings, the Father of the Universe, affords to every one of his children, the dwellers of his limitless dominions, a place in His loving lap.

To Him in whose protection you have lived from the moment of your birth, and who even at this moment is bestowing his love on all of us, bow down with a heart touched with gratitude; and offer your whole heart, your whole soul to Him. Bow down to that Being who has preserved us from the moment we saw the light of this world, and by whose love we have ever since been nurtured? How came His love to show itself? We did not surely come into this world with any previous knowledge of it; we were once as inanimate as a ball of earth; we were enveloped in darkness and ignorance; but as soon as we saw the light, love came and embraced us within its arms. What merit, what attraction had we then to deserve the care of any person? But God had already breathed affection into the mother's heart. That affection had been the armour that protected us against all dangers. To preserve our life God suffused our mother's breast with milk, and filled her heart with affection; with that affection, with that milk were we nurtured in our childhood. We never prayed for God's love, but of its own accord it came down and received us. God had always loved us; but coming to know of His love long after, we now offer Him our love. During our infantine days, when we had not cut the teeth, he provided milk for our sustenance; but when he furnished us with teeth, would He not give us solid food? God preserved us during the helpless days of infancy when we could not exercise our understanding, and now that He has endowed us with the power of understanding, will He deny protection to us? He nursed us, keeping us, as it were, in His very lap, when we were forlorn and weak, and would He now forsake us and deprive us of the blessing of His love? In our infancy, He was our Father and our Mother, and All-in-all; He is our Father and our Mother now, and will be so to all eternity. What shall we do with an eternal life, bereft of God's love? Can we feel satisfied by being loveless apathists through eternity? No, our eternal life will be devoted to a brighter perception of His noble love and to a more and more profuse offering of our love to Him. God has made us take the hard vow of sublunary life, after instructing us in knowledge and virtue, and covering us with the impenetrable armour of long suffering and patience. It is for eternal association with God, that we are preparing ourselves in our life in this world. Be you all grateful to Him. Make yourselves blessed by realizing the presence of God and perceiving Him palpably everywhere. With eyes animated by love, behold the Lord's holy love for his creatures; we do not posses a greater Friend and Well-wisher than God. Before we could pray to Him, He had provided for us all that we could pray for; before we could desire, He had ordained all that we could desire to have. Look at the nobility of the Lord's lovingkindness on the one hand, and look, on the other, at the meanness of feeling which guides man towards brother man. In this world, we are deceived even by the individual from whom we have expected every blessing and every kind service. Here, we receive cruel blows even from one whom we have tended like a son and whom we have fondly hoped to prove to be the staff of our life in our old age. Impelled by the sentiment of unsophisticated love, we offer our whole heart to one whom we regard to be a friend, and, lo! he illuses it in diverse ways. There where we expect gratitude, we get treachery; there where we expect friendship, we get enmity! Who is there then on whose love we can rely in our career through this dark world? Who is there on whom we can repose trust without the least fear of being deceived? We can tide over all cruelties of the world only by a firm reliance on the love of the immutable God whose very nature is absolute truth. Had we been deprived of His love, to what miserable straits we must have been reduced? And on

whom should we have then depended that we might obtain peace? These men of the world are selfish; they are wholly occupied with their own concerns; how can they look to the needs and wants of others? Where is our salvation under the protection of the little? How noble is the aspect in which God is manifested in this holy place! Here He bestows His love on His worshippers and removes the want of every other kind of love. Our mind may be afflicted by blows, great in number and coming from different sources, and our heart may have its pangs, diverse in kind; but when we approach the Lord we are relieved of all our afflictions. We return disappointed from every place where we repair, seeking protection. But we forget that He who is our Friend for all time is always with us. We are subject to Him, but it is our subjection to Him that has made us free. The freedom of man constitutes his manliness, it is the ornament that adorns man in this life. And in his future life man will obtain salvation, a state in which he will be freed from the bonds of the heart, from the infatuation of grief for dear departed ones, and thus attain the blessed state. And this state will never come to an end. To all eternity shall we advance in love and in joy. Him on whom we build such high hopes, you should not forsake. Relying upon His love, liberate yourselves from all disease and pain. He is our best friend; He is the deity who alone deserves our worship; He is the consummation of all our desires. Our prayer to Him is that He may ever be present in our hearts as brightly as he now manifests Himself here to us, and that joy may ever flow in our hearts just as it doeth now. We have no other goal than He, and His love is our sole possession. O Supreme Spirit, saturate our souls with thy immortal joy. May my eyes be ever fixed on thy look of love. May my will remain ever united to Thy great will. When I transgress thy laws, inflict on me punishment, even a thousand times, but forsake me not. O Friend, thou art my only goal.

JAN...
39, Manick ...'es Ghat St. Calcutta.

একমেবাদ্বিতীয়ং

পঞ্চদশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ।
৬৮৫ সংখ্যা ভাদ্র ব্রাহ্মসম্বৎ ৭১। ১৮২২ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम् सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

১৮২২ শক। ১৭ শ্রাবণ বুধবার।

প্রসন্নতা।

প্রায় প্রত্যেক বিষয় যাহা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে, তাহার একদিক্ উজ্জ্বল, অন্য দিক্ অন্ধকারময়। অর্থাৎ তাহার ভাল মন্দ উভয় দিকই আছে। মন্দ দিক্‌টা দেখা যাঁহার অভ্যাস, তাঁহার প্রকৃতি ক্রমে কঠোর হইয়া যায়; সুতরাং সেই সঙ্গে তাঁহার সুখও অন্তর্হিত হইয়া যায়। আর যিনি সর্ব্বদা বিষয়ের উজ্জ্বল দিকের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, অজ্ঞাতসারে তিনি আপনার প্রকৃতিকে মধুময় করেন। ইহার ফল এই হয়, যে তিনি নিজের এবং পার্শ্ববর্ত্তী লোকদিগের সুখ দিন দিন বৃদ্ধিই করিতে থাকেন। আমি ইহার দৃষ্টান্ত বিবৃত করিতেছি। দুইটি স্ত্রীলোকের পরস্পর বন্ধুত্ব ছিল। তাহারা উভয়েই বয়স্থা। তাহাদের আভিজাত্য সৌভাগ্য শিক্ষা এবং নৈপুণ্য একপ্রকার ছিল। প্রথমে তাঁহারা সমপ্রকৃতির ছিলেন। কিন্তু ক্রমে বিভিন্ন শাসনাধীনে তাঁহাদের মতি গতি বিপরীত হইয়া উঠিল। এক জন বিষয়ের কালো পিঠটা দেখিতেই অভ্যস্ত হইলেন। কোন নূতন কাব্য বা নাটক প্রকাশিত হইলে, তাহার উৎকৃষ্ট অংশের উপর তিনি কেবল চক্ষু বুলাইয়া লইতেন। যে অংশ অতৃপ্তিকর পাঠ করিয়া তাহারই কথা বার বার উল্লেখ করিতেন। যদি তুমি তাঁহাকে একখানি সুন্দর প্রতিকৃতি দেখাও, তাহা হইলে তাহার যে অংশ অমনোযোগের সহিত অঙ্কিত হইয়াছে, বা তার যে অংশে হাত বা অঙ্গুলি অসম্পূর্ণাবস্থায় রহিয়া গিয়াছে, তাহার প্রতিই তাঁহার দৃষ্টিপাত হইতে থাকে। তাঁহার উদ্যান বড় সুন্দর, বড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কিন্তু যদি তুমি তাঁহার সহিত তন্মধ্যে বেড়িয়া বেড়াও, তিনি বলিতে থাকিবেন, গাছ গুলায় পোকা ধরিয়াছে, ঝড়ে ঐ বৃক্ষশাখাটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, ঐ দেখ ওখানে শম্বূক এখানে কীট পতঙ্গ, বাগানটাকে বিক্ষিপ্ত পাতা লতার জঞ্জাল হইতে রক্ষা করা একপ্রকার দুঃসাধ্য ব্যাপার।

সুশোভন দৃশ্য সম্ভোগের জন্য যদি

তুমি তাঁহার সহিত উদ্যানস্থ মন্দির মধ্যে উপবেশন কর, তিনি বলিবেন ঐ স্থানটা জঙ্গলে পূর্ণ হইয়াছে, এই স্থানটায় জলাভাব। হয় বলিবেন আজি বড় গরম পড়িয়াছে, নয় বলিবেন দিনটা বড় মেঘাবৃত। হয় বলিবেন বাতাস মূলে নাই, নয় বলিবেন, কি ঝড় বাতাসই বহিতেছে। পরিশেষে দেশের জল বাতাসের দোষ দিয়া একটা লম্বা বক্তৃতা করিবেন। উদ্যান ভ্রমণের কথাটা এইখানেই থাক্।

একটুকু সুখের কথোপকথনের আশায় যদি তুমি তাঁহার সঙ্গে পাঁচজনের নিকটে যাও, সেখানে যাইয়াও দেখিবে, তিনি বলিতেছেন, আজি আমার শরীরটা ভাল নয়, আমার দৌহিত্রীর বড় পীড়া হইয়াছে। এইরূপে তিনি আপনার অজ্ঞাতসারে আপনার সহিত নিকটস্থ সকলকে বিষণ্ণ করিতে থাকেন। শেষে কারণ বুঝিতে না পারিয়াও দেখিতে পান, তাঁহার বন্ধু বান্ধব সকলেই গম্ভীর ও নিস্তব্ধ।

অপর জন ঠিক্ ইহাঁর বিপরীত। তিনি বিষয়ের ভাল দিক্টা দেখিতে অভ্যাস করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তরে অনুক্ষণই প্রফুল্লতা বিরাজ করিত। সে প্রফুল্লতা একরূপ সুখের সংক্রামক স্রোত স্বরূপ হইয়া নিকটবর্ত্তী লোক সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করিত। যদি তিনি কখন কোন দৈবদুর্ব্বিপাকে পড়িতেন, তাহা হইলে ভাবিতেন, উপস্থিত বিপদ ইহা অপেক্ষাও গুরুতর হইলেও ত হইতে পারিত। এ কারণ তিনি ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করিতেন।

তিনি যখন নির্জ্জনে থাকিতেন, তখনও তিনি আহ্লাদিত, কারণ নির্জ্জনবাস তাঁহাকে আত্ম পরীক্ষার অবসর দান করিত। তিনি দশজনের মধ্যে থাকিলেও সুখী। কারণ তাহাদের আনন্দের সহিত নিজ সুখিত হৃদয়কে এক করিয়া লইতে পারিতেন। কোন পরিচিত ব্যক্তি বা আত্মীয় স্বজনের ধর্ম্মহানি দেখিলে, তিনি প্রতিবাদ করিতেন বটে কিন্তু তিনি তাহাদের মধ্যে অতি অপকৃষ্ট ব্যক্তিরও কোন না কোন গুণের অনুসন্ধান করিয়া তাহার সুখ্যাতি করিতেন।

তিনি যখন কোন পুস্তক উদ্ঘাটন করিতেন তখন এই মনে করিতেন যে ইহা পাঠ করিলে, কিছু না কিছু আমোদ বা শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন। এই জন্য তিনি যাহা অন্বেষণ করিতেন তাহা সহজেই প্রাপ্ত হইতেন। বনে উপবনে পাহাড় পর্ব্বতে ঝোপে ঝাপে, যেমন ইচ্ছা তেমন স্থানে তুমি তাঁহার সহিত ভ্রমণ কর, তিনি তোমায় এমন সব লতা পাতা ফুল দেখাইয়া দিবেন, যাহা পূর্ব্বে হয়ত আর কেহ খুঁজিয়া পাতিয়া দেখে নাই। জল বায়ুরই পরিবর্ত্তন হউক আর ঋতুরই বা পরিবর্ত্তন হউক, বিপদই হউক আর সম্পদই হউক, তিনি সব সময়েই সুখী—সব অবস্থাতেই প্রশান্ত।

কথোপকথন কালে তিনি একটি স্থির নিয়ম ধরিয়া চলিতেন। এমন কথা কথনই উত্থাপন করিতেন না, যাহাতে লোকের মনে আঘাত বিষাদ বা অতৃপ্তি উপস্থিত হইতে পারে। তিনি কখন নিজের বা প্রতিবেশীর দুঃখ দারিদ্রের কথা উল্লেখ করিতেন না এবং সর্ব্বাপেক্ষা যাহা মন্দ, অর্থাৎ তাহাদের দোষ বা ত্রুটি কদাপি মুখে আনিতেন না। যদি ঐরূপ কথা তাঁহার শ্রুতিগোচর হইত, তাহা হইলে কৌশল পূর্ব্বক তিনি সেই অপমানসূচক

ঘৃণিত ভাষাকে, হাসিখুসির মধ্যে আনিয়া সুখময় রহস্যে পরিণত করিয়া দিতেন। এই প্রকারে তিনি মধুমক্ষিকার ন্যায় বনলতা হইতেও মধু সঞ্চয় করিতেন। আর তাঁহার বিপরীতস্বভাবপ্রাপ্ত পূর্ব্বসখী মাকড়সার ন্যায় অতি উৎকৃষ্ট কুসুম হইতেও বিষ চুষিয়া আহরণ করিতেন। পরিশেষে ফল এই হইয়াছিল যে, যে দুই প্রকৃতি এক সময়ে প্রায় তুল্য ছিল, তাহার মধ্যে একটি অনুক্ষণ কঠোর ও অসন্তুষ্ট, অপরটি সর্ব্বদাই মধুময় ও প্রফুল্ল। একটি সর্ব্বত্র বিষাদ ও অন্যটি সর্ব্বত্র আনন্দ বিস্তার করিতে লাগিল। কথোপকথনকালে, কি কার্য্যকালে, সুখ বা আনন্দ অতি সামান্য সামান্য ঘটনার উপরেই নির্ভর করে। জল বায়ুর অপকৃষ্টতা উত্তরীয় বায়ুর অত্যাচার—কটু রহস্য পরনিন্দা বা পরচর্চ্চা ও অন্যান্য বিরক্তিকর বিষয়ের উত্থাপন করিলে, সভাস্থ সকল লোকের মনের অবস্থা বিকৃত হইয়া যায়, এবং ক্রমে সকলেই বাষ্পের ন্যায় সরিয়া পড়েন। সেইজন্য যদি আমরা সুখী হইতে বা সুখ বিলাইতে ইচ্ছা করি, তবে কথোপকথনের এই ক্ষুদ্র নিয়মটি যেন মনে করিয়া রাখি। যে সকল ভাল কথায় লোকের মন প্রফুল্ল হয়, যে সকল সুসংবাদে তাহাদের মনে আশা ভরসার সঞ্চার হয়, লোকসমাজে আমরা যেন সেই সকল কথারই উল্লেখ করি। বিশুদ্ধ রীতি নীতি শিক্ষা দ্বারাই আমরা জনসমাজের প্রতি এই প্রকার শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে পারি।

সন্তোষই সুখের মূল। অসন্তোষই যত দুঃখের আকর।

যে সূর্য্যকিরণে শস্য-সাধারণ পরিপক্ক হইবে নিরক্ষর কৃষক হয়ত কোন শস্য বিশেষের হানি আশঙ্কা করিয়া অসুখীই হইতে থাকে। কিন্তু জ্ঞানী সন্তোষপরায়ণ ব্যক্তি এরূপ করেন না। তিনি বিদ্যুৎসহকৃত মেঘ ও ঝড়ের মধ্যে পড়িলেও আশা রাখেন যে শীঘ্র বৃষ্টি হইয়া প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইবে। মেঘের মধ্যে যেমন বিদ্যুৎ, তিনি তেমনি অতিদুঃসময়ের মধ্যেও সুসময়ের আশা করেন। তিনি জানেন ঈশ্বরের করুণা সকল সময়ে সকল অবস্থায় মনুষ্যকে রক্ষা করে। তিনি ভদ্রোচিত ব্যবহারে উজ্জ্বল দিক্টাই দেখিতে অভ্যাস করেন, ও ভাল বাসেন। তিনি ভদ্রোচিত ব্যবহার করেন, এবং সকল সময়েই বিষয়ের উজ্জ্বল দিক্টাই দেখিতে অভ্যাস করেন ও ভাল বাসেন। এই প্রকার অনুষ্ঠানেই আমরা সুখী হইতে পারি। সংযত ও নির্ম্মল মনই সকল সুখের আধার। যে ব্যক্তি সংযত সেই সুখী। যাহার চক্ষু সকল সময়েই ঈশ্বরের চক্ষুর উপর স্থাপিত সেই প্রসন্নমনা—সেই সুখী। যে পবিত্র কার্য্য দ্বারা আত্মপ্রসাদ জন্মে তাহার প্রতিই যেন আমাদের লক্ষ্য থাকে। আত্মপ্রসাদই জীবন—আত্মপ্রসাদই সুখ—তদ্বিপরীত আত্মগ্লানিই মৃত্যু ও নিরানন্দের কারণ। মৃত্যু এ প্রকার নিরানন্দ হইতে শতগুণে ভাল। যদি অনাহারে প্রাণ যায়, যদি শত্রুহস্তে শির ছিন্ন হয়, তথাপিও যেন অতি যত্নে আত্মপ্রসাদ রক্ষা করি। আত্মপ্রসাদরূপ মুকুরে ঈশ্বরের প্রসাদরূপ চন্দ্রমা কি যে সুন্দর—কি যে স্পৃহনীয় তাহা আমি কেমনে বলিব। তিনিই বলিতে পারেন, যিনি সৌভাগ্যক্রমে এ জীবনে তাহা অনুভব করিয়াছেন। সাধনের ফল আত্মপ্রসাদ, সাধনের ফল ঈশ্বরের প্রসাদ। হে দেব! ডাকি তোমায়। তুমি তো-

212

PAGES MISSING.

মার কৃপাপাত্র দুঃখী সন্তানদিগের উপর কৃপাদৃষ্টি কর। আমরা যেন তোমার চক্ষের উপর জীবন ধারণ করিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতে পারি—এবং সেই আত্মপ্রসাদ সঙ্গে লইয়া তোমার অমৃত ভবনে উপস্থিত হইতে পারি, তুমি অনুকূল হইয়া এই আশীর্ব্বাদ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

বুদ্ধ-অনুকরণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১২

জীবনান্তে আত্মাই একা চলিয়া যায়। অতএব সুকৃতিই আমাদিগের সুহৃৎ। ফো-শো-কিংসান কিং (১৫৬০ শ্লোক)

১৩

শমন যখন সন্নিকট, ন্যায়জ্ঞান-বিবর্জ্জিত অন্যায়াচারীর পাপীর অন্তর তখন চিন্তাসঙ্কুল। মহাপরিনিব্বান সূত্ত (১ম অধ্যায়)

যিনি সাধু সৎকর্ম্মে রত, তিনি নির্ভীক। উদানবর্গ (২৮ অধ্যায়, ৩১ শ্লোক)

১৪

পাপই হউক, পুণ্যই হউক, লোকে যাহা করিয়াছে, সে সকলই কোনও না কোনও ফলপ্রদ। উদানবর্গ (৯ম অধ্যায়, ৮ম শ্লোক)

১৫

ছায়াবৎ সুকৃতি বা দুষ্কৃতি আমাদিগের অনুগমন করে। ফো-শো-কিংসান-কিং (৮৩২ শ্লোক)

১৬

এখন দিলে পরে পাইবে; কারণ যিনি এক গণ্ডূষ জল দান করেন, তিনি তৎপরিবর্ত্তে জলধিপরিমাণ জল পাইবেন। ত-চোয়াং-ইয়ান্-কিংলন (২০শ ধর্ম্মোপদেশ)

১৭

লোভ অনর্থের মূল। এই বৈরি ছদ্মবেশ বন্ধুর বেশে আইসে। ফো-শো-কিংসান কিং (১৮১৩ শ্লোক)

১৮

দান বিভব-ভাণ্ডার; অতএব দান যথার্থ বন্ধু; ইহা ছড়াইলেও, অনুতাপ আইসে না। ফো-শো-কিং-সান কিং (৮৩৩ শ্লোক)

১৯

যে লাভের সঙ্গে সঙ্গে ব্যয়ের পথ করিয়া রাখে, তাহার ধন বেশি দিন থাকে না। ফো-শো-কিং-সান-কিং (৮৩২ শ্লোক)

২০

সংযমে, মিতাচারে, পুণ্যে দানে যে ধন সঞ্চিত, তাহাই প্রকৃত ধনভাণ্ডার। এরূপ সযত্নে সঞ্চিত লুকায়িত ধনভাণ্ডার নিরাপদ ও স্থায়ী। লোকে লৌকিক অর্থ ফেলিয়া যায়, কিন্তু এ ধন সঙ্গের সাথী, ইহা তস্করে বা মন্দলোকে লইতে পারে না। নিধিকাণ্ড সূত্ত।

২১

বড় হইলেও ছোটকে কখনও ভুলিও না। ফিৎসু-গো-কিও।

২২

প্রাণী মাত্রের প্রতি সদয় হইও। ফো-শো-কিং-সান-কিং (২০২৪ শ্লোক)

কোনও প্রাণীকে আঘাৎ করিও না। খাগ্‌প বিষন সূক্ত।

২৩

তথাগত পুণ্যে উন্নীত, কিন্তু বিনয়ে নত। অজান্ত শৈল-লিপি।

২৪

সন্তোষই পরমার্থ। নাগার্জ্জুনের সখ্য পত্র (৩৪ শ্লোক)

সন্তুষ্ট মনই সদানন্দ। ফো-শো-কিং-সান-কিং (২০৬০)

২৫

আপনার বলিবার কিছুই না থাকিলেও সন্তুষ্ট চিত্তে থাকিবে। ধম্মপদ (২০০ শ্লোক)

২৬

কেহ যেন কখনও অপরের কর্ত্তব্যের নিমিত্ত আপনার কর্ত্তব্য বিস্মৃত না হয়। ধম্মপদ (১৬৬ শ্লোক)

২৭

পরদোষ সহজে দৃষ্ট হয়; আত্মদোষ দেখা কঠিন। উদানবর্গ (২৭ অধ্যায়, ১ম শ্লোক)

আত্মপরীক্ষা কষ্টকর। অশোকের স্তম্ভলিপি (৩য় অনুশাসন)

২৮

সূর্প-সঞ্চালনে লোকে প্রতিবাসীর দোষ উড়াইয়া দেয় (প্রচার করে) সহক্রীড়কের নিকট হইতে প্রতারক যেরূপ খারাব চাল গোপন করে, লোকে সেইরূপ নিজ দোষ গোপন রাখিতে চেষ্টা করে। ধম্মপদ (২৫২ শ্লোক)

ক্রমশঃ।

পারিবারিক উপাসনায় আচার্য্যের উপদেশ।

কেহ যদি তোমাকে বলে "দেখ সরোবরে কেমন পদ্মফুল ফুটিয়াছে" তবে তুমি তৎক্ষণাৎ সরোবরের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া নববিকসিত পদ্মরাজির প্রতি আগ্রহের সহিত দৃষ্টি নিক্ষেপ কর; কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেষ্টা যখন তোমাকে বলিতেছেন যে, সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মের প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ কর, তখন তুমি বলিতেছ "কি প্রকারে লক্ষ্য নিবদ্ধ করিব তাহা জানি না।" এ কথার অর্থ কি? তুমি হয় তো মনে করিতেছ যে, যাঁহার রূপ চক্ষে দেখা যায় না, যাঁহার কণ্ঠধ্বনি কর্ণে শোনা যায় না, যাঁহার স্পর্শ হস্তে অনুভব করা যায় না, তাঁহার প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ করা এক প্রকার অসাধ্য-সাধন। তাহা যদি তুমি মনে কর, তবে সেটা তোমার ভুল। আপামর সাধারণ সকল মনুষ্যই অতীন্দ্রিয় বিষয় জ্ঞানে উপলব্ধি করে, আর, জ্ঞানে যখন উপলব্ধি করে, তখন ধ্যানে তাহার প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ করিতে কেন যে না পারিবে তাহার কোনো কারণ নাই। তুমি যখন তোমার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তরের প্রতীক্ষায় আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছ, তখন তোমার চক্ষু রহিয়াছে আমার মুখের প্রতি কিন্তু তোমার জ্ঞানের লক্ষ্য রহিয়াছে আমার মনের প্রতি। মুখ যেমন চক্ষে দেখিবার বস্তু, মন তো আর সেরূপ নহে; না তাহা চক্ষে দেখা যায়, না তাহা কর্ণে শোনা যায়, না তাহা হস্তে স্পর্শ করা যায়। অথচ আমার মনের প্রতি তোমার জ্ঞানের লক্ষ্য নিবদ্ধ রহিয়াছে। তবেই হইতেছে যে, অতীন্দ্রিয় বিষয়ের প্রতি কেমন করিয়া লক্ষ্য নিবদ্ধ করিতে হয় তাহা তুমি জানিতেছ; জানিয়াও তোমার মনকে এইরূপ উল্টা বুঝাইতেছ যে, যাহা ইন্দ্রিয়ের অগোচর তাহার প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ করিতে যাওয়া নিতান্তই বিড়ম্বনা—সহস্র চেষ্টা করিলেও কেহই তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারে না। এটা তোমার জানা উচিত যে, যিনি তোমাকে চক্ষু দিয়াছেন, তিনি কেমন করিয়া চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দ্রষ্টব্য বিষয়

দর্শন করিতে হয় তাহাও তোমাকে বলিয়া দিয়াছেন; যিনি তোমাকে কর্ণ দিয়াছেন তিনি কেমন করিয়া কর্ণ পাতিয়া শ্রোতব্য বিষয় শ্রবণ করিতে হয় তাহাও তোমাকে বলিয়া দিয়াছেন; যিনি তোমাকে প্রজ্ঞা দিয়াছেন, তিনি কেমন করিয়া মনকে প্রশান্ত করিয়া অতীন্দ্রিয় ধ্যেয় বিষয়ে লক্ষ্য নিবদ্ধ করিতে হয় তাহাও তোমাকে বলিয়া দিয়াছেন। ব্রহ্ম-সঙ্গীতে আছে "তুমি জানাও যারে সেই জানে।" মনুষ্যকে তিনি জানাইতেছেন, মনুষ্য তাই জানিতেছে; যেমন করিয়া যাহা জানিতে হয়, তেমনি করিয়া তাহা জানিতেছে। কবি যেমন আপনার সরস অন্তঃকরণ আপনাতে বদ্ধ করিয়া না রাখিয়া নানা প্রকার ছন্দোবন্ধের আশ্চর্য্য মন্ত্রগুণে শ্রোতা এবং পাঠকের হৃদয়ের অভ্যন্তরে তাহা অবলীলা ক্রমে সঞ্চালন করেন, আনন্দ-স্বরূপ পরমাত্মা তেমনি আপনার সত্যং জ্ঞানমনন্তং ভাব, আনন্দরূপমমৃতং ভাব, শান্তং শিবমদ্বৈতং ভাব আপনাতে বদ্ধ করিয়া না রাখিয়া পরমাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় শক্তিপ্রভাবে মনুষ্যের প্রজ্ঞাতে প্রকাশিত করিতেছেন। কবি যখন স্বরচিত কবিতা পাঠ করিতে করিতে আপনাতে আপনি ভাবে ভোর হইয়া যা'ন, তখন তাহারই প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমরা বলি যে, কবি সাক্ষাৎ ভাবস্বরূপ; তেমনি এক অদ্বিতীয় সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বান্তর্যামী মহাসত্য আপনাতে আপনি যেরূপ অচল-প্রতিষ্ঠিত, এক অদ্বিতীয় মহাজ্ঞান আপনাতে আপনি যেরূপ জ্যোতিষ্মান্, এক অদ্বিতীয় মহান্ পুরুষ আপনার অনাদ্যনন্ত অসীম মহিমায় আপনি যেরূপ বিরাজমান, তাহারই প্রতি লক্ষ্য করিয়া ঋষিরা বলিয়াছেন যে, তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত-স্বরূপ পরব্রহ্ম। পরমাত্মা আপনাতে আপনি যেরূপ তাহাই তিনি অনির্ব্বচনীয় শক্তি প্রভাবে সর্ব্বজগতময় প্রতিরূপিত করিতেছেন; সাধক তাই অন্তরে বাহিরে যে কোনো স্থানে শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত মনঃসমাধান করেন, সেইস্থানেই পরমাত্মার প্রতিরূপ-দর্পণে তাঁহার স্বরূপের আভাস অবলোকন করিয়া জ্ঞান-প্রেমের চরিতার্থতা লাভ করেন। পরমেশ্বর তোমাকে মনুষ্য জন্ম দিয়াছেন—প্রজ্ঞা দিয়াছেন, অথচ তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ—কেমন করিয়া সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্মে লক্ষ্য নিবদ্ধ করিব। ও কথা তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া তোমার আপনার মনকে জিজ্ঞাসা কর, এবং তোমার মন কি বলে তাহা মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর। তোমার মনকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিবে যে, যেমন করিয়া তুমি নির্জ্জীব জড়পদার্থের শব্দ স্পর্শরূপ রসাদি বাহ্য আবরণ ভেদ করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত বল-সত্তার প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ কর; যেমন করিয়া তুমি তরুলতাদি উদ্ভিদ্ পদার্থের উৎপত্তি, বৃদ্ধি, বিকাশ, সন্তান-সন্ততি-বিস্তার, বার্দ্ধক্য, এবং জীবনাবসান প্রভৃতি প্রাণক্রিয়া-সমূহের বাহ্য আবরণ ভেদ করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত প্রাণাত্মিকা সত্তার প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ কর; যেমন করিয়া তুমি পশুপক্ষী সর্প কুম্ভীর মৎস্য কচ্ছপ কীট পতঙ্গ প্রভৃতি জন্তুগণের জীবিকা-নির্ব্বাহ, আত্মরক্ষা, জোড় মিলন, বাসা-নির্ম্মাণ, সন্তান প্রতিপালন, যূথবন্ধন সৌহার্দ্দ বন্ধন, সমাজ-বন্ধন প্রভৃতি চেতনাত্মক ক্রিয়া সমূহের বাহ্য আবরণ ভেদ করিয়া তাহাদের অন্তর্নিহিত সুখদুঃখময়

চেতন-সত্তার প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ কর; যেমন করিয়া তুমি মনুষ্যের গার্হস্থ্য, সামাজিক, ব্যাবসায়িক, বৈজ্ঞানিক, নৈতিক এবং পারমার্থিক কার্য্য-কলাপের বাহ্য আবরণ ভেদ করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত জ্ঞানধর্ম্মপ্রধান আত্মসত্তার প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ কর, তেমনি করিয়া তুমি হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রাণ, প্রাণের অভ্যন্তরে চেতনা, চেতনার অভ্যন্তরে চিন্তা, চিন্তার অভ্যন্তরে আত্মা, আত্মার অভ্যন্তরে আত্মার এবং সর্ব্বজগতের মূলাধার শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ, সচ্চিদানন্দ স্বরূপ সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ অনন্তস্বরূপ, শান্তং শিবমদ্বৈতং পরমাত্মাতে লক্ষ্য নিবদ্ধ করিলেই করিতে পার; তাহা না করিতে পারিবার কারণ কেবল তোমার অনিচ্ছা; অনিচ্ছার কারণ তোমার মনের জড়তা যাহার আরেক নাম তমোগুণ। তমোগুণ এবং সত্ত্বগুণ অন্ধকার এবং আলোকের ন্যায় পরস্পরের বিরোধী। অতএব প্রদীপ জ্বালিয়া যেমন ঘরের অন্ধকার দূর কর, তেমনি সত্ত্বগুণ উদ্দীপন করিয়া অন্তঃকরণের জড়তা দূর করিয়া ফেল। সত্ত্বগুণ উদ্দীপন করিবার অনেকানেক উপায় অনেকানেক শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রধান একটি উপায় হ'চ্চে উপযুক্ত আহার বিহার উপযুক্ত কর্ম্ম-চেষ্টা এবং উপযুক্ত নিদ্রাজাগরণের বিধান অনুবর্ত্তন করা, এক কথায়—শারীরিক এবং মানসিক ধর্ম্ম নিয়ম পালন করা। গীতা-শাস্ত্রে তাই উক্ত হইয়াছে

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা।

এইরূপে বিহিত উপায় অবলম্বন করিয়া তুমি যদি তোমার আত্মাতে সত্ত্বগুণ উদ্দীপন কর, তাহা হইলে তাহার আলোকে অতিষ্ঠ হইয়া জড়তা-রূপী তমোগুণের অন্ধকার পলায়নের চেষ্টা দেখিবে, এবং তাহার মাধুর্য্য-প্রভাবে বিক্ষেপ-রূপী রজোগুণের তীব্রতা নরম পড়িয়া আসিবে; তাহা যখন হইবে, তখন তোমার আত্মা আপনা হইতেই পরমাত্মার প্রেমে বাঁধা পড়িয়া যাইবে। তখন আর তোমাকে এরূপ উপদেশ দিবার আবশ্যকতা থাকিবে না যে, পরমাত্মার প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ কর; তুমিই বরং তোমার বন্ধু-বান্ধবকে ঐরূপ উপদেশ দিবার জন্য ব্যগ্র হইবে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশ্বজনীন ও জাতীয় ভাব।

১৬ আষাঢ়ের তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকায় "এ গৃহ অনর্গল" শিরস্ক একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশ্বজনীনতা আলোচিত হইয়াছে, এবং আদি ব্রাহ্মসমাজ ব্রাহ্মধর্ম্মকে উহার বিশ্বজনীন প্রকৃতি বর্জ্জিত করিতেছেন, এই অভিমত ব্যক্ত করা হইয়াছে।

তত্ত্বকৌমুদী বলেন, "সমুদ্র জলদানেও কৃপণতা প্রকাশ করে না এবং জল গ্রহণ করিতেও অনিচ্ছা ব্যক্ত করে না। প্রদান ও প্রতিগ্রহণ সম্বন্ধে সমুদ্রের এই প্রকৃতির সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশ্বজনীন প্রকৃতির সম্পূর্ণ ঐক্য।" আমরা এই বাক্যের যাথার্থ্যে অস্বীকার করি না। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ সত্য; যেখানেই সত্য প্রাপ্ত হওয়া যাউক না কেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম সেখান হইতেই সত্য আহরণ করিতে প্রস্তুত। ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত সত্য সমূহ সর্ব্বদেশে সর্ব্ব জাতির মধ্যে প্রচারিত হউক, ইহাও আমাদিগের প্রাণের ইচ্ছা। সত্য আদান প্রদানের আমরা

বিরোধী নহি। ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশ্বজনীন ধর্ম্ম নহে, আদি ব্রাহ্মসমাজ এ কথা কখন বলেন নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকল ধর্ম্মেই পাওয়া যায়, ব্রাহ্মধর্ম্ম সর্ব্বদেশের ধর্ম্ম শাস্ত্রের নিগূঢ় ও সার সত্য, বিভিন্ন দেশের সাধু মহাপুরুষগণ ব্রাহ্মধর্ম্মানুযায়ী যে সকল সত্য শিক্ষা দেন তাহা আমাদের শিরোধার্য্য, এ সকল কথা আমরা সর্ব্বথা অনুমোদন করি। কিন্তু একদিকে ব্রাহ্মধর্ম্মের যেমন বিশ্বজনীন ভাব আছে, অপর দিকে উহার তেমনি জাতীয় ভাবও আছে। যখন যে জাতির মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে হইবে, তখন সেই জাতির ধর্ম্ম শাস্ত্র, প্রকৃতি, সংস্কার, মনের অনুরাগ ও বিরাগের গতি প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে তাহাদিগের উপযোগী করিয়া তাহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত না করিলে তাহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে কখনই সমর্থ হইবে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশ্বজনীন ধর্ম্ম স্বীকার করিয়াও ব্রাহ্ম প্রচারক যদি হিন্দু ভারতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবার সময় হিন্দু শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া জাতীয় ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন; খ্রীষ্টীয়ান ইংলণ্ড বা আমেরিকায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবার সময় বাইবেল অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন, এবং মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীগণের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবার সময় যদি কোরাণ অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন, তাহা হইলে তিনি কোন সত্যের অপলাপ করেন না, কপটতারও পরিচয় দেন না, কিম্বা ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশ্বজনীনতা বিনাশ সাধনেও সহায়তা করেন না। আদি সমাজের স্থাপয়িতা রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে তত্ত্বকৌমুদী বলেন;—"ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় কালে ইহার সুযোগ্য প্রচারক মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় মহাশয় ইহাকে যেমন বিশ্বজনীন নাম প্রদান করিয়া গিয়াছেন তেমনি ইহার প্রকৃতিতেও সেই বিশ্বজনীন ভাবের সমাবেশ করিয়া গিয়াছেন।" মহাত্মা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশ্বজনীনতা প্রমাণ করিবার জন্য দেখাইয়াছেন যে হিন্দুর বেদ বেদান্ত, খ্রীষ্টীয়ানের বাইবেল, মুসলমানের কোরাণ সকলই ব্রাহ্মধর্ম্মের সার সত্য প্রতিপাদন করিতেছে। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্যতা, সারবত্তা ও শ্রেষ্ঠতা হিন্দুর নিকট উপনিষদ হইতেই প্রমাণ করিতেন, খ্রীষ্টীয়ানের নিকট বাইবেল হইতেই প্রমাণ করিতেন, এবং মুসলমানের নিকট কোরাণ হইতেই প্রমাণ করিতেন। আদি ব্রাহ্মসমাজ রামমোহন রায় প্রদর্শিত এই পন্থা পরিত্যাগ করিতে চাহেন না এবং উহা হইতে স্খলিতও হয়েন নাই। আদি ব্রাহ্ম সমাজের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি পরলোকগত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় হিন্দুশাস্ত্র, বাইবেল ও কোরাণ হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রতিপাদক বচন সকল সংগ্রহ করিয়া ইংরাজীতে, "Theistic Selections from the Hindu Shastras," "Theistic Selections from the Bible," "Theistic Selections from the Koran," নাম দিয়া তিন খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। তিনিও রামমোহন রায়ের পথে চলিয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" ও "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ" রামমোহন রায় প্রদর্শিত প্রচার প্রণালী কেবল কথায় অনুসরণ করেন, কার্য্যে করেন না। উক্ত সমাজ দ্বয়ের অবলম্বিত "ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রতিপাদক শ্লোক সংগ্রহ" নামক গ্রন্থে সকল জাতির ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে বচন একত্র সংগ্রহ করা

হইয়াছে, এবং উহাই তাঁহাদের "ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ" স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। এই গ্রন্থ পাঠকালে সাধারণ হিন্দু পাঠক ইহাতে কোরাণ ও বাইবেলের বচন দেখিয়া, খ্রীষ্টীয়ান পাঠক উহাতে কোরাণ ও হিন্দুশাস্ত্রের বচন দেখিয়া, এবং মুসলমান পাঠক উহাতে বাইবেল ও হিন্দুশাস্ত্রের বচন দেখিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি যদি আকৃষ্ট ও অনুরক্ত না হয়েন, বরং তাহার প্রতি তাঁহাদের মনে বিরাগের উদয় হয় তাহা হইলে আমরা তাঁহাদিগকে দোষ দিতে পারি না। সভায় সমবেত হিন্দুমণ্ডলীর মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক মহাশয় যদি কোরাণ হইতে, "হে মক্কাবাসীগণ তোমরা শ্রবণ কর," এই সম্বোধনযুক্ত মহম্মদের উপদেশ বচন আবৃত্তি করেন, এবং তাহা শুনিয়া যদি কোন ভক্ত বৃদ্ধ হিন্দু কর্ণে অঙ্গুলী দিয়া সভাস্থল ত্যাগ করেন তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে প্রশংসা না করিতে পারি, কিন্তু দোষ দিতে পারি না।

স্বধর্ম্ম বা পৈতৃক ধর্ম্মের প্রতি গভীর অনুরাগ মানব মনে অতি গূঢ়রূপে নিহিত আছে। এই অনুরাগ হইতে যে নিষ্ঠার উৎপত্তি হয় তাহা অবলম্বন করিয়াই যদি প্রত্যেক জাতিকে সত্যধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করা যায় তাহা হইলে তাহাদের যে ধর্ম্মনিষ্ঠা জন্মিবে তাহা কদাপি বিচলিত হইবে না। এই জন্য প্রত্যেক জাতির মধ্যে সেই জাতির পৈতৃক সনাতন ধর্ম্মের উৎকৃষ্ট আকারই ব্রাহ্মধর্ম্ম ইহাই তাহাদিগের নিকট প্রতিপন্ন করিয়া দেওয়াই জগতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের পক্ষে এক মাত্র প্রকৃষ্ট উপায়। জাতীয় ধর্ম্মকে ভিত্তি করিয়া, জাতীয় ভাবে প্রত্যেক জাতির মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়া যে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশ্বজনীনতা তাহাদিগের নিকট হইতে লুকায়িত রাখিতে হইবে তাহা আমরা বলি না। প্রচারক যদি জাতীয় ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশ্বজনীনতা দেখাইয়া দেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রভূত আকর্ষণ শক্তি প্রদান করেন, কিন্তু যদি কেবল মাত্র বিশ্বজনীন ভাবে প্রচার করিতে যান তাহা হইলে কতকগুলি অসাধারণ উদারচরিত ব্যক্তির অনুরাগ আকর্ষণ করিতে পারেন, কিন্তু সাধারণ লোকের বিরাগভাজন হইয়া পড়েন।

ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ অর্থাৎ প্রধান মত গুলি, এই ভারতবর্ষে পুরাকালে গভীর রূপে আলোচিত ও বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছিল। ভারতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে তাহা যে এই দেশেরই ধর্ম্ম, হিন্দু জাতির জাতীয় ধর্ম্ম, তাহাই এ দেশবাসীগণকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। আদি ব্রাহ্মসমাজ তাহাই করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু আদি সমাজ ব্রাহ্মধর্ম্মকে যেমন হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বা সর্ব্বোৎকৃষ্ট আকার বলিতেছেন, তেমনি ইহাও বলিতেছেন যে সকল জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্রাহ্মধর্ম্মের সার মত নিহিত রহিয়াছে এবং যেখানে সত্য পাওয়া যাইবে তাহা অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে প্রত্যেক ব্রাহ্ম বাধ্য। এই প্রকারে আদি ব্রাহ্মসমাজ ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশ্বজনীন ও জাতীয় ভাব উভয়ই রক্ষা করিতেছেন।

আদি ব্রাহ্মসমাজ স্বদেশে স্বজাতীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে, বিশাল ভারতে বিরাট হিন্দু জাতির মধ্যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করা ইহার প্রধান কর্ত্তব্য বিবেচনায়, ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশ্বজনীন প্রকৃতি লুকায়িত না

রাখিয়া, হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র অবলম্বন করিয়াই এদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দু শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মরূপে প্রতিপন্ন করেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দুশাস্ত্র মন্থন করিয়া "ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ" প্রণয়ন করেন, ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্মকেই প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম প্রমাণ করিয়া "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" বিষয়ক বক্তৃতা করিয়া তাহা গ্রন্থাকারে প্রচার করেন। এ সকলই আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য। এই কার্য্য দ্বারা আদি ব্রাহ্মসমাজ এ দেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য প্রচারে অসীম সহায়তা করিয়াছেন, কিন্তু কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার শিষ্যগণ ব্রাহ্মধর্ম্মকে বিশ্বজনীন ভাবে প্রচার করিতে গিয়া হিন্দুগণের মধ্যে উহা প্রচারের সহায়তা না করিয়া সমূহ ব্যাঘাত জন্মাইয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুসম্প্রদায়ভুক্ত অনেকের মধ্যে উপনিষদাদি পৌত্তলিকতাবিরুদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থের আদর, এবং অপৌত্তলিক ধর্ম্মভাবের প্রতি যে সহানুভূতি ও বিরাগশূন্যতা দেখা যায়, আদি ব্রাহ্মসমাজের উপরোক্ত কার্য্য তাহার আদি ও মূল কারণ। আদি ব্রাহ্মসমাজের যে কার্য্যের কথা বলিলাম এবং উক্ত সমাজ যে আদর্শ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন হিন্দু সমাজের উপর তাহার মহান মঙ্গলপ্রদ ফল অবশ্যম্ভাবী।

সক্ষম হইলে ও সুসময় উপস্থিত হইলে আদি ব্রাহ্মসমাজ মুসলমান, খ্রীষ্টীয়ান, প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহাদিগের প্রত্যেকের বিশিষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থ অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না। এইরূপে সকল দেশে সকল জাতির মধ্যে জাতীয় ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইলে, ব্রাহ্মধর্ম্ম কার্য্যতঃ বিশ্বজনীন ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশ্বজনীনতা যে কার্য্যে পরিণত হইবে তাহা একমাত্র উহার জাতীয় ভাবকে সম্যক সম্মান করিয়া চলিলেই হইবে। এই জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্মের জাতীয় ভাব রক্ষার আবশ্যকতা, এই জন্যই উহার স্বার্থকতা।

মানবের ভাগ্য স্মরণে।

যখনি ভাবিয়া দেখি মানবের ভাগ্য
অন্তরে জাগিয়া ওঠে গভীর বৈরাগ্য,
আজ যারে চোখে দেখি কাল সে যে নাই
কেন আসে কেন যায় কঠিন বোঝা'ই
আজ যারে ধনী দেখি কাল সে দরিদ্র
ধন যাহা ছিল গেল দিয়ে কোন্ ছিদ্র,
দরিদ্র সে পেলে ধন মনের মতন,
হায় হায় এইরূপ উত্থান পতন।—
সংসারের এমিলন এ প্রেম প্রণয়
মনে হয় সমুদয় যেন স্বপ্নময়—
নিতান্তই একা যেন প'ড়ে আছি ভবে—
দেখিতে দেখিতে কাল যাইছে নীরবে;
মানবের ভাগ্যকথা যত চিন্তা করি
ততই বৈরাগ্য আসে।—সার সেই হরি।

বটের তলে।

১

দাঁড়ায়ে প্রকাণ্ড বট মাঠের মাঝারে
কি বিস্তার লভিয়াছে শাখা প্রশাখায়
ব'সে আছি বটতলে, স্তব্ধ চারিধারে
দূরে গাভী দলে দলে চরিয়া বেড়ায়।

২

থেকে থেকে রাখালেরা ধরে 'মেঠো'গান
পরাণ উদাস করে শুনে সেই সুর,
ভুলে যাই হিংসাদ্বেষ মান অপমান
অন্তরে জাগেরে ভাব অনন্ত মধুর।

৩

অদূরে পূবের দিকে শোভে শালবন
সুঁড়ি পথ চ'লে গেছে বনমাঝ দিয়া,
মাঝে মাঝে তাল গাছ দৃশ্য সুশোভন
বন হ'তে ল'য়ে কাঠ ফেরে কাঠুরিয়া।

৪

ডাকে কত বনপাখী ডাকিছে টিটির
কি সুখে আনন্দে তারা করিতেছে খেলা—
ইচ্ছা হয় এ বিজনে বাঁধিয়া কুটীর
তাঁহার সাধনা করি নীরবে একেলা।

ভুলে যেতে ভুলি।

দিবারাত ল'য়ে আছি পরিহাস হাস্য
ভুলে তাঁরে, যিনি মোর দেবতা উপাস্য,
পূজিনাকো তাঁরে, তাঁর করিনাকো নাম
ভাবিনাকো অন্তিমের দশা পরিণাম;
এখন সম্পদ আছে, প্রমত্ত গরবে
এখন তাঁরে কি হায় আর মনে রবে,
একটু বিপদ হোক, অমনি ডাকিব
বলিব "তোমার কাছে সতত থাকিব,
বিপদ চলিয়া গেলে ত্বরা ভুলে যাই
তিনি যে আমার পিতা আর মনে নাই,
এমনি কৃতজ্ঞ বটে যার খাই পরি
বিষয়ে মাতিয়া তাঁরে নাহি মনে করি;
হায় আর কতদিন মগ্ন রব ভুলে
ভুলে যেতে ভুলি ত্বরা জগতের মূলে।

কৃষ্ণাবতার।

১৯শ প্রস্তাব।

পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে যে আমরা পূর্ব্বে একস্থলে বলিয়াছি যে মহাভারতের মতে রামও কৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবদিগের প্রথম সাক্ষাৎকার দ্রৌপদী-স্বয়ম্বরে ঘটে। অর্জ্জুন লক্ষ্যভেদ করিয়াছেন, উপস্থিত রাজগণ ক্ষোভে ও ক্রোধে ম্রিয়মান হইয়া পাণ্ডবগণকে বধোদ্যত হইয়াছেন। পাণ্ডবেরাও বীর্য্যবলে সমগ্র রাজমণ্ডলীকে নিবারণক্ষম। ইহা দেখিয়া বিস্মিত শ্রীকৃষ্ণ জ্যেষ্ঠ বলরামকে বলিতেছেন, ইহাঁরা নিশ্চয়ই যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা। অন্যথা এরূপ অমিতপরাক্রম অন্যত্র কোথায় সম্ভবে। ভাগ্যক্রমে পিতৃস্বসা কুন্তী পুত্রগণের সহিত জতুগৃহদাহ হইতে কোনরূপে পরিত্রাণ পাইয়া থাকিবেন। ইহা ত গেল মহাভারতের আদিপর্ব্বের ১৯০ অধ্যায়।

পাণ্ডবেরা তখনও ছদ্মবেশী। সুতরাং কৃষ্ণ প্রকাশ্যে তাঁহাদের বার্ত্তা না জিজ্ঞাসিয়া যেখানে তাঁহারা প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতেছিলেন, অনুসন্ধান লইয়া অপরের অজ্ঞাতসারে সেই ভার্গব কর্ম্মশালায়, বলরামের সহিত গমন করিলেন এবং সেইখানে পরস্পরের মধ্যে কুশল সম্ভাষণ হইলে তাঁহারা অচিরে নিজ শিবিরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ১৯২ অধ্যায়। পরে কৃষ্ণার সহিত পঞ্চভ্রাতার বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া গেলে শ্রীকৃষ্ণ যে প্রচুর উপঢৌকন প্রেরণ করেন, তাহার সবিশেষ পরিচয় ২০০ অধ্যায়ে প্রদত্ত হইতেছে।

ছদ্মবেশধারী তাঁহারা বাস্তবিক যে পাণ্ডুর নন্দন, তাহা আর কাহারও অবিদিত রহিল না। লোকমুখে উহা ক্রমিকই চারিদিকে প্রচারিত হইতে লাগিল। কৌরবগণ হস্তিনায় পৌঁছিয়া চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন এবং যুধিষ্ঠিরাদিকে রাজা দ্রুপদের সহিত সংযুক্ত দেখিয়া আরও শঙ্কিত হইলেন।

পাণ্ডবদিগের পরিভবার্থে নানা মন্ত্রণা চলিতে লাগিল। কর্ণ অবিলম্বে যুদ্ধ করিবার পরামর্শ দান-ছলে কহিলেন রাজা পাঞ্চাল্য মহাবীর্য্য পুত্রগণের সহিত পাণ্ডবগণের সাহায্যকল্পে যাবৎ সমরসজ্জা না

করেন তাহার পূর্ব্বেই স্বকার্য্য সাধন কর। কৃষ্ণ যাদবসৈন্যের সহিত দ্রুপদ রাজার সহিত মিলিত হইবার পূর্ব্বে যুদ্ধঘোষণা করিয়া দাও। কালবিলম্বে পাণ্ডবেরা অজেয় হইয়া দাঁড়াইবে। ভীষ্মের কিন্তু অন্যমত। তিনি পাণ্ডব-সমরের চির-বিরোধী। তিনি বলিলেন পাণ্ডবদিগকে প্রাপ্য অর্দ্ধরাজ্য দিয়া সন্ধি স্থাপন কর। অকারণ বিবাদে প্রবৃত্ত হইও না। দ্রোণও তাহাই কহিলেন। কিন্তু কর্ণের তাহা সহ্য হইল না। তিনি রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ভীষ্ম ও দ্রোণ আপনারই প্রদত্ত অর্থ ও সম্মানে প্রবর্দ্ধিত অথচ ইহাঁরা আপনার কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন না। এরূপ মিত্রদ্রোহী ও শত্রুহিতৈষী ব্যক্তির বাক্য কখনই গ্রাহ্য বা আদরণীয় হইতে পারে না। রাজন্! এরাজ্য আপনারই, ইহা যদি বিধিকৃত হইয়া থাকে তাহা হইলে কেহই আপনাকে বিনষ্ট বা পরাভব করিতে পারিবে না। মহামতি বিদুর, দুর্য্যোধন কর্ণ ও শকুনির অপারিণামদর্শিতা কীর্ত্তন করিয়া পাণ্ডবগণকে সাদরে আহ্বান করিবার জন্য রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে পরামর্শ দিলেন। রাজা তাহাতে সম্মত হইয়া পাণ্ডবগণ সমীপে ধনরত্নাদি সহ বিদুরকে প্রেরণ করিলেন।

রাজা যজ্ঞসেন বিদুরকে অভ্যুত্থান পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। পরস্পরের মধ্যে কুশল প্রশ্ন চলিতে লাগিল। বিদুর তাঁহাদের সমক্ষে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের মনোগত ভাব ব্যক্ত করিলেন। ইহাও কহিলেন কৌরবগণ আপনাদিগকে এবং কৌরবস্ত্রীগণ পাঞ্চালী কৃষ্ণাকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন অতএব আমার মত যে আপনি পাণ্ডবগণকে দারার সহিত তথায় যাইতে আদেশ করেন। দ্রুপদরাজ কহিলেন, পাণ্ডবেরা যাইতে যদি সম্মত হয়েন, ধর্ম্মজ্ঞ কৃষ্ণ ও রাম যদি অনুমতি প্রদান করেন, তাহা হইলে আমার অন্য মত নাই ইহাঁরা স্বচ্ছন্দে গমন করুন, তবে আমার নিজের বলা ভাল হয় না।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে পাণ্ডবেরা রাম কৃষ্ণ ও নববধূ সহ হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিলেন। তথায় পৌঁছিয়া গুরুগণের চরণবন্দনা করিয়া এবং নাগরিক লোকের সহিত কুশল প্রশ্ন সহকারে আলাপ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে রাজভবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরে ধৃতরাষ্ট্রের নির্দ্দেশ মতে অর্দ্ধরাজ্য প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা খাণ্ডবপ্রস্থে রাজধানী স্থাপন করিলেন। রাম ও কৃষ্ণ পাণ্ডবগণকে রাজ্যে সংস্থাপিত দেখিয়া তাঁহাদের সম্মতিগ্রহণ পূর্ব্বক দ্বারকায় ফিরিয়া গেলেন। ২০৮অধ্যায়।

২১৩ অধ্যায়ে দ্রৌপদীসম্বন্ধে ভ্রাতৃগণের সহিত নিয়মভঙ্গ দোষে অপরাধী হইয়া অর্জ্জুন দ্বাদশ বৎসরের জন্য ব্রহ্মচর্য্য লইয়া বহির্গত হইলেন। নানা দেশ পর্য্যটনের পরে শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রভাসে তাঁহার সাক্ষাৎকার ঘটিল। সেখানে যাদবগণ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া পরে শ্রীকৃষ্ণের সহিত কাঞ্চনময় রথে আরোহণ করিয়া দ্বারকায় গমন করিলেন। কুন্তীনন্দনের গৌরবের জন্য দ্বারকার রাজ পথ উদ্যান গৃহ সমস্তই অলঙ্কৃত হইয়াছিল। তাঁহাকে দেখিবার জন্য ভোজ বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় নরনারী সমূহের মহা সমবায় হইল। অর্জ্জুন এইরূপে সৎকৃত হইয়া ভোগ্যসমাবৃত রমণীয় ভবনে বহুদিবস অতিবাহিত করিলেন। ২১৯ অধ্যায়।

২২০ অধ্যায়ে অর্জ্জুন রৈবতক পর্ব্বতের উৎসবে বসুদেবদুহিতা কৃষ্ণভগিনী নিরুপমা সুভদ্রাকে দেখিয়া মোহিত হইলেন। কৃষ্ণ অর্জ্জুনের মনোগত ভাব বুঝিয়া কহিলেন তুমি আমার ভগিনীকে হরণ করিতে পার; সংশয়ান্বিতবিধান স্বয়ংবরের আবশ্যক নাই। অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের নিকট দূত পাঠাইয়া তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ অবসর মতে সুভদ্রাহরণ করিলেন। সৈনিকগণ অর্জ্জুনকর্ত্তৃক সুভদ্রা গৃহীত দেখিয়া চিৎকার করিতে লাগিল। সভাপাল তাহাদের প্রমুখাৎ সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মহাঘোরা যুদ্ধোদ্যোগবোধিনী ভেরীধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। ভোজ বৃষ্ণি ও অন্ধকগণ পানাহার পরিত্যাগ করিয়া চারিদিক হইতে সমাগত হইতে লাগিল। অনন্তর বলরাম কহিলেন তোমরা সর্ব্বাগ্রে কৃষ্ণের অভিপ্রায় অবগত হও পরে রণে প্রবৃত্ত হইও। তাহারা তাহাই করিল। বাসুদেব ধর্ম্মার্থবচনে তাহাদিগকে পুরস্কৃত করিয়া কহিলেন অর্জ্জুন যাহা করিয়াছেন তাহাতে আমাদের কুলের অবমান হয় নাই। সুভদ্রা যাদৃশী যশস্বিনী, পার্থও তাদৃশ গুণসম্পন্ন। সুতরাং এ সম্বন্ধ অযোগ্য নহে! অর্জ্জুন বিবেচনা করিয়াই কন্যা হরণ করিয়াছেন।

এদিকে দ্বাদশ বর্ষ পূর্ণ হইয়া আসিল। অর্জ্জুন সস্ত্রীক খাণ্ডবে আসিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইলেন। দ্রৌপদী প্রণয়কোপে অর্জ্জুনকে তিরস্কার করিলেন, কিন্তু সুভদ্রা অচিরে কুন্তী ও তাঁহার চরণবন্দনা করিলে কৃষ্ণা মাধবভগিনীকে আলিঙ্গন করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক কহিলেন তোমার পতি নিঃসপত্ন হউন। সুভদ্রা প্রমুদিতহৃদয়ে তথাস্তু এই কথা বলিলেন। পরে কৃষ্ণ ও বলরাম খাণ্ডবপ্রস্থে উপস্থিত ইহলেন এবং বৈবাহিক রীতিক্রমে অর্জ্জুনকে বিবিধ রত্ন ও সুভদ্রাকে জ্ঞাতিদেয় যৌতুক-স্বরূপ বহু অর্থ দান করিলেন।

২২৩ অধ্যায়ে অর্জ্জুন কৃষ্ণকে কহিলেন সম্প্রতি গ্রীষ্মকাল উপস্থিত হইয়াছে। চল আমরা সুহৃদ্গণের সহিত যমুনাতীরে বিহার করি। কৃষ্ণ তাহাতে সম্মত হইলেন। তাঁহারা যুধিষ্ঠিরের সম্মতি গ্রহণ করিয়া দ্রৌপদী সুভদ্রা ও অন্যান্য কামিনীর সহিত নদীকূলে আসিয়া উপস্থিত হইলে কেহ বা জলে কেহ বা স্থলে বিহার করিতে লাগিলেন। অন্যান্য কামিনীগণও যথাসুখে ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিল। কেহ বা নৃত্য করিতে লাগিল, কেহ বা সঙ্গীতে প্রবৃত্ত হইল, কেহ বা হাস্য পরিহাস করিতে লাগিল, কেহ বা সুরাপান করিল, কেহ বা প্রহার কেহ বা রোদন করিতে লাগিল, কেহ বা গোপনে মন্ত্রণা করিতে লাগিল, যাহার যেরূপ ইচ্ছা সে তাহাতেই রত হইল। সেই বন বেণু বীণা মৃদঙ্গ প্রভৃতির মনোজ্ঞ নিনাদে পরিপূরিত হইল।

অবশ্য এই সকল কামিনী দুশ্চরিত্রা বলিয়া মনে হয় না। তাঁহারা সখীরূপে অন্তঃপুরে বিরাজ করিতেন এবং হাস্য পরিহাস সকল বিষয়ে স্বাধীনভাবে যোগ দিতেন। তাহারা দুঃশীলা হইলে অবশ্য সেখানে ভদ্রকুলললনা দ্রৌপদী বা সুভদ্রা যে যাইতেন না এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র। পূর্ব্বকালে রাজগণ এবংবিধ বিহারে যে প্রবৃত্ত হইতেন তাহার ভূরি বর্ণনা মহাভারতের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়! স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যে কতকটা এই ভাবের স্বাধীনতা ছিল তাহারও প্রমাণ মিলে। তবে এই সকল বর্ণনা অবলম্বনে ভাবী পুরাণকারের হস্তে কৃষ্ণের ব্রজবিহার সংরচিত হইয়াছে কি না এবং উহার বর্ণনাধিক্য রাসপঞ্চাধ্যায়ে পরিণত হইয়াছে কি না তাহা পাঠকবর্গ চিন্তা করিয়া দেখিবেন। কবিগণের চিত্রতূলিকায় আসল ঘটনা যে রূপান্তরিত হইয়া দাঁড়ায় তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। সুরূপা ও সুযৌবনা কামিনী সকল উপহারের স্বরূপ প্রদত্ত হইত। দ্রৌপদীবিবাহে, সুভদ্রাপরিণয়ে এরূপ শত সহস্র কামিনীকে পাণ্ডবগণ কন্যাকর্ত্তা হইতে উপঢৌকনের মধ্যে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিস্ময়ের কথা এই যে কেবল শ্রীকৃষ্ণের সহিত এরূপ উদ্দাম বিহার গ্রথিত, পাণ্ডবগণ এ দায় হইতে নিস্তার লাভ করিয়া-

ছিলেন। ভাগ্যদোষে বা ভাগ্যগুণে এ দেশের ধর্ম্মোপদেশের ভার কবি ও বিদ্বজ্জনের হস্তে। তাঁহারা ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করিতে গিয়া পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। সুতরাং এদেশের ধর্ম্মগ্রন্থে আদি হইতে সকল রস পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। তাহার উপরে আবার বেদান্তের রস হাড়ে হাড়ে অনুপ্রবিষ্ট। কাজে কাজে সহজ রস কয়টির আস্বাদ অনায়াসে করিয়া লইতে পারি। বৈদান্তিক রসটুকু মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না বলিয়া ছাড়িয়া দিয়া বসি। হনূমানের লঙ্কাকাণ্ডটা পড়িতে ভাল লাগে। শান্তিপর্ব্ব পড়িতে জ্বর আইসে, কৃষ্ণের রসালাপ শ্রবণে তৃপ্তি জন্মে, গীতা প্রীতিকর বোধ হয় না! সাধারণের রুচি বুঝিয়া কৃত্তিবাস কাশীদাস রামায়ণ ও মহাভারত রচনা করিলেন। পরে অভিনিবেশ বুদ্ধির সূক্ষ্মতা যাহা বেদান্তাদি অনুশীলনের জন্য আবশ্যক তাহা ক্রমে মেঢ়ো পড়িয়া আসিল। এইরূপ নানা কারণে আমাদের দুর্গতি স্বাধীন চিন্তার অবনতি দাঁড়াইয়াছে। সে যাহা হউক আমরা এই প্রবন্ধে কৃষ্ণবিষয়ক যে সকল কথা বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতে নাই তাহাই দেখাইতেছি। এবং তাহারই প্রতি সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। কৃষ্ণচরিত লিখিতে বসিয়াছি, মহাভারতের বর্ণনা ব্যতিরেকে কৃষ্ণচরিত অসম্পূর্ণ।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭১, আষাঢ় মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৬৪৪৵০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৬০১৸৵৬
সমষ্টি	...	১২৪৬ ৶৬
ব্যয়	...	৬৭০॥০
স্থিত	...	৫৭৫॥ ৬

জমা।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত	
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন	
একেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ	৫০০৲
সমাজের ক্যাশে মজুত	৭৫॥৬
	৫৭৫॥৬

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	৬১০৲
মাসিক দান।	
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫৭০৲
শুভকর্ম্মের দান।	
শ্রীযুক্ত বাবু নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	২৫৲
এককালীন দান।	
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৫৲
	৬১০৲
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১৬৵০
৺ বাবু শ্রীগোপাল মল্লিক, কলিকাতা	৩৲
শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঐ	৩৲
" " গৌরীশঙ্কর রায়, কটক	৩।৵০
" " শ্যামলাল মিত্র, লক্ষ্ণৌ	৩।৵০
" " মনোহর মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়া	৩।৵০
	[illegible]
পুস্তকালয় ...	১৬৸০
যন্ত্রালয় ...	৸০
ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	॥০
সমষ্টি	৬৪৪৵০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ ...	৫২৭৸৵৯
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১৪৪॥৴০
যন্ত্রালয় ...	১৩ [illegible]
সেভিংস্ ব্যাঙ্ক ...	১৫৲
সমষ্টি	৬৭০॥০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

TINDRO … TH DUTTA 18

একমেবাদ্বিতীয়ং

পঞ্চদশ কল্প

দ্বিতীয় ভাগ।

৬৮৬ সংখ্যা আশ্বিন ব্রাহ্মসম্বৎ ৭১। ১৮২২ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্

সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া

পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীমন্মহর্ষিদেবের উপদেশ।

সেদিন কথাপ্রসঙ্গে ব্রহ্মানন্দ-সুধাসাগর-নিমগ্ন পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষিদেব যে মনোহর অমূল্য উপদেশ দান করিয়া ছিলেন, তাহাই আজ আপনাদিগকে শোনাইব। তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা এই—

"প্রাচীন ঋষিদিগের মধ্যে দুইটি বিভাগ স্পষ্ট দেখা যায়, এক অতিপ্রাচীন, অপরেরা তাঁহাদের তুলনায় নবীন। অতি প্রাচীনেরা যাগযজ্ঞাদি আড়ম্বরপূর্ণ কর্ম্ম লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন, গোমেধ অশ্বমেধাদির চর্চ্চাতেই সময় কাটাইতেন, সেই চর্চ্চার ফলে অকালে অগণ্য প্রাণীকে যজ্ঞকর্ম্মে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইতে হইত। যজ্ঞ কর্ম্মের দ্বারা অতিপ্রাচীন ঋষিরা ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণের তৃপ্তি বিধান করিতেন। অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের পরিতোষ বিধানের অধিক কোন উন্নত আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদিগকে ব্যাকুল করিত না।

পরবর্ত্তী ঋষিগণের অনেকের প্রাণ তাহাতে তৃপ্তি মানিল না। তাঁহারা এই বহ্বাড়ম্বরপূর্ণ যাগযজ্ঞের দ্বারা পরিমিত দেবতার সন্তোষ সম্পাদন করিয়া কিছুমাত্র ফলের সম্ভাবনা দেখিলেন না। তাঁহাদের মনে হইল এই সকল কর্ম্মের দ্বারা মনুষ্য জন্মের সফলতা সম্পাদনে যত্ন করা নিতান্তই বিফল প্রয়াস। কিন্তু সংসারে থাকিয়া তৎকালীন সাংসারিক কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে চলিতেই পারে না, বরং তাহাতে হিতে বিপরীত ঘটিবার সম্ভাবনা; এই সকল চিন্তা করিয়া সামাজিক হিংসা দ্বেষ কলহাদি আধি ব্যাধির হস্ত হইতে তাঁহারা দূরে সরিয়া পড়িলেন। সংসার ছাড়িয়া সংসারের বন্ধন ছাড়িয়া তাঁহারা বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। আত্মার যথার্থ কল্যাণের জন্য সত্যের অনুসন্ধানের নিমিত্ত সমস্ত সুখভোগ তুচ্ছ—পদদলিত করিয়া তাঁহারা অরণ্যবাসী হইলেন। সেখানে মধ্যে মধ্যে সেই তত্ত্বজিজ্ঞাসু আরণ্যক ঋষিদিগের আলোচনাসভার সূত্রপাত হইল। তাহাতে যিনি যে নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা হইল। একদিন একজন ঋষি সেই অর-

ণ্যের সভায় নবাবিষ্কৃত চির সত্য সমাচার উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন—

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥

ঈশ্বরদিগের পরম মহেশ্বর, দেবতাদিগের পরম দেবতা, প্রজাপতিদিগের পতি, পরাৎপর দ্যোতনাত্মক স্তবনীয় বিশ্বভুবনপতিকে আমরা অবগত হইতেছি।

যাহাদিগকে আমরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রভু বলিয়া মনে করি, সেই সকলেরই তিনি প্রভু, তিনি সকলের চালক ও অধিপতি, তিনি সকলের স্রষ্টা, কিন্তু তিনি কাহারও সৃষ্ট নহেন; তিনি—নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত পূর্ণস্বভাব।

এই ধ্রুব সমাচার প্রচারের পর সেই সিদ্ধকাম ঋষি যাহা বলিয়াছেন, তাহা কি সুন্দর, কি গভীর বিজ্ঞানসম্মত!

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে,
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥"

তাঁহার কার্য্য অর্থাৎ শরীর নাই, করণ অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ও নাই, তাঁহার সমান বা অধিক কেহ নাই, ইঁহার বিচিত্র অনন্তশক্তি, জ্ঞানক্রিয়া এবং বলক্রিয়া ইহাঁর স্বাভাবিকী। তাঁহার জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় নাই, কিন্তু তিনি নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা পাতা মন্তা জ্ঞাতা দ্রষ্টা। আমরা যেমন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সাহায্যে কোন একটা বস্তু আয়ত্ত করিয়া তাহার গুণদোষ বিচারে প্রবৃত্ত হই, তাঁহার সেরূপ ইন্দ্রিয়াপেক্ষা নাই। তাঁহার জ্ঞান ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ, বলও বস্তুর অনধীন। তিনি আপন প্রভাবে সমস্ত জানিতেছেন, এবং সঙ্কল্প মাত্রে সমস্ত বিধান করিতেছেন, তাঁহার 'স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ'। তৎকালীন ঋষি এই যে মহামূল্য কথাটি বলিয়াছেন, এমন পরিষ্কার কথা আমি আর কোন দেশের শাস্ত্রে দেখি নাই।

তৃষ্ণার পর্য্যবসান হইল না; সন্ধান চলিতে লাগিল। তাঁহাকে স্পষ্ট করিয়া জানিবার জন্য শত শত বৎসর কাটিয়া গেল। বহুসন্ধানের পর আর একদিন একজন মহাজ্ঞানী মহর্ষি অরণ্যের নিঃশব্দতা ভেদ করিয়া প্রচার করিলেন—

"নাহং মন্যে সুবেদেতি নোন বেদেতি বেদ চ।
যোনস্তদ্ বেদ তদ্বেদ নোন বেদেতি বেদ চ॥"

আমি তাঁহাকে সুন্দররূপে যে জানিয়াছি তাহা নহে, না জানিতেছি তাহাও নহে, আমাদের মধ্যে যিনি এই 'জানি এবং জানি না' এই কথার তত্ত্ব বুঝিতে পারিয়াছেন, তিনিই তাঁহাকে জানিয়াছেন, কি সুন্দর, কি স্পষ্টকথা! একথা যে অত্যন্ত সত্য, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। আমাদের ক্ষুদ্র পরিমিত জ্ঞানের দ্বারা তাঁহাকে পূর্ণরূপে জানা হইতেই পারে না, অথচ জ্ঞানপ্রসাদে ইহা জানিতেছি তিনি অনাদি অনন্ত মহান্ পূর্ণস্বভাব, তিনি ঈশ্বরদিগের পরম মহেশ্বর—তিনি পরমং পরস্তাৎ।

যিনি তাঁহার সত্যমঙ্গলপ্রেমময় অনন্ত স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয় একথার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, 'তাঁহাকে জানি একথাও বলিতে পারি না, কিন্তু না জানি এমনো নহে'।

অনেকের মনে হইতে পারে, যদি ভাল করিয়া জানিতেই না পারা যায়, তবে বৃথা তাঁহাকে জানিবার জন্য পরিশ্রম করিয়া ফল কি? তাহাদের ভ্রম দূর করিবার জন্য ঋষি বলিতে লাগিলেন—

JOTINDRO NATH DUTTA
JANMABHUMI OFFICE

'ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি নচেদবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।'

এখানে যে তাঁহাকে জানে তাঁহার কল্যাণ হয়, আর যে তাঁহাকে জানে না, তাহার মহতী বিনষ্টিঃ—মহা বিনাশ।

তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে পারিব না বলিয়া জানিবার আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিলে কিছুতেই চলিতেছে না। তাঁহাকে পরিমিত পদার্থের মত করিয়া জানাও অসম্ভব, জানিবার ইচ্ছাও প্রগল্‌ভতা মাত্র। তিনি শান্ত, মঙ্গল, অদ্বিতীয়, তিনি অনাদি অনন্ত সত্যস্বরূপ ইহা প্রত্যক্ষ করিলেই, পুস্তক পাঠ বা শ্রবণ মাত্র করিয়া নিরস্ত না থাকিয়া জ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধি করিলেই তাঁহাকে জানা হইল। সেই পূর্ণ মঙ্গল স্বরূপকে প্রত্যক্ষ করিলে আপনা হইতেই তো বলিতে হয় 'নোন বেদেতি বেদ চ।"

কিরূপে তাঁহাকে জানিতে হইবে, তাহারও উপায় ঋষি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, 'ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য'। চরাচর বিশ্বে বিশেষ চিন্তা করিয়া অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে জানিবে।

'ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য বীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি।

স্থাবর জঙ্গম সমস্ত পদার্থে তাঁহাকে বিশেষরূপে অনুধাবন করিয়া ধীরেরা এই লোক হইতে অপসৃত হইয়া অমৃত হয়েন। আর 'নচেদবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ' তাঁহাকে না জানিলে মহাবিনাশ।

একমাত্র তাঁহাকে জানাই যখন মানবজন্মের প্রধান উদ্দেশ্য, তখন সে বিষয়ে উদাসীন থাকিলে চলিবে কেন? তাঁহাকে পূর্ণ মঙ্গলস্বরূপে আত্মার মধ্যে জানিতেই হইবে; তাঁহার আদেশ অবহিত চিত্তে শ্রবণ করিয়া তাহা পালন করিতেই হইবে; প্রভুর প্রভু পতির পতি রাজার রাজা বিশ্বভুবনের নিয়ন্তা সর্ব্বেশ্বর জানিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেই হইবে; কিন্তু তজ্জন্য সংসার ছাড়িয়া অরণ্যবাসী হইতে হইবে না, অথবা সংসারে থাকিয়াও গোমেধ অশ্বমেধাদির অনুষ্ঠান করিতে হইবে না। সংসারে থাকিয়া সংসারের প্রতি কর্ম্মে সমগ্র বিশ্বে তাঁহাকে জ্বলন্ত জীবন্ত ভাবে প্রত্যক্ষ করিয়া সমস্ত কর্ম্মফল তাঁহার চরণে সমর্পণপূর্ব্বক আপ্তকাম হইতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই কঠোর শিক্ষা! এই পথ 'ক্ষুরস্যধারা নিশিতা দুরত্যয়া' ক্ষুরধারের মত শাণিত এবং সে জন্যই ইহা শ্রেয়ের পথ—পরম কল্যাণের সোপান।

শ্রীমন্মহর্ষিদেবের উপদেশ মাত্র বলিলাম, কিন্তু সেই জীবন্ত ভাষা দীপ্তভাব পাইব কোথায়?

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

১৮২২ শক। ২৭ শে ভাদ্র, বুধবার।

মাতৃদেবো ভব পিতৃদেবো ভব।

"মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাং।
মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্বপ্রযত্নতঃ॥"

"গৃহী ব্যক্তি পিতা মাতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা-স্বরূপ জানিয়া সর্ব্ব প্রযত্নে সর্ব্বদা তাঁহাদের সেবা করিবেন।"

সূর্য্যের জ্যোতি যেমন শুভ্র তুষার রাশির বা স্ফটিকের উপর বিশেষ রূপে প্রতিফলিত হয়, ঈশ্বরের স্নেহ সেইরূপ পিতা মাতার হৃদয়-সরোবরেই বিশেষ রূপে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। "বহে জীবন রজনী দিন চির নূতন ধারা" যদি ঈশ্বর কৃপা করিয়া পিতা মাতার হৃদয়ে এই স্নেহ না দিতেন, তবে এই চির নূতন ধারা কোথায় থাকিত? ভুমিষ্ঠ হইবা মাত্রই, মাতৃস্নেহ ও মাতৃ-দুগ্ধ আমাদিগকে

রক্ষা করিয়াছে। তাঁর সেই স্নেহের দৃষ্টি চিরজীবনই আমাদের উপরে থাকে। স্নেহরূপ শতদল মাতার হৃদয়-সরোবরে রাত্রি দিন নির্ব্বিশেষে প্রস্ফুটিত থাকে। ইহা কখনই মুদিত হয় না। পুত্রের সম্পদে বিপদে—সুখে দুঃখে ইহা অবিকৃতই থাকে, কিছুতেই মলিন হয় না। কিছুতেই অন্তর্হিত হয় না।

মরণান্তে মাতার হৃদয় দগ্ধ হইলে, বোধ হয় যেন সেই ভস্মীভূত হৃদয়ে—সেই ভস্মের মধ্যেও তাঁর স্নেহ বর্ত্তমান থাকে। এই স্নেহের স্রোত যে কেবল মনুষ্য-হৃদয়ে বহমান তাহা নহে, ইহা পশু পক্ষীদিগের হৃদয়েও চলিতেছে।

মাতার স্নেহই এ সংসারে সার পদার্থ, ইহাই সংসারের আলোক। যদি এই আলোক না থাকিত, তাহা হইলে সংসার কি অন্ধকারময় হইত! যে অর্দ্ধস্ফুট বাক্যে এক সময় আমরা সংসারকে মধুময় করিয়াছি, সে মধুময় অমৃতময় বাক্য কে শুনিতে পাইত? যে মাতৃভাষা শিক্ষা করিয়া আমরা উপকৃত ও গৌরবান্বিত হইয়াছি, তাহাই বা কি প্রকারে আমাদের আয়ত্ত হইত? সন্তানের জন্য পিতাই বা জীবনে কি কষ্ট সহ্য না করেন। কি প্রকারে সন্তান সুস্থ থাকিবে, কুসংসর্গ হইতে রক্ষিত হইবে, বিদ্বান ধনবান ধার্ম্মিক ও যশস্বী হইবে ইহার জন্য তাঁহার কত যত্ন কত চেষ্টা; ইহা পিতা ভিন্ন আর কেহই অনুভব করিতে পারে না। আমাদের সকল প্রকার সুখ সৌভাগ্যের মূলই আমাদের পিতা মাতা। এমন ভক্তির আধার কৃতজ্ঞতার পাত্র মনুষ্য লোকে আর কে আছে!

সন্তান পীড়িত হইলে, বিদেশে যাইলে, চক্ষের অন্তরালে থাকিলে, রণক্ষেত্রে গমন করিলে পিতা মাতার মনে কি দারুণ উদ্বেগই উপস্থিত হয়! সে যাতনাময়—উদ্বেগময় মনের অবস্থা, সন্তান ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারে না।

সন্তানের অদর্শনে বা মৃত্যুতে কত কত পিতা মাতা আপনাদের প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে, লোকে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং পুরাবৃত্তেও তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। রামের অভাবেই দশরথের প্রাণ গেল, অশ্বত্থামার মৃত্যু রটনাই দ্রোণাচার্য্যের মৃত্যুর কারণ হইল। বাবর পাৎসা স্বীয় পুত্র হুমায়ুনের উৎকট পীড়ার সময়, তাঁহার পীড়া আপনার শরীরে আনিবার জন্য ঈশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য ক্রমে ক্রমে তিনি দুর্ব্বল হইয়া অল্প দিন মধ্যেই দেহ ত্যাগ করিলেন—কি প্রগাঢ় অপত্য-স্নেহ!! পিতা মাতার সহিত সন্তান কি যে এক স্বাভাবিক স্নেহের রজ্জুতে আবদ্ধ, তাহা মনে হইলেও চক্ষে জল রাখা যায় না। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর দৈবঘটনা প্রযুক্ত পিতাকে আর দেখিতে পায় নাই; বহুকাল পরে কোন গতিকে বিদেশে পিতার সহিত পুত্রের সাক্ষাৎ হয়, পিতা তখন দারুণ রোগ-যন্ত্রণায় অস্থির, সন্তান কেমন এক হৃদয়ের আবেগে পিতার সেবা করিতেন, কিন্তু জানিতেন না যে, তিনি তাঁর পিতা, পরে একখানি ছবির সাহায্যে এবং স্বাভাবিক স্নেহের বলে তাঁহারা পরস্পর আপনাদের সম্বন্ধ স্থির করিয়া লইলেন। কি আশ্চর্য্য মিলন—কি আশ্চর্য্য সম্বন্ধ!!

মাতা শিশুসন্তানকে বক্ষে করিয়া ছাদের উপর পাদচারে বেড়াইতেছেন, সহসা পদস্খলন হইবা মাত্র, তিনি উপর হইতে পড়িয়া গেলেন, পড়িবার সময়, শি-

শুকে এমন সাবধানে বক্ষে ধরিলেন যে ভূতলে পড়িয়া তিনি চূর্ণ বিচূর্ণ হইলেও সন্তানের গাত্রে একটি রেখা মাত্রও অঙ্কিত হইল না। ধন্য মাতৃস্নেহ! বাক্য বলিতে গিয়া নিস্তব্ধ!!

"মাতৃদেবোভব, পিতৃদেবোভব।" এই কথা স্মরণে রাখিয়া আমরা যেন তাঁহাদের স্নেহের প্রতিদানে ও পূজায় কোন কালে বিরত না হই।

সংসারসমুদ্রে পিতা মাতার উপদেশ দিক্‌দর্শনের যন্ত্রস্বরূপ। কারণ ইহা সন্তানকে ঠিক পথই দেখাইয়া দেয়। সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও পিতার নিকটে তিনি শিশু থাকেন। চিরজীবনই পিতার উপদেশানুরূপ কার্য্য করা তাঁহার কর্ত্তব্য। সেই স্নেহপূর্ণ বহুদর্শনসম্ভূত উপদেশ অমূল্য রত্ন। যে ইহার ব্যবহার না জানে, সংসারে সে বহু দুঃখ পাইয়া থাকে। ইহা আমরণ সন্তানকে রক্ষা করিয়া থাকে।

একজন বিজ্ঞ কবি বলিয়াছেন, আমার ইচ্ছা হয়, আবার জীবন নূতন করিয়া আরম্ভ করি। যে সুখরত্ন পিতার উপদেশ অমান্য করিয়া হারাইয়াছি, এখন পালন করিয়া তাহা সঞ্চয় করি।

আমি অপরাধ করিলে তাঁহার মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ মেঘতুল্য হইত। তৎকালে যে ভৎসনা করিতেন তাহা মেঘগর্জ্জন বৎ—[illegible]-নিনাদ সদৃশ। কিন্তু বহুদিন পরে বুঝিলাম, সে ভ্রূভঙ্গী স্নেহের রূপান্তর মাত্র। সেই গর্জ্জন হইতেই যে বর্ষণ হইয়াছিল, তাহাই আমার রক্ষার হেতু। এখন যদি সেই পিতা মাতা পুনর্জীবিত হইয়া উঠেন, তাহা হইলে তাঁহার কঠোর শাসনকে আর নিষ্ঠুরতা মূলক বলিয়া মনে করি না। জন্‌সন্ বলিয়াছেন একদা আমি পিতার নিকট অবাধ্যতা প্রকাশ করিয়াছিলাম। তিনি আদেশ করিলেও আমি তাঁহার সহিত কোনও এক স্থানে যাইতে সম্মত হই নাই। অহঙ্কারই ইহার কারণ। পরে ইহা স্মরণ হইলে বড় কষ্ট ও অনুতাপ উপস্থিত হইত। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য বৃষ্টি বাদলের সময়, তথায় যাইয়া অনাবৃত মস্তকে ও নগ্নপদে দণ্ডায়মান থাকিতাম। আমার বিশ্বাস ছিল এই রূপেই সেই পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিব।

সেই কুলপাবন সৎ পুত্র যিনি কোন কারণে পিতা মাতার চক্ষের জল আকর্ষণ করেন না, যিনি কঠোর কঠিন কথায় তাঁহাদের হৃদয়ে আঘাত করেন না, যিনি রাজাধিরাজ হইলেও তাঁহাদের নিকট অতিদীনবৎ ব্যবহার করেন। সেই সন্তানই সন্তান, যিনি বৃদ্ধ অক্ষম পিতা মাতাকে প্রাণ দিয়াও সেবা করেন। কি স্বর্গতুল্য শোভনতম সেই গৃহ, যথায় পিতা মাতা ও সন্তানের মধ্যে হৃদয়ের মিল আছে। কি সার্থকজন্মা সেই পুত্র, যিনি পিতা মাতার অন্তিম শয্যায় যথোচিত সাহায্য করেন। ঈশ্বরের প্রসন্নতা তিনিই লাভ করেন, যিনি প্রফুল্ল মনে আজীবন পিতা মাতার সেবায় নিযুক্ত থাকেন। ইহাতেই মনুষ্যত্ব—ইহাতেই দেবত্ব। যে সকল মহাত্মা পিতৃমাতৃভক্তির জন্য জগতে যশস্বী, ও ঈশ্বরের নিকটে আদৃত, আমি তাঁহাদের মধ্য হইতে কয়েক জনের নাম উল্লেখ করিতেছি। ভীষ্মদেব স্বীয় পিতা রাজা শান্তনুর পরিতুষ্টি জন্য, চিরজীবন কৌমার ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। সেই পুণ্য-পুষ্পের সুগন্ধ পৃথিবীতে অদ্যাপিও রহিয়াছে। টিসিনস্ নদীর তীরে কারথেজীয়

সেনাপতি হ্যানিবলের সহিত রোমীয় সেনাপতি প্রথম সিপিয়োর মহাযুদ্ধ হয়। সিপিয়ো এই যুদ্ধে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় ঘোটক হইতে অচেতন হইয়া ভূতলে পড়িয়া যান। সৈন্যেরা কে কোথায় পলায়ন করিল। তখন তাঁহার কুল-পাবন সৎ পুত্র, যিনি পরে সিপিয়া আফ-রিকেনস্ নামে অভিহিত হইয়াছিলেন, তাঁহাকে রণক্ষেত্র হইতে বাহির করিয়া শিবিরে আনয়ন করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার নিজের প্রাণ যাইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তিনি তাহার প্রতি কিছু মাত্র ভ্রুক্ষেপ করেন নাই। মহাত্মা অ্যালেকজেন্ডার পারস্যে যুদ্ধ করিতে যাইবার সময়, ম্যাসিডনে আন্টিপেটারকে শাসনকর্ত্তা রাখিয়া যান। আলেকজাণ্ডার তাঁহার মাতাকে রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতেন। তিনি তাহা কিছুতেই শুনিতেন না। একদা আণ্টিপেটার অত্যন্ত প্রপীড়িত হইয়া আলেকজাণ্ডারকে তাঁহার মাতার অত্যাচারের কথা লিখিয়া জানাইলেন। উত্তরে আলেকজাণ্ডার লিখিলেন, "তুমি জান না জননীর এক বিন্দু চক্ষের জলে তোমার সহস্র সহস্র অনুযোগ পত্র ভাসিয়া যায়।" পিতৃ-সত্য পালনের জন্য দশরথ-তনয় শ্রীরামচন্দ্র প্রফুল্ল মনে বনবাসের ক্লেশ ও সেই সঙ্গে লঙ্কাসমরের যাতনা সহ্য করিলেন। আমরা যেন এই সকল মহাত্মাদের দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া পিতা মাতার প্রতি অচলা ভক্তি প্রদর্শন ও তাঁহাদের সেবা করিয়া, জন্ম সার্থক করিতে পারি। যিনি এই প্রকারে কৃতপুণ্য হন, নিশ্চয়ই তিনি পরম মাতার প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন।

হে অখিলমাতা! যাহাতে আমরা পিতা মাতার প্রতি ভক্তিমান্ হইয়া তাঁহাদের সেবা করিতে পারি, তুমি আমাদিগকে এমন শক্তি দেও। এই প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

নিশীথে।

১

আকাশে জ্বলিছে তারা শত শত গ্রহ
মাঝে শুভ্রছায়া সম শোভে ছায়াপথ—
দেখিতেছি, দেখিবারে ততই আগ্রহ
ভ্রমিতে অনন্ত শূন্যে ধায় মনোরথ।

২

ব্যাকুল হইয়া চাহি আকাশের পানে
আকাশ কুসুম সম হ'য়ে যায় মন;—
কোথা ভেসে যাই যেন অসীমের টানে,
অতি তুচ্ছ মনে হয় নিজেরে কেমন।

৩

উঠিছে পূরবদিকে পূর্ণিমার চাঁদ
প্রকৃতির শোভা কিবা আঁধারে আলোকে,
দূরে কোথা ঘণ্টা বাজে, মধুর নিনাদ—
মিশে যায় তাহা যেন কোন্ দূর লোকে।

৪

বিশ্বের নীরব বার্ত্তা শুনি সেই সুরে
লজ্জা হয় ভাবি মোর জ্ঞান গর্ব্ব দম্ভ,
বৃথা অহঙ্কার ল'য়ে বেড়াইরে ঘুরে
কে জানে তাঁহার অন্ত কোথায় আরম্ভ।

আত্মার যুদ্ধযাত্রা।

(আত্মা ও ধর্ম্মের কথাবার্ত্তা।)

আত্মা।—
এ জীবন-যুদ্ধক্ষেত্রে
চেয়ে আছি ভীতনেত্রে
যদি মন শত্রু সনে
পরাজিত হয় রণে।
কি প্রবল অরিদল!
জানে রণ কৌশল,
কভু দেখাইয়া ভয়
সাধে তারা পরাজয়,
কভু সাধে নিজ কাজ
সাজিয়া মোহন সাজ।

ধর্ম্ম। সখে! বৃথা ভয় পাও
তাঁর মুখপানে চাও
দূরিয়া যাইবে ভয়
হইবে তোমার জয়।

আত্মা।—
আর কে বা তোমাসম
সংসারে সুহৃদ মম;
তোমার কথাই সার—
উৎস যে ভালবাসার!
করি তাহা শিরোধার্য্য
করিব সকল কার্য্য।
চাহিয়া তাঁহার পানে
যাব অরি-অভিযানে।
ওই শৃঙ্গ ওঠে বেজে
সংগ্রাম সজ্জায় সেজে
দুর্জ্জয় রিপুর দল
করে ওই কোলাহল
করিবে গো অধিকার
মনো রাজ্য এ আমার।
মন শক্তিহীন ভারি
তারে বিশ্বাসিতে নারি
তবু পিছাব না রণে,
যুঝিব পরাণপণে;
বাজায়ে জয়বিষাণ
তুলিয়া জয় নিশান,
যুদ্ধে চলিয়াছি আমি;
ভরসা জগত স্বামী।

বুদ্ধ-অনুকরণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

২৯

তিনিই আদর্শনারী, যিনি সুগৃহিণী হইয়া গৃহাদি সমস্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখেন, সংসার সুশৃঙ্খলায় পরিচালনা করেন; আত্মীয় স্বজন ও অতিথি-সেবায় সতত যত্নবতী থাকেন; এবং স্বামিভক্ত সতী সাধ্বী মিতব্যয়ী সুনিপুণা এবং কর্ত্তব্য সাধনে শ্রমসহিষ্ণু।—সিগলবদ্ধ-সূত্ত।

৩০

নিজের কথা দূরে থাকুক, কেহ যেন কাহাকে সুরাপান না করায়; কিম্বা সুরাপায়ীর চরিত্রকে কোনও প্রকারে ভাল না বলেন।—ধম্মিকসূত্ত (২৩ শ্লোক)

যে ব্যক্তি জুয়া খেলে, সে কোনও মতে স্ত্রীর ভরণপোষণের উপযুক্ত নয়।—সিগলবদ্ধ সূত্ত।

৩১

স্ত্রী স্বামী কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইবে। সিগলবদ্ধ সূত্ত।

পিতা মাতাকে ভক্তিও যত্ন করিবে। স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিকে যথাযোগ্য যত্নে প্রতিপালন করিবে। বন্ধুগণের মঙ্গল চিন্তা করিবে। সর্ব্বদা ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক স্বীয় কর্ত্তব্যে রত থাকিবে।—ফো-খিউ-পিইউও ৯ ধারা)

৩২

অন্যায়ে জীবিত থাকা অপেক্ষা, ন্যায়ে মরণ ভাল।—লব্ধ সংগ্রহ।

৩৩

কর্ত্তব্যে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিলে, তাহার ব্যভিচার করা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়স্কর।—ত-চোয়াং-ইয়ান্-কিংলন্ (৪৪ ধর্ম্মোপদেশ)।

৩৪

পরাজিত হইয়া থাকা অপেক্ষা প্রলোভনকারীর (শত্রুর) সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে মরা ভাল।—পধান-সূত্ত (১৬ শ্লোক)

৩৫

যাঁহার ধর্ম্মে প্রাণ ও মন আছে সেই বৌদ্ধ ভিক্ষুক অনুপেক্ষণীয়; তিনি সকলের প্রতি প্রীতি-প্রফুল্ল নেত্রপাত করেন। ব্রহ্মের সহিত সম্মিলনের ইহা বাস্তবিক পন্থা।—তেবিজ্জ সূত্ত (৩য় অধ্যায়)

৩৬

যত দিন আমরা জগতে বাঁচিব, তত-দিন সন্দেহ থাকিবে। একজন লোক যেমন উচ্চ পাহাড় সম্মুখে দেখিয়া উচু নিচু পথ দেখিয়া চলে, আমরা, সেইরূপ, হৃষ্টচিত্তে ইষ্ট সাধন করিতে করিতে উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া আমাদিগের গন্তব্য পথানুসরণ করিব।—সিয়-চি-কোয়ান্ (৩য় ধারা)

৩৭

সাধারণে যেরূপ ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল, ও প্রেতাত্মা বিষয়ক আলোচনা লইয়া বিব্রত থাকে, সেরূপ থাকা অপেক্ষা প্রকৃত এক সাধু জনের সেবা ব্রতে থাকা যে কত ভাল তাহার ইয়ত্তা নাই।—৪২শ ধারার সূত্ত

৩৮

চিত্ত দয়ার্দ্র ও প্রেমিক করিতে অভ্যাস করিবে।—ত-চোয়াং-ইয়ান্-কিং-(৬২ ধর্ম্মোপদেশ)

সাধুতা কি? সাধুতার লক্ষণ আর যাহাই থাকুক না কেন; সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও প্রথম লক্ষণ এই যে, জ্ঞানের সহিত ইচ্ছার ঐক্য।—৪২ ধারার সূত্ত

৩৯

অন্তরের উপর প্রহরী রাখিবে।—মহা পরিনিববাণ সূত্ত (২য় অধ্যায়)

যেন তোমাতে কোনও কুইচ্ছার উদ্রেক না হয়।—কুল্লবগ্গ (খণ্ডক ৭, ৪ অধ্যায়)

৪০

তাঁহাতে ক্রোধের ও বৈরভাবের উদয় না হইতে হইতে পাপের দিকে ও অন্যায়ের দিকে মন যাইতে না যাইতে, তিনি সেগুলিকে সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করেন। সববসুভ সূত্ত (৩৪ ধারা)

৪১

লোভ ও রাগ সর্প-বিষ সদৃশ।—ফো-শো-হিং-কিং (৮৬০ শ্লোক)

৪২

পাপ করিলে নরক, পুণ্যে স্বর্গ।—(১২৬ শ্লোক)

৪৩

যিনি কর্ত্তব্য পরায়ণ, তিনি অপরকে প্রীত করেন, এবং পরলোকে আনন্দলাভ করেন।—উদানবর্গ (৫ম অধ্যায়, ২৬ শ্লোক)

৪৪

আমার উদ্যমের অভিপ্রায় কি? ইহার অভিপ্রায় এই যে, অপর প্রাণীর নিকট যে ঋণে ঋণী, তাহা যেন পরিশোধ করিতে পারি; ইহলোকে আমি যেন তাহাদিগকে সুখী করিতে পারি; পর লোকে যেন তাহারা স্বর্গ লাভ করিতে পারে।—অশোকের শৈল-লিপি (৬ অনুশাসন)

৪৫

তাঁহার অবশ্য প্রেমিক হৃদয় ছিল, কারণ তাঁহাতে প্রাণী মাত্রেরই সম্পূর্ণ বি-

শ্বাস ছিল।—ত-শ্বোয়াং-ইয়ান্-কিং-লন্ (৬২ ধর্ম্মোপদেশ)

৪৬

সদা সর্ব্ব জীবে দয়াপূর্ণ হও।—সদ্ধর্ম্ম পুণ্ডরীক (১৩ অধ্যায়, ৪৫ শ্লোক)

বোধশক্তিসম্পন্ন সচেতন পদার্থ মাত্রেরই প্রতি যিনি দয়া প্রদর্শন করেন তিনিই সাধু।—উদানবর্গ (৩১ অধ্যায়, ৪৪ শ্লোক)

৪৭

সেই রাজপুত্র যিনি সর্ব্বসাধারণের সহস্র সহস্র লোকের মঙ্গল কামনা করেন। নালক সূক্ত (১৫ শ্লোক।

৪৮

ক্লান্ত বলীবর্দ্দ দেখিয়া, মধ্যাহ্ন তপনে লোকদিগকে পরিশ্রম করিতে দেখিয়া, পক্ষীদিগকে নিরীহ নির্দ্দোষ পতঙ্গ গ্রাস করিতে দেখিয়া, নিজ পরিবারবর্গকে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইতে দেখিয়া লোকে যে রূপ অতীব মানসিক যন্ত্রণা অনুভব করে, এই রাজপুত্রের হৃদয় সেইরূপ পরদুঃখে কাতর হইল। সচেতন জগতের জন্য এইরূপে তাহার অন্তর দুঃখাভিভূত হইয়া ছিল।—ফো-পেন্-হিং-সি-কিং (১২ অধ্যায়)

ক্রমশঃ।

আদি ব্রাহ্মসমাজ ও হিন্দুসমাজ।

যখন বঙ্গদেশ ভ্রম ও কুসংস্কারের অন্ধকারে আবৃত ছিল, যখন ধর্ম্মহীন ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে বঙ্গীয় যুবকগণ নাস্তিকতা ও সংশয়বাদের স্রোতে পতিত হইয়া দুর্গতি-সাগরের দিকে প্রধাবিত হইতেছিল, যখন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ বঙ্গসমাজে নিকৃষ্ট ধর্ম্ম মতের প্রাবল্য দেখিয়া হিন্দু ধর্ম্ম ও সমাজরূপ দুর্গকে দলবলে আক্রমণ পূর্ব্বক উহাকে কম্পিত করিয়া তুলিতে ছিলেন, তখন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় হিন্দুশাস্ত্রের তুমুল আন্দোলন উত্থিত করেন এবং হিন্দুধর্ম্মের উচ্চ, পবিত্র, সত্য মত গুলির প্রচার করিয়া বঙ্গদেশকে এক নূতন আলোকে আলোকিত করেন। সে আলোকে ভ্রম ও কুসংস্কারের কুৎসিতভাব, নাস্তিকতার ভীষণতা, এবং খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের অসারতা প্রকাশিত হইয়া পড়িল। বঙ্গদেশ দ্রুতবেগে যে অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছিল তাহা রুদ্ধ হইয়া গেল। রাজা রামমোহন রায় হিন্দুশাস্ত্র মন্থন করিয়া যে ধর্ম্মমতের উদ্ধার করিলেন, এবং যাহার বলে বঙ্গদেশের —সমগ্র হিন্দুসমাজের মহোপকার সাধন করিলেন, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম।

ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বোৎকৃষ্ট আকার, হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ অঙ্গ। ব্রাহ্মধর্ম্ম অতি উচ্চ ধর্ম্ম। ইহার আদর্শ অতি মহান্। এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম, সমগ্র হিন্দুশাস্ত্র যাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে, সেই পরব্রহ্মের অস্তিত্বে ও এই জগতের তৎকৃত নিয়ন্তৃত্বে অচল বিশ্বাস স্থাপন কর ও তাঁহার পূজা কর, ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম উপদেশ, ইহাই ইহার মূল মন্ত্র। পরব্রহ্মের উপাসনা কর, তাঁহার সহিত যোগ নিবদ্ধ কর, তাঁহাকে প্রীতি কর, ব্রহ্মপ্রীতি দ্বারা পরিচালিত হইয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য সকল সাধন কর, জ্ঞান ভক্তি কর্ম্ম এই তিনের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া এই সকলের অনুশীলন কর, সকলের প্রতি ভ্রাতৃভাব প্রদর্শন কর, মনে বাক্যে বা কর্ম্মে কখন কোন পাপ করিও না, ব্রাহ্মধর্ম্মের এই সকল উচ্চ আদেশ ও উপদেশ।

রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

যখন ব্রাহ্মধর্ম্মের উপরোক্ত উচ্চ আদর্শ লইয়া হিন্দু সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন বঙ্গীয় শিক্ষিত হিন্দু সমাজ মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল, তখন কত কত যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ বঙ্গবাসী হিন্দু ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ দিয়া মনে, হৃদয়ে, আত্মায় তৃপ্তি ও শান্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়া গিয়াছিলেন। সে সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্ঞানালোক ও শান্তিবারি প্রাপ্ত হইয়া, ব্রাহ্মসমাজের যে সকল লোক ধর্ম্মবল সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকে পরে ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিয়াও আমৃত্যু সে ধর্ম্মবল রক্ষা করিয়া উচ্চ ধর্ম্মজীবনের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন, এবং অনেকে যাঁহারা আজও জীবিত আছেন তাঁহারা স্ব স্ব ধর্ম্মভাবের জন্য মুক্তকণ্ঠে তাৎকালীন ব্রাহ্মসমাজের নিকট তাঁহাদের ঋণ অদ্যাপি স্বীকার করিয়া থাকেন।

আদি ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু সমাজের উপর কোন আঘাত না করিয়া, হিন্দু শাস্ত্র অবলম্বন পূর্ব্বক, শান্তভাবে এবং ধীরতা ও সতর্কতার সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন, এই সময়ে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারোন্মুখী জ্বলন্ত কিন্তু অসংযত উৎসাহ হৃদয়ে লইয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিলেন। শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অবলম্বিত ধর্ম্মসংস্কার ও প্রচারপ্রণালীর সমীচীনতা ও কার্য্যকারিতা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া উৎসাহানল-প্রদীপ্ত-মনা, যৌবন-সুলভ-উচ্চাকাঙ্ক্ষা-পরিচালিত কেশবচন্দ্র আদি সমাজ পরিত্যাগ করিয়া নূতন ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিলেন। তাঁহার ভাবময়ী মোহিনী বাগ্মিতা শক্তি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া অনেকানেক যুবক তাঁহার মত গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন। সাধারণ হিন্দুদিগের মধ্যে যাঁহারা ইতিপূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি সমাদর দেখাইতেছিলেন এক্ষণে তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে এই মতবৈষম্য দেখিয়া, ব্রাহ্মসমাজকে সম্প্রদায়দ্বয়ে বিভক্ত হইতে দেখিয়া, তন্মধ্যে একটী অর্থাৎ নব্য ব্রাহ্ম সম্প্রদায়কে হিন্দু সামাজিক রীতির উপর আঘাত করিতে দেখিয়া, ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি ক্রমে ক্রমে আস্থাশূন্য ও বীতরাগ হইতে লাগিলেন। এই সময় হইতেই হিন্দুসমাজের নিকট ব্রাহ্মসমাজের প্রতিপত্তি হীন হইয়া পড়িতে লাগিল।

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন নূতন দল স্থাপন করিবার কিছু পরেই তাঁহারই দুই জন শিষ্য তাঁহাকে গুরুবাদের প্রশ্রয়দাতা ও অবতার-পদপ্রার্থী বলিয়া প্রকাশ করেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে তিনি তাঁহারই নিজের প্রস্তাবে ও উদ্যোগে প্রবর্ত্তিত সিবিল্ বিবাহ আইনের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁহার ত্রয়োদশবর্ষীয়া জ্যেষ্ঠা কন্যার পঞ্চদশবর্ষীয় পাত্রের সহিত বিবাহ দেন। কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম কন্যার সহিত ব্রাহ্মপাত্রের বিবাহ এবং বিবাহানুষ্ঠানে পৌত্তলিক ক্রিয়া বর্জ্জনের পক্ষে সর্ব্বদাই উপদেশ ও ব্যবস্থা দিতেন, কিন্তু নিজ কন্যার বিবাহে এ সমস্তের বিপরীতাচরণ করিলেন। এইরূপ বারংবার ব্রাহ্মদিগের মত ও কার্য্যের মধ্যে বিরোধ দেখিয়া সাধারণ হিন্দুগণের মনে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি শ্রদ্ধাভাব তিরোহিত হইয়া ঘৃণাভাবেরই উদয় হইতে লাগিল।

১৮৭৮ শালে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের কন্যার বিবাহ-বিরোধী তাঁহার শিষ্যবর্গ কর্ত্তৃক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। এই সমাজের পরিচালকগণ ব্রাহ্মধর্ম্মের

মতকে বিশুদ্ধ রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন বটে, কিন্তু সমাজ-সংস্কার কার্য্যে অত্যধিক মনোযোগ অর্পণ করিয়া, সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য আদর্শে হিন্দুভাববিরোধী সামাজিক প্রথা সমূহ প্রবর্ত্তিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহারা সাধারণ হিন্দুদিগের অত্যন্ত বিরাগভাজন হইয়াছেন।

এইরূপে দেখা যাইতেছে যে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি হিন্দু সমাজের যে অশ্রদ্ধা ও বিরাগ জন্মিয়াছে তাহার উৎপত্তিস্থল শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার শিষ্যবর্গ—তাঁহাদেরই প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ, মত ও কার্য্য। ব্রাহ্মসমাজের প্রতি হিন্দু সমাজের এই বিরাগ ও অশ্রদ্ধার সহিত আদি ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ, মত ও কার্য্যের কোন সম্বন্ধ নাই। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন আদি ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়া উহার সমীচীন ও শান্তভাবাশ্রিত আদর্শ ও কার্য্যপ্রণালী বিপর্য্যস্ত করিতে চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে আদি ব্রাহ্মসমাজ দ্রুতগতিতে শিক্ষিত হিন্দুগণের অনুরাগ আকর্ষণ করিতেছিলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ অনুযায়ী কার্য্য অব্যাহত ভাবে চলিলে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি হিন্দু সমাজের সেই অনুরাগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইত সন্দেহ নাই।

এক্ষণে আমরা আদি ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের প্রতি সাধারণ হিন্দু সমাজের মনোযোগ বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিতেছি। আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত হিন্দু সমাজের কোন বিরোধ হইতে পারে না। আদি ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু সমাজ বহির্ভূত নহে। ইহা হিন্দু শাস্ত্রোক্ত নিরাকারবাদ, হিন্দু শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মজ্ঞান, এবং হিন্দু শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মোপাসনা প্রচারেই নিযুক্ত। হিন্দু শাস্ত্রে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা শ্রেষ্ঠাধিকারীর ধর্ম্ম রূপে উক্ত হইয়াছে। আদি ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু ধর্ম্মের সেই শ্রেষ্ঠ অঙ্গকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য উদ্যোগী। আদি ব্রাহ্মসমাজ "ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ" নামে যে গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন তাহা বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি হিন্দু সমাজের সর্ব্বজনপ্রিয় ও পূজ্য ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহের সার সংকলন। আদি ব্রাহ্মসমাজ যে অনুষ্ঠানপদ্ধতি গ্রন্থ প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন তাহা সর্ব্বহিন্দুজনসমাদৃত হিন্দুপদ্ধতি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, কেবল হিন্দু পদ্ধতির যে যে অংশ নিরাকার ব্রহ্মবাদীর বিশ্বাস-বিরুদ্ধ তাহাই পরিত্যক্ত হইয়াছে। আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রচলিত হিন্দু সামাজিক রীতি নীতির উপর হস্তক্ষেপ করেন না। ধর্ম্মসংস্কারই ইহার উদ্দেশ্য, সমাজসংস্কার নহে। সমাজসংস্কার সম্বন্ধে ইহার প্রত্যেক সভ্যের স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। ধর্ম্মে উন্নত হইলে সমাজও ক্রমে সংস্কৃত ও উন্নত হইবে, আদি ব্রাহ্মসমাজের ইহাই বিশ্বাস। সকল বিষয়েই আদি ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু শাস্ত্রেরই উচ্চাদর্শের উপদেশ ও অনুশাসন অবলম্বন করিয়া চলিয়া থাকেন। আদর্শ হিন্দুধর্ম্মসমাজ গঠন করাই আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রধান উদ্দেশ্য। এ প্রকার ধর্ম্মসমাজ স্বধর্ম্মনিরত হিন্দু মাত্রেরই যে সর্ব্বথা সেব্য, কোন্ হিন্দু না তাহা স্বীকার করিবেন? সাধারণ হিন্দুগণ এরূপ ধর্ম্মসমাজের মত ও অনুষ্ঠান গ্রহণ করিলে স্বধর্ম্মের উচ্চাঙ্গের প্রতিই শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়া উন্নত এবং ধন্য হইবেন।

বর্ত্তমানে বঙ্গবাসী অনেক শিক্ষিত হিন্দু

সাকারবাদ এই যুক্তিদ্বারা সমর্থন করিয়া থাকেন যে নিরাকারবাদী হইয়া ভগবদ্ভক্ত হইতে পারা যায় না। যাঁহারা এরূপ বলেন তাঁহারা হিন্দুর মজ্জাগত আধ্যাত্মিক তেজ ও শক্তির অবমাননা করেন, আপনাদিগের ধর্ম্মবীর আর্য্য পূর্ব্বপুরুষগণের অযোগ্য বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন। আর্য্য ঋষিগণ নিরাকারবাদী হইয়াও ভগবদ্ভক্ত ও প্রেমিক ছিলেন, কেন না তাঁহারাই বলিয়া গিয়াছেন যে "রসোবৈ স" অর্থাৎ ব্রহ্ম রস-স্বরূপ। বঙ্গবাসী হিন্দু সাকারবাদীগণ প্রাণে যদি একবার ধর্ম্মোন্নতির জন্য জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা প্রদীপ্ত করেন, তাহা হইলে নিকৃষ্টাধিকার হইতে শ্রেষ্ঠাধিকার প্রাপ্তির প্রতি স্বতঃই তাঁহাদের মন সমর্পিত হইবে।

আদি ব্রাহ্মসমাজ একদিকে যেমন শিক্ষিত হিন্দু সাকারবাদীগণকেও আহ্বান করিতেছেন, অপর দিকে তেমনি নবোদিত হিন্দু অদ্বৈতবাদী যুবকগণকেও আহ্বান করিতেছেন। অদ্বৈতবাদ একটী দার্শনিক মত মাত্র, উহা ধর্ম্ম নামের বাচ্য হইতে পারে না। অনেকানেক ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি অদ্বৈতবাদের মরুভূমিতে দগ্ধচরণ ও দীপ্তশিরা হইয়া পরে ব্রহ্মোপাসক ও ব্রহ্ম-প্রেমিক হইয়াই শান্তিলাভ করিয়াছেন। ব্রহ্মপ্রেমের অবস্থা মানুষের উচ্চতম আধ্যাত্মিক অবস্থা। অদ্বৈতবাদী সে অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারেন না। অদ্বৈতবাদীগণ অপেক্ষা ব্রহ্মোপাসক ও ব্রহ্মপ্রেমিক দ্বৈতবাদীগণ প্রাচীন ভারতে উচ্চতর আসন অধিকার করিতেন। সেই ব্রহ্মপ্রাণ দ্বৈতবাদই ব্রাহ্মধর্ম্ম। সেই ব্রাহ্মধর্ম্মই আদি ব্রাহ্মসমাজ বর্ত্তমান কালে হিন্দু জাতির গ্রহণের জন্য তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন।

সাধারণ হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে ব্রাহ্মগণের মধ্যে অনেকে যখন ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শানুযায়ী চরিত্রবান ও ধার্ম্মিক হইতে পারিতেছেন না তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণে ফল কি? ইহার উত্তর এই যে, সকল মানুষের শারীরিক বলের যেমন তারতম্য দেখা যায়, তেমনি আত্মার বলেরও তারতম্য দেখা যায়। সকলের আত্মার বল সমান নহে। ব্রাহ্মের চরিত্রের আদর্শ অতি উচ্চ হইলেও সকল ব্রাহ্মের সেই আদর্শে পোঁছিতে পারা সম্ভব নহে। কিন্তু একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে ব্রাহ্ম হইয়া ব্রাহ্ম চরিত্রের আদর্শ সম্মুখে রাখিলে উচ্চ চরিত্রবান হইবার সম্ভাবনা শতগুণে বৃদ্ধি পায়। সাকারবাদী বা অদ্বৈতবাদী ব্রহ্মবাদী হইলে একটী মহাভ্রম পরিত্যাগ করেন; সেই ভ্রম ত্যাগের উন্নতিসাধক কল্যাণকর বিপুল প্রভাব তাঁহার চরিত্রের উপর সমস্ত জীবনের উপর অনুভূত হইবেই হইবে। আধ্যাত্মিক নিয়মে তাহার ব্যতিক্রম হইতে পারে না।

উপসংহারে সমগ্র হিন্দু সমাজের নি নিকট, সাকারবাদী, অদ্বৈতবাদী সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুর নিকট, আদি ব্রাহ্মসমাজের নিবেদন যে ইহা তাঁহাদিগকে হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আকার যে ব্রহ্মবাদ বা ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহাই উপহার দিবার জন্য দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাঁহারা যদি ইহাঁকে অবহেলা করেন, তাহা হইলে হিন্দুধর্ম্মকেই অবহেলা করার অপরাধে অপরাধী হইবেন। হিন্দুর শ্রেষ্ঠাধিকার যে পরব্রহ্মের পূজা প্রকৃতপক্ষে তাহাতেই হিন্দুর হিন্দুত্ব, তাহাতেই হিন্দুর ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব। আদি ব্রাহ্মসমাজ সেই ব্রহ্মপূজা এ দেশে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য

হিন্দুজাতিকে আহ্বান করিতেছেন। তাঁহারা যদি সে আহ্বান না শুনেন, তাহা হইলে হিন্দুর হিন্দুত্ব, হিন্দুর ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব ক্রমে অন্তর্হিত হইয়া হিন্দুজাতির অতুল গৌরব বিনষ্ট হইবে।

প্রেরিত পত্র।

গত ২৩ ভাদ্র তারিখে পুণ্য-শ্লোক পরমপূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষিদেবের কটক জেলার অন্তঃপাতি তালুক পাণ্ডুয়ার শুভ পুণ্যাহ উপলক্ষে অত্রত্য কাছারী বাটীতে ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রহ্মসঙ্গীত হইয়াছিল। এই উপলক্ষে বিস্তর ভদ্রলোকের সমাগম হইয়াছিল। দর্শকমণ্ডলী সভাস্থলে স্থির ভাবে উপবেশন করত আদ্যোপান্ত সমস্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন।

এই উৎসব উপলক্ষে কাছারী বাটী নানা প্রকার পল্লবে ও ফল ফুলে সুশোভিত হইয়াছিল। কৃষকদিগের আমোদের জন্য নহবৎ ও নানাপ্রকার বাদ্যভাণ্ড বাজিয়াছিল। কৃষকগণ কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া স্ব স্ব বালক বালিকা সঙ্গে লইয়া, উৎসব দর্শনার্থে সমাগত হইয়াছিল। সমাগত সমস্ত বালক বালিকাগণকে জলপান বিতরণ করা হইয়াছিল, এবং অভ্যাগত ব্রাহ্মণ ও কাঙ্গালীগণকে ভোজন করান হইয়াছিল। স্থানীয় মল্লগণকে উৎসাহ দিবার জন্য অপরাহ্নে লাঠি ও তরবারি ক্রীড়া হইয়াছিল। এই পুণ্যাহ উপলক্ষে ব্রহ্মোপাসনা হইয়া যে উপদেশ প্রদত্ত হয় নিম্নে তাহা প্রকাশিত হইল।

সম্বৎসরের পর আজ আমাদের সেই শরৎকালের শুভ পুণ্যাহের উৎসব সমাগত হইয়াছে। এক্ষণে প্রকৃতি দেবী সেই মঙ্গলময়ের কৃপায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছেন। স্রোতস্বতী নদী সকল এক্ষণে জলে পূর্ণ হইয়াছে। তাহারা কল কল ধ্বনি করত মহেশ্বরের গুণ গান করিতেছে। জলাশয়ে শতদল কমল ও কুমুদ সকল প্রস্ফুটিত হইয়া ধরিত্রীকে শোভাময়ী করিতেছে। উদ্যান-কাননে নানা প্রকার পুষ্প প্রসূত হইয়া, তৃপ্তিকর সুগন্ধ প্রদান করিতেছে। হংস ও রাজহংস প্রভৃতি জলচর পক্ষী সকল প্রভূত জল পাইয়া, মনের আনন্দে কেলি করিতেছে। কুসুমিত-কদম্ব-তরু-শাখায় বসিয়া বিহঙ্গমগণ বিশ্বপতির মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। রাত্রিকালে সুনির্ম্মল আকাশে শরতের চন্দ্রমা উদিত হইয়া, অধিকতর সুধা বর্ষণ করিতেছে! ধান্য ক্ষেত্র সকল হরিৎবর্ণ আকার ধারণ করিয়াছে, এবং বায়ুভরে ধান্য-মঞ্জরী সকল তরঙ্গায়িত হইতেছে, এই সময়ে সকল পদার্থই সেই বিশ্বনিয়ন্তার অপরিসীম জ্ঞানও অচিন্তনীয় শক্তি প্রকাশ করিতেছে। এই শরৎকালে যখন নিকৃষ্ট প্রাণীগণও সেই বিশ্বপতির মহিমা মহীয়ান করিতেছে, তখন যাঁহার ইচ্ছাতে আমরা জ্ঞান-ধর্ম্ম পাইয়া পশু হইতে উৎকৃষ্ট মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়াছি, শরৎকালে এই নববর্ষের প্রথম দিনে শুভ পুণ্যাহ উৎসবে আজ আমরা কি স্থির থাকিতে পারি? এই শুভ উৎসবের প্রথমে আজ আমরা কি সেই সর্ব্ব-সিদ্ধিদাতা মঙ্গল-ময় পিতার চরণে ভক্তিপুষ্প প্রদান করিব না? যাঁহা হইতে আমরা ধন প্রাণ, বিদ্যা বুদ্ধি পাইয়াছি, যাঁহার অনুগ্রহে আমরা সকল প্রকার সুখ ভোগ করিতেছি, ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি আমরা যাঁহার প্রীতিতে লালিত পালিত হইতেছি, আমরা যাঁহার প্রসাদ সতত উপভোগ করিতেছি; যিনি আমাদের পরম বন্ধু,

যিনি আমাদের একমাত্র উপাস্য দেবতা, যিনি আমাদের সকল কামনার পরিসমাপ্তি, এস আজ আমরা এই শুভ দিনে ও শুভক্ষণে সেই রাজ-রাজ দেবদেবের পূজায় পবিত্র হই।

হে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা মঙ্গলময় পিতা। তুমি আজ আমাদের এখানে অধিষ্ঠান করিবে বলিয়া, আমরা গৃহাদি পল্লব ও ফল ফুলে শোভিত করিয়া রাখিয়াছি, ধুপ ধুনার গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়া রাখিয়াছি। হৃদয়কপাট খুলিয়া দিয়াছি, হৃদয়ের প্রীতিপুষ্প সকল প্রস্ফুটিত করিয়া রাখিয়াছি, তুমি হৃদয়াসনে আসীন হও, তোমার পবিত্র চরণে আজ প্রীতিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া কৃতার্থ হই। হে শরণাগতবৎসল! তুমি শরণাপন্নের পূজা গ্রহণ কর; তুমি আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ কর।

হে প্রজাপতি! তুমি উড়িষ্যাবাসী এই দুর্ব্বল ও দরিদ্র প্রজাগণের প্রতি কৃপাদৃষ্টি প্রদান করত ইহাদের কল্যাণ কর। ইহাদের চির দরিদ্রতা দূর কর। ইহাদিগকে সকল প্রকার বিঘ্ন ও বিপত্তি হইতে উদ্ধার কর। তোমার সত্য ধর্ম্ম ইহাদিগের নিকট প্রকাশ কর। কুসংস্কার হইতে ইহাদিগকে রক্ষা কর। আর আশীর্ব্বাদ কর কৃষকগণ বর্ত্তমান বৎসরে প্রচুর শস্য লাভ করিয়া, সুখে সচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করুক। হে পরমাত্মন্! তোমার রাজ্য ধর্ম্মে ধনে ধান্যে পূর্ণ হউক, এই আমাদের কামনা।

হে সমাগত প্রজাবর্গ! তোমরা পৃথিবীর নীচ চিন্তা ও নীচ কামনা সকল পরিত্যাগ কর। পবিত্রতাকে হৃদয়ে ধারণ কর। আপনাদের চরিত্র সংশোধন কর, সত্যপরায়ণ হও। পরদ্রব্যে লোভ করিও না। দ্বেষ হিংসা প্রভৃতি নীচ চিন্তা সকল পরিত্যাগ কর। মঙ্গলময় পরমেশ্বরের আদেশের বিপরীত কোন কার্য্য করিও না। সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তাঁহার প্রতি প্রীতি কর, অদ্য হইতে তাঁহার প্রতি নির্ভর কর, তাহা হইলে তোমরা নবজীবন প্রাপ্ত হইবে। তোমরা মস্তকোপরি যে মহাপুরুষের প্রতিকৃতি বিরাজমান দেখিতেছ, তিনি তোমাদের রাজা—তিনি তোমাদের ভুস্বামী। তিনি সদা সর্ব্বদা পুত্রের ন্যায় তোমাদিগকে স্নেহ ও তোমাদের কল্যাণ কামনা করিতেছেন, তিনি তোমাদিগের অভাব মোচন করিয়া দিতেছেন, যাহাতে তোমাদের কোন প্রকার কষ্ট না হয় তাহার বিধান করিয়া দিতেছেন। তিনি উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে ও ধনবানের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া, পার্থিব সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, বহু কষ্ট সহ্য ও অর্থ ব্যয় করিয়া, এই সনাতন ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। তিনি বিস্তর দান ধ্যান ও বহু পুণ্য সঞ্চয় করিয়া, এক্ষণে বার্দ্ধক্যে পরিণত হইয়াছেন। ধর্ম্মপরায়ণ পুণ্যাত্মা সাধু ব্যক্তির মুখশ্রীতে সেই সত্যস্বরূপ আনন্দ স্বরূপ পরম ব্রহ্ম আনন্দরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। ঐ দেখ, তাঁহার বয়ঃক্রম অশীতি বৎসরের অধিক হইলেও, তাঁহার বদনমণ্ডল হইতে কেমন ব্রহ্মজ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে। এরূপ পুণ্যাত্মা সাধু পুরুষকে তোমরা সাক্ষাৎ পিতা জানিয়া, পরম পূজনীয় দেবতা স্বরূপ জানিয়া, সর্ব্ব প্রযত্নে তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি কর, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। হে পরমাত্মন্! তুমি এরূপ দানশীল, পুণ্যবান, স্বধর্ম্মপরায়ণ, প্রজাপালক ও আশ্রিত-বৎসল রাজার দীর্ঘায়ু প্রদান কর, তাঁহার পরিবার বর্গের মঙ্গল বিধান কর। এখানকার কর্ম্মচারীগণকে আশীর্ব্বাদ কর।

হে পরমাত্মন্! আমরা তোমাকে জানিয়া শুনিয়াও সময়ে সময়ে ভুলিয়া যাই। তোমার আদেশ পালন করিব, তোমার প্রিয় কার্য্য সাধন করিব, শতবার প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকি, কিন্তু মোহবশতঃ অনেক সময়ে তাহা বিস্মৃত হই। হে প্রভো! আমরা অতি দুর্ব্বল, আমরা আপনার উপর নির্ভর করিয়া কিছুই করিতে পারি না। হে পিতা! তুমি আমাদের দুর্ব্বলতা দূর কর। আমাদের হৃদয়ে, আমাদের আত্মাতে বল দাও। তুমি আমাদের হস্তধারণ করিয়া, আমাদিগকে পাপ তাপ হইতে দূরে লইয়া যাও। হে করুণাময়! যদিও আমরা সময়ে সময়ে তোমাকে মনে করি না, তোমাকে ভুলিয়া যাই, তথাপি তোমার করুণার বিরাম নাই, তুমি প্রতিনিয়তই আমাদের উপর তোমার করুণাবারি বর্ষণ করিতেছ, তুমি সর্ব্বদাই আমাদিগকে গ্রহণ করিবার জন্য অবসর দেখিতেছ, তুমি আমাদের সকলের জন্য তোমার ক্রোড় প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছ। ধন্য তোমার করুণা! ধন্য তোমার দয়া! হে দীননাথ! আমরা তোমার শরণাপন্ন হইলাম, তুমি আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান কর, আমাদিগকে অজ্ঞান ও দুর্ব্বলতা হইতে রক্ষা কর। তোমার নিকট আমাদের এই প্রার্থনা।

ওঁ একোমেবাদ্বিতীয়ং।

বিজ্ঞাপন।

ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদি হইতে সময়ে সময়ে ব্রহ্মবিষয়ক যে সমস্ত উপদেশ দিয়া ছিলেন তাহা গ্রন্থবদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্র বাবু বঙ্গদেশের সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ও কবি। এবং তিনি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুলেখক। তাঁহার রচনা পাঠে সকলেই আগ্রহাতিশয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন। লোকের এই কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য এবং প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারার্থ আমরা এই গ্রন্থ প্রকাশ করিলাম। শ্রীমন্মহর্ষিদেবের ব্যাখ্যানের পর ব্রাহ্মসমাজে এইরূপ জ্ঞান ও ভাবপূর্ণ উৎকৃষ্ট উপদেশ আর দৃষ্ট হয় না। ইহার ভাষা অতি মধুর ও প্রাঞ্জল। অধিক কি ইহা স্ত্রীলোকেরও সুখপাঠ্য। সর্ব্বসাধারণে অনায়াসে ক্রয় করিতে পারিবেন বলিয়া ইহার মূল্য আট আনা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যাঁহার আবশ্যক হইবে তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়ে অনুসন্ধান করিলে পাইবেন। মফস্বলে ডাকমাশুল স্বতন্ত্র লাগিবে। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড যন্ত্রস্থ, শীঘ্রই প্রচারিত হইবে।

শ্রীহরেকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

কলিকাতা ও মফস্বলবাসী তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহক মহাশয়দিগকে সবিনয়ে জ্ঞাপন করিতেছি তাঁহারা পত্রিকার অগ্রিম দেয় মূল্য শীঘ্র পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন এবং যাঁহাদিগের নিকট মূল্য অদ্যাপি অনাদায় রহিয়াছে তাঁহারা যত শীঘ্র পারেন অগ্রিম মূল্যের সহিত তাহা পাঠাইয়া দিবেন। এই তত্ত্ববোধিনীর ন্যায় প্রাচীন পত্রিকা বঙ্গদেশে আর নাই। গ্রাহকদিগের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া ইহা এত বৎসর জীবিত রহিয়াছে।

ইহার প্রতি সকলের স্নেহ দৃষ্টি থাকে ইহা সর্ব্বাংশে প্রার্থনীয়।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

আগামী ২৩শে আশ্বিন মঙ্গলবার কালনা ব্রাহ্মসমাজের ত্রয়স্ত্রিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে প্রাতে ও সায়ংকালে ব্রহ্মোপাসনা ব্রহ্ম সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন হইবে। ভক্ত সাধুগণ যথা সময়ে যোগ দিয়া সুখী করিবেন।

শ্রীবিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭১, শ্রাবণ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	১০১৫।৯
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৫৭৫॥৬
সমষ্টি	...	১৫৯০৮/৩
ব্যয়	...	১০৬০॥ ৩
স্থিত	...	৫৩০।/০

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন একেকতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ	৫০০৲
সমাজের ক্যাশে মজুত	৩০।/০
	৫৩০।/০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	৪৩৭॥০

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩৮০৲

একেকালীন দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪৫॥০

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত রাজা কালীপ্রসন্ন গজেন্দ্র মহাপাত্র বাহাদুর	১০৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী বসু	২৲
	৪৩৭॥০

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৫০৮০

শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিমোহন রায়,	কলিকাতা	১২৲
„ „ সুরেশচন্দ্র দত্ত,	ঐ	২৲
„ „ রামলাল বসু,	ঐ	২৲
„ „ শরচ্চন্দ্র চৌধুরী,	ঐ	৩৲
„ „ যদুনাথ মদক,	বৈঁচি	৩।৶০
„ „ বিপিনবিহারী বসু,	লক্ষ্ণৌ	৩৲
„ „ কেদারেশ্বর সেন গুপ্ত,	কাঁথি	৫৲
„ „ অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়,	ধুবড়ী	৩।৶০
„ সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ,	নোয়াখালি	৫৲
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা নগদ বিক্রয়		১২৲
		৫০৮০

পুস্তকালয়	...	২৮৶০
যন্ত্রালয়	...	৫২১৯
গচ্ছিত	...	।/০
ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		২৮০
সমষ্টি		১০১৫।৯

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	৪৯১৶৩
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১৯৭॥৶০
পুস্তকালয়	...	৭৮৶০
যন্ত্রালয়	...	২৮৯॥৶০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		৪॥৶০
সেভিংস্ ব্যাঙ্ক	...	৬৯॥০
সমষ্টি		১০৬০॥৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

Sermons of Maharshi Debendra Nath Tagore.

(Translated from Bengali.)

SERMON VII.

God—the Life of the Universe.

"প্রাণোহ্যেষ: সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি।"

"God is life itself; He manifests Himself in all creatures."

The truth has been impressed on our minds that the brightest manifestation of God is in our souls; that in the light of the soul is revealed the Light that never fades or dies. The moon, or the stars, or the lightning can not render that Light visible. It is in the resplendent sheath of the soul that the immaculate Supreme Soul, who is without limbs, shineth. He is our God, our inmost being, and most beloved to us. Here in this prayer-hall you perceive His palpable presence. What will your attendance here avail you, if, coming to this sacred place, you do not realize the presence of the Lord, without you and within you, but leave it with the vacant soul with which you entered it? Again and again have you been told from this pulpit, and it is a truth which though repeated often, never becomes old or stale, that God is the innerself of our inmost self, and that it is in our inmost self that He is to be beheld in His most bright manifestation. Witness such manifestation at the present moment. "প্রাণোহ্যেষ:"—"He is the life of all that exists." The virtuous-souled individual who beholds the Sun of the Supreme Spirit manifest in his inner being, and who beholds the bright light of that Being of truth and wisdom burning in his soul, comprehends that God is life itself and bears no likeness to death, that He is immortal and the life of all that exists. We see God who is manifest in the soul, as the life of the soul. Our Divinity is not a God asleep, but a living, ever wakeful God—He is Life itself. He is the life of the universe, material and spiritual; He is the Life of life. When we succeed in obtaining in the soul a sight of that worshipful Being who is the God of gods and who is life itself, then, does our worship of Him become fruitful. Then do we worship Him truly, when our eyes meet His eyes. Unless you, in your prayers, or during divine service, can actually behold the Lord, how can you prostrate yourselves at his feet with sincere reverence, or how can you pray to Him with tearful eyes? Do we ever approach a dead body to hold intercourse with it? We worship the God who is Immortal and who is Life itself, and shall we behold Him no better than we do stocks and

stones or lumps of earth? Our aspiration is to behold Him brightly manifested perpetually; but if we be not capable of this feat because of our natural weakness, should we not, by the dint of resolute spiritual effort, behold Him at least at that time when we approach Him to offer Him our worship, to scatter the flowers of reverence at his sacred feet, and to render our existence blessed by singing His glory. If we can not behold palpably that Light of wisdom, how can we uplift our thoughts to Him in worship? If I can not see His eyes fixed on me, how can my love gush out unto Him? See His manifestation even at this moment. Behold it with the aid of the light of your own soul. The Lord is the life of all that exists. That immortal omnipresent Being is immanent equally in matter and soul. Let us not desist from offering the flowers of our love to Him. If we have the holy wish to behold Him, it is sure to be fulfilled. Realize the experience we are at this moment passing through. As the holy thirst for God is being slowly awakened in our souls, He is manifesting Himself before us; we behold Him brightly in the light that illumines this hall; and in the soul too we now meet that Being, holy and beautiful. The God whom we worship is an ever-awake, living God; our body is His temple; our soul is His seat; He is ever present there. How glorious is our this privilege. We have not to repair to a distant place to behold our Deity whenever we wish we can go to Him, who is holiness itself, and prostrate ourselves at His feet, for He is ever present in the soul. Far dearer a dwelling place to Him is our soul than the sun or the moon or the tree or the plant. That Being, who is all-knowledge and all-immortality, is present in all space and all time. Seen as divested from Him, every thing appears but as the reflection of death. Every object appears as non-existent and dead, when beheld dissociated from Him. All that exists is filled with life because that Life of life exists. He is the animating Principle of all animate beings; every creature has animation by reason of the manifestation of the Animator. This universe has been invested with reality by the reality of the Lord. Man has become immortal by reason of his being a creature who is under the protection of that Immortal Being. We are sons of the Being Immortal; therefore are we heirs of immortality. As long as we are slaves to wordliness, so long are we tied to death, so long do we live, as it were, in the jaws of death. All that pertains to the world are but the pictures of death; there is

nothing in the world that tells us of immortality. The world is the image of death; God alone is the abode of immortality. No sooner than we establish relations with the Lord than we are enabled to behold the ever-resplendent *Brahma Dham* or the World of God, and then spontaneously the exclamation comes out of our lips, "य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति" "they who know Him become immortal." He who has united himself to that Life of life, is not appalled by the sight of the hand of death; he is firm in his faith that immortality is his heritage.

Our soul is the seat of God. He is the Deity we adore. Our adoration is an internal, not an external affair. How great is our joy when we realize His manifestation in the soul! In order to behold God how many people subject themselves to mortification and wither their bodies by means of severe austerities These comprehend not the close relation existing between God and the human soul, and, therefore, try to obtain Him by acts that reach not the soul, and have in consequence to meet with disappointment. That is why we read in the Book of the Brahma Religion—"योवा एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वा अस्मिन् लोके जुहोति यजते तपस्तप्यते बहूनि वर्षसहस्राणि अन्तवदेवास्य तद्भवति ।" "He who without knowing God, performs the ceremonies of *hom* and *yajna* and practises penances even for thousands of years, obtains no spiritual fruit for his acts." Such a person does not obtain God but wallows in the world. But where is the limit to our good fortune? When our mind is tranquilized and rapt into meditation, we perceive God easily in the soul, and through His grace exceed the bounds of sin by being firmly convinced of His all-filling presence. When like the Rishis of old, free from all doubts about the existence of God, we behold Him every where; when we realize fully in the soul the Lord our God who is truth itself, knowledge itself, and infinity itself; when we behold His eyes fixed on those of ours; when we are brought close to Him and feel no barrier between Him and us, when we feel that He is our Father, and we are His sons, He is our preceptor and we are his disciples, He is our mother, and we are as treasures to His motherly loving kindness; then alone can we say with all our heart, "त्वं हि नः पिता योऽस्माकं अविद्यायाः परं पारं तारयसीति" "Thou art our Father who carries us safely across the dark waters of this life." Then can we pray with a heart, open and unbarred, thus, "मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञाश्च विधेहि न इति ।" "Protect us like a mother, and grant us spiritual understanding and wealth." When we realize God as com-

bining in Himself the ideals of a father who saves us from all fears, of a preceptor who illumines our mind with knowledge and guides us by his counsels, and of a mother who pours her affection on us, how deep grows our sense of dependence on Him! Then we are filled with His love and shed tears of love. When we have the feeling in us that God sees us, knows us, and loves us, and when this feeling blends harmoniously with all other pure and high feelings of our heart, then we are blessed with a new life, then, having grasped the Divine Nature according to our own lights, we grasp the meanings of things, and the world ceases to be a riddle to us, then look at whatever direction we may, we behold a beautiful union effected between God and every thing mundane; then we behold His glory in every place and under every circumstance, in our own country and in foreign lands. "प्राणो ह्येषय: सर्व्वभूतैर्विभाति" "God is life itself; He manifests Himself in all living creatures," "विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्" "Every where are to be seen His eyes, every where is to be seen His face, every where are to be seen His hands, everywhere are to be seen His feet." His eyes are fixed on me, so are His eyes fixed on every other human being, on every living creature, on every object in every place; in every thing is to be seen His hand—in the leaves of trees, in the wings of birds, in the solemn grandeur of the ocean, in the loftiness of the mountain. In the heart of every force, is to be seen the potency of His force. The universe lives because that Life Divine enlivens it. In every design and scheme in creation is to be deciphered the Lord's wisdom; in every event in the universe is to be discovered His goodness, and in all worlds is to be perceived His love. When we are racked by pain in the midst of illness, we repose secure in the loving lap of that Divine Mother. When we are deprived of the love the world can give us, we lose ourselves in the incomparable love God bears to us. Every where in the universe is to be seen His love, His wisdom, His goodness. Ah, what visions now entrance my eyes? What a blissful region is it in which I now find myself? It is neither earth nor sky, but the best of worlds, where I delight greatly in the glories of God almighty: My mind can no more contain this rapturous joy; how can I then describe it in words?

Brahmoism and Christianity.

In response to a request made to Baboo Pertab Chunder Mozoomdar by some followers of the late Keshub Chunder Sen, he has come forward to define what he calls "the religion of Christ." We transcribe below his definition;—

"The Religion of Christ."

"The Lord our God is one Lord."

"Thou shalt worship the Lord and Him only."

"God is a spirit."

"Thou shalt love thy God with all thy soul."

"Be perfect as thy Father in heaven is perfect."

"Love thy neighbour as thyself."

"Man is the son of God."

"The kingdom of heaven is within."

"I am from heaven not to do my own will but of God who sent me."

The last article in the creed formulated in the above extract is rather ambiguous, for it may be construed as referring in a special sense to Christ or in a general sense to every man. But we must say that we ourselves are persuaded to think that it propounds the special Divine sonship of Christ, since the sonship of man in general is recognized in another article which lays down, "Man is the son of God." Our conviction is that the article referred to inculcates the Divine mission of Christ, in as much as the words constituting it are all quotations from Christ's own sayings, such as "I am from above," "I came forth from the Father," "The Father that sent me," sayings that all occur in the "Gospel According to St. John." Now, we wonder how can Baboo Pertab Chunder, being a professed Brahmo or Theist, support the view that Christ was sent to this world to do the will of God when he inculcated the doctrine of mediatorship, saying "No man cometh to the Father but by me," the doctrine of Eternal Hell, and the theory of the Day of Judgment, which entails the belief in the absurdity of the subjection of man, with an ever-glowing soul within, to an indefinite period of inanition and lifelessness, after the dissolution of his physical frame. It seems that a spirit of inordinate devotion to Christ has overtaken our friend, Baboo Pertab Chunder, and his definition of the religion of Christ serves only to prove the justice of the remark we made some time ago that it was a form of Christolatry that Baboo Pertab Chunder was going to establish as the religion of the Brahmo Samaj.

We are not surprised to see that Baboo Pertab Chunder's definition of "the religion of Christ" has not given satisfaction to the Christians, although he admits Christ to be the prophet who came from heaven to do the will of God. The *Indian Christian Herald*, which is a representative Christian Journal, evidently thinks Baboo Pertab Chunder's definition to be arbitrary, misleading and incomplete. It observes;—"Indeed, Mr. Mazoomdar defines the religion of Christ very much in the same cavalier fashion as orthodoxy was defined in,

-hen it was was claimed to be "my -oxy."

-e had many quarrels in the past with the Samaj led by the late Keshub Chunder Sen on questions of Brahmic doctrine and the mode of propagation of Brahmoism. The gulf that has separated us from that Samaj is by no means narrow. Yet we still recognize members of the so-called New Dispensation Church essentially as brethren in faith, but should they readily adopt Baboo Pertab Chunder's new cult of Chirst-worship, they would cease to be Brahmos. It is, however, certain, and we are exceedingly glad that it is so, that a considerable section of the New -ispensation Church repudiates Baboo Pertab Chunder's revolutionary views. *Unity and the Minister*, writing on this subject, declares;—"The New Dispensation Church regards as authority in such matters the words of its -eader, Keshub Chunder Sen, who has never formulated such a theory."

While Baboo Pertab Chunder Majoomdar is engaged in demonstrating the truth of his thesis that the religion of the Brahmo Samaj is the religion of Christ, Dr. P. C. Chatterjea, a prominent member of the Sadharan Brahmo Samaj, has been trying to establish that Brahmoism is "a new Christianity." The *Indian Messenger* has also solemnly declared that Brahmoism is a cross between Christianity and Hinduism. We trace such evidences of partiality for Christianity in some members of the Brahmo Samaj to the pompous exaggerations and even wild fancies in which Keshub Chunder Sen frequently indulged with reference to the character of Jesus Christ and the influence of Christ's teachings on India. The most convincing argument against all attempts to represent Brahmoism as a form of Christianity or to demonstrate its Christian origin is found in a concrete form in the *Brahmo Dharma Grantha* or "the Book of the Brahmo Religion," which is a compilation from the various Hindu Scriptural works, and which the reader will find containing all the principal doctrines and leading ideas of the religion of the Brahmo Samaj. If there has been any Christian influence on the Brahmo Samaj, it is too slight to be worthy of prominent notice, and undeserving of the enthusiasm and eloquence spent upon its elucidation by our friends.

In our article headed "Baboo Pertab Chunder Majoomdar's Christolatry," published in a recent issue of the *Patrika*, the following lines occur;—

"In truth, no man, neither Christ nor any other great religious teacher, has ever attained perfection—the perfection which man is capable of attaining, and if we should have always before us a human model to imitate, it should be not any real man that has been, but the Ideal Man who is yet to come."

We see the exact sense of the above lines has been misapprehended in certain quarters. The *Banga Bandhu* which represents the followers of the late Keshub Chunder Sen in Dacca, makes on the above-quoted lines certain observations which betray that our contemporary thinks that by ideal man we meant a man of only spiritual perfection. Not so. It is not the perfection of the spiritual nature of man but of every part of his complex nature, the perfection of his whole being, that would entitle him to be called a perfect or ideal man. The poet who conceives a perfect man to be one, endowed with Plato's brain, Christ's heart, Cæsar's hand, and Shakespeare's strain, does not, we think merely indulge in a flight of fancy, but gives us a foreglimpse of what will be a reality in future, although it may be a very remote future.

একমেবাদ্বিতীয়ং

পঞ্চদশ কল্প

দ্বিতীয় ভাগ।

৬৮৭ সংখ্যা — কার্ত্তিক ব্রাহ্মসম্বৎ ৭১। — ১৮২২ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক

সম্পাদিত।

JOTIN... TH DUTT
... OFFICE
29, ...

	(শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর)	৯৫
পারিবারিক উপাসনায় অচার্য্যের উপদেশ	(শ্রীশম্ভুনাথ গড়গড়ি)	৯৮
দাম্পত্য-ধর্ম্ম	(শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর)	১০১
নদীতীরে	(শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু)	১০১
ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার প্রণালী	(শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী)	১০৫
নিষ্কামতার আদর্শ		39
Sermons of Maharshi Devendra Nath Tagore.	VIII.	

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৫৭। কলিগতাব্দ ৫০০১। ১০ কার্ত্তিক শুক্রবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা ডাক মাশুল।৵০ আনা। } আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপন।

(নূতন কাব্য গ্রন্থ)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

কণিকা	॥০ আনা
কথা	১৲ টাকা
কাহিনী	১৲ টাকা
কল্পনা	১৲ টাকা

আদি ব্রাহ্মসমাজের ঠিকানায় আমার নিকট কিনিলে ডাক্‌মাশুল লাগিবে না।

শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
প্রকাশক।

জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের
শেষ উপদেশ।

মূল্য দশ আনা মাত্র, ডাকমাশুল একআনা।

বিজ্ঞাপন।

১। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রালয়ে বাঙ্গালা প্রভৃতি সকল রকম পুস্তক চেক্‌দাখিলা চিঠি পত্রাদি সকল প্রকার কার্য্য উচিত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে সমাধা করা যাইবে।

২। মফঃস্বলের গ্রাহকদিগকে তত্ত্ববোধিনীর মূল্য বাবদ স্বতন্ত্র রসিদ দেওয়া যাইবে না; তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে।

৩। মনি অর্ডার, নোট, নগদ টাকা ও অর্দ্ধ আনার ডাকের টিকিট ব্যতীত অন্য প্রকারে তত্ত্ববোধিনীর মূল্য লওয়া যাইবে না।

৪। কোন গ্রাহক স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার নূতন ঠিকানা পত্র দ্বারা না জানাইলে পত্রিকা পাওয়া সম্বন্ধে কোন গোলযোগ জন্য দায়ী নহি।

৫। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ও আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তকাদির মূল্য ও মুদ্রাঙ্কনের টাকা ও চিঠি পত্রাদি কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

৬। টাকা পাঠাইবার সময় মনিঅর্ডার কুপনে নাম, ধাম এবং কি বাবতে কত টাকা পাঠান হইল, স্পষ্ট করিয়া লেখা আবশ্যক।

৭। পত্রিকা বন্ধ করিবার সময় পূর্ব্বপ্রাপ্ত পত্রিকার মূল্য বাকি থাকিলে তাহা শোধ করিয়া দিতে হইবে।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

JOTIND... ...TH DUTTA
JANMABHUMI OFFICE
89, Maniok ... Calcutta.

একমেবাদ্বিতীয়ং

পঞ্চদশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ।
৬৮৭ সংখ্যা | কার্ত্তিক ব্রাহ্মসম্বৎ ৭১। | ১৮২২ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्, सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रय सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

পারিবারিক উপাসনায় আচার্য্যের উপদেশ।

দিবালোক যখন প্রাসাদে কুটীরে উচ্চনীচ নির্বিশেষে সর্ব্বত্র সমভাবে দীপ্তি পাইতেছে, তখন সূর্য্য আছে কি নাই এরূপ প্রশ্ন কাহারো মনে ক্ষণকালের জন্যও স্থান পাইতে পারে না; তেমনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যখন সূর্য্য হইতে বালুকণা পর্য্যন্ত, পর্ব্বত হইতে তৃণ পর্য্যন্ত, মনুষ্য হইতে কীটাণু পর্য্যন্ত, একই অপরিবর্ত্তনীয় সত্যের অভ্রান্ত নিয়ম উচ্চনীচ নির্ব্বিশেষে সমভাবে কার্য্য করিতেছে, তখন তাহাকে ঠেলিয়া পরমেশ্বর আছেন কি না এরূপ প্রশ্ন কাহারো মনে প্রবেশই করিতে পথ পায় না। মনুষ্যের জ্ঞানে আপনার অস্তিত্ব এবং বহির্জগতের অস্তিত্ব যেমন নিঃসংশয়, পরমেশ্বরের অস্তিত্ব তেমনি নিঃসংশয়। কিন্তু কেবল মাত্র অস্তিত্বের জ্ঞানে কাহারো কোনো কার্য্য হয় না। এরূপ যদি হয় যে, ক্ষেত্রে ধান্য আছে তাহা আমি জানি, কিন্তু ধান্যের সহিত আমার জীবিকা-নির্ব্বাহের সম্বন্ধ কিরূপ তাহা আমি জানি না, তাহা হইলে ধান্যের অস্তিত্ব-জ্ঞান আমার কোনো কার্য্যে আসিতে পারে না। আমি জানিতেছি আমি আছি, জানিতেছি বহির্জগৎ আছে; কিন্তু তাহাতে কি? যতক্ষণ পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের সহিত আমার সম্বন্ধ কিরূপ, বহির্জগতের সহিতই বা আমার সম্বন্ধ কিরূপ, তাহা আমার জ্ঞানে প্রতিভাত না হইতেছে; ততক্ষণ পর্য্যন্ত—পরমেশ্বর আছেন, বহির্জগৎ আছে, ইত্যাকার ফাঁকা অস্তিত্ব-জ্ঞানে আমার কোনো কার্য্য দর্শিতে পারে না।

গোড়ার সম্বন্ধ এক বই দুই নহে; সে সম্বন্ধ কি? না সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বমঙ্গলালয় বিশ্ববিধাতা পরমেশ্বরের সহিত সর্ব্বজগতের আশ্রয়াশ্রিত সম্বন্ধ। সেই মূল সম্বন্ধের উপর ভর করিয়া একদিকে পরমাত্মার সহিত আমাদের আত্মার সম্বন্ধ, এবং আর এক দিকে বহির্জগতের সহিত আমাদের আত্মার সম্বন্ধ, এই দুই অবান্তর সম্বন্ধ পরস্পরের হস্ত ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ফল কথা এই যে, পরমেশ্বরের সহিত সর্ব্বজগতের পুঙ্খা-

সুপুঙ্খরূপ আশ্রয়াশ্রিত সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিলে তাহাতেই বুঝায় যে, প্রত্যেক বস্তুই একদিকে অন্তরাকাশে পরমাত্মার সহিত, এবং আর একদিকে বহিরাকাশে অন্যান্য বস্তুর সহিত, অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ-সূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। ইহা হইতে আসিতেছে এই যে, সর্ব্বশক্তিমান্ পরমাত্মা প্রত্যেক বস্তুকে এক দিকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, এবং আরেক দিকে অন্যান্য বস্তুর মধ্য দিয়া পরোক্ষ সম্বন্ধে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। এ যাহা আমি বলিতেছি তাহার প্রধান সাক্ষী আমরা আপনারাই। অন্যান্য বস্তুকে ছাড়িয়া আমরা যদি আমাদের আপনার আপনার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, সর্ব্বমঙ্গলালয় বিশ্ববিধাতা একদিকে আমাদের আত্মাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আপনাতে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, এবং আর একদিকে কৃষি-বাণিজ্যের মধ্যদিয়া, কারীকর-মণ্ডলীর মধ্য দিয়া, ভদ্র-সমাজের মধ্য দিয়া, রাজ-পুরুষের মধ্য দিয়া, আচার্য্য এবং শিক্ষক-গণের মধ্য দিয়া, পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নী পুত্র কলত্র আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবের মধ্য দিয়া, আমাদের আত্মাকে পরোক্ষ সম্বন্ধে সংসার-ক্ষেত্রে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। "তদ্ যথা রথ-নাভৌ চ রথনেমৌ চারাঃ সর্ব্বে সমর্পিতাঃ" যেমন একদিকে রথচক্রের নাভি-দেশ অর্থাৎ কেন্দ্র এবং আর এক-দিকে নেমি-দেশ অর্থাৎ পরিধি এই দুই প্রদেশের মধ্যস্থলে সমস্ত অরশলাকা সন্নিবেশিত রহিয়াছে, তেমনি একদিকে পরমাত্মার সহিত আমাদের অব্যবহিত সম্বন্ধ অর্থাৎ ভিতরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, এবং আর এক দিকে অন্যান্য বস্তুর মধ্য দিয়া পরমাত্মার সহিত পরোক্ষ সম্বন্ধ এই দুই সম্বন্ধের মধ্যস্থলে আমরা প্রত্যেকে দণ্ডায়-মান রহিয়াছি।

পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার ঐ যে অন্তরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, তাহার নাম পার-মার্থিক সম্বন্ধ; আর, তাঁহার সহিত জীবা-ত্মার ঐ যে বাহিরের পরোক্ষ সম্বন্ধ, তাহার নাম ঔপায়িক সম্বন্ধ বা ব্যাবহারিক সম্বন্ধ। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, আমাদের শরীরের যেমন দুই চক্ষু—ডাহিন এবং বাম, আমাদের মনেরও তেমনি দুই চক্ষু —প্রজ্ঞা এবং বিজ্ঞান। বিজ্ঞান-চক্ষুতে আমরা ব্যাবহারিক সম্বন্ধ পর্য্যালোচনা করি; প্রজ্ঞা-চক্ষুতে আমরা পারমার্থিক সম্বন্ধ পর্য্যালোচনা করি।

কঠোর বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেককে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা একান্তঃকরণে শুষ্ক বিজ্ঞানের চর্চ্চায় অষ্টপ্রহর ব্যাপৃত থাকাতে তাঁহা-দের প্রজ্ঞা-চক্ষুতে ছানি পড়িয়া গিয়াছে। ইঁহারা কেবল মনুষ্যের ব্যাবহারিক বা ঔপায়িক সম্বন্ধেরই মর্ম্ম বোঝেন; পার-মার্থিক সম্বন্ধের নাম পর্য্যন্ত ইঁহাদের কর্ণে সহ্য হয় না। ইঁহাদের নাম দেওয়া যাইতে পারে—একচোকো বৈজ্ঞানিক। এতদ্ব্যতীত, ভদ্র-সমাজের বিষয়ী ব্যক্তি-দিগের মধ্যে অনেককে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা বিষয়-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবার সময় পারমার্থিক সম্ব-ন্ধকে মন হইতে সরাইয়া দেন; আর, সেই কারণে, তাঁহাদের ব্যাবহারিক সম্বন্ধ-ক্ষেত্রে নানা প্রকার বিরুদ্ধাচার প্রবেশ করিতে পথ পায়। তেমনি আবার, তাঁ-হারা পারমার্থিক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবার সময়, ব্যাবহারিক সম্বন্ধের সেই সকল বিরুদ্ধাচারের জন্য কোথায় অনুতপ্ত চিত্তে পরমেশ্বরের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করি-

বেন, তাহা না করিয়া তাঁহারা সেই সকল বিরুদ্ধাচারকে সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বরের চক্ষু হইতে সরাইয়া রাখিতে ইচ্ছা করেন। ইঁহারা কেবল মাত্র ঐহিক সুখের উদ্দেশে বিষয় কার্য্য করেন, এবং কেবল মাত্র পারত্রিক সুখের উদ্দেশে দান ধ্যানাদির অনুষ্ঠান করেন। ইঁহাদের নাম দেওয়া যাইতে পারে তির্য্যক্ চক্ষু (অর্থাৎ ট্যারা-চক্ষু) বিষয়ী। তির্য্যক্ চক্ষু ব্যক্তিদিগের দুই চক্ষু যেমন পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে কার্য্য করে, তেমনি, স্বার্থপর বিষয়ী ব্যক্তিদিগের প্রজ্ঞাচক্ষু এবং বিজ্ঞান-চক্ষু পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে কার্য্য করে, আর, বিচ্ছিন্ন ভাবে কার্য্য করে বলিয়া তাঁহাদের প্রজ্ঞা এবং বিজ্ঞান দুইই প্রকৃত লক্ষ্য হইতে বিভ্রষ্ট হইয়া বিপথে পরি-চালিত হয়।

এ দুই শ্রেণীর ব্যক্তিকে প্রকৃত প্রস্তাবে চক্ষুষ্মান্ বলা যাইতে পারে না। তাঁহা-কেই বলি প্রকৃত চক্ষুষ্মান্ যিনি পার-মার্থিক সম্বন্ধ এবং ব্যাবহারিক সম্বন্ধ দুইকে একই আধ্যাত্মিক সম্বন্ধের অন্তর্গত করিয়া এক দৃষ্টিতে দেখেন। ইঁহার প্রজ্ঞা-চক্ষু এবং বিজ্ঞান-চক্ষু উভয়ে এক-তানে মিলিত হইয়া একই আধ্যাত্মিক অন্তশ্চক্ষুরূপে পরিণত হয়।

মনে কর দুই পর্ব্বত অব্যবহিত পার্শ্বা-পার্শ্বি অবস্থিতি করিতেছে। আর, মনে কর এক ব্যক্তি এ পর্ব্বতের শিখরে দাঁড়া-ইয়া ও-পর্ব্বতের শিখর দর্শন করিতেছে। এ অবস্থায়, দুই পর্ব্বতের মধ্যে যে এক সহবর্ত্তিতা-সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহাই কেবল দর্শকের চক্ষে প্রতিভাত হয়; কিন্তু তদ্ব্য-তীত উভয়ের মধ্যে আরেকটি সম্বন্ধ আছে—সে সম্বন্ধ হ'চ্চে পৃথিবীর সহিত আশ্রয়াশ্রিত সম্বন্ধ। এই দ্বিতীয় সম্বন্ধটি শিখরস্থ দর্শকের দৃষ্টিক্ষেত্রে প্রতিভাত হইতে পারে না। দর্শক যখন শিখর-প্রদেশ হইতে নাবিয়া আসেন তখন একদিকে পর্ব্বতদ্বয়ের সহবর্ত্তিতা সম্বন্ধ এবং আর একদিকে পৃথিবীর সহিত উভ-য়েরই আশ্রয়াশ্রিত সম্বন্ধ, দুইই তাঁহার চক্ষে একযোগে প্রতিভাত হয়। তেমনি, যে সাধকের প্রজ্ঞাচক্ষু এবং বিজ্ঞান-চক্ষু উভয়ে এক তানে মিলিত হইয়া একই আধ্যাত্মিক চক্ষুরূপে পরিণত হইয়াছে, তাঁহার নিকটে পারমার্থিক এবং ব্যব-হারিক বলিয়া দুই পৃথক্ সম্বন্ধ নাই; তাঁহার নিকটে ও-দুই সম্বন্ধ একই আধ্যা-ত্মিক সম্বন্ধের দুই অবান্তর বিভাগ—অর্থাৎ তাঁহার নিকটে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সাক্ষাৎ অব্যবহিত সম্বন্ধ এবং অন্যান্য বস্তুর মধ্যদিয়া পরমাত্মার সহিত পরোক্ষ সম্বন্ধ, এ দুই সম্বন্ধ দুই নহে—পরন্তু তাহা একই আধ্যাত্মিক সম্বন্ধের এপিট ওপিট। ব্রাহ্মধর্ম্মে তাই কথিত হইয়াছে যে,

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।

যে সাধক সর্ব্বভূত পরমাত্মাতে দেখেন এবং সর্ব্বভূতে পরমাত্মাকে দেখেন তিনি কাহাকেও হেয়জ্ঞান করেন না। ঈশ্বর-প্রীতির পরিপক্ক অবস্থায় সাধক যে সর্ব্ব-ভূতে পরমাত্মাকে দর্শন করিবেন, তাহাতে কিছুই বিচিত্র নাই। কেননা, যাহাতে যাহার প্রীতি তাহাতে যে তাহার ভর-পুর দৃষ্টি নিবদ্ধ হইবে, তাহা তো হই-বারই কথা। তার সাক্ষী, দুই ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়া যদি উভয়কে একত্রে বসা-ইয়া ভোজন করানো যায়, আর, এরূপ যদি হয় যে, দোঁহার মধ্যে একজন আমিষ-ভুক্, [illegible] ভুক্, [illegible]

ভোজনে বসিবা মাত্র আমিষ-ভক্তের দৃষ্টি পড়িবে আমিষ-পাত্রে, পায়স-ভক্তের দৃষ্টি পড়িবে পায়সপাত্রে, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। অতএব এটা স্থির যে, যে দিকে যাহার হৃদয় সেই দিকে তাহার দৃষ্টি। দৃষ্টিই হৃদয়ের কষ্টি-পাথর। যাহার দৃষ্টি প্রশস্ত তাহার হৃদয়ও প্রশস্ত, যাহার দৃষ্টি সংকীর্ণ তাহার হৃদয়ও সংকীর্ণ; যাহার দৃষ্টি উজ্জ্বল তাহার হৃদয়ও উজ্জ্বল, যাহার দৃষ্টি স্নিগ্ধ তাহার হৃদয়ও স্নিগ্ধ। ঈশ্বরের প্রতি যাঁহার হৃদয়ের টান নাই, তিনি ঈশ্বরকে কোনো স্থানেই দেখিতে পা'ন না; তাঁহার নিকটে, বিচিত্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পরমাত্মার দুর্ভেদ্য আবরণ। পক্ষান্তরে, যাঁহার হৃদয়ের প্রীতি পরম প্রেমাস্পদ পরমাত্মাতে বদ্ধমূল রহিয়াছে, তিনি সর্ব্বত্রই পরমাত্মাকে দর্শন করেন। তাঁহার নিকটে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পরমাত্মার আবরণ হওয়া দূরে থাকুক্, তাঁহার নিকটে তাহা পরমাত্মার সুনির্ম্মল দর্পণ। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এক দিকে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সাক্ষাৎ অব্যবহিত ভাবের সম্বন্ধ এবং আর একদিকে অন্যান্য বস্তুর মধ্য দিয়া পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার পরোক্ষভাবের সম্বন্ধ এই দুই সম্বন্ধ প্রত্যেক জীবাত্মাকে একযোগে ধরিয়া রহিয়াছে। এক্ষণে দ্রষ্টব্য এই যে, ঐ দুই সম্বন্ধ পরস্পরের সহিত এরূপ অখণ্ডনীয় যোগসূত্রে গ্রথিত যে, ঈশ্বর-প্রীতির পরিপক্ক অবস্থায় সাধক যখন 'সর্ব্বভূতে পরমাত্মাকে দর্শন করেন, তখন তিনি আপনাতেও যেমন পরমাত্মাকে দর্শন করেন, অন্যেতেও তেমনি পরমাত্মাকে দর্শন করেন; আর, সেই জন্য "ন ততো বিজুগুপ্সতে" তিনি কাহাকেও হেয় জ্ঞান করেন না; হেয়জ্ঞান করা দূরে থাকুক্, তিনি তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী লোকদিগকে আত্ম-তুল্য দেখেন; এবং ফলাফলের প্রতি প্রত্যাশা না রাখিয়া—কেবল মাত্র মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া—পরমাত্মার ভাবের ভাবুক হইয়া, পরমাত্মার প্রসাদ-বারিতে পরিশুদ্ধ হইয়া এবং পরমাত্মার বলে বলী হইয়া—সকলের প্রতি সদ্ভাব এবং সাধু-ভাব বিস্তার করেন; এবং সাধ্যানুসারে লোকের হিতানুষ্ঠানে যত্নবান্ হ'ন। ইহারই নাম পরমেশ্বরের প্রিয়কার্য্য-সাধন।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

১৮২২ শক। ২৪এ আশ্বিন বুধবার।

দাম্পত্য-ধর্ম্ম।

সন্তুষ্টোভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈব চ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবং॥

এই বিশাল পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্রই প্রতীতি হইবে দাম্পত্য প্রেম ইহার সর্ব্বত্রই বিরাজ করিতেছে। জলে জলচর, স্থলে স্থলচর আকাশে খেচর জন্তু সকলেই দাম্পত্য প্রেমে আবদ্ধ। এমন কি কাননের লতাও তরুরাজি আশ্রয় করিয়া থাকে। ফুলের মধ্যেও একরূপ দাম্পত্য প্রেম দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল সৃষ্টিপ্রবাহ রক্ষার জন্যই প্রেমময় পরমেশ্বর, দাম্পত্য প্রেমের সৃষ্টি করেন নাই। সৃষ্টি মধ্যে আনন্দের স্রোত বহমান রাখিবার জন্যই তিনি ইহার সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু মনুষ্যের মধ্যে এই প্রেম বিশেষরূপে প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। ঈশ্বরের যে বিশুদ্ধ প্রেম তাহা তিনি দম্পতিহৃদয়ে সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন। ইহার বিশুদ্ধতা রক্ষিত হইলে, ইহা হইতে পবিত্র আনন্দের উদ্ভব হইয়া

থাকে। যে দম্পতী ঈশ্বরের এই পবিত্র দানের সদ্ব্যবহার করেন, তাঁহারাই দুঃখের সংসারে সুখী। আর যাঁহারা ইহার অপব্যবহার করেন, তাঁহাদের সংসার শ্মশানসমান। "তোমার যে হৃদয় আমার হইল, আমার যে হৃদয়, তাহা তোমার হইল" এই প্রতিজ্ঞা স্মরণে রাখিয়া যাঁহারা দাম্পত্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তাঁহাদের সংসারই সোণার সংসার, স্বর্গ-সুখ সেই স্থানেই বর্ত্তমান। সাধু স্বামী স্ত্রীর যেমন বন্ধু ও মঙ্গলকারী, সাধ্বী কুললক্ষ্মী স্বামীর যেমন নয়নানন্দদায়িনী, ও মঙ্গলকারিণী, জগতে এমন আর কেহ কাহারো নয়। পিতা মাতার বিয়োগান্তে সংসারে সংকট উপস্থিত হইলে, সাধ্বী স্ত্রী যেমন স্বামীকে বিপদ উদ্ধারের মন্ত্রণা দেন, এমন আর এ সংসারে অন্যে দিতে পারে না। সূর্য্যতাপে তাপিত পথিক যেমন সুশীতল ছায়া পাইলে তৃপ্তি-সুখ অনুভব করে, সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর, স্বামী তেমনি সাধ্বী স্ত্রীর নিকটে আসিয়া তৃপ্তিসুখ অনুভব করেন। তাঁর সেই পবিত্র মূর্ত্তি, স্নেহমাখা কথাই তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করে। কি যত্নের সহিতই তিনি স্বামীর পদ প্রক্ষালন করিয়া দেন। এক জনের বিষাদ আর এক জনকে কেমন বিষণ্ণ করে। বোধ হয় যেন হৃদয়ে হৃদয়ে বৈদ্যুতিক যোগ বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহাতে সুখ দ্বিগুণিত ও দুঃখ অর্দ্ধেক হইয়া যায়।

এই দম্পতী আবার যদি ঈশ্বরের প্রেমে নিমগ্ন হন, তাহা হইলে, মণি কাঞ্চনের যোগ হয়। 'আমরা তোমার কুমার কুমারী, তুমি হরি সব সুখদাতা' বলিয়া যাঁহারা একত্র তাঁহার পদতলে পতিত হন, তাঁহাদের সুখের তুলনা কোথায়? যখন উভয়ে মিলিয়া পরের দুঃখ বিমোচনের পরামর্শ করেন তখন তাঁহাদের মানস-সরোবরে আত্মপ্রসাদরূপ কমল প্রস্ফুটিত হইয়া কি আশ্চর্য্য ভাবই ধারণ করে! সেই ফুলে তাঁহারা ঈশ্বরের চরণ পূজা করেন। এই পূজাই প্রকৃত পূজা! দেবতারাও এই পূজা দেখিয়া মোহিত হন।

যে সংসারে দাম্পত্য প্রেমের মধ্যে ব্যভিচার দৃষ্ট হয়, সেখানে কি ঘোর অন্ধকার! কি ঘোর যাতনা—কি দুঃসহ আলোকহীন অগ্নিই তথায় জ্বলিতে থাকে। মৃত্যু সে যাতনা হইতে শতগুণে ভাল। দ্বিপ্রহর রজনী, সাধ্বী কুললক্ষ্মী নিজ কক্ষে বসিয়া নীরবে অশ্রুধারায় অভিষিক্ত হইতেছেন, আর কুলাঙ্গার স্বামী বাটীর বাহিরে অনাচারে প্রমত্ত। যদি কল্পনাবলে এই প্রকারে প্রপীড়িত কুললক্ষ্মীর হৃদয়ে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা থাকে, তবে প্রবেশ কর, দেখিবে, তথায় কি দারুণ মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা, অগ্নিময়ী নদীর তরঙ্গের ন্যায় উল্লম্ফন করিতেছে! হায়! যে এ দুঃখানলের সৃষ্টিকর্ত্তা, জানি না ঈশ্বর তার জন্য কি ঘোরতর দণ্ডই রাখিয়াছেন। আবার যে স্ত্রী, দেবতুল্য স্বামীর অজ্ঞাতসারে ব্যভিচারে মগ্ন হয়, সে কি পিশাচী! কি নির্দ্দয়—কি নিষ্ঠুর! কি বিশ্বাসঘাতিনী! ঈশ্বর সে পিশাচীর হৃদয়কে যে বজ্র দ্বারা শতধা বিভক্ত করিবেন তাহাতে আর সংশয় কি? হো! পাপিষ্ঠা! তুই কুসুমমালা ভ্রমে গোখুরা সর্পকে গলদেশে ধারণ করিলি—তুই রত্নবোধে তপ্তাঙ্গার হস্তে করিলি! রে কুপথগামী দম্পতি! ছাড় এ যন্ত্রণার পথ ছাড়। ঈশ্বরের নিকটে অকপট হৃদয়ে অনুতাপিত চিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা কর। এ ভিন্ন এ জন্মে তোমাদের আর শান্তির আশা কোথায়?

ডাক সেই অগতির গতি ঈশ্বরকে ডাক। তাঁর কৃপায় অন্ধ চক্ষুষ্মান হয়, খঞ্জ গিরিলঙ্ঘন করে, শুষ্ক তরু মঞ্জরিত হয়, মরুভূমিতে উৎস সকল উৎসারিত হয়। এই তোমাদের আশা—এই তোমাদের ভরসা।

পবিত্র দম্পতীর কত সুখ, আর অপবিত্র দম্পতীর কত দুঃখ, দুই চারিটা দৃষ্টান্ত দ্বারা আমি তাহা বিবৃত করিতেছি।

দুরাচার লঙ্কাধিপতি রাবণ দারুণ পরস্ত্রীলুব্ধ ছিল, তিনি পাবকরূপিণী সীতাদেবীকে লঙ্কাপুরীতে হরণ করিয়া আনিলেন, সোণার লঙ্কা দগ্ধ হইয়া ছারখার হইল। সীতার অশ্রুবারিতেই লঙ্কা অতলস্পর্শ রসাতলে ডুবিল!

কাঠুরিয়া যেমন মহাদ্রুমের শাখা প্রশাখা একে একে কাটিয়া পরে তাহার মূলদেশে আঘাত করিয়া তাহাকে ভূপাতিত করে, ঈশ্বরও তেমনি তাঁহার শত শত পুত্রকে প্রথমে বিনাশ করিয়া তাঁহার মস্তকে বজ্রাঘাত করেন। রামের হৃদয়-সরোবরে একমাত্র কমল প্রস্ফুটিত ছিল, রাবণ তাহা কাল সর্পের ন্যায় হস্ত দিয়া ছিন্ন করিয়াছিলেন, ঈশ্বর তাঁহার হৃদিস্থিত শত শত পুত্ররূপ কমল উৎপাটিত করিয়াছিলেন। এই রূপেই পাপীর দণ্ড হইয়া থাকে।

রোমীয় মহাবীর প্রবলপ্রতাপান্বিত এ্যানটনি স্বীয় পতিব্রতা স্ত্রী অক্‌টেভিয়াকে দুঃখের সাগরে ভাসাইয়া, দারুণ মোহবশতঃ ঈজিপ্‌তীয় রাণী ক্লিওপ্যাট্‌রাকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিলেন।

"প্রদীপের আলো প্রকাশ পাইল
চন্দ্রমা লুকাল গগনে।
গোস্পদের জলে, পৃথিবী ডুবিল,
সাগর শুকাল তপনে।"

কুললক্ষ্মীকে কাঁদাইলেন—কুলটাকে আলিঙ্গন করিলেন। ঈশ্বরের চক্ষে তাহা সহিল না। অপস্‌টসের সহিত এ্যান্‌টনীর এ্যাক্‌টিয়মের যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতিনী ক্লিয়প্যাটরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া ছিল। মোহের কি প্রতাপ! তথাপি এ্যানটনি প্রিয়তমার মিথ্যা মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় উদর মধ্যে তরবাল প্রবিষ্ট করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। মোহ পাপের এই পরিণাম!

পক্ষান্তরে বনবাসে যাইবার সময় রাম বলিলেন, সীতা তুমি আমার সঙ্গে যাইবার কামনা পরিত্যাগ কর। সীতা বলিলেন তোমার সঙ্গে বনবাসেও সুখ। তোমার যে হৃদয় তাহাই আমার যুড়াইবার স্থান। এ ভিন্ন কোথাও আমি থাকিতে পারিব না। সকল স্ত্রীলোকেরই এই আদর্শ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

সাবিত্রী সত্যবানকে দর্শন মাত্রেই আপনার হৃদয় তাঁহাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন, পরে সর্ব্বত্রগতি নারদ যখন তাঁহাকে বলিলেন ও বাসনা পরিত্যাগ কর, এ ব্যক্তির শীঘ্র মৃত্যু হইবে, তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, তাহা পারিব না, এরূপ করিলে মানসিক ব্যভিচার দোষে লিপ্ত হইতে হইবে। ইহারই নাম প্রকৃত দাম্পত্য প্রেম। ইহাই নারী জাতির শিক্ষণীয়। এই পুণ্যেই এই তেজেই তিনি পতিকে যমের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

দুঃখী হইয়া যদি পর্ণকুটীরে বাস করিতে হয়, সেও ভাল—যদি তথায় প্রকৃত দাম্পত্য প্রেম থাকে, পবিত্রতা থাকে। আর এ পবিত্র প্রেমে বঞ্চিত হইয়া যদি স্বর্ণ অট্টালিকায় বাস করিতে হয় সেও কিছু নয়। সে কেবল ঘন বিষাদের আলয়।

হে প্রেমময়! তুমি দম্পতীকে পবিত্র

প্রেম শিক্ষা দাও। তোমার প্রেমের মধ্যে আনিয়া তাহাদের ঐহিক ও পারত্রিক আনন্দের দ্বার খুলিয়া দাও। এই তোমার নিকটে প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

নদীতীরে।

১

নীরব নদীর তীর
বসিয়া গাছের পরে ডাকে দাঁড়কাক,
আনে ভাব কি গভীর
কি উদাস ঘোর এই বিহগের ডাক।

২

ডাকিতেছে কা-কা-কা-কা
অতীতের কথা ওঠে জাগিয়া স্মরণে,
কহে যেন একা—একা—
অনন্ত একাকী ভাব জনমে মরণে।

৩

থেকে থেকে নৌকা যায়
দাঁড়িরা ফেলিছে দাঁড় সুমধুর শব্দ;
ভেসে যায় কে কোথায়
চকিতে হইছে পুন কলরব স্তব্ধ।

৪

পরপারে শুভ্রচর
উড়িয়া বেড়ায় সেথা শত গাঙচীল,
শোভে দু একটী ঘর
ঘন পাদপের মাঝে,—আকাশ সুনীল।

৫

সুদূর বনান্তে ধীরে
গাছগুলি হ'য়ে আসে ছায়া হ'তে ছায়া,
দৃশ্য রাশি নদীতীরে
পরাণে ঢালে কি এক স্বপ্নময়ী মায়া।

৬

কলস্রোতে বহে জল
কালস্রোতে এইরূপ বহে ভবনদী,
বেগ তার কি প্রবল
কোথা ভেসে যাই—কূল হারাইরে যদি!
ভয় নাই কর্ণধার তিনি নিরবধি।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার প্রণালী।

গত ভাদ্র মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় "ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশ্বজনীন ও জাতীয় ভাব" শিরস্ক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল গত ১৬ই আশ্বিনের তত্ত্বকৌমুদীতে তাহার একটী প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। তর্কবিতর্কের প্রতি আমাদের অনুরাগ নাই; কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার প্রণালী কিরূপ হওয়া আবশ্যক এই কথাটী অতি গুরুতর এবং তৎসম্বন্ধে আলোচনার এখনও প্রয়োজন আছে, সুতরাং তত্ত্বকৌমুদীর প্রতিবাদ সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য প্রকটিত করিলাম।

তত্ত্বকৌমুদী লিখিয়াছেন;—"ব্রাহ্মধর্ম্মকে যখন যে দেশে বা সম্প্রদায়ে প্রচার করিতে হইবে তখন সেই দেশের বা সম্প্রদায়ের শাস্ত্রে যে সকল ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রতিপাদক উক্তি আছে, তাহা সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রচার করাই সুযুক্তি। কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা যদি বিষয়বুদ্ধিপ্রবণ ব্যক্তিদিগের ন্যায় কেবলই অপরের মনস্তুষ্টির জন্য ব্যগ্র হই, তাহা হইলে আমরা বিষয়ী লোকের নিকট সুবুদ্ধিশালী বলিয়া বিবেচিত হইলেও, প্রকৃত নিষ্ঠাবান স্বধর্ম্মানুরাগী বলিয়া পরিগণিত হইব না।" ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়া কেবলই অপরের মনস্তুষ্টির জন্য ব্যগ্র হইতে হইবে এরূপ কথা আমরা বলি নাই। জাতীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ক-

রিতে গেলে কি কেবল অপরের তুষ্টি সাধন করিবার ইচ্ছা প্রমাণিত হয়? জাতীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবার আবশ্যকতা ইহার জন্য নহে যে তদ্দ্বারা লোকে তুষ্ট হইবে কিন্তু কেবল ইহারই জন্য যে তদ্দ্বারা লোকে ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত স্বজাতীয় ধর্ম্মের যোগ ও সম্বন্ধ দেখিয়া স্বধর্ম্মের প্রতি যে অনুরাগ সেই অনুরাগ উহাতে অর্পণ করিতে সহজে পরিচালিত ও সক্ষম হইবে। যে ধর্ম্মে যে প্রতিপালিত সেই ধর্ম্মে ব্রাহ্মধর্ম্ম গূঢ়রূপে নিহিত আছে, অথবা তাহার সমুন্নত আকার ব্রাহ্মধর্ম্ম, অথবা তাহার পূর্ব্বপুরুষগণ সেই ধর্ম্ম যে ভাবে বিশ্বাস করিতেন তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম, ইহা প্রমাণ করিয়া দিলেও ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করা লোকের পক্ষে তুষ্টিকর হয় না, কেননা এরূপেও ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন অধিকাংশ লোকের পক্ষে অতি অপ্রীতিকর ও দুরূহ ব্যাপার। যাঁহারা জাতীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা উপযুক্ত মনে করেন তাঁহারা তদ্দ্বারা লোকের তুষ্টিসাধন করিতে পারিবেন এরূপ আশা করেন না, তবে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের যৌক্তিকতা ও আপত্তিশূন্যতা লোকের নিকটে অপেক্ষাকৃত সহজে প্রতিপন্ন হইবে, ইহাই আশা করেন। একজনের স্বধর্ম্মের সহিত যোগ রাখিয়া নূতন ধর্ম্ম তাহার নিকট উপস্থিত করিলে নূতন ধর্ম্মের প্রতি তাহার বিরাগ বা বিদ্বেষের লাঘব করা হয় বটে, কিন্তু এইরূপে বিরাগ বা বিদ্বেষ লাঘব করা ও মনস্তুষ্টি করা যে সমান নহে তাহা সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। যে প্রচারপ্রণালী দ্বারা সত্যের অপলাপ হয় না, এবং প্রচারের সুবিধা হয় সেই প্রচার প্রণালী অবলম্বন করাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়। আদি ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক অবলম্বিত প্রচার প্রণালীর প্রতি "কেবলই অপরের তুষ্টি সাধনের" অপবাদ নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ ও অমূলক। যদি উক্ত প্রচার প্রণালী দ্বারা কোন রূপে সত্যের অপলাপ হইত, তাহা হইলেও বা বলা যাইত যে উক্ত অপবাদ দিবার কোন কারণ আছে। যে প্রচার প্রণালী দ্বারা কোন সত্যের অপলাপ হয় না, তদ্দ্বারা যদিও লোকের মনস্তুষ্টি সাধিত হয়, তাহা হইলে তাহাতে কিছুমাত্র দোষ স্পর্শে না।

জাতীয় ধর্ম্ম অবলম্বনে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের যে প্রণালী তাহার প্রতিপোষকগণ সদ্বুদ্ধিশালী মাত্র, কিন্তু প্রকৃত নিষ্ঠাবান স্বধর্ম্মানুরাগী নহেন, এই অভিযোগের আমরা কোন মূল দেখিতে পাই না। যে সকল ব্রাহ্ম জাতীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে বলেন তাঁহাদিগের বিশ্বাস এই যে উক্ত উপায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সম্যক সহায়তা করিবে। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ব্রাহ্মধর্ম্মের বহুল প্রচার। উদ্দেশ্য অনুসারেই মনের প্রকৃতি ও গতি বিবেচনা করিতে হয়। যিনি স্বধর্ম্মের বহুল প্রচার জন্য ব্যগ্র তাঁহার কি স্বধর্ম্মনিষ্ঠা নাই? স্বধর্ম্মনিষ্ঠা না থাকিলে স্বধর্ম্ম প্রচারের প্রতি কখনই সম্যক্ দৃষ্টি থাকিতে পারে না।

তত্ত্বকৌমুদী বলেন, "নিষ্ঠাবান ব্যক্তিগণ যখন ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, তখন তাঁহারা স্বধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব ব্যাখ্যার দিকেই বিশেষ ভাবে দৃষ্টি রাখিয়াছেন। একমাত্র অপরের তুষ্টিসাধন করা তাঁহাদের কার্য্য নহে। * * * জগতে যখন যে ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে, কোন ধর্ম্মই একমাত্র অপরের মনস্তুষ্টি করিয়া প্রচারিত হয় নাই। সকলেই আত্মধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত

করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, তাহাতেই সেই ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে। * * * প্রচারকগণ সর্ব্বতোভাবে অন্যের নিন্দা কুৎসা প্রচার না করিয়া, স্বীয় ধর্ম্মের সারবত্তা—শ্রেষ্ঠত্ব প্রভৃতি প্রদর্শন করিতেই সচেষ্ট হইবেন। তাহাতে যদি কৃতকার্য্য না হন, তাহা হইলে কোন ধর্ম্মপ্রচারকই সিদ্ধমনোরথ হইতে পারিবেন না।" জাতীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিলে কি প্রকারে ব্রাহ্মধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্বের লাঘব করা হয়? উপরোক্ত প্রকার প্রচারপ্রণালীর পক্ষপাতীগণ ব্রাহ্মধর্ম্ম যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম তাহা হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করেন এবং তাহা স্পষ্ট ভাবে প্রচার করেন, কিন্তু তাহা যে জাতীয় ধর্ম্মের অননুমোদিত নহে তাহাও তাঁহারা প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন। হিন্দু, খ্রীষ্টীয়ান্, মুসলমান প্রভৃতি ধর্ম্মে ব্রাহ্মধর্ম্ম গূঢ়রূপে নিহিত আছে এই সত্য প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্ম যে শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্ম, আদি ব্রাহ্মসমাজ তাহা মুক্তকণ্ঠেই বলিয়া থাকেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের সার মত প্রচলিত ধর্ম্মে গূঢ়রূপে নিহিত আছে এই কথা বলিলে ব্রাহ্মধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা অস্বীকার করা হইল, এরূপ অনুমান করার কিছুমাত্র কারণ নাই। আদি ব্রাহ্মসমাজ ব্রাহ্মধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা যদি না মানিতেন তাহা হইলে উক্ত সমাজ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের প্রকৃষ্ট উপায় নির্দ্ধারণ ও অবলম্বনের জন্য ব্যগ্র হইতেন না।

তত্ত্বকৌমুদী বলিতেছেন; "ইহা সহজেই অনুমিত হইবে যে, কোন ধর্ম্মকে যখন ভিন্ন দেশে ও সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার করিতে হইবে, তখন যদি সেই দেশের বা সম্প্রদায়ের ধর্ম্মের গ্রন্থে সেই নবধর্ম্মের কোন কথা না পাওয়া যায়, তাহা হইলে কি সে দেশে বা সে সম্প্রদায়ে সেই বিশেষ ধর্ম্মপ্রচারের চেষ্টা করা হইবে না? ব্রাহ্মধর্ম্মের সমর্থক কোন কথা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের গ্রন্থে যদি না পাওয়া যায়, তবে কি সেই সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ধর্ম্মকে প্রচার করা হইবে না? বা তাহাদের মনে কষ্ট হইবে ভাবিয়া প্রচারে ক্ষান্ত হইতে হইবে?" ব্রাহ্মসমাজ ভারতবর্ষেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। একাধিক সপ্ততিতম বৎসর হইল ব্রাহ্মধর্ম্ম এদেশে প্রচারিত হইতেছে। কিন্তু এই দীর্ঘকালে ভারতের ত্রিশকোটি অধিবাসীগণের মধ্যে ন্যূনাধিক ছয় সহস্র ব্যক্তিমাত্র ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছেন। সুতরাং এই ভারতবর্ষই আমাদের সম্মুখবর্ত্তী কার্য্যক্ষেত্র। এই কার্য্যক্ষেত্রে কি উপায়ে সহজে সুসিদ্ধি লাভ করা যায় তাহাই সর্ব্বাগ্রে দেখা উচিত। ভারতবর্ষের অধিবাসীগণের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টধর্ম্মই বহুলরূপে প্রচলিত। ভারতবর্ষের এই তিন ধর্ম্মাবলম্বীগণের মধ্যে এবং ভারতের বহির্ভাগে যে বহু দেশে খ্রীষ্টীয়ান ও মুসলমান ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, তৎসমস্ত দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রচার প্রণালী অনায়াসেই অবলম্বন করা যায়। উক্ত ধর্ম্মত্রয় পৃথিবীর অনেকগুলি সুসভ্য ও প্রধান দেশে প্রচলিত—সেই সকল দেশ ছাড়িয়া যে দেশ বা সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রতিপাদক বাক্য নাই, অগ্রে তাহাদেরই মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে দৌড়িতে হইবে, এই পরামর্শের গুরুত্ব আমরা স্বীকার করি না এবং নিশ্চয় বলা যায় কোন প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি স্বীকার করিবেন না। আর যদিও বা এই পরামর্শ অনুসারে কাজ করা যায় তাহা হইলেও

উক্ত প্রচার-প্রণালী যে এককালে বর্জ্জন করিতে হইবে তাহা বলা যায় না, কেননা অতি বর্ব্বর জাতির মধ্যেও যে ধর্ম্মবিশ্বাস প্রচলিত আছে তাহারও সহিত ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের মূল সত্যগুলির কিছু না কিছু সম্বন্ধ প্রতিপন্ন করা যায়।

আমরা লিখিয়াছিলাম, "যখন যে জাতির মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে হইবে, তখন সেই জাতির ধর্ম্মশাস্ত্র, প্রকৃতি, সংস্কার, মনের অনুরাগ ও বিরা-গের গতি প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া, ব্রাহ্ম-ধর্ম্মকে তাহাদের উপযোগী করিয়া তাহা-দিগের সম্মুখে উপস্থিত না করিলে, তাহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে কখনই সমর্থ হইবে না।" এই কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়া তত্ত্বকৌমুদী বলিতেছেন;—"এই কথাকে সর্ব্বাংশে সত্য বলিয়া মান্য করিতে গেলে, ইতিহাসকে অস্বীকার করিতে হয়। মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার কালে মুসল-মান প্রচারকগণ যে সর্ব্বাংশে এই প্রণা-লীর অনুসরণ করিয়াছেন, এমন কোন প্রমাণ নাই। অথচ মুসলমান ধর্ম্ম যেমন অতি সত্বর নানা দেশে বিশেষভাবে প্রচা-রিত হইয়াছে,, অন্য ধর্ম্ম সেরূপ অল্প সময়ে এরূপ বহুস্থানে বহু লোকের মধ্যে প্রচারিত হয় নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম এ দেশের ধর্ম্মের মূল ভিত্তি বেদের প্রতিবাদ করিয়াও এ দেশের প্রিয় জাতিভেদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াই প্রচারিত হই-য়াছিল। সুতরাং সর্ব্বতোভাবে তত্ত্ববো-ধিনীর উক্ত উক্তিকে সত্য বলিতে পারা যায় না।" ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত অন্য কোন ধর্ম্মের তুলনা হয় না। যে ধর্ম্মে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যস্থ কোন ঈশ্বর-প্রেরিতের প্রতি বিশ্বাস নাই, যে ধর্ম্মে কোন গ্রন্থ মানব-শ্রুত ঈশ্বরের বাণী ও আদেশ পূর্ণ বলিয়া সমাদৃত হয় না, যে ধর্ম্মের দেবতার কোন আকার নাই, এবং যাঁহাকে কোন প্রকারে সীমাবদ্ধ করা দূষণীয়, সেই ধর্ম্মের প্রচারের সম্বন্ধে যে নিয়ম ও প্রণালী অনু-কূল, অন্যান্য প্রচলিত ধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে সে সকল নিয়ম অনুকূল হইতে পারে না। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় যে কোন কালেই একেশ্বরবাদ বা ব্রাহ্মধর্ম্মের বহুল প্রচার হয় নাই। বর্ত্তমান কালে মানবজাতি নানা বিষয়ে উন্নতি লাভ করিলেও ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের উপযোগিতা সম্বন্ধে বিশেষ উন্নতি লাভ করে নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম অতি উচ্চ ধর্ম্ম, উহাতে বিশ্বাস স্থাপনের উপযুক্ততা এখনও সাধারণ মানু-ষের দেখা যাইতেছে না। এই জন্যই আমরা বলি যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে গেলে প্রচলিত ধর্ম্ম শাস্ত্র, লোকের প্রকৃতি, সংস্কার এবং মনের অনুরাগ ও বিরাগ প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। মুসলমান ধর্ম্ম সত্বর প্রচা-রিত হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নহে, কেন না প্রথমতঃ ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত তুলনায় উহা সাধারণ লোকের পক্ষে অনেক অধিক উপযোগী, দ্বিতীয়তঃ, উহা তরবারীর সাহা-য্যেই প্রচারিত হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম যে এক সময়ে ভারতে বহুল প্রচারিত হইয়াছিল তাহার প্রথম কারণ এই যে তৎকালে হিন্দুধর্ম্ম বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়াতে তাহার প্রতি লোকের বিরাগ ও বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল এবং তজ্জন্য তাহারা নূতন ধর্ম্ম গ্রহণে প্রস্তুত ছিল, দ্বিতীয়তঃ অশোকের ন্যায় এক জন মহা পরাক্রান্ত রাজা ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া উহার প্রচার কার্য্যে প্রাণ, মন, ধন উৎসর্গ করিয়াছি-লেন।

নিষ্কামতার আদর্শ।

ভারতবর্ষ—প্রাচীন ভারতবর্ষ ধর্ম্মের জন্মভূমি। কত যুগযুগান্তর পূর্ব্বে যে জ্ঞান-সূর্য্য এখানে উদিত হইয়াছে, তাহা আজিও অস্তমিত হয় নাই। যখন আমাদের পিতৃ পিতামহগণ—যখন সেই আর্য্য ঋষিগণ প্রথম বাক্য উচ্চারণ করি-য়াছিলেন তখন ওঁ এই প্রথম বাক্যই তাঁহাদের মুখ হইতে নিঃসারিত হইয়াছিল। এই ওঙ্কার-প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম সকল জগতের নিয়ন্তা, সকল দেব মনুষ্যের উপাস্য, সকল আত্মাতে বিরাজিত, সকলের লক্ষ্য সেই একেরই দিকে ধাবিত। সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের তিনি একই নিয়ন্তা এবং সকল দেশের সাধু পুরুষগণের তিনি একই লক্ষ্য। আর্য্য ঋষিরা নির্জ্জন অরণ্যে বা পবিত্র আশ্রম প্রাঙ্গণে বসিয়া ধ্যানগম্য সেই পরম পুরুষকে স্বীয় আত্মার অভ্য-ন্তরে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন, এবং বেদ ও উপনিষৎ রূপ মহান্ ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহারই তত্ত্ব নিবদ্ধ করিয়া ভবিষ্য-বংশীয়-দিগেরও তাহা সহজলভ্য করিয়া তাহা-দিগকেও কৃতার্থ করিয়া গিয়াছেন। এক ভানু অযুত কিরণে যেমন জগতের সকল দিক্-দিগন্ত উদ্ভাসিত করে, তেমনই সেই একেরই আনন্দজ্যোতিঃ বিশ্বের সকল স্থানকে পূর্ণ করিতেছে। যে তাঁহাকে পায় সে সকল ধর্ম্মের মধ্যেই সেই একে-রই জ্যোতি নিরীক্ষণ করে। তখন সে সেই একই সত্যের অভ্যন্তরে সকল সত্য নিরীক্ষণ করে, সকল পার্থক্যের সামঞ্জস্য উপলব্ধি করে।

যদি বর্ত্তমান কালের ধর্ম্ম-কোলাহলে উদ্ভ্রান্ত হইয়া ধর্ম্মসমন্বয় করিতে ইচ্ছা করিয়া থাক, তবে কোরাণ বা বাইবেল, বেদ বা জেন্দাবেস্তার সমন্বয় না করিয়া, ইশা বা মহম্মদ, চৈতন্য বা নানককে এক মঞ্চে নৃত্য না করাইয়া, ঋষি-উপদিষ্ট এই সত্য উপলব্ধি কর যে "আত্মন্যেবা-ত্মানং পশ্যতি" "সাধক আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে দর্শন করেন," তাহা হইলে তোমার সকল ধর্ম্মেরই সমন্বয় হইয়া যাইবে। যে ক্ষেত্রের বেদ ও উপনিষৎ তত্ত্ব-বৃক্ষ, যে ক্ষেত্রে বশিষ্ঠ ও যাজ্ঞবল্ক্য জীবন পতাকা রূপে উড্ডীয়মান, যদি সে দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাক, তবে সত্য ভিক্ষার জন্য, জীবনের আদর্শ অনুসন্ধান করিবার জন্য, তোমাকে দেশ দেশান্তরে পর্য্যটন করিতে হইবে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম এই তত্ত্ব-বৃক্ষেরই ফল, ব্রাহ্ম জীবন সেই আর্য জীবনেরই অনুকৃতি। বরং আরো সুন্দর, আরও স্বচ্ছ, আরও স্বাভা-বিক। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম যে উপনিষৎ-আকরের উজ্জ্বল রত্ন, সেই উপনিষৎ বলেন; "সকল বেদ যে পদকে মনন করে, সকল তপস্যা যে একেরই কথা বলে, যাঁহাকে পাইবার ইচ্ছাতে সাধু জনেরা ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করেন, তিনি ওঙ্কার-প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম।" নিষ্কামধর্ম্মাবলম্বন করিলে, নিষ্কাম ভাবে জগতে সেই জগদীশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন করিলে, অন্তর্বাহ্যে সেই মঙ্গলময়ের মঙ্গল-ভাব উপভোগ করা যায়। অপরিবর্ত্তনীয় মঙ্গল স্বভাব, নিরতিশয় সুখস্বরূপ তিনি, অতএব তাঁহার প্রসাদ তাঁহারই হস্ত হইতে গ্রহণ করিতে পারিলে, অনন্ত কালেও তাহার অবসান হয় না। তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন কেবল জীবগণকে আনন্দ বিতরণ করিবার জন্য, প্রেম বিতরণ করি-বার জন্য, কুশল বিধান করিবার জন্য, নিজের কোনও অভাব পূর্ণ করিবার জন্য নহে, নিজের কোনও প্রয়োজন সাধন

করিবার জন্য নহে। যেহেতু তিনি সংসার, কাল ও সাকার বস্তু সমুদয় হইতে শ্রেষ্ঠ, সুতরাং ভিন্ন। তাঁহা কর্তৃক এই প্রপঞ্চ সংসার পরিবর্ত্তিত হইতেছে। তিনি সকলের আত্মস্থ, অমৃত, বিশ্বের আধার ও পরিপূর্ণ, সুতরাং অকামহত দিব্য পুরুষ। তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য, তাঁহাকেই জীবনের আদর্শ করিয়া উন্নতির পথে, কল্যাণের পথে পদার্পণ করিতে হইবে। তিনি যেমন সকল ইন্দ্রিয় ও ভোগাভিলাষ বর্জ্জিত, সেইরূপ তাঁহার ধ্যান ধারণার জন্য শ্রেয়স্কাম পুরুষের নিষ্কাম তপস্যা আবশ্যক ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনের জন্য নিষ্কাম কর্ম্ম অবলম্বন করা বিধেয়।

অদ্য এখানকার সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব। ব্রহ্মোপাসনা নিষ্কাম উপাসনা। ব্রাহ্ম জীবন নিষ্কাম ধর্ম্মজীবন। কিন্তু এ নিষ্কাম ধর্ম্মজীবনের আদর্শ কোথায় বা কে? আমি ঋষির আশ্রম কুটীরে, ঋষির পদতলে উপবেশন করিয়া সেই আদর্শকে প্রাপ্ত হইয়াছি। অদ্য আপনাদের সম্মুখে সেই পবিত্র চিত্র উদ্‌ঘাটন করিতেছি, অবহিত চিত্তে প্রণিধান করুন।

দেবাসুরা হবৈ যত্র সংযেতিরে।

দেবতারা এবং অসুরেরা অর্থাৎ দেবভাবাত্মক ও তমোভাবাত্মক ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল স্ব স্ব অধিকার লাভের জন্য পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

উভয়ে প্রাজাপত্যাঃ।

ইহারা উভয়ে প্রজাপতির সন্তান।

তদ্ধ দেবা উদ্গীথমাজহ্রুরনেনৈনানভিভবিষ্যাম ইতি।

জয়লাভ কামনায় দেবতারা উদ্গাত্র কর্ম্ম আরম্ভ করিলেন; মনে করিলেন যে, ইহার দ্বারা আমরা অসুরদিগকে জয় করিব।

তে হ নাসিক্যং প্রাণমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে।

তাহারা নাসিকাস্থ প্রাণশক্তিকে তদন্তর্য্যামী পরম পুরুষের উপাসনায় নিযুক্ত করিল।

তং হাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুঃ।

অসুরেরা আসিয়া ঘ্রাণের সঙ্গ লইল। ঘ্রাণ আপনার কল্যাণ গন্ধ গ্রহণের অভিমানে অভিভূত হইল। অমনি অসুরেরা তাহাকে পাপে বিদ্ধ করিল।

তস্মাত্তেনোভয়ং জিঘ্রতি সুরভি চ দুর্গন্ধি চ পাপ্মনা হ্যেষ বিদ্ধঃ।

এই কারণেই ইহা উভয়ই ঘ্রাণ করে, সুরভি এবং দুর্গন্ধি, যে হেতুক ইহা পাপে বিদ্ধ।

অথ হ বাচমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে।

তাহার পরে তাহারা বাক্‌শক্তিকে তদন্তর্য্যামী পরম পুরুষের উপাসনায় নিযুক্ত করিল।

তং হাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুঃ।

অসুরেরা আসিয়া বাক্‌শক্তির সঙ্গ লইল। বাক্য আপনার সাধু কথনের অভিমানে অভিভূত হইল। অমনি অসুরেরা তাহাকে পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিল।

তস্মাত্তেনোভয়ং বদতি সত্যঞ্চানৃতং চ পাপ্মনা হ্যেষা বিদ্ধা।

এই জন্য বাক্য উভয়ই বলিয়া থাকে, সত্য এবং মিথ্যা, যে হেতুক ইহা পাপে বিদ্ধ।

অথ হ চক্ষুরুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে।

তাহার পরে তাহারা দর্শনশক্তিকে তদন্তর্য্যামী পরম পুরুষের উপাসনায় নিযুক্ত করিল।

তদ্ধাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুঃ।

অসুরেরা আসিয়া দর্শন-শক্তির সঙ্গ লইল। চক্ষু আপনার সুন্দর দর্শনের অভিমানে অভিভূত হইল, অমনি অসুরেরা তাহাকে পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিল।

তস্মাত্তেনোভয়ং পশ্যতি দর্শনীয়ং চাদর্শনীয়ং চ পাপ্মনা হ্যেতদ্বিদ্ধং।

এই জন্য চক্ষু উভয়ই দেখে দর্শনীয় এবং অদর্শনীয় যেহেতুক পাপে ইহা বিদ্ধ।

অথ হ শ্রোত্রং উদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে।

তাহার পরে তাহারা শ্রবণ-শক্তিকে তদন্তর্য্যামী পরম পুরুষের উপাসনায় নিযুক্ত করিল।

তদ্ধাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুঃ।

অসুরেরা আসিয়া শ্রবণ-শক্তির সঙ্গ লইল। শ্রবণ স্বীয় শ্রবণপটুতার অভিমানে অভিভূত হইল। অমনি অসুরেরা তাহাকে পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিল।

তস্মাত্তেনোভয়ং শৃণোতি শ্রবণীয়ঞ্চাশ্রবণীয়ঞ্চ পাপ্মনা হ্যেতদ্বিদ্ধং।

এই জন্য কর্ণ উভয়ই শ্রবণ করে, শ্রবণীয় এবং অশ্রবণীয়। যেহেতুক পাপে ইহা বিদ্ধ।

অথ হ মন উদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে।

পরে তাহারা মনন-শক্তিকে তদন্তর্য্যামী পরমপুরুষের উপাসনায় নিযুক্ত করিল।

তদ্ধাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুঃ।

অসুরেরা আসিয়া মনন-শক্তির সঙ্গ লইল। অসৎ-সঙ্গ হেতু মন আপনার কল্পনাপটুতার অভিমানে অভিভূত হইল। অমনি অসুরেরা আসিয়া তাহাকে পাপে বিদ্ধ করিল।

তস্মাত্তেনোভয়ং সঙ্কল্পতে সংকল্পনীয়ঞ্চাসঙ্কল্পনীয়ংচ পাপ্মনা হ্যেতদ্বিদ্ধম্।

এই জন্য মন উভয়ই সঙ্কল্প করে, সঙ্কল্পনীয় এবং অসঙ্কল্পনীয়। যেহেতুক ইহা পাপে বিদ্ধ।

ঘ্রাণ, বাক্য, চক্ষু, শ্রোত্র, মন; ইহারা অসুরসংগ্রামে পরাজিত হইয়া পতিত হইল। কেননা, অবিবেক, আত্মশ্লাঘা, অভিমান প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি সকল হৃদয়ে জাগ্রৎ থাকিলে, দৈবশক্তি অন্তর্হিত হয়। দৈবশক্তির অন্তর্ধানে পাপশক্তি বিকশিত হইয়া তাহা মানুষকে শুভসংকল্পে সফলকাম হইতে দেয় না। অতএব তাহার পতন অনিবার্য্য। ইন্দ্রিয়গণ দেখিল যে, শরীরের ধারণকর্ত্তা প্রাণবায়ু কামনা ও অভিমানশূন্য। সে আপনাকে প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান নামে পঞ্চধা বিভক্ত করিয়া শরীরকে ধারণ করিতেছে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয় রূপে তাহাদের মধ্যে আপনাকে বিভক্ত করিয়া সকলকে সঞ্জীবিত রাখিতেছে, কিন্তু স্বীয় কর্ত্তৃত্বের কোনও গৌরব আপনাতে পোষণ করে না। ইহা প্রাণের মহৎ গুণ— প্রাণের এই নিষ্কাম উদার ভাব। অতএব তাহারা

য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে।

এই যে শরীরস্থ মুখ্যপ্রাণ, তাহাকে তাহারা তদন্তর্য্যামী পরম পুরুষের উপাসনায় নিযুক্ত করিল।

তং হাসুরাঃ ঋত্বা বিদধ্বংসুর্যথাশ্মানমাখনমৃত্বা বিধ্বংসেত।

অসুরেরা এই মুখ্য প্রাণের সংস্পর্শে গিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইল! কেমন? না যেমন খন্তা বা কোদালি প্রস্তরে পতিত হইয়া ভগ্ন হয়, তদ্রূপ।

ঋষিরা এই আখ্যায়িকা অবতরণ করিয়া তাহার ফলশ্রুতি কহিতেছেন যে,

এবং যথাশ্মানমাখনমৃত্বা বিধ্বংসতে এবং হবৈ স বিধ্বংসতে য এবং বিদি পাপং কাময়তে যশ্চৈনমভিদাসতি স এষোঽশ্মাখনঃ।

এই প্রাণের নিরঞ্জন নিষ্কলঙ্ক মহান্ ভাবে আপন্ন মনুষ্যের প্রতি যদি কেহ কোনও রূপ পাপ কল্পনা করে কিম্বা তাঁহার বিনাশ সাধন করিতে ইচ্ছা করে, তবে প্রস্তরে পতিত খন্তা বা কোদালি যেমন ভগ্ন হয় সে তদ্রূপ নষ্ট হয়। এইরূপ ব্যক্তি অধর্ষণীয়। প্রাণ না সুরভি না দুর্গন্ধি

গ্রহণ করে, যেহেতুক মুখ্য প্রাণ ইন্দ্রিয়-বৃত্তির মধ্যে নির্ম্মল। সেই রূপ প্রাণের আদর্শে সঞ্জীবিত মনুষ্য নিষ্কাম, সুতরাং ভোগজ হর্ষ-শোকের অতীত। যিনি প্রাণ-রূপী হইতে পারেন, তিনিই আপনাতে সেই প্রাণের প্রাণ জগতপ্রাণকে দেখিয়া তাঁহাকে লাভ করিয়া এবং তাঁহারই হস্তে অমৃত ভোগ করিয়া অমর হয়েন।

নিষ্কামতার গূঢ় অর্থ নির্ম্মলতা। প্রাণের নির্ম্মলতা যেমন ঋষিরা ছান্দোগ্য উপনিষদের এই আখ্যায়িকার দ্বারা বুঝাইলেন, সেইরূপ দ্বিতীয় আখ্যায়িকা দ্বারা তাঁহারা প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাইতেছেন।

যো হবৈ জ্যেষ্ঠঞ্চ শ্রেষ্ঠঞ্চ বেদ জ্যেষ্ঠশ্চ হ বৈ শ্রেষ্ঠশ্চ ভবতি প্রাণোবাব জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ।

যিনি জ্যেষ্ঠকে এবং শ্রেষ্ঠকে জানেন, তিনি জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ হন। প্রাণই জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ।

যোহবৈ বসিষ্ঠং বেদ বসিষ্ঠোহস্বানাং ভবতি বাগ্বাব বসিষ্ঠঃ।

যিনি বসিষ্ঠকে জানেন, তিনি স্বজনগণের মধ্যে বসিষ্ঠ হন। বাক্যই বসিষ্ঠ।

"যো হ বৈ প্রতিষ্ঠাং বেদ"

যিনি প্রতিষ্ঠাকে জানেন,

"প্রতি হ তিষ্ঠত্যস্মিংশ্চ লোকেহমুষ্মিংশ্চ"

ইহলোকে এবং পরলোকে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন,

"চক্ষুর্ব্বাব প্রতিষ্ঠা"

চক্ষুই প্রতিষ্ঠা।

"যোহবৈ সম্পদং বেদ"

যিনি সম্পৎকে জানেন

"সংহাস্মৈ কামাঃ পদ্যন্তে দেবাশ্চ মানুষাশ্চ"

তিনি দেবসম্বন্ধীয় এবং মনুষ্য সম্বন্ধীয় সকল প্রকার কামনার বিষয় লাভ করেন,

"শ্রোত্রং বাব সম্পৎ"

শ্রোত্রই সম্পৎ।

"যোহবা আয়তনং বেদ"

যিনি আয়তনকে জানেন,

"আয়তনং হ স্বানাং ভবতি"

তিনি তাঁহার আত্মীয়গণের আয়তন অর্থাৎ আশ্রয় হন,

"মনোহবা আয়তনম্"

মনই আয়তন।

"অথ হ প্রাণা অহং শ্রেয়সি ব্যূদিরে অহং শ্রেয়ান্ অস্মি অহং শ্রেয়ান্ অস্মীতি"

অতঃপর ইন্দ্রিয়েরা আমি শ্রেষ্ঠ, আমি শ্রেষ্ঠ, এই প্রকার বলিয়া বিবাদ করিতে লাগিল।

"তে হ প্রাণাঃ প্রজাপতিং পিতরমেত্যোচুঃ"

তাহারা স্বীয় পিতা প্রজাপতির নিকট আসিয়া নিবেদন করিল,

"ভগবন্ কো নঃ শ্রেষ্ঠ ইতি"

হে ভগবন্ আমাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ?

"তান্ হোবাচ"

প্রজাপতি তাহাদিগকে বলিলেন;

"যস্মিন্ বঃ উৎক্রান্তে শরীরং পাপিষ্ঠতরমিব দৃশ্যেত স বঃ শ্রেষ্ঠ ইতি"

তোমাদের মধ্যে যাহার উৎক্রমণে শরীর পাপিষ্ঠতর হয়, সেই তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

"সা হ বাগুচ্চক্রাম"

বাক্য শরীর হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল,

"স সংবৎসরং প্রোষ্য পর্য্যেত্যোবাচ"

সে একবৎসর কাল প্রবাসে পর্য্যটন করিয়া আসিয়া বলিল,

"কথমশকতর্ত্তে মজ্জীবিতুমিতি"

হে ইন্দ্রিয়গণ, তোমরা আমা বিনা কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলে? ইন্দ্রিয়গণ উত্তর করিল—

"যথা কলা অবদন্তঃ প্রাণন্তঃ প্রাণেন পশ্যন্তশ্চক্ষুষা শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ ধ্যায়ন্তো মনসৈবমিতি"

যেমন মূকেরা বাক্য উচ্চারণ করিতে পারে না, কিন্তু প্রাণের দ্বারা প্রাণন করে, চক্ষু দ্বারা দর্শন করে, শ্রোত্রের দ্বারা শ্রবণ করে, মনের দ্বারা মনন করে, এই প্রকার ছিলাম।

"প্রবিবেশহ বাক্"

ইহা শুনিয়া বাক্য স্বস্থানে প্রবেশ করিল।

"চক্ষুর্হোচ্চক্রাম"

চক্ষু শরীর হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল

"তৎসংবৎসরং প্রোষ্য পর্য্যেত্যোবাচ,"

সে একবৎসর কাল প্রবাসে পর্য্যটন করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল,

"কথমশকতর্ত্তে মজ্জীবিতুমিতি"

আমার অভাবে তোমরা কি প্রকারে জীবিত ছিলে?

"যথান্ধাঃ অপশ্যন্তঃ প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তোবাচা শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ ধ্যায়ন্তো মনসৈবমিতি"

যেমন অন্ধেরা দেখিতে পায় না—কিন্তু প্রাণের দ্বারা প্রাণন করে, বাক্যের দ্বারা কথা বলে, শ্রোত্রের দ্বারা শ্রবণ করে, মনের দ্বারা মনন করে, এই প্রকারে আমরা জীবিত ছিলাম।

"প্রবিবেশ হ চক্ষুঃ"

ইহা শুনিয়া চক্ষু স্বস্থানে প্রবেশ করিল।

"শ্রোত্রং হোচ্চক্রাম"

শ্রোত্র শরীর হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল

"তৎ সংবৎসরং প্রোষ্য পর্য্যেত্যোবাচ"

সে একবৎসর কাল প্রবাসে পর্য্যটন করিয়া আসিয়া বলিল,

"কথমশকতর্ত্তে মজ্জীবিতুমিতি"

তোমরা আমার অভাবে কি প্রকারে জীবিত ছিলে?

"যথা বধিরাঃ অশৃণ্বন্তঃ প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো বাচা পশ্যন্তশ্চক্ষুষা ধ্যায়ন্তো মনসৈবমিতি।"

যেমন বধিরেরা শুনিতে পায় না কিন্তু প্রাণের দ্বারা প্রাণন করে, বাক্যের দ্বারা বলে, চক্ষু দ্বারা দেখে এবং মনের দ্বারা মনন করে, এই প্রকারে আমরা জীবিত ছিলাম।

"প্রবিবেশ হ শ্রোত্রম্"

ইহা শুনিয়া শ্রোত্র স্বস্থানে প্রবেশ করিল।

"মনোহোচ্চক্রাম"

মন শরীর হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল,

"তৎসংবৎসরং প্রোষ্য পর্য্যেত্যোবাচ"

সে একবৎসর কাল প্রবাসে পর্য্যটন করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল,

"কথমশকতর্ত্তে মজ্জীবিতুমিতি"

তোমরা আমার অভাবে কি প্রকারে জীবিত ছিলে?

"যথা বালা অমনসঃ প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো বাচা পশ্যন্তশ্চক্ষুষা শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণৈবমিতি"

যেমন বালকেরা মনন করিতে পারে না কিন্তু প্রাণের দ্বারা প্রাণন করে, বাক্যের দ্বারা বলে, চক্ষুঃ দ্বারা দর্শন করে, শ্রোত্রের দ্বারা শ্রবণ করে, এই প্রকারে আমরা জীবিত ছিলাম।

"প্রবিবেশ হ মনঃ"

ইহা শুনিয়া মন স্বস্থানে প্রবেশ করিল।

"অথহ প্রাণ উচ্চিক্রমিষ্যন্ত্ স যথা সুহয়ঃ পড্বীশশঙ্কূন্ সঙ্খিদেদেবমিতরান্ প্রাণান্ সমখিদৎ"

তাহার পরে প্রাণ যেমন শরীর হইতে উঠিয়া যাইতে ইচ্ছা করিল, অমনি, পাদ-বন্ধন শঙ্কুতে আবদ্ধ তেজী অশ্ব যেমন বন্ধন-কীলককে উচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে, সেইরূপ প্রাণের উৎক্রমণে, ইন্দ্রিয় সকল উৎপাটিত প্রায় হইয়া পড়িল,

"তং হাভি সমেত্যোচুঃ"

তখন তাহারা সকলে আসিয়া প্রাণকে বলিল,

"ভগবন্নেধি"

ভগবন্ বসুন,

"ত্বন্নঃ শ্রেষ্ঠোহসি"

আপনি আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ,

"মোৎক্রমীরিতি"

উঠিবেন না, উঠিবেন না।

"অথ হৈনং বাগুবাচ"

তাহার পর বাক্য প্রাণকে বলিল,

"যদহং বসিষ্ঠোহস্মি ত্বং তৎবসিষ্ঠোহসীতি"

আমি যে এই বসিষ্ঠ, তাহা তুমিই ;

"অথ হৈনং চক্ষুরুবাচ"

তাহার পর চক্ষু প্রাণকে বলিল

"যদহং প্রতিষ্ঠাহস্মি ত্বং তৎপ্রতিষ্ঠাসীতি"

আমি যে এই প্রতিষ্ঠা, তাহা তুমিই ;

"অথ হৈনং শ্রোত্রমুবাচ"

তাহার পর শ্রোত্র প্রাণকে বলিল

"যদহং সম্পদস্মি ত্বং তৎসম্পদসীতি"

আমি যে এই সম্পৎ, তাহা তুমিই ;

"অথ হৈনং মনঃ উবাচ"

তাহার পর মন প্রাণকে বলিল,

"যদহমায়তনমস্মি ত্বং তদায়তনমসীতি"

আমি যে এই আয়তন, সে তুমিই ।

"ন বৈ বাচো ন চক্ষুংষি ন শ্রোত্রাণি ন মনাংসীত্যাচক্ষতে প্রাণা ইত্যেবাচক্ষতে প্রাণোহ্যেবৈতানি সর্ব্বাণি ভবতি ।"

এই জন্য ইহাদিগকে বাক্য, চক্ষু, শ্রোত্র, মন না বলিয়া ইহাদিগকে প্রাণই বলা হইয়া থাকে, ইহারা প্রাণ শব্দেরই বাচ্য ।

এখন আমরা এই আখ্যায়িকার দ্বারা আরও এই বুঝিলাম যে মুখ্য প্রাণ যেমন চক্ষু শ্রোত্রাদি সকল ইন্দ্রিয়ের আয়তন—প্রাণের অভাবে যেমন কেহ জীবিত থাকিতে পারে না সেইরূপ সর্ব্বস্রষ্টা পরমেশ্বর সমস্ত বিশ্বচরাচরের, সকল প্রাণীর, সকল মনুষ্যের, সকল আত্মার, সকল দেবতার আয়তন,—আশ্রয় । তাঁহার আশ্রয়হীন হইয়া কেহ জীবিত থাকিতে পারে না, তাঁহার উপাসনা না করিয়া কেহ ইহলৌকিক বা পারলৌকিক কল্যাণ লাভ করিতে পারে না,

"অথ য উদরমন্তরং কুরুতে তস্য ভয়ং ভবতি"

যে আপনা হইতে তাঁহাকে অল্পও দূরস্থ করিয়া বুঝিয়া থাকে, তাহার মৃত্যুভয় হয় । আর যে তাঁহাকে আপনার অন্তরস্থ আশ্রয় বলিয়া জানে ও হৃদয়ের প্রীতিপুষ্পে পূজা করে, সে মৃত্যুকে অতিক্রম করে ।

হে পরমাত্মন্ ! তুমি আমাদের প্রাণের প্রাণ, প্রাণারাম পিতা । যে শিশু পিতার হস্ত ধারণ না করিয়া চলিতে যায়, সে যেমন ভূমে পতিত হয়, সেইরূপ যখন আমরা তোমাকে নেতা না করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে যাই, তখন আমরা কর্ত্তব্যচ্যুত হইয়া দুঃখ ক্লেশে মগ্ন হই এবং যখন আমরা তোমার ধ্রুব জ্ঞান-জ্যোতির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া সত্য অন্বেষণ করি, তখন তাহা আমরা প্রাপ্ত হই না । তখন কল্পনার মরীচিকা আমাদিগকে কুপথে লইয়া নিরাশ করে । আমরা অজ্ঞানে অন্ধ, তুমি জ্ঞানরূপী মহান্ পুরুষ—সমস্ত জগতের নেতা, আমাদের আত্মার নেতা । তুমি তোমার সহজসিদ্ধ কৃপাগুণে আমাদের আত্মাতে প্রকাশিত হও এবং তোমার জ্যোতিতে ধর্ম্মপথের কুটিল গ্রন্থি ভগ্ন করিয়া তোমার অমৃত নিকেতনে যাইবার জন্য আমাদের সহায় হও, তোমার চরণে ইহাই প্রার্থনা ।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং ।

বিজ্ঞাপন ।

আগামী ৩০এ কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের সপ্তচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ণ ৩ টার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ এবং সন্ধ্যা ৭ টার সময়ে ঈশ্বরোপাসনা হইবে ।

শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ।
সম্পাদক ।

আয় ব্যয় ।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭১, ভাদ্র মাস ।

আদি ব্রাহ্মসমাজ ।

আয়	...	৬৯৪৸৶১০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৫৩০।৴০
সমষ্টি	...	১২২৫৶১০
ব্যয়	...	৭০৬ ৻১০
স্থিত	...	৫১৯৶০

আয় ।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন একেকেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ	৫০০৲
সমাজের ক্যাশে মজুত	১৯৶০
	৫১৯৶০

আয় ।

ব্রাহ্মসমাজ ৪০৮৵১০

মাসিক দান

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০৲

সাম্বৎসরিক দান ।

শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল মুখোপাধ্যায় ১০৲
„ „ যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ১০৲
„ „ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১০৲

শুভকর্ম্মের দান ।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২০৲
কোম্পানির কাগজের সুদ প্রাপ্ত ৬৮৵১০
৪০৮৵১০

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ... ৯৬।৵০

শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র সুর, কলিকাতা ৩৲
„ „ রামলাল বসু, ঐ ১৲
„ „ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঐ ৩৲
„ রায় বলাইচাঁদ পাইন বাহাদুর, ঐ ৩৲
„ বাবু প্যারিমোহন রায়, ঐ ২৲
„ „ অক্ষয়কুমার ঠাকুর, ঐ ৩৲
„ „ মহেন্দ্রনাথ বসু, ঐ ৩৲
„ „ বনমালী চন্দ্র, ঐ ৩৲
„ „ কুলদাকিঙ্কর রায়, ঐ ৩৸০
„ „ দ্বারকানাথ রায়, ঐ ৩৲
„ „ র[illegible]সিং, ঐ ৩৲
„ „ [illegible]লাল দাস, ঐ ৩৲
„ „ পতিতপাবন মিত্র, ঐ ২৲
„ মহারাজা দুর্গা[illegible]রণ লাহা বাহাদুর, ঐ ৩৲
„ পণ্ডিত গিরীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, ঐ ৩৲
„ বাবু মণিলাল মল্লিক, ঐ ৩৲
„ „ কালীপ্রসন্ন ঘোষ, ঐ ৩৲
„ „ দিগম্বর দত্ত, ক্ষিরপাই ৫৲
„ „ দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, হালিসহর ৩।৵০
„ „ গণেশপ্রসাদ লালা, রাজদ্বারভাঙ্গা ৩।৵০
„ „ চন্দ্রশেখর বসু, দ্বারভাঙ্গা ৬৸০
„ „ ভবদেব নাথ, কালনা ৩।৵০
„ „ মুকুন্দানন্দ আচার্য্য, ডেরাডুন ৩।৵০
„ „ চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত, পাণ্ডুয়া ৩।৵০
„ „ সুরেশনাথ রায়, জাড়া ৩৸০
„ „ গোবর্দ্ধন শীল, চন্দননগর ২।৵০
„ „ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, নলহাটি ।৵০
„ „ ঈশ্বরচন্দ্র রায় চৌধুরী জমীদার, বাহিন ৬৸০
„ সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ, বাঁকুড়া ৫৲
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা নগদ বিক্রয় ১৸০
৯৬।৵০

পুস্তকালয়	...	৪।৵০
যন্ত্রালয়	...	১৮৪৸০
ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		১।০
সমষ্টি		৬৯৪৸৵১০

ব্যয় ।

ব্রাহ্মসমাজ	...	৩৩৬।৵৪
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৮৪।০
পুস্তকালয়	...	॥৶৩
যন্ত্রালয়	...	২৬৪॥৶৩
সেভিংস্ ব্যাঙ্ক	...	২০৲
সমষ্টি		৭০৬ ৻১০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
সম্পাদক ।

Sermons of Maharshi Debendra Nath Tagore.

(Translated from Bengali.)

SERMON VIII.

God—our Friend and Associate.

"द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया
समानं वृक्षं परिषस्वजाते ।
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यन-
श्नन्नन्योऽभिचाकशीति ॥"

"Two beautiful birds abide in the same tree; they always remain together, and are associates, each to the other. One of them eats with delight the fruit of the tree and the other only observes Him eating, himself fasting."

The text I have selected to-night speaks of two beautiful birds, that is, the Divine Soul, and the human soul. They are characterized as beautiful. Whence comes the beauty of the human soul? A ray from the beauty of the Supreme Soul, reflecting on the human soul, renders it beautiful. The text says that the Supreme Soul and the human soul abide in the same tree, that is, the human body. They always remain together; the Supreme Soul as One extending His protection to the human soul, and the human soul as one who depends on the Supreme Soul for its existence. They are associates, each to the other. The Supreme Soul offers love to the human soul and the human soul performs the works that the Supreme Soul loveth; for this reason they are friends, each to the other. One of the two birds is described as eating with delight the fruit of the tree: it is the human soul enjoying all the beneficial privileges and blisses of life in the broad almonry of God. The other bird is described as only observing its companion eating, himself fasting: it is the Supreme Soul observing with joy His creatures enjoying under His protection the life He has given them, and feeling gratified at their enjoyment, just as human parents would feel gratified at their offspring delighting in the activities and joys of life. Such is the near and close relation between the Supreme Soul and the human soul. The One is the Giver of fruit, and the other is the enjoyer of the same. Pleasures and joys are bountifully showered on man with the waters of God's mercy, and as he enjoys them he makes obeisance to Him reverently and with a thankful heart. Man lives and works fearlessly, secure in the protection of Him who gives protection to all. The human soul rejoices in its freedom. It brooks no subjection. Every one of us feels what happiness is there in freedom. Although the soul is often

driven by adverse circumstances into subjection, in its career through this world, yet it can not be mistaken that freedom is its inmost spirit. All its happiness has freedom for its basis; all its misery has its source in subjection. But observe how great is the joy of the soul in its subjection to God. The soul naturally repels subjection, but it can not exist without subjection to the Lord. Nay, to be the Lord's associate and attendant and servant, and to render spiritual obedience and worship to Him is to the soul the highest delight; the capacity to subject its will to the will of God is to the soul its chief glory. Why is the state of salvation, in which we shall be free from attachment to the world, and from thraldom to objects of worldly enjoyment, so covettable to us? It is because in that state we shall no longer be subject to the concerns of this world, but shall be free to place ourselves in complete subjection to God, and be able always to rest at His feet, to serve Him and to adore Him and joyously to perform the works that He loveth. If salvation meant merely freedom from worldly attachment and pain and misery, and if in that state we were not privileged to serve God, to worship Him, and to perform the works He loveth, what would that state, void of all high aspirations, avail us? In subjection to God is the soul's joy; in rendering service to Him lies its glory. The highest privilege of the human soul is that it can worship God, serve God, and do the works He loveth.

The God who is our Lord, our Deity, the Giver of our life, and not to submit to whom or not to be able to see whose loving face renders life vain, is also our Friend. He loves us and He wishes that we should love Him. He attracts our love to Him by the love that He freely offers us. He looketh at us with loving eyes; He makes our soul grow and develop. He draws our soul towards Him; He floods our soul with showers of joy, and we in return offer our reverent love to Him and thus render our life blessed beyond all description. Therefore is it that the human soul and the Supreme Soul are friends, each to the other. We can not calculate the extent of the pleasure which is brought to us through the avenues of our senses; who can then measure the holy joy that springs from the fountains of love and knowledge and righteousness? How can we contain the gratitude that is stirred in our hearts at the thought that, under God's mercy, we shall go on progressing eternally in love, knowledge and righteousness, and that our joy born thereof will grow

without cessation? When the gratitude we feel for the Divine bounty we share individually overflows its limits, how can we succeed if we essay to thank God orally on behalf of mankind for His bounty to them all? When in endeavouring to give expression to the love which I feel God bears to me and the kindliness of the look, which I behold He fixes on me, my tongue becomes silent, and when in the attempt to form an idea of the depth of God's love to me, my mind meets with an absolute failure, then how can I hope to conceive the Divine love and mercy which are perennially showered on the numberless beings, inhabiting the endless worlds in God's infinite universe? Just at this moment, as we are gathered together in this hall, united by a spirit of fraternal affection, we enjoy the liberal grace of the Lord. But how can I, fully thank God, for all present here, for such grace, either mentally or orally?

We are little insignificant creatures, we are buried in sin, our minds are steeped in remorse in consequence of our sins, yet God—the Most High—is our friend, our associate. How high is this privilege, that has been conferred upon us! He who is the God of gods, the King of kings, has His eyes lovingly fixed on us, and not merely that, He is even our friend and associate. We recoil from calling individuals occupying high places our friends, but our minds feel no hesitation in speaking of God as our Friend. Yes, the God of Gods is our Friend. Our love for Him and His love for us mix themselves. We rejoice in our obedience to Him, and He wishes to be our guide. We serve Him as our Lord; He sustains us as His servants. When addressing Him we say "Thou art our Lord, Thou art the Being who is worthy to be sought as our refuge, Thou art to be adored by us, Thou art our preserver," and when we utter the *sloka* "महान् प्रभुर्ब्बै पुरुषः," "He is the great Lord of all that exists," then our whole soul fervently echoes these sentiments. If there were not in our souls a sense of God there would not be this unanimity between what we feel about God and what we hear spoken of Him. Even in those who are seen to be mad day and night with worldly enjoyments, this sense of God is awakened from its torpor, as soon as the words "सर्व्वस्य शरणं सुहृत्" "God is the Friend and the Refuge of all" enter their ears. You thus see how close is the bond between the human soul and the Divine Soul! Even while we grope in the utter darkness of intense infatuation, the very mention of the name of God brings lightning out of that dark-

ness. Words can never express fully the depth and intimate character of God's relation with our soul. Oh, what bliss does he enjoy whose very life is association with God! If the adamantine heart of the thorough-going worldling melts at the mere name of God, and becomes bright with His love, how radiant must then be the aspect of the souls that plunge incessantly in that ocean of nectar—the Supreme Soul. What is the disposition of those souls that bask perpetually in the light of the Sun of the Supreme Soul, and live always close under the shadow of God's Infinite Goodness and are perennially refreshed by the breeze of Divine love? They are blessed with a disposition which makes this world to them the veritable *Brahma—Lok* or the World of God; **"অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে"** "even in this world they enjoy God." Let them who are infatuated by worldliness, reform themselves by imitating the example set by these great-souled individuals. Let them think of the true remedy for the miseries they suffer and the anguish they are troubled with. God sends dangers to us, and inflicts punishment on us, with the object of drawing us back to His path—the path of righteousness. God says to man, "Do not forget me; enjoy my ceaseless bounty, but make me thy refuge." All the riches of the universe have not the power to save us from the fear that is born of the consciousness of being deprived of the love and refuge of God. In heaven and earth there is no joy which can compensate for the misery that comes from the consciousness of being deprived of the love and refuge of God. God has ordained that wordly enjoyments should not afford us perfect gratification of our desire for happiness, for if we could derive such gratification from indulgence in worldliness, we would not turn our mind to the enjoyment of the holy joy of God, the joy that flows from godly life. The reason why God has alloyed earthly happiness with misery and made prosperity liable to be usurped by adversity, is that man should divorce his attachment from the world and strive to attain the feet of the Lord—the only place safe from all dangers. When we are lacerated by the thorns of the world, we pray for the sweet refuge of the Lord. We run to God for the cool waters of His mercy when our heads burn with the fire of the world's affliction. The joy of God—the joy that is born of loving God and doing the works He loveth—grows in depth and intensity, as the desire for worldly enjoyments weakens with the growth of the soul. Then the world becomes only a field for the work of God, and God the object of our spiritual enjoyment. At this moment we are all in the company of our Eternal Friend; let us present Him with our tears of love, let us offer Him our heart-felt gratitude and reverence. Dedicate to Him all that you possess, and thus render your existence blessed beyond description.

একমেবাদ্বিতীয়ং

পঞ্চদশ কল্প

দ্বিতীয় ভাগ।

অগ্রহায়ণ ব্রাহ্মসম্বৎ ৭১।

৬৮৮ সংখ্যা — ১৮২২ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

অমৃতধাম	(শ্রীশম্ভুনাথ গড়গড়ি)	১১৩
সর্ব্ববিজয়ী ব্রহ্ম-শক্তি	(শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী)	১১৫
ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার প্রণালী	(শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু)	১১৯
কৃষ্ণাবতার	(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)	১২৩
সংবাদ	... ...	১২৬
Sermons of Maharshi Devendra Nath Tagore.	IX.	43
Brahmoism; Its Relation to Christianity		47

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৫৭। কলিগতাব্দ ৫০০১। ১ অগ্রহায়ণ শুক্রবার।

JOTINDRO NATH DUTTA
JANMABHUMI OFFICE
50, Manick Bose's Ghat St. Calcutta.

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা ডাক মাশুল ।৶০ আনা। } আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপন।

(নূতন কাব্য গ্রন্থ)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

কণিকা	৷৷০ আনা
কথা	১৲ টাকা
কাহিনী	১৲ টাকা
কল্পনা	১৲ টাকা

আদি ব্রাহ্মসমাজের ঠিকানায় আমার নিকট কিনিলে ডাক্‌মাশুল লাগিবে না।

শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
প্রকাশক।

জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শেষ উপদেশ।

মূল্য দশ আনা মাত্র, ডাকমাশুল একআনা।

বিজ্ঞাপন।

১। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রালয়ে বাঙ্গালা প্রভৃতি সকল রকম পুস্তক চেক্‌দাখিলা চিঠি পত্রাদি সকল প্রকার কার্য্য উচিত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে সমাধা করা যাইবে।

২। মফঃস্বলের গ্রাহকদিগকে তত্ত্ববোধিনীর মূল্য বাবদ স্বতন্ত্র রসিদ দেওয়া যাইবে না; তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে।

৩। মনি অর্ডার, নোট, নগদ টাকা ও অর্দ্ধ আনার ডাকের টিকিট ব্যতীত অন্য প্রকারে তত্ত্ববোধিনীর মূল্য লওয়া যাইবে না।

৪। কোন গ্রাহক স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার নূতন ঠিকানা পত্র দ্বারা না জানাইলে পত্রিকা পাওয়া সম্বন্ধে কোন গোলযোগ জন্য দায়ী নহি।

৫। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ও আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তকাদির মূল্য ও মুদ্রাঙ্কনের টাকা ও চিঠি পত্রাদি কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

৬। টাকা পাঠাইবার সময় মনিঅর্ডার কুপনে নাম, ধাম এবং কি বাবতে কত টাকা পাঠান হইল, স্পষ্ট করিয়া লেখা আবশ্যক।

৭। পত্রিকা বন্ধ করিবার সময় পূর্ব্বপ্রাপ্ত পত্রিকার মূল্য বাকি থাকিলে তাহা শোধ করিয়া দিতে হইবে।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

JOTINDRO NATH DUTTA
JANMABHUMI OFFICE
56, Manick Bose's Ghat St. Calcutta.

একমেবাদ্বিতীয়ং

পঞ্চদশ কল্প

দ্বিতীয় ভাগ।

৬৮৮ সংখ্যা   অগ্রহায়ণ ব্রাহ্মসম্বৎ ৭১।   ১৮২২ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

১৮২২ শক, ৮ই কার্ত্তিক, বুধবার।

অমৃতধাম।

"দীর্ঘ জীবন পথ, কত দুঃখ তাপ,
গেয়ে চলি তবু তাঁর, করুণার গান।"

সংসার মৃত্যুর প্রতিকৃতি। ইহা বুঝিতে আর বিলম্ব হয় না। আমরা সকলেই ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছি। রোগ শোক দারিদ্র্য মৃত্যু মৃত্যু-নিবন্ধন যন্ত্রণা প্রভৃতি এখানে অপ্রতিহত প্রভাবে আধিপত্য করিতেছে। দুঃখ এখানে কাহাকেও ছাড়ে না। তোমার আমার কথা দূরে থাকুক এখানে রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠিরের বনবাস, সক্রেটিসের বিষপানে মৃত্যু, ঈশার ক্রুশ যন্ত্রে মৃত্যু, সীতার পাতাল প্রবেশ, দুর্য্যোধনের সভায় দ্রৌপদীর অপমান, এমেরিকার আবিষ্কর্ত্তা কলম্বসের লৌহশৃঙ্খলে বন্ধন,—তাঁহার গুণের এই পুরস্কার! এখানে সরোবরে প্রাতঃকালে কমল প্রস্ফুটিত হইয়া জল উজ্জ্বল করে, সূর্য্য অস্ত হইলেই সে শ্রীহীন, রূপলাবণ্যহীন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কুমুদিনী সন্ধ্যা হইলেই ফুটিয়া উঠে, প্রাতঃকাল সমাগত হইবামাত্রই বিবর্ণ হইয়া জলসাৎ হইয়া যায়।

"নীরবিন্দু দূর্ব্বাদলে, নিত্য কিরে ঝল ঝলে ?
কে না জানে অম্বুবিম্ব, অম্বুমুখে সদ্যঃপাতি।"

এখানে অদ্য কুললক্ষ্মীর চক্ষে প্রেমাশ্রুধারা শোভা পাইতেছে, কে এ অশ্রুবিন্দুর মূল্য নির্ণয় করিতে সমর্থ? কোথায় কহিনুর আর কোথায়ই বা মুক্তাশ্রেণী, ইহার শোভার নিকট সকলেই পরাস্ত! কল্য দেখি তাঁহারই নেত্রপ্রান্ত হইতে, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে শোকাশ্রু—মর্ম্মভেদী শোকাশ্রু বহিতেছে। এখানে যে সন্তান পিতার ছায়া স্বরূপ, একদণ্ড সঙ্গ ছাড়ে না, যার গুণে, যার কথায় সংসার মধুময়, কাল রোগ তাহাকে ধরিল, সে একদিন পিতার সমক্ষে মাতার ক্রোড়ে জন্মের মত মাতাকে ডাকিয়া তাঁহার মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টি পাত করিল, পরক্ষণেই চক্ষু মুদিত করিল, আর খুলিল না। চিরবিরহে ব্যাকুল স্ত্রী কি স্বামীর হৃদয় কি অন্ধকারময়—কি যন্ত্রণাময়! এখানে

"দু দিনের হাসি দুদিনে ফুরায়,
দীপ নিবে যায় আঁধারে"

হেথা "কোথা প্রেম, কোথা সুখ" এ প্রবাসেব দুঃখ প্রবাসীই জানে, আমাদের গম্যস্থান সেই অমৃতধাম। সেই আনন্দ-ধাম—সেই ব্রহ্মধাম। গগন-বিহারী উৎ-ক্রোশ পক্ষী কি পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া সুখী হইতে পারে? কখনই নহে। সে অনন্ত আকাশেই বিহার করিতে চায়।

ঈশ্বর পৃথিবীকে সুখধাম করিয়া দেন নাই। চাতক যেমন প্রচণ্ড উত্তাপের সময়, স্বচ্ছ জলের জন্য ঊর্দ্ধমুখে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করে, আত্মা তেমনি সংসার সন্তাপে দগ্ধ বিদগ্ধ হইয়া অমৃতধামে স্থান পাইবার জন্য ব্যগ্র হয়। সংসার-সমুদ্রের ঊর্ম্মি সকল যত স্ফীত হইয়া উঠে, আত্মা তত ঊর্দ্ধেই গমন করে। আমরা যাহাতে ক্ষুদ্র বিষয়ের মোহে মোহিত না হই, ইহার জন্যই পরমেশ্বর বিষয়ে তৃপ্তি দেন নাই। তিনি দুঃখের বিধান করিয়াছেন সত্য বটে, কিন্তু ইহার সদ্ব্যবহার করিতে পারিলে, এক দিন ইহা হইতে পরমানন্দ উদ্ভূত হইবে। পঙ্ক হইতে যেমন পদ্মিনী কঠোর শৈল শিখরেও যেমন শৈব-লের উৎপত্তি হয়, দুঃখ হইতেও তেমনি এক দিন আনন্দের উদ্ভব হইবে। অশ্রু-জলে যে বপন করে, সময়ে সে সুন্দর শস্য প্রাপ্ত হয়।

"শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥"

দুঃখকেও অনিত্য জানিয়া যিনি এই পৃথিবীতেই আনন্দময় পরমেশ্বরকে নিজ হৃদয়ে অন্বেষণ করিয়া পাইয়াছেন, তিনিই অমৃতধামের যাত্রী। গীতায় আছে, দেহাদির স্বামী জীব যখন কর্ম্মবশে শরীরান্তর প্রাপ্ত হন, অথবা যখন যে শরীর হইতে যাহাতে গমন করেন, তৎ-কালে পূর্ব্ব শরীর হইতে এই সকল ইন্দ্রি-য়াদিকে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির ভাব সকলকে লইয়া যান, যেমন বায়ু, আশয় অর্থাৎ কুসুমাদি হইতে গন্ধবিশিষ্ট সূক্ষ্মাংশ সকল গ্রহণ করিয়া গমন করে সেই রূপ।' অতএব যদি অন্ধতমসাচ্ছন্ন লোক পরিহার করিয়া আনন্দধামে যাইবার অভিলাষ থাকে, তবে এই বেলা সময় থাকিতে থাকিতে, আপনার আত্মার প্রতি লক্ষ্য রাখ। দেখ সাধন ও উৎকৃষ্ট বৃত্তি সকলের কতদূর অনুশীলন হইল? দেখ পরের চক্ষে জল দেখিলে তোমার চক্ষে জল আইসে কি না? পরের সুখে তুমি সুখী হইতে পার কি না? দেখ সহস্র প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তুমি এখানে দিনান্তে একবার ও সমাধিস্থ হইতে পার কি না? যদি পার, নিশ্চয়ই তোমার জন্য অমৃত নিকে-তনের দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে।

অমৃত নিকেতন কি কথার কথা, না সত্যই তাহা বিদ্যমান আছে? নিঃসং-শয়ে বলা যাইতে পারে, সত্যই তাহা বিদ্যমান আছে। যখন ঈশ্বর তৃষ্ণা দিয়া জলের সৃষ্টি করিলেন, ইন্দ্রিয় দিয়া তাহার উপযোগী বিষয় সৃষ্টি করিলেন, তখন আত্মায় রমণীয় রমণীয় বৃত্তি দিয়া তাহা-দিগকে কি চরিতার্থ করিবেন না? কৈ এখানে ত সে সকল বৃত্তি সম্যক চরিতার্থ হয় না, তবে অবশ্যই অমৃতধামে চরিতার্থ হইবে, কখনই বিফল ও ব্যর্থ হইবে না।

কুতার্কিকেরা কুসংস্কার ও অতিবুদ্ধি রূপ শলাকা দ্বারা বিশ্বাসরূপ চক্ষুকে নষ্ট করিয়াছে, তাহারাই বলে, পরলোক নাই। নতুবা প্রথম সৃষ্ট মনুষ্য হইতে এ কাল পর্য্যন্ত সাধারণ লোকের হৃদয়ে পরকাল ও পরলোকের বিশ্বাস জাগরূক আছে। নিরক্ষর ও বর্ব্বর লোকের হৃদয়েও

এ বিশ্বাস আছে। একদা প্রসিদ্ধ ইংরাজ এ্যাডিসনের পিতা, আফরিকাবাসী কোন নিরক্ষর লোককে পরলোকের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, উত্তরে সে বলিল, "মৃত্যুর পর এমন স্থানে যাইব, সেখানে, যাহা ইচ্ছা করিব, তাহাই সম্মুখে উপস্থিত হইবে" ইহা তাহার সুসংস্কারই হউক আর কুসংস্কারই হউক, পরলোকের প্রতি তাহার যে একটা বিশ্বাস আছে, তাহাতে আর সংশয় নাই। ঈশ্বর যে বিশ্বাসচক্ষু আত্মায় দিয়াছেন, কেহই তাহা নষ্ট করিতে পারিবে না। অতএব অমৃতধাম যখন নিশ্চয়ই আছে, তখন তাহার জন্য কেন না প্রস্তুত হই? সংসারের যন্ত্রণায় অস্থির হওয়া, পাপের যন্ত্রণায় দগ্ধ হওয়া কি প্রার্থনীয়? যদি এখানে থাকিয়াই সংযত হইয়া ঈশ্বরের উপাসনা দ্বারা জ্বালা যন্ত্রণার উপশম হয়, হৃদয়ে শান্তি উপ-স্থিত হয়, তবে ব্রহ্মধাম—যাহা শান্তি-নিকেতন সেখানে যাইয়া কেন না সম্যক্ রূপে দুঃখ হইতে মুক্ত হইব? কেনা অবাধে ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতে পাইবে?

হো কি আনন্দময় স্থান! কালের নিশ্বাসে যেখানে হৃদয়ের ফুল শুষ্ক হয় না, যেখানে প্রাণের প্রিয় বস্তুর সহিত মিলিত হইয়া, হৃদয়নাথের পূজা করিতে পাইব, যে কথা কখন শুনি নাই—যে দৃশ্য কখন দেখি নাই, সেই কথা, সেই দৃশ্য যেখানে শুনিব ও দেখিতে পাইব, যে-খানে প্রবেশ মাত্রেই এমন অমৃতময় স-ঙ্গীত শুনিতে পাইব, যাহার প্রভাবে পূর্ব্বসঞ্চিত পাপের মলিনতার আভাস মাত্রও আর থাকিতে পারিবে না, যেখানে দেবগণের প্রেমাশ্রুতে ঈশ্বরের প্রেম-রূপ, মঙ্গল-রূপ প্রতিফলিত হই-তেছে, সেই স্থানে গমন করিয়া কত দিনে, আর কত দিনে আমরা বিগত-ক্লেশ বিগত-শোক ও বিগতপাপ হইব কত দিনে আনন্দময়ের মধ্যে একবারে ডুবিয়া আত্মহারা হইব?

হে দেব! সংসার যন্ত্রণায় অস্থির আমরা; অমৃতধামের পথ আমাদিগকে দেখাও, চরণে স্থান দাও এই প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সর্ব্ববিজয়ী ব্রহ্ম-শক্তি।

আর্য্য মহর্ষি পূজ্যপাদ সনৎকুমার বলি-য়াছেন যে "বলং বাব বিজ্ঞানাৎ ভূয়ঃ" বিজ্ঞান হইতে বল বড়। যে বলে প্রভ-ঞ্জন তরুলতা, বনস্পতি, অট্টালিকা প্রক-ম্পিত করিয়া মনুষ্যের মনে ভয়ের সঞ্চার করে, যে বলে প্রচণ্ড সূর্য্য অগ্নিবৃষ্টি দ্বারা চরাচরের সমুদায় স্থূল পদার্থকে ভস্মরা-শিতে এবং হিমাদ্রি-শিখরের তুষার রাশিকে বাষ্পবিন্দুতে পরিণত করিতে সক্ষম হয় এবং যে বলে বজ্র নিপতিত হইয়া পর্ব্বত-চূড়া ভূমিসাৎ করে, সেই বল বিজ্ঞান হইতে বড়। সেই বলই আমাদের শরী-রের মাংসপেশিতে বিচরণ করিয়া আমা-দিগকে গ্রহণ কার্য্যে, ধারণ কার্য্যে, বিচরণ কার্য্যে এবং সংসারের তাবৎ কর্ত্তব্যসাধনে সহায়তা করে। বল অপরিমেয় বৃহৎ গ্রহ-চক্র সমুদায়কে অনন্ত শূন্যে ধারণ করিয়া বিঘূর্ণিত করিতেছে। বল মনের ইচ্ছাকে জাগ্রৎ করে, বল উদ্যম অধ্যব-সায়কে সতেজ করে, বুদ্ধিকে তেজস্বিনী করে। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" বলহীন লোকের দ্বারা আত্মা লভ্য নহেন অর্থাৎ বল দুর্গম ধর্ম্মপথে বিচরণকারী সাধু পুরুষকে অশেষ কৃচ্ছ্রসাধনে সহিষ্ণু রাখিয়া সেই দুর্গম পথের পর পারে উপ-

নীত করিয়া তাঁহাকে আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন করে। কিন্তু এই বল লাভের জন্য আমরা কাহার চরণে কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি লইয়া দণ্ডায়মান হইব? যিনি সমস্ত বলের আধার, যিনি ইহার প্রয়োজক।

"য আত্মদা বলদা যস্ত বিশ্ব উপাসতে প্রশিসং যস্ত দেবাঃ যস্যচ্ছায়াঽমৃতঃ যস্য মৃত্যুঃ"

যিনি আত্মদাতা, বলদাতা, সমস্ত বিশ্ব এবং দেবতারা যাঁহার নিয়মকে অবনত মস্তকে পালন করিতেছেন, মৃত্যু এবং অমৃত যাঁহার ছায়া এবং যিনি ইচ্ছা করিয়া স্বীয় শক্তিকে জগৎ হইতে প্রত্যাহার করিলে ইহার এক বালুকণিকাও তিষ্ঠিতে পারে না, সেই ব্রহ্মেরই চরণ প্রান্তে আমরা কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি লইয়া দণ্ডায়মান হইব। যদি মানুষের হৃদয় অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, যদি তাহার আত্ম-জ্ঞানাগ্নি নির্ব্বাণ হয়, তবে সে আত্মার আত্মা পরমাত্মাকে দেখিতে পায় না; তখন সে মোহান্ধ হইয়া আপনার সমুদায় কার্য্যে আপনারই গৌরব প্রকাশ করে। সকল গৌরবের আস্পদ সেই মহাগৌরবান্বিত ঈশ্বরের পদতলে সে অবনত হয় না—তাহার চরম দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়। আদিত্য অস্তমিত হইলে পৃথিবীকে রৌদ্রান্বিত করা যেমন অসম্ভব, অগ্নি ভস্মসাৎ হইলে তাহাকে প্রজ্বলিত করা যেমন অসম্ভব, তেমনি যাঁহার বলে বলী হইয়া বীরদর্পে পৃথিবীকে কম্পিত করিতেছ তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটি তৃণকেও স্থানান্তরিত করা কিম্বা একটি সামান্য অবস্থারও পরিবর্ত্তন করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

কোন দেশের সম্রাটের পরমগুণসম্পন্ন একটি পুত্র ছিল। নরপতি তাহার প্রতি একান্ত আসক্ত ছিলেন। সেই রাজকুমার অকস্মাৎ মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়া মহারাজকে শোকসাগরে নিমগ্ন করে, রাজা একটি পটমণ্ডপের ভিতরে তাহাকে সমাধিস্থ করিয়াছিলেন এবং প্রতিবৎসর সেকবার সেই রাজা সসৈন্যে ও সবান্ধবে এখানে উপস্থিত হইতেন। তাঁহার সৈনিক দলকে প্রথমতঃ সেই পটমণ্ডপ প্রদক্ষিণ করিতে ও কিছু বলিতে হইত। তাহারা বলিত যে রাজকুমার! তোমার যে অবস্থা ঘটিয়াছে, যদি আমরা বাহুবলে তাহা অপনয়ন করিতে সক্ষম হইতাম, তাহা হইলে সকলে স্বস্ব প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়া তোমাকে পুনর্গ্রহণ করিতাম। কিন্তু যিনি এই অবস্থা সংঘটন করিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে কোন রূপে সংগ্রাম চলে না। তাহার পরে জ্ঞানী পণ্ডিতবর্গ আসিয়া বলিতেন, রাজতনয়! যদি জ্ঞান বিজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যবলে এ দুঃখ দূর করিতে পারা যাইত, তাহা হইলে আমরা তাহা করিতাম। অনন্তর সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধগণ আসিয়া বলিতেন, নৃপনন্দন! যদি আশীর্ব্বাদবলে ও শোক প্রকাশে তোমার জীবন রক্ষা করিতে সক্ষম হইতাম, তাহা হইলে আমরা কখন তাহাতে বিমুখ থাকিতাম না। পরে সুন্দরী কিঙ্করীগণ রত্নপূর্ণ থালা হস্তে করিয়া আসিয়া বলিত, হে প্রভো! যদি ধন সম্পদ ও সৌন্দর্য্যবলে তোমাকে লাভ করিতে পারিতাম, তবে তোমার জন্য এ সমুদায় অর্পণ করিতাম। কিন্তু যিনি এই ঘটনার প্রবর্ত্তক তাঁহার নিকটে ঐশ্বর্য্য সম্পত্তি ও রূপ যৌবনের কোন মূল্য নাই। সর্ব্বশেষে সম্রাট যাইয়া বলিতেন, হে প্রাণপুত্র! তোমার পিতার হস্তে আর কি ক্ষমতা আছে, আমি তোমার জন্য বৃহৎ সৈন্যদল আনিয়াছি, বিদ্বান্ ও বৃদ্ধ পুরুষগণ এবং রূপযৌবনসম্পন্ন ও সম্পদশালী লোক সকল উপস্থিত হইয়াছেন এবং আমিও আসিয়াছি। সৈন্যবল, পাণ্ডিত্য ও ধন সম্পদ্ এবং সৌন্দর্য্যবলে যদি এ বিপদের নিরাকরণ হইত তাহা হইলে তৎসমুদয়কে তাহাতে নিযুক্ত করিয়া যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিতাম। কিন্তু যিনি এই ঘটনা সংঘটন করিয়াছেন তোমার পিতা ও সমুদায় জগৎ তাঁহার শক্তিপূর্ণ বাহুর নিকট দুর্ব্বল। এই বলিয়া রাজা চলিয়া যাইতেন।

জন্ম, মৃত্যু, ঈশ্বরের নিয়মের অধীন। শক্তি সামর্থ্য সেই স্বাধীন পুরুষের স্বাধীনতার ছায়া। অতএব ঘটনা প্রাকৃতিক নিয়মেই সংঘটিত হউক কিম্বা স্বীয় সাধনে বা উদ্যমেই সংঘটিত হউক, তাহার জন্য ঈশ্বরেরই শুভ ইচ্ছার উপরে নির্ভর স্থাপন করিতে হইবে এবং তাঁহাকেই কারণ জানিয়া তাঁহারই জয় ঘোষণা করিতে হইবে। কেবল মনুষ্য নহে, দেবতারাও ঈশ্বরের মহিমা অগ্রাহ্য করিয়া স্বীয় শক্তিতে সমর্থ নহেন। বেদ হইতে তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি—

"ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে।"

দেবাসুরের সংগ্রামে ব্রহ্ম দেবতাদিগকে জয়প্রদান করিলেন।

"তস্য হ ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবা অমহীয়ন্ত।"

সেই ব্রহ্মপ্রদত্ত বিজয়ে দেবতারা মহিমান্বিত হইলেন। 'তে ঐক্ষন্ত' তাঁহারা মনে করিলেন যে,

"অস্মাকমেবায়ং বিজয়োঽস্মাকমেবায়ং মহিমেতি।"

আমাদেরই এই জয়, আমাদেরই এই মহিমা।

"তদ্ধৈষাং বিজজ্ঞৌ তেভ্যো হ প্রাদুর্বভূব।"

কিন্তু ব্রহ্ম তাঁহাদের মনের এই ভাব জানিতে পারিলেন এবং তাঁহাদের সম্মুখে প্রকাশিত হইলেন।

"তন্ন ব্যজানন্ত কিমিদং যক্ষমিতি।"

কিন্তু এই পূজনীয় কে? তাহা তাঁহারা জানিতে পারিলেন না।

"তেঽগ্নিমব্রুবন্ জাতবেদঃ"

তাঁহারা অগ্নিকে বলিলেন—হে জাতবেদ।

"এতদ্বিজানীহি কিমেতদ্ যক্ষমিতি।"

এই পূজনীয় কে? তাহা তুমি জানিয়া আইস।

"তথেতি তমভ্যদ্রবৎ,"

অগ্নি বলিলেন, আচ্ছা। এই বলিয়া তিনি তাঁহার নিকট দ্রুতপদে গমন করিলেন।

"তমভ্যবদৎ কোঽসীতি।"

তখন ব্রহ্ম তাঁহাকে বলিলেন, তুমি কে?

"অগ্নির্ব্বা অহমস্মীত্যব্রবীজ্জাতবেদা বা অহমস্মীতি।"

অগ্নি বলিলেন, আমি অগ্নি, আমি জাতবেদা।

"তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্য্যমিতি।"

ব্রহ্ম তাঁহাকে বলিলেন, ভাল, এমন গুণ ও নামযুক্ত যে তুমি, তোমাতে কি বীর্য্য আছে?

"অপীদং সর্ব্বং দহেয়ং যদিদং পৃথিব্যামিতি।"

অগ্নি উত্তর করিলেন, পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, আমি তৎসমস্ত দগ্ধ করিতে পারি।

"তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি।"

ব্রহ্ম তাঁহাকে একটি তৃণ দিয়া বলিলেন, ইহাকে দগ্ধ কর।

"তদুপপ্রেযায় সর্ব্বজবেন তন্ন শশাক দগ্ধুং।"

অগ্নি নিজের সমুদায় বলের সহিত তাহার উপরে পড়িলেন, কিন্তু তাহাকে দগ্ধ করিতে পারিলেন না।

"স ততএব নিববৃতে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি।"

তিনি তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন এবং আসিয়া বলিলেন যে, এই পূজনীয় যে কে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

"অথ বায়ুমব্রুবন্ বাযবেতদ্বিজানীহি কিমেতদ্ যক্ষমিতি।"

তৎপরে দেবতারা বায়ুকে বলিলেন, হে বায়ো! এই পূজনীয় পুরুষ কে তাহা তুমি জানিয়া আইস।

"তথেতি, তদভ্যদ্রবৎ।"

বায়ু বলিলেন, আচ্ছা, এই বলিয়া তিনি দ্রুতপদে তাঁহার নিকট গমন করিলেন।

"তমভ্যবদৎ কোঽসীতি।"

তখন ব্রহ্ম তাঁহাকে বলিলেন, তুমি কে?

"বয়ুর্ব্বা অহমস্মীত্যব্রবীন্মাতরিশ্বা বা অহমস্মীতি।"

বায়ু বলিলেন, আমি বায়ু, আমি মাতরিশ্বা।

"তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্য্যমিতি।"

ব্রহ্ম বলিলেন, তোমাতে কি বীর্য্য আছে?

"অপীদং সর্ব্বমাদদীয়ং যদিদং পৃথিব্যামিতি।"

বায়ু উত্তর করিলেন, পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তৎসমুদায়ই আমি স্বীয় বলে গ্রহণ করিয়া উড়াইয়া ফেলিতে পারি।

"তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদাদৎস্বেতি।"

ব্রহ্ম তাঁহাকে একটি তৃণ দিয়া বলিলেন, তুমি ইহাকে গ্রহণ করিয়া স্বীয় বলে উড়াইয়া দাও।

"তদুপপ্রেয়ায় সর্ব্বজবেন তন্ন শশাকাদাতুং।"

বায়ু সেই তৃণের নিকটবর্ত্তী হইয়া সমস্ত বলের সহিত সেই তৃণের উপর পড়িলেন কিন্তু তাহাকে উঠাইতে পারিলেন না।

"স ততএব নিববৃতে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি।"

বায়ু তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন এবং আসিয়া বলিলেন যে, এই পূজনীয় যে কে, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না।

"অথেন্দ্রমব্রুবন্ মঘবন্নেতদ্ বিজানীহি কিমেতদ্ যক্ষমিতি।"

তৎপর দেবতারা ইন্দ্রকে বলিলেন, হে ইন্দ্র! এই পূজনীয় পুরুষ কে? তাহা তুমি জানিয়া আইস।

"তথেতি তদভ্যদ্রবৎ তস্মাত্তিরোদধে।"

ইন্দ্র বলিলেন, আচ্ছা; এই বলিয়া তিনি দ্রুতপদে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ব্রহ্ম তাঁহার সম্মুখ হইতে তিরোহিত হইলেন।

"স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীং তাং হোবাচ কিমেতদ্ যক্ষমিতি।"

কিন্তু ইন্দ্র সেই আকাশে ব্রহ্মের সেই আবির্ভাব স্থানেই বহুশোভমানা হৈমবতী ব্রহ্মবিদ্যাকে আবির্ভূতা দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই পূজনীয় পুরুষ যে এখানে ছিলেন; তিনি কে?

"ব্রহ্মেতি হোবাচ ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি।"

তখন সেই ব্রহ্মবিদ্যা ইন্দ্রকে বলিলেন, ইনি যে ব্রহ্ম। অসুরসংগ্রামে তোমরা উপলক্ষ মাত্র ছিলে। অসুরপরাজয়ে ব্রহ্মই নিমিত্ত। তিনিই তোমাদিগকে এই জয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারই এই বিজয়ে তোমরা নিজের মহিমা প্রচার করিতেছিলে।

"ততো হৈব বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি।"

ব্রহ্মবিদ্যার এই উপদেশের পরে দেবতারা জানিলেন যে ইনি ব্রহ্ম। ব্রহ্মই সকল সিদ্ধির একমাত্র প্রদাতা।

সকল ইন্দ্রিয়বর্জ্জিত তিনি, কিন্তু সকল ইন্দ্রিয়ের গুণের প্রকাশক। সকল বলের অতীত তিনি, কিন্তু সকল বাহুর বল বিধাতা। নিমেষ, মুহূর্ত্ত, ঋতু, সম্বৎসর তাঁহারই নিয়মে পর্য্যায়ক্রমে সংসার-নেমি পরিচালন করিতেছে। তিনি জগতের পাতা, নিয়ন্তা ও রক্ষক। সমুদয় লোক না চূর্ণ হইয়া যায়, সকল দেব মনুষ্য না বিনাশ প্রাপ্ত হয়, এই হেতু তিনি স্বীয় শক্তি দ্বারা সকলকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তিনি নিত্য বস্তু; তিনি আমা-

দের আত্মাতে কর্ত্তব্যজ্ঞান, ধর্ম্ম-বুদ্ধি প্রকাশ করিতেছেন। রাজা যেমন স্বাধীন প্রজাদিগের জন্য রাজ নিয়ম-সকল প্রচার করেন, ধর্ম্মাবহ পরমেশ্বর সেইরূপ দেব-মনুষ্যের আত্মাকে স্বাধীন করিয়া দিয়া তাহাতে ধর্ম্মের নিয়ম-সকল প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা শুভ বুদ্ধির আলোচনা দ্বারা কর্ত্তব্যজ্ঞানের আলোকে আত্মপটে চিরমুদ্রিত ধর্ম্ম নিয়ম-সকল পাঠ করি এবং তদনুযায়ী আচরণ করিয়া তাঁহাকে জগতের আশ্রয় জানিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হই ও তাঁহার প্রিয় হই। ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পুণ্য-জ্যোতিতে আত্মা পবিত্র হইলে আমরা সুনির্ম্মল আত্মপ্রসাদ লাভ করি এবং সেই আত্মপ্রসাদে মনের সকল দুঃখের হানি হয়। আমরা ধর্ম্মের অনুরোধে মানসিক প্রবৃত্তির, হৃদিশ্রিত কামনার প্রতিকূলে গিয়া আত্মপ্রসাদে যত উন্নদ্ধ হই, যত পবিত্র হই ততই তাঁহাকে আমরা আমাদের নিকট হইতে নিকটতর রূপে, আত্মীয় হইতে আত্মীয়তর রূপে এবং আমাদের সকল জ্ঞান শক্তির আধার রূপে দেখিতে পাইয়া কৃতার্থ হই।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার প্রণালী।

তত্ত্বকৌমুদী বলিতেছেন;—"ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে হইলেই অপরের মনস্তুষ্টির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কথা কহিতে হইবে, এমন কথা প্রচার করিয়া ইহাকে বড়ই দুর্ব্বল করিয়া ফেলা হইতেছে। বাস্তবিক ইহাতে কি এমন কোন সৌন্দর্য্য বা সারবত্তা নাই, যাহার ব্যাখ্যায় মানবমাত্রের প্রাণ আকৃষ্ট হইতে পারে? যদি ইহার অভ্যন্তরে সেরূপ কিছু না থাকে, তবে শুধু অপরের অনুরাগ উপার্জ্জনের চেষ্টাতে আর কি ফল লাভ হইবে? আমরা ইহাকে সেরূপ সৌন্দর্য্য ও শক্তিবিহীন, অসার বলিয়া মনে করি না। তাহা করিলে ইহার প্রচারের জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইবার কোন আবশ্যক ছিল না।" তত্ত্বকৌমুদী আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রচার প্রণালী সম্বন্ধে যে বারম্বার বলিতেছেন যে উহা "শুধু অপরের অনুরাগ উপার্জ্জনের চেষ্টা," তাহা নিতান্ত অমূলক কথা। আমরা বলিয়াছিলাম যে লোকের ধর্ম্মশাস্ত্র, প্রকৃতি, সংস্কার ও মনের অনুরাগ ও বিরাগের গতি প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে তাহাদের উপযোগী করিয়া তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে; আমরা এমন কথা বলি নাই যে কেবল মাত্র লোকের অনুরাগ উপার্জ্জনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে হইবে। আদি সমাজের প্রচার প্রণালীর লক্ষ্য লোকের মনস্তুষ্টি সাধন নহে, কিন্তু যতদূর সম্ভব লোকের উপযোগী করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে লোকের সম্মুখে উপস্থিত করা। ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্যের হানি না করিয়া যে যে উপায়ে উহার প্রতি লোকের অনুরাগ আকর্ষণ করা যায়, তৎসমস্ত উপায় অবলম্বন করার প্রতি কোন আপত্তি হইতে পারে না। ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্যের লাঘব না করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সহায়তার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ উদ্দীপনের চেষ্টা যে সাধু চেষ্টা কে তাহা অস্বীকার করিবেন? তত্ত্বকৌমুদী জিজ্ঞাসা করিতেছেন, বাস্তবিক কি ব্রাহ্মধর্ম্মে এমন কোন সৌন্দর্য্য বা সারবত্তা নাই যাহার ব্যাখ্যায় মানব মাত্রের প্রাণ আকৃষ্ট হইতে পারে? ব্রাহ্মধর্ম্মের সৌন্দর্য্য ও সারবত্তা আদি ব্রাহ্মসমাজ চিরকালই প্রচার করিয়া

আসিতেছেন; কিন্তু আদি সমাজ ইহাও কখন বিস্মৃত হয়েন নাই যে লোকের মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতির তারতম্য থাকাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের সৌন্দর্য্য ও সারবত্তা সকল লোকের মনে সমান রূপে প্রতিভাত হয় না, সুতরাং সকলে ইহার প্রতি সম্যকরূপে আকৃষ্ট হইতে পারে না। কিন্তু জাতীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিলে সহজেই উহার প্রতি অনেক লোকের মন আকৃষ্ট হয়; তৎপরে ক্রমে ক্রমে তাহাদের মনে উহার সৌন্দর্য্য ও সারবত্তা যখন পূর্ণরূপে প্রতিভাত হয় তখন তাহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে সহজে সক্ষম হয়।

তত্ত্বকৌমুদী বলেন; "আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রচারিত "ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ" বা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজপ্রচারিত "ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রতিপাদক শ্লোকসংগ্রহ" ইহার কোনখানিই প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রকাশক গ্রন্থ নহে। কারণ উক্ত দুইখানি গ্রন্থই অপরের ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে ধার করিয়া সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রণয়ন করা হইয়াছে। এরূপ ধার করা জিনিস দ্বারা কি ব্রাহ্মধর্ম্মের সমগ্র ভাব প্রকাশ পাইতে পারে?" ব্রাহ্মধর্ম্ম যখন বিশ্বজনীন ধর্ম্ম তখন কোন ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রতিপাদক বাক্য সংগ্রহ করিলে তাহাকে "ধার করা জিনিস" বলা যাইতে পারে না। "এ গৃহ অনর্গল" নামক প্রবন্ধে তত্ত্বকৌমুদী ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার ভাব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার সহিত তাঁহার উপরোক্ত কথার আমরা সামঞ্জস্য দেখিতে পাইতেছি না।

তত্ত্বকৌমুদী ব্রাহ্মধর্ম্মের সমগ্র ভাব প্রকাশ পাইবার পক্ষপাতী। আদি ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে হিন্দুশাস্ত্র হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রতিপাদক বহুসংখ্যক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। আবার সেই শ্লোকগুলির প্রত্যেকটীর বিশদ ও সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থ আদ্যোপান্ত প্রণিধান পূর্ব্বক পাঠ করিলে প্রতীতি হইবে যে উহাতে সংক্ষেপে ব্রাহ্মধর্ম্মের সমগ্র ভাবই প্রকাশিত হইয়াছে।

"ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ" সম্বন্ধে তত্ত্বকৌমুদী আরও বলেন; "আর যাহা সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহাও অতি অসম্পূর্ণ। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে এদেশের পুরাণ ও ইতিহাসাদিকে একেবারেই অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। পুরাণাদিতে যেমন ব্রাহ্মধর্ম্মবিরোধী কথা বহু পরিমাণে আছে, অন্যদিকে তেমনি ব্রাহ্মধর্ম্মসমর্থক বাক্যও যথেষ্ট আছে। সুতরাং পুরাণাদিকে অগ্রাহ্য করাতে এদেশের ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রতিপাদক বাক্য যাহা আছে তাহাও সংগৃহীত হয় নাই।" বেদ বেদান্ত প্রভৃতি হিন্দুজাতির সকল সম্প্রদায়ের পূজ্য যে যে শাস্ত্র গ্রন্থ, প্রধানতঃ তাহা হইতেই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদক শ্লোক সমূহ "ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে" সংগৃহীত হইয়াছে। পুরাণগুলি সকল হিন্দুর পূজ্য গ্রন্থ নহে, অতএব উহা হইতে শ্লোক সংগ্রহ না করাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রণয়নের যে উদ্দেশ্য তাহা সংসাধনের সহায়তাই করা হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রণয়নের যে উদ্দেশ্য তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিচার করিলে স্বীকার করিতে হইবে যে উহা অসম্পূর্ণ গ্রন্থ নহে।

তত্ত্বকৌমুদী বলিতেছেন;—"ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রতিপাদক শ্লোক সংগ্রহ প্রণয়নকারিগণ যদিও সকল গ্রন্থ হইতেই সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারাও ৩হু-সে বিষয়ে সম্যক কৃতকার্য্য হইয়ামা-

এমন নহে। এই চেষ্টা যখন সার্থকতা প্রাপ্ত হইবে এবং তাহার সহিত যখন ব্রাহ্ম সাধকগণের উক্তি সকল (মহাত্মা রামমোহন রায়ের উক্তি, শ্রীমন্মহর্ষি মহাশয়ের ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ও অন্যান্য ব্রাহ্ম আচার্য্যগণের উক্তি সমুহ) সংযোজিত হইবে, তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদক গ্রন্থ কিয়ৎ পরিমাণে প্রণীত হইল বলা যাইবে। যত দিন তাহা হইতেছে না, তত দিন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ যে প্রণয়ন করা হইয়াছে, তাহা বলা যাইতে পারে না।" হিন্দু ধর্ম্মে বা হিন্দু শাস্ত্রে ব্রাহ্মধর্ম্ম নিহিত আছে তাহা প্রদর্শন করাই আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রবর্ত্তিত "ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে"র প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং হিন্দু শাস্ত্রোদ্ধৃত বাক্যের সহিত ব্রাহ্ম আচার্য্যদিগের উপদেশের সার বাক্য সংযোগ করিবার আমরা কোন সঙ্গতি অথবা সার্থকতা দেখিতে পাই না।

তত্ত্বকৌমুদী বলেন;—"আদি ব্রাহ্মসমাজের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি পরলোকগত ভক্তি-ভাজন রাজনারায়ণ বসু মহাশয় যে স্বতন্ত্র ভাবে হিন্দু শাস্ত্র, বাইবেল ও কোরাণ হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদক বচন সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদক শ্লোক সংগ্রহে বিশেষ পার্থক্য দেখা যাইতেছে না। গ্রন্থ কয়েকখানিকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাখা, আর একটি করাতে বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি কি আছে। * * বাস্তবিক ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ আর একখানি গ্রন্থ প্রণয়নে বিশেষ কোন ইতর বিশেষ দেখা যায় না।" কোন এক জাতির ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে [illegible]াহ্মধর্ম্ম সমর্থক বাক্য সংগ্রহ করিয়া সেই [illegible]াতির নিকট তাহা উপস্থিত করিলে তাহাদের মনে উজ্জ্বল রূপে এই সত্য জাগ্রত করিয়া দেওয়া হয় যে ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহাদের পৈত্রিক ধর্ম্মের বিরোধী নহে, এবং তাহাদের পৈত্রিক ধর্ম্মেই ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ নিহিত আছে। বিভিন্ন জাতি যাহাতে স্পষ্টরূপে এবং বিশেষরূপে এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারে, তজ্জন্য তাহাদের স্বস্ব ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে প্রস্তুত "ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ" স্বতন্ত্র রাখাই আবশ্যক ও শ্রেয়স্কর। এরূপ স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিলে ব্রাহ্মধর্ম্ম যে বিজাতীয় জিনিস নহে, কিন্তু স্বজাতীয় জিনিস তাহা কোন একটী জাতিকে যেমন সুস্পষ্টভাবে দেখাইয়া দেওয়া হয়, ঐরূপ গ্রন্থগুলি একত্রে প্রকাশ করিলে তাহা তেমন সুস্পষ্ট ভাবে দেখান যায় না। যে জাতির মধ্যে যে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচলিত সেই জাতির মধ্যে সেই ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম সমর্থক বাক্যপূর্ণ গ্রন্থ প্রচারের যে একটী বিশেষ সার্থকতা আছে, তাহাদের মধ্যে অন্য কোন জাতির ধর্ম্ম শাস্ত্রোদ্ধৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদক বাক্যপূর্ণ গ্রন্থ প্রচারের ঠিক্ তেমনি সার্থকতা নাই। এই নিমিত্তই আদি ব্রাহ্মসমাজের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি রাজনারায়ণ বসু মহাশয় হিন্দুশাস্ত্র, বাইবেল ও কোরাণ হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদক বচন সংগ্রহ করিয়া তিনখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

তত্ত্বকৌমুদী উপরোক্ত বিষয়ে আরও বলিতেছেন, "হিন্দু শাস্ত্র হইতে যাহা সংগৃহীত হইয়াছে, স্বতন্ত্র থাকিলে মুসলমানের হাতে তাহা যাইতে পারে অথবা মুসলমানের শাস্ত্র হইতে যাহা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাও হিন্দুর হাতে পড়িতে পারে। সুতরাং উক্ত উক্তি সমূহ একস্থানে একগ্রন্থে থাকিলে যে অনিষ্টের

আশঙ্কা, স্বতন্ত্র থাকিলেও সে আশঙ্কা যাইতেছে না।” হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি মুসলমানের এবং মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি হিন্দুর যে গভীর বিদ্বেষ আছে তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। এরূপ বিদ্বেষ ভাব আছে বলিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে সর্ব্বশাস্ত্রের বচন উদ্ধৃত করিয়া উহা সর্ব্বজাতির ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ রূপে উপস্থিত করা বিধেয় নহে। এরূপ গ্রন্থে হিন্দু কোরাণের এবং মুসলমান বেদ বেদান্তের বচন সংগৃহীত দেখিয়া উভয়েই যে সে গ্রন্থের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইবেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। পরন্তু, যদি সেই গ্রন্থ হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক হিন্দু শ্রোতৃবর্গের নিকট কোরাণের এবং মুসলমান শ্রোতৃবর্গের নিকট বেদ বেদান্তের বচন উদ্ধৃত করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন তাহা হইলে হিন্দু ও মুসলমান শ্রোতৃবর্গ ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হইবেন না। কিন্তু যদি হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদক বচন সংগ্রহ স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা যায়, এবং যে জাতির যে ধর্ম্মশাস্ত্র সেই জাতির লোকেরা সেই ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে সংগৃহীত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থই ব্যবহার করে, তাহা হইলে উপরোক্ত অনিষ্টের আশঙ্কা করা যাইতে পারে না। তত্ত্বকৌমুদী বিশ্বাস করেন যে ব্রহ্মধর্ম্মগ্রন্থ স্বতন্ত্র রাখিলেও এই অনিষ্ট নিবারিত হইবে না, কেন না হিন্দু শাস্ত্র হইতে সংগৃহীত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদক বচনপূর্ণ গ্রন্থ মুসলমানের হাতে পড়িতে পারে, এবং মুসলমান ধর্ম্ম শাস্ত্র হইতে সংগৃহীত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদক বচন পূর্ণ গ্রন্থ হিন্দুর হাতে পড়িতে পারে। আমরা তত্ত্বকৌমুদী এই যুক্তির সারবত্তা দেখিতে পাইতেছি না। মুসলমান যখন হিন্দুর শাস্ত্রোদ্ধৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ দেখিবেন বা হিন্দু যখন মুসলমানের ধর্ম্মশাস্ত্রোদ্ধৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ দেখিবেন তখন তাঁহারা সেই সেই পুস্তক বিশেষরূপে তাঁহাদিগের ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থ রূপে গ্রহণ করিবেন না, সুতরাং তত্তৎ গ্রন্থের প্রতি তাঁহাদের বিদ্বেষ ভাবেরও উদয় হইবে না। তত্তৎ গ্রন্থ পাঠে তাঁহাদের মনে কেবল এই ভাব মাত্রের উদয় হইবে যে সামান্য জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রেও ব্রাহ্মধর্ম্ম নিহিত আছে।

আমরা লিখিয়াছিলাম, “ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ অর্থাৎ প্রধান মতগুলি এই ভারতবর্ষে পুরাকালে গভীররূপে আলোচিত ও বিশেষ ভাবে প্রচারিত হইয়াছিল।” আমাদের এই কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়া তত্ত্বকৌমুদী এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন;—“এই কথা স্বীকার্য্য হইলেও বলিতে হইবে, এই দীর্ঘকালে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া শাখা প্রশাখা সমন্বিত প্রকাণ্ড বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়াছে। তাহা যদি স্বীকার করা না যায় তবে বলিতে হইবে শত শত বৎসর পৃথিবীস্থ নরনারী জ্ঞানোন্নতি বা ধর্ম্মোন্নতি সাধনে কিছুই করে নাই বা তাহাদের কোনই উন্নতি হয় নাই। কিন্তু জগতের উন্নতির ক্রম সেরূপ নহে। ইহা বসিয়া থাকে নাই, বসিয়া থাকা জগতের স্বভাব নহে। মঙ্গল বিধাতা সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর মানব মনে নিরন্তর সত্য সমূহ প্রকাশ করিতেছেন, সে সমস্তের সমষ্টিই ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্পত্তি। সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন দেশ বা জাতি বিশেষের নহে এবং ইহা সামান্য বা ক্ষুদ্রও নহে।” ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ বা প্রধান সত্যগুলি ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি স্বরূপ। সেই সত্য সমূহ সম্বন্ধে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে মত বিভেদ নাই। তদ্ব্যতীত ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বা ধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে মত বিভেদ আছে। এই জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের যাহা বীজ তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের প্রধান অবলম্বন। এই বীজ বা সার সত্যগুলি যখন পুরাকাল হইতে এ দেশে আলোচিত হইয়া আসিতেছে তখন তাহা অবলম্বন করিয়াই এ দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা উচিত, আমরা এই কথাই বলিয়াছিলাম। ভারতের সেই প্রাচীন ঋষি-যুগের পর পৃথিবীতে জ্ঞানোন্নতি বা ধর্ম্মোন্নতি হয় নাই, আমরা একথা বলি নাই। গত ভাদ্র মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত আমাদের প্রবন্ধেই আমরা লিখিয়াছিলান, “যেখানে সত্য পাওয়া যাইবে তাহা অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে প্রত্যেক ব্রাহ্ম বাধ্য।”

তত্ত্বকৌমুদী বলেন;—“এ দেশ হিন্দুর দেশ হইলেও এখন আর ইহা সম্পূর্ণ হিন্দুর দেশ নহে। বিশেষতঃ বঙ্গদেশকে হিন্দুর দেশ বলিবার আর উপায় নাই। লোকসংখ্যার গণনাতে প্রমাণিত হইয়াছে, বঙ্গদেশে মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর অপেক্ষা ন্যূন নহে। সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্মকে এদেশে প্রচার করিতে হইলে যে একমাত্র হিন্দুভাবেই প্রচার করিতে হইবে এমন নয়। ব্রাহ্মগণ ব্রাহ্মধর্ম্মকে একমাত্র হিন্দুভাবাপন্ন করিয়া ও সেইভাবে প্রচার করিয়া সম্যক বিবেচনার কার্য্য করেন নাই। দেশের অর্দ্ধাংশকে পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা কি সুচেষ্টা? মুসলমানগণকে উপেক্ষা করিয়া একমাত্র হিন্দুগণের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মকে আবদ্ধ রাখিবার চেষ্টা কখনই সুচেষ্টা নহে।” আদি ব্রাহ্মসমাজ মুসলমান বা খ্রীষ্টীয়ানদিগের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের বিরোধী নহেন। আমাদের যে প্রবন্ধ সমালোচনা করিতে গিয়া তত্ত্বকৌমুদী উপরে উদ্ধৃত কথাগুলি লিখিয়াছেন, সেই প্রবন্ধেই আমরা এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলাম তাহা উদ্ধৃত করিতেছি; “সম্পন্ন হইলে আদি ব্রাহ্মসমাজ মুসলমান, খ্রীষ্টীয়ান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহাদিগের প্রত্যেকের বিশিষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থ অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না।” আদি ব্রাহ্মসমাজ মুসলমানদিগের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে এককালে উদাসীন থাকেন নাই। আদি সমাজের স্থাপয়িতা রাজা রামমোহন রায় আরবী ভাষায় “তহফৎ অল মোহাদ্দীন্” নামক যে গ্রন্থ প্রচার করেন তাহাতে ব্রাহ্মমতেরই সারবত্তা প্রমাণিত হইয়াছে। আদি সমাজের পরলোকগত সভাপতি রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার কোন বন্ধু কর্ত্তৃক উহা আরবী গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করাইয়া শিক্ষিত মুসলমানদিগের মধ্যে ব্রাহ্মমত প্রচারের সহায়তা করিয়াছিলেন, এবং তিনি কোরাণ হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদক বচন সংগ্রহ নামক যে ইংরাজী গ্রন্থ সংকলিত করিয়া গিয়াছেন তাহা প্রকাশিত হইলে মুসলমানদিগের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে তাহা সুফলপ্রদ হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কৃষ্ণাবতার।

২০ শ প্রস্তাব।

মহাভারতের আদিপর্ব্বের ২২৩ অধ্যায়ের শেষ ভাগে ব্রাহ্মণ-বেশধারী পাবক কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের নিকট আসিয়া বলিল, আমি অপরিমিত ভোজন করিয়া

থাকি, আমাকে তৃপ্তিদান কর। আমি অন্ন ভোজন করিতে ইচ্ছা করি না। দেবরাজ ইন্দ্র খাণ্ডবারণ্য রক্ষা করিয়া থাকেন। ইন্দ্রসখা তক্ষক অনুচরবর্গের সহিত ঐখানে বাস করেন বলিয়া বজ্রপাণি কর্ত্তৃক উহা সর্ব্বদা সুরক্ষিত। তোমরা অস্ত্র-বিদ্যা-বিশারদ; তোমরা সহায়তা করিলেই আমি খাণ্ডব-দাহনে প্রবৃত্ত হই। ২২৪ অধ্যায়ে খাণ্ডবদাহ সম্বন্ধে ঋষিসম্মত পৌরাণিকী কথা বিবৃত।

মহাভারতের এই অংশ পাঠে মোটামুটি বুঝা যায় যে ইন্দ্র প্রতাপশালী জনৈক রাজা, তক্ষক ইন্দ্রের জনৈক মিত্র ও মনুষ্য, পাবকও তাহাই। নামের ঐক্য নিবন্ধন এই ইন্দ্র বৈদিক পর্জ্জন্যদেবের সহিত, তক্ষক উক্ত নামধেয় সর্পের সহিত, পাবকও অগ্নির সহিত মিশাইয়া গিয়াছেন; এবং বারিবর্ষণাদি ধর্ম্ম এই ইন্দ্রে, সর্পের ধর্ম্ম এই তক্ষকে, অগ্নির ধর্ম্ম পাবকে আরোপিত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে বেশ্ প্রণিধান করিয়া মহাভারতাদি পাঠ করিলে এরূপ ধারণা অপ্রতিবিধেয়। সে যাহা হউক কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন উভয়ে হুতাশনের নিকট অস্ত্রাদি ভিক্ষা করিলে তিনি অর্জ্জুনের জন্য গাণ্ডীব ধনু, কৃষ্ণের জন্য চক্র ও অন্যান্য অস্ত্রাদি বরুণের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিলেন। এইরূপে সশস্ত্র হইয়া তাঁহারা ধূমকেতু হুতাশনকে সাহায্য দানে প্রতিশ্রুত হইলেন, পাবকও খাণ্ডবদাহে প্রবৃত্ত হইলেন। ইন্দ্র এতৎ শ্রবণে খাণ্ডববন রক্ষার জন্য উপস্থিত হইলেন এবং অগ্নি প্রশমনার্থ স্থূল ধারায় বর্ষণ আরম্ভ করিলেন। অর্জ্জুনও শরবর্ষণে তাহা নিবারণ করিতে লাগিলেন। সমীরণ ভয়ঙ্কর শব্দে সাগর বিলোড়ন করিয়া ঘোরতর মেঘবৃন্দ উৎপাদন করিল। ঐ সমস্ত মেঘাবলী হইতে নির্ঘোষের সহিত বজ্রপাত ও জলধারা নিপতিত হইতে লাগিল। অর্জ্জুন তৎসমুদায় নিরাকরণ জন্য বায়ব্য অস্ত্র মন্ত্রপূত করিয়া পরিত্যাগ করিলেন। তাহাতে ইন্দ্রের অশনি ও মেঘের বীর্য্য নিহত হইল। তদ্দর্শনে অসুর গন্ধর্ব্ব যক্ষ রাক্ষস ও পন্নগগণ অয়ঃকণপ (লৌহ-গোলক ক্ষেপকযন্ত্র) চক্রাশ্ম (প্রস্তর নিক্ষেপক কাষ্ঠযন্ত্র) ভূষণ্ডী (পাষাণ প্রক্ষেপক চর্ম্মরজ্জুময়যন্ত্র) অস্ত্র ধারণ করিয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন বিনাশে উদ্যত হইল। অর্জ্জুন শরবর্ষণে, কৃষ্ণ চক্রপ্রভাবে ঐ দৈত্য দানব সৈন্য নিহত করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র ভুজগরাজ তক্ষককে অনাহত দেখিয়া কৃষ্ণার্জ্জুনকে অজেয় বুঝিয়া এবং খাণ্ডবদাহ বিধিকৃত ভাবিয়া দেবলোকে প্রস্থান করিলেন। তাহা দেখিয়া অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। ২২৯ অধ্যায় এইরূপে পরিসমাপ্ত হইল। এই খাণ্ডবদাহে কে কে পরিত্রাণ পাইয়াছিল তাহার বর্ণনায় মহাভারতের আদিপর্ব্বের অবশিষ্টাংশ শেষ হইয়া গেল।

অর্জ্জুন-কৃপায় ময়দানব প্রজ্বলিত হুতাশন হইতে রক্ষা পাইয়া কহিল আপনার কৃপায় জীবন পাইয়াছি, বলুন কি প্রত্যুপকার করিতে পারি। আমি শিল্প কার্য্যে নিপুণ এবং দানবকুলের বিশ্বকর্ম্মা। এতৎ শ্রবণে অর্জ্জুনের সমক্ষে কৃষ্ণ বলিলেন, তুমি পাণ্ডবদিগের জন্য সভা নির্ম্মাণ করিয়া দাও। ময় তাহাতে সম্মত হইল এবং অচিরাৎ সভামণ্ডপের এক প্রতিকৃতি plan প্রস্তুত করিয়া আনিল। যুধিষ্ঠিরাদি তদ্দর্শনে পুলকিত হইলেন। সভাপর্ব্বের ২য় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ পিতৃ দর্শনে

দ্বারকায় চলিয়া গেলেন। তৃতীয় অধ্যায়ে সভাগৃহ বিনির্ম্মিত হইল। পাণ্ডবেরা সেই সভায় অবস্থান করিতেছেন, মহর্ষি নারদ আসিয়া সমুপস্থিত হইলেন। সভার রচনা-চাতুর্য্যে বিমোহিত হইয়া কহিলেন আমি ইন্দ্রসভা যমসভা বরুণসভা কুবেরসভা ও ব্রহ্মারসভা দেখিয়াছি, কিন্তু তোমার সভাই সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠতম। এবং ইহাও কহিলেন তোমাদের পিতা পাণ্ডুরাজের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আমাকে মর্ত্ত্যলোকে আগমনেচ্ছু দেখিয়া তিনি রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য তোমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন। তোমরা অচিরাৎ তাহার অনুষ্ঠান করিও। এই বলিয়া নারদ দ্বাদশ অধ্যায়ের শেষ ভাগে শ্রীকৃষ্ণ দর্শনমানসে দ্বারকায় চলিয়া গেলেন। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য উৎসুক হইয়া ভ্রাতা ও মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে আনিবার জন্য শীঘ্রগামী দূত প্রেরণ করিলেন। মহাভারতের এইখানে যুধিষ্ঠির, অপ্রমেয় জন্মবিহীন এবং ইচ্ছামাত্র নরযোনিতে উৎপন্ন ইত্যাকার বিশেষণ শ্রীকৃষ্ণে প্রয়োগ করিয়াছেন। আমরা এইটুকু বুঝি ও বলিতে চাহি—শ্রীকৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবগণের সাক্ষাৎকার হওয়াবধি তাঁহার ব্যবহারে দেবত্বের কোন পরিচায় পাওয়া যায় নাই। বরং শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে গুরুজনোচিত সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। এই সকল কারণে মনে হয় ভাবী কালের লেখকগণ কর্ত্তৃক এইরূপ বর্ণনা মহাভারতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সাধারণের নিকটে মহাভারতকারের লেখনীপ্রসূত বলিয়া পরিচিত হইতেছে। সে যাহা হউক শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া যুধিষ্ঠিরকে যজ্ঞকার্য্যে প্রবৃত্তি দিলেন এবং বলিলেন রাজা জরাসন্ধ সকলের সৌভাগ্য অভিভব পূর্ব্বক মহীপতিরূপে অভিষিক্ত হইয়াছে। প্রতাপশালী শিশুপাল তাহার সেনাপতি। চক্র ও মহাপ্রাণ হংস ডিম্বক তাহার অনুগত। যবনাধিপতি ভগদত্ত তাহার অধীন। চেদিদেশবিখ্যাত বাসুদেব বঙ্গাধিপতি পৌণ্ড্রক, ভোজরাজ ভীষ্মক, জরাসন্ধের প্রদীপ্ত যশোরাশি দৃষ্টে তাহার আশ্রিত। অন্যান্য অসংখ্য রাজগণ জরাসন্ধভয়ে ভীত হইয়া স্বরাজ্য পরিত্যাগে অন্যত্র পলায়নোন্মুখ। কিছুকাল হইল মূঢ়মতি কংস যাদবগণকে পীড়ন করিয়া জরাসন্ধের কন্যাদ্বয়ের পাণি গ্রহণ করিয়া জরাসন্ধসহিত সম্বন্ধ-বন্ধনজনিত বলে জ্ঞাতিগণকে পরাভূত করিয়া প্রাধান্য লাভ করিলেও আমি বলরাম সমভিব্যাহারে সুনামা ও ঐ কংসকে নিহত করিয়াছি। হংস বলরাম কর্ত্তৃক কালব্যাপী সমরে নিহত হইয়াছে, ডিম্বকও ভ্রাতৃশোকে যমুনাজলে নিমগ্ন হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে। জরাসন্ধ তাহাদের মরণবার্ত্তা শ্রবণে ক্ষুব্ধ মনে স্বীয় পুরোদ্দেশে গমন করিলে আমরাও কিয়ৎকাল ধরিয়া মথুরায় বাস করিয়াছিলাম। পরে কংস-পত্নীদ্বয় পিতা জরাসন্ধকে আমাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করায় আমি পুত্র জ্ঞাতি বান্ধবের সহিত পলায়ন করি এবং রৈবত শৈল পরিশোভিতা কুশস্থলীর দুর্গ উত্তমরূপে সংস্কৃত করিয়া তথায় অবস্থান করি। ঐ মহাবল পরাক্রান্ত জরাসন্ধ জীবিত থাকিতে আপনার রাজসূয় মহাযজ্ঞ কদাচ সুসম্পন্ন হইবে না। আপনি যদি যজ্ঞ করিতে অভিলাষী হইয়া থাকেন, পরাজিত ও শরণাগত রাজন্যবর্গকে জরাসন্ধের হস্ত হইতে

মুক্ত করুন এবং জরাসন্ধ বধে যত্নবান হউন।

আমরা এইখানে বলিয়া রাখি যে জরাসন্ধ-তাড়িত শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব ও অযোনিত্ব কতদূর সঙ্গত তাহা বিবেচ্য। মহাভারতকার এইখানে দুই এক কথায় কংসবধ ও কৃষ্ণের মথুরায় অবস্থানের কথা সারিয়া দিলেন। পাঠকবর্গ ইহাও দেখিবেন যে মহাভারতের এই সকল সামান্য উল্লেখ বিবর্দ্ধিত হইয়া পরবর্ত্তী পুরাণাদিতে স্থান পাইয়াছে এবং হরিবংশ পরে রচিত ও মহাভারতের উপসংহারে যোজিত হইয়া পরস্পরের মধ্যে কতকটা সঙ্গতি ও যোগ রক্ষা করিতেছে।

মহাভারতকার সভাপর্ব্বের পঞ্চদশ অধ্যায়ে বলিতে চাহেন যে জরাসন্ধ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ ও পরাজিত রাজগণ তাঁহার গৃহে বলিদানার্থ নিরূপিত হইয়াছিল। কৃষ্ণশত্রু বলিয়া জরাসন্ধে এ নিষ্ঠুরতা আরোপ কি না জানি না। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে জরাসন্ধের জন্মোপাখ্যান বর্ণিত। ২০ অধ্যায়ে কৃষ্ণভীমার্জ্জুন স্নাতক ব্রাহ্মণবেশে জরাসন্ধ বধার্থ বহির্গত হইলেন, এবং অদ্বার দিয়া জরাসন্ধপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। মগধরাজ তাঁহাদিগকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিলে মহাবুদ্ধি কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুনকে দেখাইয়া কহিলেন ইহারা নিয়মস্থ আছেন, কোন কথা কহিবেন না; অর্দ্ধরাত্র অতীত হইলে আপনার সহিত আলাপ করিবেন। রাজা তাঁহাদিগকে যজ্ঞশালায় স্থাপিত করিয়া নিজগৃহে প্রবিষ্ট হইলেও স্নাতক ব্রাহ্মণ বলিয়া অর্দ্ধরাত্র উপস্থিত হইলে তাঁহাদের সমক্ষে গমন করিলেন। তাঁহাদিগকে বিচিত্র বসন ও অবৈধ মাল্যধারী দেখিয়া রাজার সন্দেহ জন্মিল। বিশেষতঃ তাঁহাদিগকে প্রদত্ত বিধিসম্মত সৎকারগ্রহণে পরাঙ্মুখ দেখিয়া রাজা উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃষ্ণ প্রত্যুত্তর দিয়া উপসংহারে বলিলেন বুদ্ধিমান লোকেরা শত্রুর গৃহে অদ্বার দিয়া এবং বন্ধুর গৃহে দ্বার দিয়া প্রবিষ্ট হয়েন, ইহাই ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধান। আমরা কার্য্যসিদ্ধির জন্য রিপুর গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া পূজা গ্রহণ করি না ইহা আমাদের চিরন্তন নিয়ম। ২২শ অধ্যায়ে জরাসন্ধ বলিলেন আমি তোমাদের শত্রুতা করিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না, আমি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মে অবস্থান করিতেছি, এবং প্রজাবর্গের নিকট নিরপরাধ আছি। তথাপি তোমরা প্রমাদ প্রযুক্ত আমার প্রতি ধর্ম্মার্থ উপঘাতের আরোপ করিতেছ। কৃষ্ণ উত্তরে বলিলেন তুমি জনসমাজস্থ ক্ষত্রিয়গণকে ধৃত করিয়া আনিয়াছ এবং তাহাদিগকে রুদ্র দেবতার উদ্দেশে বলিদান করিতে অভিলাষী হইয়াছ। তোমার আচরিত এই পাপ আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে, যেহেতু আমরা ধর্ম্মচারী এবং ধর্ম্মের পরিরক্ষণেও সমর্থ। বলিদান নিমিত্ত নরহত্যা করা ত কদাচ দৃষ্ট হয় না, তবে কি বলিয়া তুমি রুদ্র দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ করিতে বাসনা করিয়াছ। আমি হৃষীকেশ কৃষ্ণ, আর ইঁহারা ভীমার্জ্জুন। আমরা তোমাকে আহ্বান করিতেছি, হয় নৃপতিগণকে মুক্ত করিয়া দাও, নয় শমন সদনে প্রস্থান কর

সংবাদ।

গত ২৩শে আশ্বিন মঙ্গলবার কালনা ব্রাহ্মসমাজের ত্রয়স্ত্রিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব অতি সমারোহে নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে। আদি সমাজের শ্রদ্ধেয় উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় বেদির কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। প্রাতঃকালে সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন হইয়া উপাসনা আরম্ভ হয়। স্বাধ্যায়ান্তে শাস্ত্রী মহাশয় একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটি গভীরভাবপূর্ণ এবং সময়োপযোগী।

অপরাহ্ণে শ্রীমন্মহর্ষিদেব প্রদত্ত অর্থে অন্ধ, খঞ্জ, বধির ও কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে পঞ্চাশখানি নূতন বস্ত্র এবং প্রায় চারি শত লোককে তণ্ডুল বিতরণ করা হয়। সমাজের হিতৈষী কর্ম্মচারীরাও যথোপযুক্ত অর্থ সাহায্য পাইয়াছিলেন।

সায়ংকালে ব্রাহ্মেরা নগর কীর্ত্তন করিয়া সমাজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, আলোক মালায় গৃহটি সুসজ্জিত হইল। শিক্ষিত লোকের সমাগম আরম্ভ হইল। অনন্তর সঙ্গীত হইয়া উপাসনা আরম্ভ হইল। শাস্ত্রী মহাশয় উপনিষদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া কৃতবিদ্য মাত্রকেই প্রসন্ন ও প্রীতিপ্রফুল্ল করিলেন। সকলেই অবিরক্ত চিত্তে আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন। প্রচারক মহাশয়েরা সকলেই যদি এই প্রণালীতে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত বুঝাইয়া দিতে পারেন তবে অজ্ঞ অদূরদর্শী লোকের কুসংকার দূরীভূত হইয়া যায়। লোকে বুঝিতে অবসর পায় যে হিন্দুসমাজের অভিমুখীন হইয়া আদি সমাজ কেমন অল্পে অল্পে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতেছে। গ্রামের সমস্ত সুশিক্ষিত লোকই উৎসব ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শান্তিপুর ও কৃষ্ণনগর হইতেও কয়েকজন বিশ্বাসীভক্ত উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। উৎসবের উপলক্ষে যে বক্তৃতাটি হইয়াছিল, তাহারও সারাংশ এই—

মনুষ্য মাত্রেই কোন না কোন প্রণালীতে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কেহ জ্ঞানের মধ্য দিয়া কেহ ভক্তির ভিতর দিয়া, কেহবা বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া এবং কেহবা ভক্তি বিশ্বাসের উচ্ছ্বাসে উন্মত্ত হইয়া ধর্ম্মের অনন্ত পথের পথিক হন। ক্রমাগত চলিয়া যান, পদে পদে গতি ভঙ্গ হয়, বারবার উত্থান পতন হয়, কত বিঘ্ন বাধা উপস্থিত হয়, তথাচ গতির বিরাম নাই। এইরূপ অবিচ্ছেদে চলিয়াও মধ্য বিন্দু যে পরব্রহ্ম তথায় উপস্থিত হইতে পারেন না। অন্তরায় এই যে কেহ ভক্তিশূন্য জ্ঞানের সঙ্গে, কেহবা জ্ঞানহীন ভক্তির সঙ্গে, কেহবা জ্ঞানভক্তিশূন্য বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, আবার কেহ বা জ্ঞানকে ছাড়িয়া কেবল ভক্তি বিশ্বাসকে সম্বল করিয়াই চলিয়াছেন। অবিরাম অবিশ্রান্ত গতি অথচ মধ্যবিন্দু ব্রহ্মধাম সমান দূরবর্ত্তী। কারণ কেবল জ্ঞান যোগে বা কেবল ভক্তিসহ কিংবা কেবল বংশ পরম্পরাগত বিশ্বাসবশবর্ত্তী হইয়া, অথবা কেবল ভক্তিবিশ্বাসের যোগে জ্ঞেয়বস্তু যে পরমব্রহ্ম তাঁহাকে জানা যায় না। কিন্তু জ্ঞান ভক্তি বিশ্বাস যোগে তপস্যা করিলে ধর্ম্মপথে চলিলে তবে মানুষ সেই শান্তিধামে উপস্থিত হইতে পারেন। তবে ব্রহ্মধামে উপস্থিত হওয়া যায়।

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা ও মফস্বলবাসী তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহক মহাশয়দিগকে সবিনয়ে জ্ঞাপন করিতেছি তাঁহারা পত্রিকার দেয় মূল্য শীঘ্র পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭১, আশ্বিন মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৫৮৫ /৯
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৫১৯ ৶০
সমষ্টি	...	১১০৪। ৯
ব্যয়	...	৫৩৬।৶৩
স্থিত	...	৫৬৭৸/৬

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত

আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন

এককেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ	৫০০৲
সমাজের ক্যাশে মজুত	৬৭৸/৬
	৫৬৭৸/৬

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	... ..	১৯৬৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০৲

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার ঠাকুর ৩৲

এককালীন দান।

শ্রীমতী কামিনী সুন্দরী দেবী ১৲

পরলোকগতা শ্রীমতী বশম্বদা দেবীর আত্মার কল্যাণার্থ তদীয় স্বামী শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রদত্ত ২৲

১৯৬৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৬৫॥/০

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলিকাতা ১২৲

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস, ঐ ৩৲

" " নীলকমল মুখোপাধ্যায়, ঐ ৩৲

" " বিনায়কচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঐ ৩৲

" " মথুরানাথ রায়, ঐ ৩৲

শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামলাল মল্লিক, কলিকাতা ৩৲

" " আশুতোষ চক্রবর্ত্তী, ঐ ১৲

" " কয়ূলাল বর্ম্মন্, ঐ ৩৲

" " প্রসন্নকুমার রায় চৌধুরী, ঐ ৩৲

" " হৃদয়নাথ চক্রবর্ত্তী, বগ্রীবাড়ী ৬৸০

" " শ্রীশচন্দ্র মল্লিক, আন্দুল ১॥০

" রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর, জয়দেবপুর ৬৸০

" বাবু বারাণসী বসু, উলা ৬॥৶০

" " যোগেশচন্দ্র সরকার, বর্দ্ধমান ৫৲

" " কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, রাজগঞ্জ ৩৷৵০

" সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীরামপুর ১॥০

৬৫॥/০

পুস্তকালয়	...	১।৶০
যন্ত্রালয়	...	৩২১৸৶৯
গচ্ছিত	...	৵০
সমষ্টি		৫৮৫ /৯

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	৩১৮ /০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৬৩।/৬
পুস্তকালয়	...	৶০
যন্ত্রালয়	...	১৫০।/৯
সেভিংস্ ব্যাঙ্ক	...	৪॥০
সমষ্টি		৫৩৬।৶৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

Sermons of Maharshi Debendra Nath Tagore.

(Translated from Bengali.)

SERMON IX.

The Blessedness of Divine Knowledge.

"इहैव सन्तोथ विद्मस्तद्वयं
न चेदवेदिर्म्महती विनष्टिः।
य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति
अथेतरे दुःखमेवापियन्ति ॥"

"Abiding even in this nether world, we have known God; if we had not known Him, we must have met with a dire death. They who know Him, become immortal; all others suffer misery."

Although we are denizens of this nether world, we have been privileged to know the Most High. If we had not known Him, a dire death—the death of the best aspirations of the soul—would have been our fate. What, I ask, would then have been our condition in this life? Oh, what a deep gloom would then have seemed to us to encircle this world! Shrouded in misery and woe, we could nowhere have found an asylum for rest. Torn and lacerated by the arrows of the foes we have to contend against in this life, foes that are without us and within us, we would have sought in vain for peace and tranquility. We must have then had to burn constantly with the fire of affliction, and could have found no remedy for such distress. How grievously burdensome would life have been, had such been our doom! But all-embracing is the grace of the Lord, and He offers Himself to us that we may have peace. He revivifies our hearts when broken down under the weight of grief, by manifesting Himself to use We realize this at this very moment. We are now sitting under the shadow of His love and have forgotten all grief and anguish. Thus whenever we gain his ambrosially sweet companionship, we reap its fruit at the very moment. It is obtained instantly, and we have not to wait for it to come at some future time. At this moment we feel joy rushing to us from all sides and warmly clasping us in its embrace. The reward of worshipping God is found ready at hand, and there is no waiting for it. When we pray to Him and adore Him, He makes Himself visible to us, as He readily bestows on us the fruit thereof. Every moment does God fulfil the hope that we cherish in our hearts to worship Him to all eternity. Every moment does this hope in us grow brighter. When, being so unclean as we are, and living in this nether world, we can enjoy the bliss of His companionship, what doubts can there be that when, with the gradual growth in holiness, we shall ascend from spheres high to still higher

ones, we shall have the capacity to enjoy Him more and more intensely and without a break! Even here in this life the faith is being strengthened in us that we shall always continue to make steadfast progress in a bright perception of His manifetation, that we shall always live in His company, and that there will be no separation from Him through all eternity.

If we had not known the Lord, a dire death—the death of the best aspirations of the soul—would have been our fate. Cribbed and confined in the little things of sublunary life, our soul would have worn out, and we could not have clung to any hopes or aspirations. at the moment of death. We must then have been like life prisoners, condemned to spending all our days in darkness, and not a ray of hope could have entered our hearts. Oh, if we had not known God, a dire death would have been the doom awaiting us. But mark, how great is the mercy of the Lord! He has made us capable of enjoying Him in this earthly life, and has instilled the hope into us that we shall enjoy Him through all the interminable ages of eternity. The moon and the stars, the birds and the beasts know nothing of such spiritual realities. God is the inmost soul of the moon and the stars, but the moon and the stars know nothing of this great truth. The beasts live in God, are preserved by Him, and dwell in Him, but they—the lion, the tiger, the bear of the forest—are only engaged in the gratification of their appetites; they know not Him under whose protection they live and thrive. God revealeth Himself to man alone. Before the holy-hearted and virtuous-souled, God keeps Himself manifested without a break; but there are individuals who are mad after worldly enjoyments, and who, driven to and fro by their worldly desires, never think of God; even to the souls of such persons, souls that are covered with the clouds of worldly infatuation, does God reveal Himself ever and anon like the lightning. That He must enter the candid and tender heart of the holy man is nothing extraordinary, but He does also find his way into the heart of the downright worldling, piercing through its iron-doors. What incomparable love in God for man does this evince! The holy man joyously unites himself to Him, and the great sinner too finally comes to His embrace, through the ordeal of varied affliction and tribulation. God admits into His grace even him who never accords Him a place in his thoughts; then at some sacred moment when he remembers God, tears of love divine gush forth from his eyes which had been unaccustomed before to such softening outflow, and the power of the Divine electricity of such an occasion perhaps brings about his regeneration and peradventure thenceforward

God finds a lasting lodgment in his soul. Thus does God bring the sinner to His own house. Ever does the Lord seek the opportunity, ever is He in search of the right moment, to enter the sinner's heart; He only waits for the time when He can reveal Himself to the sinner so that he can admit Him into his soul, and be comforted after being admitted into His embrace. Though we may not think of God, and may not approach Him to pray to Him, yet He allows Himself no rest, and ceaselessly seeks opportunities to admit us into His grace. He keeps His embrace ever open for all.

Ye ungrateful men! Will ye not think of God even for a while? Will ye not offer Him thanks with all your heart for the love He bears to you all and for the ceaseless efflux of His mercy? How insensate are we that though the Lord calls us contantly to His bosom, we heed not that call of eternal motherly loving-kindness. It is His wish to suffuse us with the nectareous waters of His mercy, but we pay no attention to His kind wishes towards us. He perpetuelly offers us His love, but we fail to perceive and feel it, as we do not hanker after Him, not cherish love in our hearts for Him. No sooner than we offer up our soul to the Lord than He comes and fills it with His spirit. He who fills the flower with beauty, and the sun with light, fills the soul of man with His spirit. The Lord is the Eternal Fountain that never dries up. The more capability we acquire to receive Him, the more does He offer Himself to us.

Though all men do not accord God a place in their thoughts, yet He does not forget to chasten them all; He forsakes none. In His vast family, there will not be even one of His children who will be for ever fallen; He will finally gather the virtuous and the sinner in His house, and bind all with the chain of His embrace. Such is our faith in His goodness. All men in this world will by degrees grow in love and righteousness, God will establish His reign over every heart, the degraded condition of the human race will be a thing of the past, in His kingdom Theism will be disseminated, and all men will unite as brothers and serve the Lord; when such times dawn, all will realize how fortunate they are and unitedly exclaim, throwing off all restraint, "oh, if we had not known God, a dire death would have been our fate." Subject as we are now to a woeful mental perversion, by our intellet we can not apprehend how will there be established on earth this kingdom of happiness; but when the sense of God's infinite goodness is awakened in the heart, when the power of truth becomes discernible to the mind, then are we filled with the faith that all mankind will at last be believ-

ers in and lovers of God and worship Him with all their heart, that every one will grow and develop in love and righteousnes and own the blessed subjection of the One Eterna Father and seek His refuge. God will render the life of every man blessed with its fruition; and whoever will pant for Him, will have his thirst assuaged by Him.

How wondrous is it that we should know God while living in this nether world, that being little finite creatures we should be privileged to know the infinite Being! When we know Him what else remains to be known? "कस्मिन्नु भगवोविज्ञाते सर्व्वमिदं विज्ञातं भवतीति "O Revered Preceptor, who is He, knowing whom we can know all besides?" The answer to this question is that when we have known that Being who is Truth itself, we can know every thing else, though not now perfectly. The food of knowledge is truth; God is the Supreme object; He is the only True object, and only in knowing Him lies the satisfaction of our knowledge. The *Rishis* or the sages of ancient India who were without worldly attachment, and who tranquilized their minds and spiritualized their souls, obtained God, and it is the knowledge of God they had that filled their souls with a feeling of satisfaction. Knowledge has no rest until; divesting itself from all finite objects, it rests in God. Knowledge, when it does not apply itself to God, wanders about, whirling in the midst of mental instability and agitation, and though it seeks truth, finds real truth nowhere, for all other truths, are but the shadow of that great Truth, the Lord of the universe. When we obtain God who is truth itself, our thirst of knowledge is gratified and all our desires reach their culmination. Attaining God who is the supreme receptacle of all truths, the Rishis of old exclaimed, "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" "सत्यमेवायतनं" "सत्यस्य सत्यं" "God is truth itself, knowledge itself and infinity itself" "He is the measure of truth" "He is the Truth of truths." We men of the present generation still uphold these great old sayings with all our soul; they will be proclaimed to mankind forever; and finally they will find an entrance into the hearts of all men. The power of truth—the power of Brahmoism—is the same at the present time as it was in the past, and will be the same through all time to come. The truths of Theism will remain implanted in the human soul, in the midst of all darkness. If truth has any power, then Theism will gradually enlighten the whole world. May God so ordain that the truths of Brahmoism or Theism may spread through all lands and flood the world with the spirit of peace and goodness.

Brahmoism : Its Relation to Christianity.

We are sorry to observe that erroneous and extravagant notions are coming to be entertained by some Brahmos about the relation of Brahmoism to Christianity.

Dr. P. C. Chatterjea, a prominent member of the Sadharan Brahmo Samaj, in a communication to the *Indian Messenger* on "Christianity and the Brahmo Samaj," defines Brahmoism as "a new Christianity," and in another letter communicated by him to the same journal, and published in its issue of August 5th last, the following lines occur;—"Why have I called Brahmoism 'a new Christinaty'? Let me ask the question again, Why, sir, you in your article on 'The East and the West in the Brahmo Samaj' furnished an excellent answer to it. Did you not say that 'Christianity is the father, Hinduism is the mother, and Brahmoism is the offspring.' To indulge in a little humour, I may say that Brahmoism may well call itself Christian after the name of its father as the custom goes. But to be serious, you have pointed out the true relation of Brahmoism to Christinanity, and I simply translated your statement when I said 'Brahmoism may justly be characterised as the spirit of Christ modifying Hinduism.' I can not for a moment conceive that had it not been for the Christian influence amidst which Providence has placed us, Brahmoism could not have come into existence at all."

It will be seen from the above that both Dr. Chatterjea and the *Indian Messenger* would have the world believe that Brahmoism had its origin in Christianity or Christian influence. How our friends came to such a strange conclusion is what is more than we can say. All Brahmos acknowledge Rajah Ram Mohun Roy to be the founder of Brahmoism and there would be some justification for ascribing to Brahmoism a Christian origin, were it a fact that its founder, the Rajah, derived his inspiration from the Bible, or was led chiefly by Christian influence. But such was far from being the case. The story of the Rajah's life reveals that it was the study of the works of the Theistic Persian poets—the poets of Sufism—such as Hafij, Maulana Rumi, and Shams Tabriz, and also, to a certain extent, an acquaintance with the Koran, that first fired his mind with a hatred of idol worship, and "led him," as Mr. G. S. Leonard observes in his "History of the Brahmo Samaj," "to form for himself a religion of pure and rational monotheism." The late Baboo Kishory Chand Mitter, in his able biographical sketch of the Rajah, published in the *Calcutta Review*, also takes the same view. "It must be perceived," says he, "that the mental discipline thus acquired by the perusal of these works (the works of the Sufi poets), as well as his acquaintance with the doctrines of the Koran contributed to cause that vigorous and searching scrutiny into his paternal faith, which soon resulted in his emancipation from its chains and ultimately led to the great and successful efforts he made to destroy its empire." It should be noted here that Ram Mohun Roy devoted himself to the study of the Sufi poets and the Koran while he was staying at Patna, with the permission of his father, to master the Persian and Arabic languages, and that he was then at his fifteenth year. From Patna, he went to Benaras to study the vedas and the Vedanta, and after he had imbued himself with the spirit of these venerable religious works of the Hindus, he found them only confirming his belief in the unity of the God-head and convincing him of the irrationality of making images of God or worshipping idols. Soon after his return from Benaras, when he was about sixteen, Ram Mohun Roy wrote a pamphlet denouncing as false and absurd the doctrines of Hindu idolatry. Brahmoism must be said to have been born with the composition of this pamphlet, the fruit of his study of the Sufi poets and the Vedas and the Vedanta. The theism of this pamphlet was so pronounced that it created an open breach between him and his kith and kin, and led to his departure from his ancestral home. The *Indian Messenger* and Dr. Chatterjea must bear in mind that

when this pumphlet was written, Ram Mohun Roy had no knowledge whatever of the Biblo, that it was not till four years after this that he began to study the English language and that at the time he could not have come under any Christian influence whatever, since the first Christian Missionary in Bengal who made any impression or exerted any influence on the literate classes was the Rev William Carey who sailed for India in 1792, that is, two years after Ram Mohun Roy had written his famous pamphlet in support of Theistic principles. Previous to the arrival of Mr. Carey in India, there had worked in Bengal only one Protestant Missionary, the Rev. James Kiernander, but when Ram Mohun Roy was born, Keirnander had already become old and had almost ceased to carry on his missionary work, which was never extended beyond a very limited circle of people.

After Ram Mohun Roy had studied the Bible both in the original and in its English translation, which he did rather late in life, what effect did it produce on his mind? It created in him, it is true, an admiration for the simple, universal precepts of Jesus, but at the same time it generated in his mind an aversion to the dogmas of Christianity, and along with it, an intention to expose their absurdity. He published the moral and spiritual sayings of Jesus and declared them as a safe guide to peace and happiness, but at the same time wielded his powerful pen in denouncing such Christian doctrines as the Trinity, the Divinity of Christ, the Atonement, and denounced them so effectively that a Christian Missionary, the Rev. Mr. William Adam, was persuaded by his writings to renounce these doctrines and become a Unitarian. Thus, instead of Christianity moulding the religious views of Ram Mohan Roy, it was Ram Mohan Roy who moulded Christianity, in the light of those previously formed theistic religious views of his which constitute the fundamental doctrines of Brahmoism. Ram Mohan Roy's later works, the *Tuhfat-Ul-Muahhiddin* written in Persian with an Arabic preface, and published in 1802, and "Translation of an Abridgment of the Vedant," published in 1816, works that elaborated his theistic principles, not only not show any trace of Christian influence, but are productions that might be pronounced to be throughly anti-Christian.

The above is the plain story of the origin of Brahmoism, and we contend that it proves beyond all question that the birth of Brahmoism had nothing to do with Christianity or Christian influence. To attribute, in the face of the facts stated above, the origin of Brahmoism to Christianity is to be guilty of a wanton misstatement, and of an unpardonable libel on its great founder, Rajah Ram Mohan Roy.

If, however, our friends altogether ignore the Brahmoism of Raja Ram Mohan Roy and also that of Maharshi Debendra Nath Tagore, and if, speaking of Brahmoism, they mean only the Brahmoism of Keshub Chandra Sen, their views about the relation of Brahmoism to Christianity, we admit, become intelligible. But not even the most blind follower of Keshub C. Sen will have the heart absolutely to discard Ram Mohan Roy or Debendra Nath Tagore, and we can not persuade ourselves to believe that the members of the Sadharan Brahmo Samaj, who seceded from the party of the late Keshab Chunder Sen, will so far forget truth and themselves as to ascribe the origin of Brahmoism to Keshub Chunder Sen.

NOTICE.

Catalogue of sanskrit Books Posted free on application to K. Guruswaim and Co. 25 Kalkadevi Road, Bombay.

বিজ্ঞাপন।

নূতন পুস্তক! নূতন পুস্তক!

আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত প্রতিঘাত ও সংঘাত।

যদি কেহ ধর্ম্ম সম্বন্ধে বদ্ধমূল ভ্রান্তি দূর করিতে চাও, যদি কেহ দেশব্যাপী মূর্ত্তি-পূজার প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য অবগত হইতে চাও শীঘ্র এই পুস্তক ক্রয় কর। ইহা বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ ও অদ্বিতীয় চিন্তাশীল লেখক শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য ✓০। আদি ব্রাহ্মসমাজ পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য

পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত। দ্বিজেন্দ্র বাবুর লেখনী কিরূপ অমৃতনিঃস্যন্দিনী তাহা সর্ব্বসাধারণে জানেন। তিনি স্ত্রীলোকের পাঠোপযোগী করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন। উৎকৃষ্টরূপে মুদ্রিত এবং উৎকৃষ্ট বান্ধাই। মূল্য ।০ চার আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম্মের শেষ শিক্ষা। মোক্ষপ্রদ অধ্যাত্মবিদ্যা

পরলোক ও মুক্তি।

শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ✓০ দুই আনা।

আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তকের তালিকা।

	মূল্য
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে)	৩৷০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (লাল কাল অক্ষরে) (ভাল বাঁধা)	২০
ব্রাহ্মধর্ম্ম (সুলভ সংস্করণ)	৷০
ঐ (ভাল বাঁধা)	৸০
পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম	।০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	৷০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত)	।০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড	।০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম (তাৎপর্য্য সহিত)	।০
ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তবাহ্য	১০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান (ভাল কাগজও ভাল বাঁধা)	৫৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (সুলভ সংস্করণ)	৸০
ঐ ঐ (বাঁধা)	১৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস ও ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রদত্ত উপদেশ ও প্রবচন সংগ্রহ একত্রে	।৵০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।০
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা	/০
ব্রহ্মোপাসনা	/০
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে)	৵০
আত্মতত্ত্ব বিদ্যা	৵০
পরলোক ও মুক্তি	৵০
দশোপদেশ	৷০
মাঘোৎসব	৷০
প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা	৶০
ভগবদ্গীতা সংগ্রহ বঙ্গানুবাদসহ	।০
ধর্ম্মশিক্ষা	৵০
ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	/০
রামমোহন রায় (রবীন্দ্র বাবুরকৃত)	৶
ব্রহ্মসঙ্গীত সম্পূর্ণ (৯ম ভাগ পর্য্যন্ত)	১৲
ঐ (ভাল বাঁধা)	১।০
রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গীতাবলী	।০
আর্য্য ধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত প্রতিঘাত ও সঙ্ঘাত	৵০

	মূল্য R.A.P.
Hindoo Theism	" 1 "
Theist's Prayer Book	" 1 "
Tuhfatal Muwahhiddin	" 4 "
Doctrine of Christian Resurrection	" 2 "
Offering of Srimat Maharshi Devendernath Tagore	" 1 "
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা ১ম ভাগ	৷০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা দ্বিতীয় ভাগ	৸০
হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা	৷০
সঙ্গীতমঞ্জরী	৵০
বিবিধ প্রবন্ধ (রাজনারায়ণ বসুর কৃত)	১৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের আধ্যাত্মিক অভাব	।০
প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে?	/০
সারধর্ম্ম (অনুক্রম)	/০
বৃদ্ধহিন্দুর আশা	৶০
তাম্বুলোপহার ২য় ভাগ	/০
	R.A.P.
Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj	" 4 "
Brahmic Quest. of the Day	" 6 "
Brahmic Advice, Caution and Help	" 3 "
Adi Brahmo Samaj, its Views and Principles	" 2 "
Adi B. Samaj as a Church	" 3 "
A Reply to the Query "What is Brahmoism?	" 4 "
Theistic Toleration and Diffusion of Theism	" 1 "
জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি	৷৵০
তত্ত্ববিদ্যা	১৷০
সোনার কাটী ও রূপার কাটী	৵০
আর্য্যামী ও সাহেবিআনা	৵০
সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা	৵০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গীতা	১৲
ঐ (বাঁধা)	১৷০
উদ্গীথ	।০
ধর্ম্মমালা	৶১০
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	২৲

একমেবাদ্বিতীয়ং

পঞ্চদশ কল্প

দ্বিতীয় ভাগ।

৬৮ ম পা। পৌষ ব্রাহ্মসম্বৎ ৭১। ১৮২২ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्

सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया

पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

শ্রীমন্মহর্ষিদেবের উপদেশ	(শ্রীশিবধন বিদ্যার্ণব) ...	১২৯
আত্মজ্ঞান	(শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী)	১৩১
কর্ম্মশীলতা ও অধ্যবসায়	(শ্রীশম্ভুনাথ গড়গড়ি)	১৩৫
ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার প্রণালী	(শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু)	১৩৮
বুদ্ধ-অনুকরণ	(শ্রীনকুড়চন্দ্রবিশ্বাস)	১৪৩
Sermons of Maharshi Devendra Nath Tagore.	X.	49
The Tattawabodhini Patrika and the Theosophical Society.		53
The Caste System and the Brahmo Samaj.		53

JOTINDRO NATH DUTTA
JANMABHUMI OFFICE
89, [illegible] Ghat St. Calcutta.

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৫৭। কলিগতাব্দ ৫০০১। ৬ পৌষ শুক্রবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা
ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে
পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপন।

(নূতন কাব্য গ্রন্থ)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

কণিকা	।।০ আনা
কথা	১৲ টাকা
কাহিনী	১৲ টাকা
কল্পনা	১৲ টাকা

আদি ব্রাহ্মসমাজের ঠিকানায় আমার নিকট কিনিলে ডাক্‌মাশুল লাগিবে না।

শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
প্রকাশক।

জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শেষ উপদেশ।

মূল্য দশ আনা মাত্র, ডাকমাশুল একআনা।

বিজ্ঞাপন।

১। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রালয়ে বাঙ্গালা প্রভৃতি সকল রকম পুস্তক চেক্‌দাখিলা চিঠি পত্রাদি সকল প্রকার কার্য্য উচিত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে সমাধা করা যাইবে।

২। মফঃস্বলের গ্রাহকদিগকে তত্ত্ববোধিনীর মূল্য বাবদ স্বতন্ত্র রসিদ দেওয়া যাইবে না; তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে।

৩। মনি অর্ডার, নোট, নগদ টাকা ও অর্দ্ধ আনার ডাকের টিকিট ব্যতীত অন্য প্রকারে তত্ত্ববোধিনীর মূল্য লওয়া যাইবে না।

৪। কোন গ্রাহক স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার নূতন ঠিকানা পত্র দ্বারা না জানাইলে পত্রিকা পাওয়া সম্বন্ধে কোন গোলযোগ জন্য দায়ী নহি।

৫। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ও আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তকাদির মূল্য ও মুদ্রাঙ্কনের টাকা ও চিঠি পত্রাদি কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

৬। টাকা পাঠাইবার সময় মনিঅর্ডার কুপনে নাম, ধাম এবং কি বাবতে কত টাকা পাঠান হইল, স্পষ্ট করিয়া লেখা আবশ্যক।

৭। পত্রিকা বন্ধ করিবার সময় পূর্ব্বপ্রাপ্ত পত্রিকার মূল্য বাকি থাকিলে তাহা শোধ করিয়া দিতে হইবে।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

JOTINDRO NATH DUTTA
... OFFICE
60, ... Ghat St. Calcutta.

একমেবাদ্বিতীয়ং

পঞ্চদশ কল্প

দ্বিতীয় ভাগ।

৬৮৯ সংখ্যা | পৌষ ব্রাহ্মসম্বৎ ৭০। | ১৮২২ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্‌ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্‌ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীমন্মহর্ষিদেবের উপদেশ।

কিছু দিন পূর্ব্বে একদিন পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষিদেবের চরণান্তিকে উপস্থিত আছি, এমন সময়ে তাঁহার বদনকমল হইতে অমৃতধারার ন্যায় প্রবাহিত হইতে লাগিল—

‘সৃষ্টিব্যাপার লইয়া নানা দেশের বিভিন্ন শাস্ত্রে নানা প্রকারের বর্ণনা আছে; কিন্তু এবিষয়ে ভারতের অতীত যুগের ঋষিরা যাহা বলিয়াছেন তাহা যেমন সুস্পষ্ট, তেমনি সঙ্গত!

তাঁহারা প্রথমে বলিলেন—

‘ইদং বাঽগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীৎ’

পূর্ব্বে এই সমস্ত কিছুই ছিল না। একটি ছোট কথায় কেমন জমি পরিষ্কার হইয়া গেল! কোথাও কিছু রহিল না, এই সমস্ত কিছুই ছিল না. স্পষ্ট বলাতে আবার স্বভাবতঃ মনে প্রশ্ন উঠে তবে কি ছিল?

‘সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ’

পূর্ব্বে কেবল সৎই ছিলেন। সৎস্বরূপ পরব্রহ্মই পূর্ব্বে আপনাতে আপনি বিরাজ করিতেছিলেন। এক প্রশ্নের সমাধান হইল; অমনি প্রশ্নের পর প্রশ্নান্তর জাগিয়া উঠিতে লাগিল, তিনি কি প্রকারে ছিলেন? ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্‌’ এক এবং অদ্বিতীয় রূপে অর্থাৎ তাঁহার কোন সহচারী সহকারী বা সহযোগী অন্য বস্তু ছিল না। তিনি কিরূপ?

‘সবা এষ মহানজ আত্মাঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ঃ।’

তিনি এই মহান্‌ আত্মা, তিনি জন্মহীন জরারহিত মরণধর্ম্মরহিত অমৃত এবং অভয়। তিনি সকলের আদিকারণ, তাঁহার আদিকারণ কিছুই নাই, কাজেই তাঁহার জন্ম হইতে পারে না। তাঁহা হইতেই সকলের উৎপত্তি হইয়াছে, তিনি অজ।

‘জাতস্য হি ধ্রুবোমৃত্যুঃ’

জাত বস্তুর মৃত্যু নিশ্চয়, তিনি জন্মান নাই কাজেই তাঁহাতে মরণধর্ম্ম নাই। যাঁহার জন্ম মৃত্যু নাই তিনি যে জরাশূন্য তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। যিনি জন্মমরণরহিত তিনিই অমৃত এবং অভয় স্বরূপ। তবে এই জগৎ সংসার কি প্রকারে হইল? তৎ সম্বন্ধে বলিতেছেন—

'স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ'

তিনি প্রথমে তপস্যা করিলেন, তপস্যা বলিলেই মনে হয়, আর কাহারো প্রসাদ দৃষ্টির কামনায় কিছু করা, তাঁহার সেরূপ করিবার কারণ মাত্রই নাই, কেননা, 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ' একমাত্র সৎ স্বরূপ ব্যতীত পূর্ব্বে আর দ্বিতীয় বস্তু মাত্রই ছিল না, তিনি আর কাহার প্রীতির জন্য তপস্যা করিবেন ? এই তপস্যা অর্থে তাঁহার স্বগত আলোচনা মাত্রই বুঝিতে হয়, তিনি প্রথমে আলোচনা করিলেন। আলোচনা করিয়া তৎপরে যাহা কিছু এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিলেন। উপাদান কারণ ব্যতিরেকে ইচ্ছা মাত্র বস্তুৎপাদনের নামই সৃষ্টি। এই সৃষ্টি সামর্থ্য একমাত্র তাঁহাতেই বিদ্যমান আছে, স্রষ্টা একমাত্র তিনি, আর আর সকলই সৃষ্ট। জাগতিক কোন উপমার দ্বারা তাঁহার সৃষ্টিকৌশল বোঝা যাইতে পারে না।

'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।'

তাঁহার শক্তির তুলনা নাই, তাঁহার জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়া স্বভাবগত। সেই স্বভাবগত শক্তিপ্রভাবে তিনি এই অনন্ত বিশ্বের রচনা করিয়াছেন, তাঁহার এই সৃষ্টির সঙ্গে মনুষ্যের রূপান্তর-বিধান-সামর্থ্যের তুলনা হয় না। আমরা এক আকারকে অন্য আকার দান করিতে পারি মাত্র, একটি পরমাণুকেও সৃষ্টি করিতে পারি না, কিন্তু

'এতস্মাজ্জায়তে প্রাণোমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী'

প্রাণ মন ইন্দ্রিয় এবং আকাশ বায়ু জ্যোতি জল এবং সকলের আধার এই পৃথিবী তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি জগৎ সৃষ্টি করিলেন শুধু ইহাই নহে, জগৎ সৃষ্টি করিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন নাই; সৃষ্টির পরে তাঁহারই ইচ্ছাতে—তাঁহারই অধিষ্ঠানেতে—তাঁহারই শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া সমস্ত জগৎ চলিতেছে, তিনি প্রাণরূপে সমস্ত জগতে বিরাজ করিতেছেন এবং জগতের আশ্রয়রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তিনি জীব বা জগৎ নহেন, কিন্তু তিনি জগৎ ও জীবের স্রষ্টা, চালক ও পালক। তিনি জীবও নহেন জড়ও নহেন কিন্তু তিনি জীবের জীবন ও জড়ের শক্তি, তিনি কাহারো আশ্রিত নহেন কিন্তু তিনি সমস্ত জীবে সমস্ত জগতে নিত্য বর্ত্তমান। সুদূর সূর্য্যে গ্রহনক্ষত্রে লোকলোকান্তরে এবং এই পৃথিবীতে প্রতি অণু পরমাণুর বাহিরে ভিতরে তিনি অবিচ্ছিন্ন যোগে নিত্য বর্ত্তমান। সেই জন্যই তিনি—বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং এবং সেজন্যই তিনি 'সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং।

তাঁহাকে ছাড়িয়া স্বতন্ত্রভাবে ব্রহ্মাণ্ডের একটি পরমাণুও অবস্থিতি করিতে পারে না, তিনি জড়ের শক্তি এবং 'চেতনশ্চেতনানাম্'।

'যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণএজতি নিঃসৃতং।
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥'

এই প্রাণস্বরূপ পরমেশ্বরে অবস্থিতি করিয়া তাঁহারই অনুপ্রাণনে তাঁহা হইতে নিঃসৃত এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়মিত হইতেছে। তিনি উদ্যত বজ্রের ন্যায় ভয়ানক। যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করেন।

সংসারের কর্ম্মে যেখানেই মোহের ক্রীড়া আছে, যেখানেই নীচ স্বার্থের সম্বন্ধ আছে, যেখানেই প্রবৃত্তির দুষ্ট

প্রলোভন আছে সেখানেই বিশেষভাবে—সচেতন ভাবে মনে রাখিতে হইবে তিনি 'মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং' উদ্যত বজ্রের ন্যায় ভয়ানক; কিন্তু সাধু কর্ম্মে—মঙ্গল ব্যাপারে জগতের সেবায়—তাঁহার উপাসনায় বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে—তিনি 'শান্তং শিবং অদ্বৈতম্'। সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি ঘটনায় তাঁহার অবিচ্ছিন্ন শান্ত মঙ্গল ভাব যিনিই অনুভব করিয়াছেন, তিনিই নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে—প্রত্যক্ষরূপে দেখিতে পান 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি' তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন।

তাঁহাকে জানিবার জন্যই জগতের জড়বিজ্ঞান, তাঁহাকে জানিবার জন্যই আত্মজ্ঞান, জগতের স্রষ্টা, পাতা—শাস্তা পরম মঙ্গলালয় বিধাতারূপে তাঁহাকে জানিলেই জন্ম সার্থক হয়, তাঁহাকে দেখিলেই জীবন ধন্য হয়। সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের শান্ত মঙ্গল ভাব অনুক্ষণ প্রাণে জাগ্রত থাকিলে সমস্ত বিঘ্ন ভয় বিদূরিত হইয়া যায়—মঙ্গলময়ের মঙ্গল রাজ্যের অনন্ত আনন্দ ধ্বনিতে মনঃপ্রাণ পূর্ণ হইয়া উঠে। তখন ইহকালে তাঁহার মঙ্গলাশ্রয়ে থাকিয়া অমঙ্গলের আশঙ্কা থাকে না এবং পরকালেও তাঁহার কৃপা—তাঁহার মঙ্গলভাব এবং তাঁহারই সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন যোগ স্পষ্টতর উজ্জ্বলতররূপে উপলব্ধি করিবার আশ্বাস এবং বিশ্বাস লাভ করিয়া মৃত্যুভয় দূরে চলিয়া যায়, তাঁহার মধুরাহ্বান শুনিবার জন্যই কর্ণ নিরন্তর উৎসুক হইয়া থাকে।'

মহাপুরুষের বচনাবলীর মধ্যে কি একটা আধ্যাত্মিক শুভ শক্তি নিহিত থাকে, যাহাতে সেই উপদেশের সত্য শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত প্রবেশ ও প্রসৃতি লাভ করে। তাঁহারা যাহা প্রচার করেন তাহাই শাস্ত্র। সেই শাস্ত্র পাঠ করিয়া আমরা বিবিধ সত্যের সন্ধান প্রাপ্ত হই। কিন্তু লিখিত উপদেশ অপেক্ষা তাঁহাদের বদনকমল হইতে নিঃসৃত উপদেশ-সুধার মূল্য শতগুণ; কেন না যিনি যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহার মুখে সে বিষয় শুনিলে বাস্তবিক শোনার কাজ হয়, তৃতীয় ব্যক্তির নিকটে সেরূপ প্রত্যাশা করা বিড়ম্বনা মাত্র!

আপন সাধনপ্রভাবে প্রত্যক্ষীকৃত বিষয়ের সঙ্গে প্রাচীন শাস্ত্র বচন মিলাইয়া সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ত্তমান মহর্ষিদেব যে সকল অবুদ্ধ পঠিত সত্যকে আমাদের নিকট প্রত্যক্ষবৎ করিয়া দেন, তাহা নিজের এবং অপরের মঙ্গলের জন্য রক্ষা করিতে স্বভাবতঃই প্রবৃত্তি জন্মে; কিন্তু তাঁহার মুখে জ্বলন্ত উৎসাহের সঙ্গে দিব্য জ্ঞানের ভাষায় শোনার সহিত এই লিখিত বৃত্তান্তের তুলনাই হয় না।

আত্মজ্ঞান।

ধর্ম্মরাজ যমের সন্নিধানে সেই শ্রদ্ধাবান্ ঋষিপুত্র নচিকেতা আত্মজ্ঞান লাভের জন্য বসিয়া আছেন। যমরাজ তাঁহাকে বহুবিধ বিষয়-সুখের প্রলোভন দেখাইয়া সংসারে প্রত্যাবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু নচিকেতা সত্যের যে অমৃত আস্বাদন পাইয়া পিতৃকর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া যম সন্নিধানে আসিতেও যখন আশঙ্কা করিলেন না এবং যে আত্মজ্ঞানের অনুরাগে এত অনুরক্ত যে "তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে" অর্থাৎ তোমার অশ্ব রথ, তোমার নৃত্যগীত তোমারই থাক, যম রাজার সম্মুখে এই প্রত্যুত্তর করিতেও সঙ্কোচ

বোধ করিলেন না, তখন ধর্ম্মরাজ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, যে, হে নচিকেত! তুমি আপাত রমণীয় প্রিয় কাম্য বস্তু সকলের অনিত্যত্ব ও অসারত্ব অভিধ্যান করিয়া সে সকলই পরিত্যাগ করিলে এবং বিত্তময়ী পথ অবলম্বন করিলে না, যাহাতে বহু মনুষ্য গমন করিয়া তাহাতেই মজ্জিত হয়। বিদ্যা এবং অবিদ্যা অর্থাৎ সংসার এবং ধর্ম্ম এই দুই পথ চিরকালই প্রসিদ্ধ আছে। আমি তোমাকে ধর্ম্মপথাবলম্বীই মনে করি। তুমি সত্য-সঙ্কল্প অতএব তোমার ন্যায় জিজ্ঞাসু যেন আমরা সর্ব্বদাই প্রাপ্ত হই। এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে আত্মজ্ঞানেরই উপদেশ দিলেন।

পঞ্চ তন্মাত্র অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ এবং একাদশ ইন্দ্রিয় অর্থাৎ মন, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ, ইহারা আত্মজ্ঞানের মধ্যে ব্যবধান থাকিয়া আমাদিগকে সর্ব্বদাই বিষয়-জালে জড়িত রাখিতেছে। যদি বিবেক-রজ্জুতে ইহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া আত্মার ইচ্ছাধীনে আমরা আনয়ন করিতে না পারি এবং ধর্ম্মের সুশীতল ছায়াতে চিত্তের বিরাম সাধনে অক্ষম হই, তাহা হইলে আমাদের আত্মজ্ঞান প্রস্ফুটিত হয় না। আত্মজ্ঞান না হইলে এই ভীষণ তরঙ্গ-সঙ্কুল সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারা যায় না, আত্মজ্ঞান না হইলে মনুষ্য-জীবনের লক্ষ্য যে মুক্তি তাহা কেহ লাভ করিতে পারে না। এই জন্যই জনক, যাজ্ঞবল্ক্য আত্মজ্ঞান লাভ করিলেন, ব্যাস, বশিষ্ঠ আত্মজ্ঞানের শিক্ষা দিলেন। হারুণি, প্রজাপতি আত্মজ্ঞানের শিক্ষা দিলেন। বেদ উপনিষদে আত্মজ্ঞানের শিক্ষা, আত্মজ্ঞানই তন্ত্র পুরাণের লক্ষ্য। শঙ্করাচার্য্য বলিলেন,

"কামং ক্রোধং লোভং মোহং ত্যক্ত্বাত্মানং পশ্যহি কোহহং। আত্মজ্ঞানবিহীনা মূঢ়াঃ তে পচ্যন্তে নরকে নিগূঢ়াঃ।"

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে দেখ যে আমি কে? আত্মজ্ঞান রহিত মূঢ়েরা নিগূঢ় নরকে পতিত হয়। আপনার আত্মার আকাশ হইতে কাম ক্রোধাদির তরঙ্গময় মোহমেঘ অপসারিত করিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেই প্রেমের বিশদ চন্দ্রমা পরমাত্মা সেখানে প্রকাশিত রহিয়াছেন। এই পৃথিবীতে ধর্ম্মের বহু এবং বিবিধ সম্প্রদায় আছে। যাহার পথ যতই জটিল এবং বক্র হউক না কেন, সমস্ত আকাশ, সকল লোক লোকান্তর ও দেব মনুষ্যের অন্তর ভেদ করিয়া এই যে এক মহা আত্মবাক্য নিয়ত নিঃসারিত হইতেছে "অহং ব্রহ্মাস্মি" সেই দিকেই সকলে উৎকর্ণ, সকলের গতি সেই একই দিকে অগ্রসর। আরবের অরণ্যময় মরুভূমি ভেদ করিয়া মোহম্মদের মুখ হইতে যে নিরাকার এক ব্রহ্মের জয়ধ্বনি উচ্চারিত হইয়াছিল তাহা আত্মজ্ঞানেরই একটি উচ্ছ্বাস এবং বোগদাদী তপস্বী হোসেন মনসুর যে বলিতেন, আমার আত্মস্থ দেবতা বলিতেছেন, "আনল্ হক্"—"অহং ব্রহ্মাস্মি" এবং যে কথা তাঁহার রসনা হইতে উচ্চারিত হওয়ায় তখনকার অজ্ঞান নিষ্ঠুর মনুষ্যেরা তাঁহার হস্ত, পদ, জিহ্বা এবং শিরশ্ছেদ করিতে উদ্যত হইয়াও তাঁহাকে তাহা হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। তাঁহার এই অপরাধে যখন তাহারা তাঁহার প্রথমে পদচ্ছেদ করিল, তখন তিনি বলিলেন যে, এই পদে পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছি কিন্তু আমার অন্য পদও আছে যদ্দ্বারা আমি স্বর্গে ভ্রমণ করিব। তাঁহার

হস্ত ছেদিত হইলে বলিলেন যে, আমার অন্য হস্তও আছে যদ্দ্বারা আমি স্বর্গ হইতে গৌরবের মুকুট আহরণ করি। ইহা আত্মজ্ঞানেরই প্রকৃষ্ট পরিচয়। অতএব আত্মজ্ঞানই আমাদের প্রার্থনীয় বিষয়। আত্মজ্ঞানের জন্যই হিন্দুর দর্শন শাস্ত্র পৃথিবীতে অতুলনীয়।

মধ্যাহ্ন কালের সূর্য্য যেমন স্বীয় দীপ্তিতে ঊর্দ্ধাধঃ সমস্ত প্রপূরিত করিয়া প্রকাশিত থাকে, সেইরূপ সেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা স্বীয় সত্যে, জ্ঞানে, প্রেমে, পবিত্রতাতে সমস্ত বাহ্য জগৎ এবং অভ্যন্তর জগৎ পূর্ণ করিয়া প্রকাশিত রহিয়াছেন। কণ্টকাবৃত বনের মধ্যে সূর্য্যরশ্মি নিপতিত হয় না; অরণ্যের বাধা সেই স্থানকে অন্ধকারময় করিয়া রাখে; সেই স্থানই ব্যাঘ্র, শূকর, অজগর প্রভৃতি প্রাণনাশক জন্তুগণের নিবাসভূমি। যে হৃদয় আলস্য, অনুদ্যম, অনিচ্ছার অরণ্যে সমাকীর্ণ রহিয়াছে, সেখানে সেই জ্ঞান-সূর্য্যের কল্যাণ-কিরণ প্রবেশ করিতে পারে না, সেই হৃদয়ই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি মনুষ্যাত্মার সর্ব্বনাশক দুর্জ্জয় রিপুগণের আবাসস্থান হইয়া রহিয়াছে। "ঈশ্বর আছেন," "ঈশ্বর নিরাকার" "ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী" ইত্যাদি মুখের কথাই কেবল ঈশ্বরের অস্তিত্বের ও নিরাকারত্বের সাক্ষী নহে—আত্মজ্ঞানের পরিচায়ক নহে। ইহার জন্য হৃদয়ের আলস্য, অনুদ্যম ও অনিচ্ছার মূলোৎপাটন করিতে হইবে, ইহার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রের বীরের ন্যায় মস্তক প্রদান করিতে হইবে—সংযম সাধন করিতে হইবে—ইহার জন্য তপস্যা করিতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন, "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব" তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা কর। উপনিষৎকার বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মকে লাভ করা ভীরুর কর্ম্ম নহে। এই জন্যই আমাদের বর্ত্তমান ও পূর্ব্ব আচার্য্যগণ আত্মানুসন্ধানের সুনিবদ্ধ প্রণালী স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মরাজ নচিকেতাকে বলিলেন—

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াং স্তেষু গোচরান্
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥

আপনার আত্মাকে রথী এবং শরীরকে রথ বলিয়া জান। বুদ্ধিকে সারথি রূপে এবং মনকে প্রগ্রহ অর্থাৎ লাগাম বলিয়া জান। মনীষী ব্যক্তিরা ইন্দ্রিয় সকলকে অশ্ব, বিষয়কে তাহার চলিবার পথ এবং ইন্দ্রিয়-মনযুক্ত আত্মাকে ভোক্তা বলিয়া উল্লেখ করেন। এই ভোক্তা শরীরস্থ জীবাত্মা নামে কথিত হয়। "এষহি দ্রষ্টা" ইনি দর্শন করেন, "স্প্রষ্টা" স্পর্শ করেন, "শ্রোতা" শ্রবণ করেন, "ঘ্রাতা" আঘ্রাণ করেন, "রসয়িতা" আস্বাদন করেন, "মন্তা" মনন করেন, "বোদ্ধা" বিচার করেন, "কর্ত্তা" কর্ম্ম করেন, "বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ" ইনিই নিজ স্বরূপের জ্ঞাতা, পুরুষ।

"স পরেঽক্ষরে আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে।"

ইনি পরমাক্ষর পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছেন। যমরাজ বলিলেন

"যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ
সতু তৎপদমাপ্নোতি যস্মাৎ ভূয়ো ন জায়তে।"

যিনি স্বীয় বিজ্ঞানাত্মার জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, সমাহিতমনা ও সর্ব্বদা পবিত্র থাকেন তিনিই সেই পরমাত্মার আশ্রয় প্রাপ্ত হয়েন, যাহা পাইলে পুনর্ব্বার সংসারে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। যে সোপান পরম্পরা আমাদের বিবেক সহায় হইয়া আমাদিগকে সেই বিষ্ণুর পরম পদে উত্তীর্ণ করিবে তাহা কি? ধর্ম্মরাজ নচিকেতাকে বলিলেন—

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসশ্চ পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥
মহতঃ পরমব্যক্তং অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥

এই যে ইন্দ্রিয় সকল জড় রাজ্যে উন্মুক্ত রহিয়া তাহার সহিত একাত্মতা হেতু তাহাকেই সত্য জ্ঞান করে সেই ইন্দ্রিয় হইতে তাহার অর্থ, অর্থাৎ তাহার প্রকাশ-স্বভাব শ্রেষ্ঠ। অর্থ হইতে মন শ্রেষ্ঠ। মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধি হইতে বিজ্ঞানাত্মা মহা শ্রেষ্ঠ। আত্মা হইতে অব্যক্ত, কি না স্থূল জড় জগতের উপাদান স্বরূপ ঈশ্বরের অব্যক্ত শক্তি শ্রেষ্ঠ। এই অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ। পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই, তিনিই শেষ, তিনিই পরাগতি। অব্যক্ত বেদে স্বধা শব্দে উক্ত হইয়াছে। অব্যক্ত শক্তি এবং সেই শক্তির আধার যিনি তিনিই পরম পুরুষ, আমাদের সম্ভজনীয় ঈশ্বর। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন, যিনি ছায়া রহিত, লোহিতাদি গুণ রহিত, পরিশুদ্ধ, অবিনাশী পরব্রহ্মকে জানেন, তিনি সেই অক্ষর পুরুষকে প্রাপ্ত হন।

যে পর্য্যন্ত সাধক ঈশ্বরকে পরমপুরুষ রূপে দেখিতে না পান, তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার পবিত্রতা, তাঁহার মঙ্গল ভাব, তাঁহার স্বতন্ত্রতা উপলব্ধি না করেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহাকে জাগ্রত ঈশ্বর রূপে দেখিতে পান না। এই জ্ঞান-প্রাণ-পূর্ণ জগতের কারণ সেই জ্ঞান-প্রাণ-পবিত্রতার আধারকে পরম পুরুষ ও জগতের নিয়ন্তা রূপে অনুভব না করিলে সাধকের আত্মা তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না, আত্মার পিপাসিত অপরিমেয় সুখ শান্তির সমাধান হয় না। অন্তর্বাহ্য সকল ক্রিয়ার মূলে তাঁহার মঙ্গলময়ী ইচ্ছা। অনন্ত আকাশে অসংখ্য গ্রহচক্র নিরন্তর বিঘূর্ণিত হইতেছে, ইহার নিয়ন্তা সেই পরম পুরুষ পরমেশ্বর। আমাদের শরীরের অভ্যন্তরে শিরা উপশিরার মধ্যে রক্তপ্রবাহে প্রাণ সঞ্চরণ করিতেছে, হৃদয়ে প্রেম পবিত্রতার অভ্যুদয় হইতেছে, তাহারও প্রবর্ত্তনকর্ত্তা সেই পরম পুরুষ পরমেশ্বর। তাঁহার মঙ্গল নিয়মে সকলই নিয়মিত হইতেছে, সকলেই তাঁহার মঙ্গল শাসন প্রচার করিতেছে। তিনি নিজে যে প্রকার মঙ্গলময় ও আনন্দময় জগৎকে এবং জীবকেও সেই মঙ্গল ভাবে ও আনন্দরসে পূর্ণ করিলেন। এই জগৎ সেই আশ্চর্য্যময়েরই আশ্চর্য্য লীলা। সেই আশ্চর্য্যময়ের হস্তের আশ্চর্য্য চিহ্ন আমাদের এই শরীর, মন, আত্মা। তিনি আমাদের শরীরের যন্ত্রী, মনের নিয়ন্তা, আত্মার আত্মা পরমাত্মা। তাঁহার দিকে উন্নতিই আমাদের জীবন—জ্ঞান ধর্ম্মই জীবনের পন্থা। শুভবুদ্ধির আলোকে আত্মার স্বাধীনতা উজ্জ্বল হয়। তাহার আলোকে জীবনের এই পথে অগ্রসর হওয়াই আমাদের পুরুষত্ব।

এই শরীর আমার কিন্তু তাহা আমি নহি। আমি বিজ্ঞানবান্ পুরুষ আর এই ইন্দ্রিয় সকল আমার কার্য্য করিতেছে। আত্মার এ প্রকার কর্তৃত্ব শক্তি যে, যে প্রকৃতি দ্বারা সে আবৃত ও অনুবিদ্ধ তাহার উপরেও তাহার আধিপত্য রহিয়াছে। প্রকৃতির অতীত শক্তি দিয়া মনুষ্যের আত্মাকে ঈশ্বর নিজের আরো নিকটে আনিয়াছেন। মনুষ্য বিজ্ঞান দ্বারা প্রকৃতিকে অতিক্রম করেন—ঈশ্বরপ্রদত্ত আত্মপ্রভাব দ্বারা প্রাকৃতিক কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলকে অতিক্রম করিতে পারেন। জীবাত্মা আপনার অভ্যন্তরে এ প্রকার কর্তৃত্ব-শক্তি বুঝিতে পারেন, এ প্রকার স্বাধীনতার বল অনুভব করেন যে প্রবৃত্তি-কুলের সহস্র উত্তেজনার

প্রতিকূলেও তিনি ধর্ম্ম নিয়মের অনুবর্ত্তী হইতে পারেন। ঈশ্বর আত্মাকে এপ্রকার বলে বলীয়ান করিয়াছেন যে সে পথের সমুদায় বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া অবশেষে তাঁহার পদতলে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে। ঈশ্বর সর্ব্ব ভূতে গূঢ় রূপে অবস্থান করিতেছেন, তিনি কাহারও নিকটে প্রকাশিত হন না, কিন্তু মনুষ আত্মপ্রভাবে—স্বাধীনতার বলে—তপস্যার দ্বারা আত্মার অভ্যন্তরে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়েন। সাধক তপস্যার দ্বারা প্রথমে ইন্দ্রিয়দিগকে মনে সংযত করিবেন, মনকে বুদ্ধিতে সংযত করিবেন, বুদ্ধিকে জীবাত্মাতে সংযত করিবেন এবং জীবাত্মাকে সর্ব্ববিকারশূন্য পরমাত্মাতে সংযত করিবেন। ধর্ম্মরাজ বলিলেন—

"যচ্ছেদ্বাঙ্ মনসি প্রাজ্ঞস্তদ্ যচ্ছেদ জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিয়চ্ছেত্তদ্যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি॥"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

১৮২২ শক, অগ্রহায়ণ, বুধবার।

কর্ম্মশীলতা ও অধ্যবসায়।

সম্মুখে বিস্তীর্ণ কুরুক্ষেত্র। বিপুল সৈন্য সজ্জিত করিয়া কুরু পাণ্ডব উভয় দলই তথায় বর্ত্তমান। একদিকে কুরুশ্রেষ্ঠ রণবিশারদ ভীষ্মদেব, অন্যদিকে মহাবীর অর্জ্জুন সেনাপতি রূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। অর্জ্জুন শত্রু মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াই আত্মীয়দিগকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইয়া কহিলেন, কৃষ্ণ! এই আত্মীয় স্বজনদিগকে বিনাশ করিয়া ক্ষণভঙ্গুর মৃত্তিকা ভোগ করা অপেক্ষা এক্ষণে আমাদের মৃত্যুই শ্রেয়ঃকল্প বোধ হইতেছে। আত্মীয় স্বজন ও গুরুহত্যা করিতে হৃদয় কম্পিত হইতেছে। এ যুদ্ধে আমার আর কোন প্রয়োজন নাই। ইহাতে আমি জয়েচ্ছা করি না। এক্ষণে যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হওয়াই আমার পক্ষে শ্রেয় দেখিতেছি। কৃষ্ণ দেখিলেন বিপরীত উপস্থিত। তিনি বলিলেন, ও কি বলিতেছ, তোমাকে শত্রুপক্ষ ভীরুস্বভাব মনে করিবে। এ যে ধর্ম্ম-যুদ্ধ—ন্যায়যুদ্ধ, এরূপ কর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের পক্ষে মহাযশস্কর ও স্বর্গলাভের হেতু। তুমি জানিও কর্ম্মই মনুষ্যের পক্ষে এ লোকে সুখসৌভাগ্যের মূল, এবং পরলোকে সদ্গতিলাভের উপায়। এই উপদেশ একটী অমূল্য রত্ন। ইহার বিস্তীর্ণ অর্থ আছে। ইহাকে নানাপ্রকারে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। দেখ জড়জগৎও না জানিয়া ঈশ্বরের কর্ম্ম করিতেছে, তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতেছে। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র সকলেই চলিতেছে, ঘুরিতেছে, সূর্য্য এক স্থানে স্থিতি করিয়াও আপনার দেহাবর্ত্তন করিতেছে। বায়ু চলিতেছে, স্রোতস্বতী বেগবতী হইয়া প্রবাহিত হইতেছে, সবই চলিতেছে, কেহই আর একস্থানে থাকে না; আর আমরা মনুষ্য হইয়া কি কর্ম্মশীল—অধ্যবসায়শীল হইব না? আমরা কি গ্রহ নক্ষত্র হইতেও বল বিষয়ে হীন? এই যে আত্মা যাহা এক্ষণে শরীরগর্ভে নিহিত রহিয়াছে, ইহার বল, তেজ কি সামান্য? কখনই নহে। আমরা আত্মার বল ভাল করিয়া বুঝি না। তাহাকে যথাযোগ্য বিষয়ে নিয়োগ করি না। তাই আমাদের এমন দুর্দ্দশা। এই কর্ম্ম ত্রিবিধ। শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক। শরীর মন ও আত্মা তিনকেই খাটাইতে হইবে। তিনকেই যথাযোগ্য বিষয়ে ব্যাপৃত রাখি-

তে হইবে। তাহা হইলেই মনুষ্য, মনুষ্য-নামের যোগ্য হইবে। আর যদি এই তিনকে না খাটাই তাহা হইলে রোগ শোক দারিদ্র্য ও পাপ আসিয়া আমাদিগকে গ্রাস করিবে।

বংশে যেমন ঘুন ধরিলে অসার হইয়া নষ্ট হয়, মনুষ্য তেমনি নিশ্চেষ্ট ও আলস্য-পরায়ণ হইলে শ্রীহীন হইয়া ক্রমে মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। বদ্ধ জল যেমন পচিয়া যায় ও তাহার চতুর্দ্দিকে দূষিত বাষ্প বিস্তার করিয়া প্রাণিহত্যার কারণ হয়, আলস্য-পরায়ণ ব্যক্তি তেমনি আপনিও মরে ও অবশ্যপোষ্য আশ্রিত এবং বন্ধুগণের মৃত্যুর কারণ হয়। লোকে বলে পড়ো-বাড়ির ভিতর ভূতের বাসা হয়। এ কথার ভিতর একটা সত্য আছে। কর্ম্মবিরাগীর মনে সহজেই কুচিন্তা ও পাপ আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহা একবারেই সিদ্ধান্ত বাক্য। যদি অর্থও থাকে তথাপিও ধনী ব্যক্তি পরিশ্রমবিহীন হইলে ভোগসুখে তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। রসনা বিকৃত হইলে যেমন আস্বাদন-সুখে আমরা বঞ্চিত হই, তেমনি শরীর মন বিকৃত হইলে আমরা কোন সুখেই তৃপ্তি লাভ করিতে পারি না। পরিশ্রমই—উপযুক্ত বিষয়ে পরিশ্রমই সুখের মূল। বিদ্যালয়ের শাসন হইতে অব্যাহতি পাইয়া ছাত্রেরা ছুটির সময় কি আনন্দধ্বনি করিয়া উঠে। সুইজারল্যাণ্ড দেশ অত্যন্ত পর্ব্বতময়। তথায় শীতও দুর্জ্জয়। কিন্তু কৃষকেরা কোন বাধা না মানিয়া, অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করে এবং প্রফুল্ল মনে গান গাহিতে গাহিতে সেই বরফাবৃত পর্ব্বতের উপর দিয়া চলিয়া যাইয়া কেহ বা কৃষিকর্ম্মে কেহ বা মৎস্য ধরিতে প্রবৃত্ত হয়। এমন যে কঠোর ভূমি তাহাকেও তাহারা বশীভূত করিয়া গম উৎপাদন করে। সন্ধ্যার সময়ে সুস্থ শরীরে সুস্থ মনে যখন তাহারা গৃহে ফিরিয়া আইসে, তখন তাহাদের কি আনন্দ। গৃহে প্রত্যাগত হইলে, তাহাদের পরিবারেরা শীত নিবারণ জন্য অগ্নি প্রজ্জ্বালন করে; তাহাদের সন্তানগণ একে সুন্দর ও প্রফুল্ল—তাহার উপর অগ্নির আভা তাহাদের মুখকমলে পতিত হওয়ায়, তাহাদিগকে তৎকালে কেমন আরো দ্বিগুণ সুন্দর দেখায়। পরিশ্রমশীল পিতা তাহা দেখিয়া কত না আনন্দ ভোগ করেন।

তাহাদের পরিবারেরা কি যত্নের সহিতই তাহাদের সম্মুখে সামান্য সামান্য খাদ্য দ্রব্য আনয়ন করে। তাহাই আহার করিয়া তাহাদের যে তৃপ্তি হয়, শ্রমবিহীন ধনী লোকের বহুবিধ ভোগের সামগ্রীতে পরিবৃত থাকিলেও তাহা কদাপি হইতে পারে না। আমাদের মহারাণীর পূর্ব্বতন প্রধান মন্ত্রী গ্ল্যাডেস্‌টোন রাজকার্য্য সমাধা করিয়া অবসর কালে স্বীয় উদ্যানে যাইয়া বৃক্ষাদি ছেদন করিতেন, তাহাতেই তাঁহার শরীর মন দুই সুস্থ থাকিত। রোমান্‌ পাতসা ডাইওক্লিশন্‌ রাজ্যভার পরিত্যাগ করিয়া যখন নির্জ্জনবাসে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন রোমের প্রজাসমূহ তাঁহাকে পুনর্ব্বার রাজ্যভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিল। উত্তরে তিনি বলিলেন, আমি এখানে ক্ষেত্র মধ্যে আপন হস্তে যে কপির চাষ করিয়াছি, তাহা দেখিলে, তোমরা আর আমাকে পুনর্ব্বার রাজ্যভার বহন করিতে অনুরোধ করিতে না। এই আমার জীবনের শেষভাগের অবলম্বন। বড় সুখেই আমি এইরূপে জীবন যাপন করি। ঋষিরাও কর্ম্মের পক্ষপাতী ও আলস্যের শত্রু ছিলেন। কারণ "দিবানিদ্রা যাইও না" উপবীত গ্রহণের সময় তাঁহারা এই প্রতি-

জ্ঞায় আমাদিগকে আবদ্ধ করিতেন। কাবুলের বর্ত্তমান আমীর দিন রাত্রি শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিয়া থাকেন। পরিশ্রমে তিনি কিছুতেই কাতর হন না। বলেন আমি ইহাতেই ভাল থাকি। ঈশ্বর কৃপা করিয়া যে ভার আমাকে বহন করিতে দিয়াছেন, তাহা বহিতে আমি কষ্ট বোধ করি না। আমি কর্ম্মবীর সকলের নাম ক্রমে ক্রমে আরো বলিতেছি। জুলিয়স্‌ সিজার ও নেপোলিয়ান বোনাপারটী উভয়েই শরীর মন দুইকেই অসামান্যরূপে খাটাইতে পারিতেন। সিজারের যেমন যুদ্ধানুরাগ ছিল বিদ্যানুরাগ তাহাপেক্ষা কোনরূপে ন্যূন ছিল না। ভবিষৎবংশীয়েরা যুদ্ধবিদ্যা অপেক্ষা তাঁহার বিদ্যানুরাগের অধিকতর প্রশংসা করিবেন, ইহাতে অনুমাত্র সংশয় নাই। এ্যালেক্‌জেন্ডেরিয়ার নিকটস্থ সমুদ্রে যখন তাঁহার জীবন সংকটাপন্ন হইল, তখন তিনি এক হস্তে তরবাল ও দন্তে যুদ্ধবিষয়িণী বিবরণী ধারণ করিয়া, জাহাজ হইতে সমুদ্রে ঝাঁপ-দিলেন এবং স্বীয় বাহুবলে কূলে উত্তীর্ণ হইলেন। তাঁহার সময়ে তিনি সর্ব্বপ্রধান বক্তা ছিলেন। পুরাবৃত্ত বিজ্ঞান ও জ্যোতিষ প্রভৃতি বিদ্যায় তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। এই সকল বিদ্যার আলোচনায় তিনি সুখে সময় অতিপাত করিতেন, আবার অন্যদিকে নিশীথে নির্জ্জনে নিদ্রার সময়েও কোথায় কি যুদ্ধ কি প্রণালীতে করিবেন তাহা পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়া রাখিতেন। যদিও তাঁহার শরীর ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি তিনি পরিমিত আহার ও ভ্রমণাভ্যাস দ্বারা সে ক্ষীণতা ও দুর্ব্বলতা পরিহার করিতেন। সহজে পীড়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারিত না। হ্যানিবলের অধ্যবসায় জগতে অতুলনায়। কেবল একটি মাত্র দৃষ্টান্ত আমি এখানে বিবৃত করিতেছি। যাহা পূর্ব্বে কেহ কখন পারে নাই, তিনি তাহাই করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। বিপুল সৈন্য লইয়া আল্পস পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া নূতন পথ প্রস্তুত পূর্ব্বক তিনি ইটালিতে যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইতে মানস করিলেন। অসংখ্য সৈন্য লইয়া তিনি অত্যুচ্চ আল্পস্‌ পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। একে শীতকাল, তাহাতে পর্ব্বতনিবাসী দীর্ঘকেশধারী ভীষণ-মূর্ত্তি বর্ব্বর জাতি তাঁহার পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইল। তিনি তাহাদের দর্প চূর্ণ করিয়া চলিতে লাগিলেন। পর্ব্বতের উচ্চ বন্ধুর শিখর সকল তাঁহার পথ রোধ করিল, তিনি তাহাতেও ভগ্নোদ্যম হইলেন না। পাথরে অগ্নি সংযোগ করিয়া তিনি তাহাদিগকে রক্তবর্ণ করিয়া, পরে শীতল ভিনিগার তাহাদের উপর ঢালিয়া দিয়া তাহাদিগকে ফাটাইলেন। তাহারাও তাঁহার গম্য পথে বাধা জন্মাইতে পারিল না। তিনি সকলের মনে বিস্ময় জন্মাইয়া ইটালিতে উপস্থিত হইলেন। কি আশ্চর্য্য অধ্যবসায়! ডিমস্থিনিস, সিসিরো, বেকন, নিউটন, ফ্রাংক্লিন সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি মানসিক কর্ম্মবীর। ইহাঁদের পরিশ্রম ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি জগৎবিখ্যাত। তাঁহারা নিজেই বলিতেন, পরিশ্রম যদি বুদ্ধির সহযোগী না হইত, তাহা হইলে আমরা কিছুই করিতে পারিতাম না।

কৃষক শারীরিক পরিশ্রমে নিযুক্ত থাকিয়া ক্ষেত্রে স্বর্ণ ফলাইয়া আনন্দ লাভ করে, কিন্তু যিনি নিশীথে জাগ্রত থাকিয়া বিদ্যারূপ ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া অমূল্য রত্ন লাভ করেন, তাঁহার তৃপ্তির সীমা কোথায়! নিশীথে শেক্‌স্‌পিয়ার, কালিদাস, ভবভূতি, সার্‌ ওয়াল্‌টার স্কট প্রভৃতি পণ্ডিত-

গণের গ্রন্থরূপ সুরভি কুসুম-উদ্যানে—নন্দনকাননে যাঁহারা ভ্রমণ করেন, তাঁহাদের হৃদয় মন কত না আনন্দ-রসে আপ্লাবিত হয়।

আবার জগতে ধর্ম্মবীরও আছেন। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য, তাপসশ্রেষ্ঠ ব্যাস প্রভৃতির আধ্যাত্মিক পরিশ্রম বড় সহজ নহে। হৃদিস্থিত প্রবল ঋপুর সহিত দুর্জ্জয় বলে সংগ্রাম করিয়া ব্রহ্মাগ্নিতে তাহাদিগকে দগ্ধ করা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কর্ম্ম। এই কঠিন কর্ম্মে যাঁহারা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা দেবশব্দে বাচ্য। পরিশেষে বলিতেছি, এই সকল আদর্শ মহাপুরুষের কর্ম্মশীলতার অনুসরণ করিয়া আমরা যেন আলস্য পরিত্যাগ করিতে ক্ষমবান হই। এবং "যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি" ঈশ্বরের সহিত যোগ রক্ষা করিয়া আমরা যেন কর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত ও সৎকর্ম্মশীল হই। হে দেব! তুমি আমাদের শরীর মন আত্মাকে পবিত্র ও কর্ম্মশীল কর, এই তোমার নিকটে প্রার্থনা—এই তোমার নিকটে প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার প্রণালী।

গত ১লা অগ্রহায়ণের তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকায় সত্যের প্রচারই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার শিরস্ক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারপ্রণালী সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বে যাহা লিখিয়াছিলাম প্রধানতঃ তাহার একটী কথা অবলম্বন করিয়াই তত্ত্বকৌমুদী উক্ত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সে কথাটী এই;—"যখন যে জাতির মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে হইবে, তখন সেই জাতির ধর্ম্মশাস্ত্র, প্রকৃতি, সংস্কার, মনের অনুরাগ ও বিরাগের গতি প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে তাহাদিগের উপযোগী করিয়া তাহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত না করিলে তাহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে কখনই সমর্থ হইবে না।" আমরা দেখিতেছি তত্ত্বকৌমুদী এই কথাটীর বিকৃতার্থ করিয়াছেন। তত্ত্বকৌমুদী বলিতেছেন যে "কোন সত্যই সর্ব্বাংশে লোকের মনের অনুরাগ বিরাগ ও সংস্কার প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কখনই প্রচারিত হয় নাই এবং হইতেও পারে না।" পুনরায় বলেন;—"ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ যখন সত্য, তখন সত্যের প্রচার করাই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার। সুতরাং এই সত্যের প্রচার বা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারও কখনই সর্ব্বাংশে লোকের মনের অনুরাগ, বিরাগ ও সংস্কার প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সর্ব্বতোভাবে হইতে পারে না।" সর্ব্বাংশে বা সর্ব্বতোভাবে লোকের মনের অনুরাগ, বিরাগ ও সংস্কারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য প্রচার করিতে হইবে এ কথা আমরা বলি নাই। আমরা যাহা বলিয়াছিলাম, তত্ত্বকৌমুদীর উপরে উদ্ধৃত বাক্যে তাহার বিকৃতার্থ করা হইয়াছে। কোন এক জাতির ধর্ম্মশাস্ত্র, প্রকৃতি, সংস্কার মনের অনুরাগ ও বিরাগের গতি প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে সেই জাতির লোকের উপযোগী করিয়া তাহাদিগের সম্মুখে ব্রাহ্মধর্ম্ম উপস্থিত করার অর্থ এই হয়, অন্ততঃ আমরা এই অর্থে বলিয়াছিলাম, যে লোকের ধর্ম্ম-শাস্ত্রের সহিত যোগ রক্ষা পূর্ব্বক, তাহাদিগের প্রকৃতি কিরূপ, সংস্কারই বা কিরূপ, এবং মনের

অনুরাগ ও বিরাগের গতিই বা কোন দিকে তৎসমস্ত বুঝিয়া দেখিয়া যেরূপে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত গুলি তাহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিলে তাহারা সহজে গ্রহণ করিতে পারে তদ্রূপে তাহা উপস্থিত করা। আমাদের কথার এই অর্থের সহিত তত্ত্বকৌমুদী-কৃত অর্থ যে সর্ব্বাংশে ও সর্ব্বতোভাবে লোকের মনের অনুরাগ, বিরাগ ও সংস্কারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য প্রচার করিতে হইবে, ইহার বিশেষ প্রভেদ বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমরা যাহা বলিয়াছিলাম তাহার সহজার্থ এই যে যতদূর সঙ্গত লোকের ধর্ম্মশাস্ত্র, সংস্কার ও অনুরাগের সহায়তা লইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে হইবে, কিন্তু তত্ত্বকৌমুদী আমাদের উক্তির যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার অর্থ এই হয় যে সর্ব্বাংশে লোকের অনুরাগ বিরাগকে নিয়ামক করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে হইবে। "ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশ্বজনীন ও জাতীয় ভাব" এবং "ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার প্রণালী" সম্বন্ধে আমরা যে কয়েকটী প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছি তাহা আদ্যোপান্ত প্রণিধান পূর্ব্বক পাঠ করিলে "তত্ত্বকৌমুদী" স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন যে তিনি আমাদের কথার যে অর্থ করিয়াছেন আমরা কুত্রাপি সেই অর্থে ঐ কথা গুলির ব্যবহার করি নাই।

তত্ত্বকৌমুদী বলিতেছেন;—"ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ যদি সত্য হয়, তবে সেই সত্য অর্থাৎ ব্রাহ্মধর্ম্মকে লোকের অনুরাগ, বিরাগ, সংস্কার প্রভৃতির গতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কখনই সম্যকরূপে প্রচার করা যাইতে পারে না। কোন সত্যই সর্ব্বাংশে লোকের মনের অনুরাগ বিরাগ ও সংস্কার প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, কখনই প্রচারিত হয় নাই এবং হইতেও পারে না। দুই একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেই আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। পৃথিবী সৃষ্টি বিষয়ে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের মত ও খ্রীষ্টীয়গণের মনের অনুরাগ ও বিরাগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, কখনই বৈজ্ঞানিকগণ পৃথিবী-সৃষ্টি সম্বন্ধে তাঁহাদের আবিষ্কৃত অভিনব সত্য প্রচার করিতে পারিতেন না। তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র এবং মনের অনুরাগ, বিরাগ প্রভৃতিকে অগ্রাহ্য করিয়াই, বৈজ্ঞানিকগণকে এই সত্য প্রচার করিতে হইয়াছে। পঞ্চভূত, চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণ, ভূমিকম্প, সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি সম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ যাহা প্রচার করিতেছেন, এমন কি প্রতিদিন এদেশের বিদ্যালয়সমূহে যাহা পঠিত হইতেছে, তাহা এদেশের ধর্ম্মশাস্ত্র, লোকের মনের অনুরাগ, বিরাগ ও সংস্কারাদির প্রতিকূলেই হইতেছে। এদেশের লোকের মনের অনুরাগ, বিরাগ ও সংস্কার প্রভৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে কখনই বৈজ্ঞানিকগণ উক্ত বিষয় সকল সম্বন্ধে নবাবিষ্কৃত সত্যসমূহ শিক্ষা দিতে বা প্রচার করিতে পারিতেন না"। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার অর্থে যে ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ অর্থাৎ প্রধান মতগুলির প্রচার তাহা আমাদের "ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশ্বজনীন ও জাতীয় ভাব" শিরস্ক প্রবন্ধেই আমরা উল্লেখ করিয়াছি। সেই সার প্রধান সত্য গুলিই প্রচারের সামগ্রী, কেননা সেই সকল সত্য সম্বন্ধেই মানব জাতির ঐক্যমত হইবার অধিকতর সম্ভাবনা। ঐ সকল মূল সত্য ব্যতীত ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অন্যান্য নানা তত্ত্ব সম্বন্ধে ঘোর মতবিভেদ রহিয়াছে, এবং কতকাল যে থাকিবে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারা যায় না। ঐ সকল তত্ত্বের মধ্যে আজ অনেকে যাহা সত্য

বলিয়া বিশ্বাস করেন পরে তাহা ভ্রমাত্মক প্রমাণিত হইতে পারে। এই জন্য ধর্ম্মের যাহা মূল সত্য, যে সত্যগুলি অবিনশ্বর, যাহার বিপরীত প্রমাণিত হওয়া অসম্ভব, যে সত্যগুলি ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ, সেই সত্যগুলির প্রচারই প্রকৃত পক্ষে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার। এই সার সত্যগুলির অর্থাৎ ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজের প্রচার কার্য্যে, আমরা যে প্রচার প্রণালীর সমর্থন করিতেছি তাহা অনায়াসেই অবলম্বিত হইতে পারে। তত্ত্বকৌমুদীর উপরে উদ্ধৃত বাক্যে প্রতিপন্ন হইতেছে যে তিনি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য বলিয়া প্রচার করা উচিত বিবেচনা করেন। ব্রাহ্মধর্ম্মকে বৈজ্ঞানিকদিগের হস্তের ক্রীড়া পুত্তলিকা করিতে কোন বিবেচক ব্রাহ্মই প্রস্তুত হইবেন না। যাহা আজ বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া বিজ্ঞানবিৎগণ প্রচার করিতেছেন কাল তাঁহারাই তাহা অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছেন। যে সকল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব শত শত বৎসর সত্য বলিয়া বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে আদৃত হইয়া আসিয়াছে, ভবিষ্যতে কোন অসাধারণ বৈজ্ঞানিক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি উদিত হইয়া তাহা যে ভ্রম বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না তাহা কোন মতেই বলা যায় না। বৈজ্ঞানিকগণ যাহা সত্য বলিয়া প্রচার করেন তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য বলিয়া প্রচার না করিলে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা হইল না, এই মতানুসারে কার্য্য করিলে ব্রাহ্মধর্ম্মকে বড় দুর্দ্দশাপন্ন করিয়া ফেলা হইবে।

তত্ত্বকৌমুদী বলিতেছেন, "ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারকগণের সম্মুখে যদি প্রচারের এই আদর্শ থাকে যে, তাঁহাকে লোকের মনের অনুরাগ বিরাগ ও সংস্কারাদির দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই প্রচার করিতে হইবে, তাহা হইলে যে ধর্ম্মের প্রাণ সত্য, সেই সত্যপ্রাণ ব্রাহ্মধর্ম্মকে কোনরূপেই তাঁহারা সম্যকরূপে প্রচার করিতে পারিবেন না।" ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ বা মূল সত্য গুলির প্রচারই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত প্রচার। সেই সত্যগুলি প্রচারের যাহাতে বিঘ্ন উপস্থিত না হয় তাহাই সর্ব্বাগ্রে দেখা ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারকের কর্ত্তব্য। লোকের জাতীয় ধর্ম্মের প্রতি স্বভাবতঃ অনুরাগ আছে, সুতরাং জাতীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যগুলি প্রচার করিলে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি লোকের অনুরাগ উদ্দীপনের সহায়তা করিবে, অতএব জাতীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া প্রচার করাই কর্ত্তব্য। বিজাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি লোকের স্বভাবতঃ বিরাগ আছে; অতএব বিজাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র অবলম্বন পূর্ব্বক বা বিজাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত কোন প্রকার যোগ রাখিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যগুলি প্রচার করিতে গেলে ব্রাহ্মধর্ম্মকে লোকের বিরাগভাজন করা হয়, সুতরাং তদ্রূপ না করাই কর্ত্তব্য। যদি দেখা যায় লোকের কোন একটা এমন সংস্কার আছে যাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের কোন মূল সত্যের বিরোধী নহে, অথচ সে সংস্কার যুক্তিবিরুদ্ধ, তাহা হইলে আপাততঃ সে সংস্কারের মূলোৎপাটন চেষ্টা না করিয়াই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকের পক্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা কর্ত্তব্য। আমরা যখন লোকের ধর্ম্মশাস্ত্র, প্রকৃতি, সংস্কার, মনের অনুরাগ বিরাগের গতি প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে লোকের উপযোগী করিয়া তাহা লোকের সম্মুখে উপস্থিত করার সমর্থন করিয়াছিলাম, তখন উপরোক্ত অর্থেই করিয়াছিলাম। ঐ প্রণালী সমর্থন করিবার

একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে উহা দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যগুলি, সার ও প্রধান মতগুলি অপেক্ষাকৃত স্বল্প কাল মধ্যে, ও সহজে লোকের মনে বদ্ধমূল করা যাইবে। এই মূল সত্যগুলির বহুল প্রচার হইলে, এই মূল সত্যগুলি লোকের মনে বদ্ধমূল হইলে, অন্যান্য সত্য, যাহা ঐ সকল মূল সত্যের অধীন এবং ঐ সকল মূল সত্য কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়, সেই গৌণ সত্যগুলিও পরে সহজে লোকের সাধ্যায়ত্ত করা যাইতে পারিবে।

তত্ত্বকৌমুদী বলেন, "ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ যখন সত্য, তখন সত্যের প্রচার করাই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার। সুতরাং এই সত্যের প্রচার বা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারও কখনই সর্ব্বাংশে লোকের মনের অনুরাগ বিরাগ ও সংস্কার প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সর্ব্বতোভাবে হইতে পারে না।" সত্যমাত্রেরই প্রচার ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার স্বীকার করিলেও বলিতে হইবে যে ব্রাহ্মধর্ম্মে সত্য সমূহের একটা ক্রম আছে। সেই সত্য সমূহের যে কোন একটা সত্য লইয়া প্রচার আরম্ভ করিয়া দিলেই যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা হইল তাহা বলা যাইতে পারে না। মূল সত্যগুলিকে প্রাধান্য দিয়া, সেই সত্যগুলির প্রচারের সুবিধা করিয়া, সেই সত্যগুলিকে লোকের মনে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পরে অন্যান্য সত্যের প্রচারে প্রবৃত্ত না হইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার বিড়ম্বনা মাত্র হইবে।

তত্ত্বকৌমুদী বলেন, "নূতন সত্য প্রচারিত হইলেই প্রায়শঃ তাহা জাতির পূর্ব্ব সংস্কার ও লোকের মনের অনুরাগ বিরাগ প্রভৃতির প্রতিকূলেই প্রচারিত হইয়া থাকে।" আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধীয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছি তত্ত্বকৌমুদী যদি তাহা মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া দেখেন তাহা হইলে তাঁহার প্রতীতি হইবে যে আমাদের এরূপ অভিপ্রায় নহে যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়া আমরা লোকের পূর্ব্ব সংস্কার ও অনুরাগ বিরাগের প্রতিকূলে আদৌ কোন কথা বলিব না। আমরা যাহা বলিয়াছিলাম তাহার সহজ ও প্রকৃত অর্থ এই যে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি লোককে আকৃষ্ট করিবার জন্য, অন্য কোন উদ্দেশে নহে, কিন্তু কেবল ব্রাহ্মধর্ম্ম বিস্তারেরই সহায়তার জন্য, যতদূর সম্ভব আমরা লোকের সংস্কার ও অনুরাগ বিরাগের গতি বিবেচনা করিয়া, সর্ব্বাংশে লোকের অনুরাগের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া নহে, প্রচার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব।

তত্ত্বকৌমুদী বলেন ;—"লোকের মনের অনুরাগ বিরাগ ও সংস্কার প্রভৃতির বিবেচনা করিয়া ধর্ম্মপ্রচার এবং সত্যপ্রাণ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার যে সর্ব্বাংশে এক নহে, তাহা অন্যরূপেও বুঝা যাইতে পারে। কোন ব্যক্তি যদি খ্রীষ্টীয় সমাজে ব্রাহ্মধর্ম্মের একেশ্বরবাদ প্রচার করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বাইবেলের এবং অন্যান্য খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থের সহায়তা লইয়া, ঈশ্বর যে এক, তাহা প্রচার করিতে পারেন। তাহাতে খ্রীষ্টীয় সমাজ বিশেষ আপত্তি করিবেন না। কিন্তু যদি তিনি বাইবেলের সহায়তায় ও যুক্তির সহায়তায় একেশ্বরবাদ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে, খ্রীষ্টীয়সমাজের অবলম্বিত ত্রিত্ববাদের প্রতিবাদ করেন, তাহা হইলেই তাঁহাকে খ্রীষ্টীয় সমাজের লোকের মনের অনুরাগ বিরাগ, সংস্কার প্রভৃতির বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে হইবে। অথচ তিনি যদি তাহা না করেন, খ্রীষ্টীয় সমাজে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা হইল না।" ব্রাহ্মধর্ম্মের একটী প্রধান মূল

সত্য এই যে অদ্বিতীয় পরমেশ্বরই একমাত্র উপাস্য দেবতা। খ্রীষ্টীয় ত্রিত্ববাদ এই মূল সত্যের বিরোধী। সুতরাং খ্রীষ্টীয় সমাজে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার করিতে গিয়া ত্রিত্ববাদের প্রতিবাদ করা অবশ্যই প্রয়োজন হইবে। আমরা প্রচার সম্বন্ধে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহা দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যের বা বীজের বিরোধী সংস্কার সম্বন্ধে কিছু বলা হইবে না এমন বুঝায় না। জাতীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, জাতির প্রকৃতি ও সংস্কার এবং অনুরাগ বিরাগের গতি বিবেচনা করিয়া, খ্রীষ্টীয়ানদিগের মধ্যে কিরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে হয়, তাহা ইংলণ্ডের শ্রদ্ধাভাজন রেভারেণ্ড চার্লস বয়সী সাহেব দেখাইতেছেন। তিনি বাইবেল অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মসমাজের যে সকল অনুষ্ঠান ও নিয়ম একেশ্বরবাদ বিরুদ্ধ নহে তৎসমস্তই রক্ষা করিয়াছেন। যাহা কিছু খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মসমাজ সংশ্লিষ্ট তাহাই পরিত্যাজ্য এ মত তিনি কখনই সমর্থন করেন নাই। সকল ধর্ম্মের খিচুড়ি পাকাইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রস্তুত না করিয়া তিনি খ্রীষ্টীয় ইংলণ্ডে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম শাস্ত্র হইতেই ব্রাহ্মধর্ম্ম গঠন করিয়াছেন। তিনি খ্রীষ্টীয়ানদিগের অনুরাগ বিরাগের গতি বিবেচনা করিয়া জাতীয় ভাবেই তাহাদিগের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে নিযুক্ত রহিয়াছেন।

তত্ত্বকৌমুদী বলিতেছেন ;—"হিন্দুগণের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে হইলেই, একেশ্বরবাদ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে প্রচার করিতে হইবে। তাহা না করিলে হিন্দুর নিকট ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা হইল না। কিন্তু হিন্দুর মনের অনুরাগ, বিরাগ, সংস্কার প্রভৃতির বিবেচনা করিলে, কখনই তাঁহাদিগের নিকট পৌত্তলিকতা বা সাকারবাদের এবং দেব দেবীর উপাসনার বিরুদ্ধে প্রচার করা যায় না।" পৌত্তলিকতা ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যের বিরোধী; পৌত্তলিকতার প্রতিবাদের উপরই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। পৌত্তলিকতা রক্ষা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে হইবে আমাদের কোন কথারই এরূপ অর্থ করা যায় না। হিন্দুর সংস্কার এবং অনুরাগ বিরাগের গতি বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে তাহাদিগের উপযোগী করার অর্থ এই নহে যে হিন্দুর যে সকল সংস্কার, অনুরাগ ও বিরাগ ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যের বিরোধী তৎসমস্তও রক্ষা করিতে হইবে, সম্মান করিতে হইবে। তত্ত্বকৌমুদীর পক্ষে আমাদের সহজ পরিষ্কার কথার বিকৃতার্থ করিয়া তাহার প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হওয়া ভাল দেখায় না।

তত্ত্বকৌমুদী বলিতেছেন ;—"মহাত্মা লুথার তাঁহার সমকালীন খ্রীষ্টীয়সমাজের পুরোহিতগণের মনের অনুরাগ, বিরাগ ও সংস্কারের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, কখনই মানবের স্বাধীনতা সম্বন্ধীয় মত প্রচার করিতে পারিতেন না। মহাত্মা বুদ্ধ বা চৈতন্য প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রচারকগণ, সর্ব্বতোভাবে এদেশের লোকের মনের অনুরাগ বিরাগের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, কোনক্রমেই তাঁহাদের আবিষ্কৃত সত্য প্রচার করিতে পারিতেন না।" বর্ত্তমান কালে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে গেলে কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করা উচিত আমরা তাহারই আলোচনা করিয়াছিলাম। ভূতকালে পৃথিবীর সর্ব্বদেশে যখন যে ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে তাহাই আমাদিগের প্রস্তাবিত প্রণালী অবলম্বনে প্রচারিত হইয়াছে একথা আমরা বলি নাই। অন্যান্য ধর্ম্মের প্রচার প্রণালীর সম্বন্ধে তত্ত্বকৌমুদী পূর্ব্বে যাহা লিখিয়াছিলেন, আমরা কার্ত্তিক মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত "ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার প্রণালী" প্রস্তাবে তৎসম্বন্ধে আমাদের মত ব্যক্ত করিয়াছি আমরা দেখাইয়াছি যে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সহিত অন্যান্য ধর্ম্মের তুলনা হয় না, সুতরাং অন্যান্য ধর্ম্মের পক্ষে যে প্রচার প্রণালী প্রকৃষ্ট হইয়াছিল, ব্রাহ্মধর্ম্মের পক্ষে তাহাই প্রকৃষ্ট প্রচার প্রণালী হইতে পারে না।

বুদ্ধ-অনুকরণ।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

৪৯

প্রকৃত দান কাহাকে বলে? যে দানের প্রতিদানের প্রত্যাশা থাকে না।—প্রশ্নোত্তর মালিকা।

৫০

দানানন্দ উপভোগ করিবার জন্য, অধিক পাইবার জন্য, দানশীলতার নিমিত্ত সদ্গতি লাভ করিবার জন্য, অথবা স্বর্গসুখ লাভের আশায়, লোকে দান করিয়া থাকে। কিন্তু হে বন্ধো! তোমার দান এরূপ উদ্দেশে নহে। ইহা স্বার্থশূন্য ও অধিক পাইবার আশাশূন্য উচ্চ অঙ্গের দান।—ফো-শো-হিং-সান-কিং (১, ৫১৭—৯ শ্লোক)

৫১

এইরূপে লোকে সাধারণ ভাবেও বলে ;—তাহারা যাহা কিছু করে তাহার সহিত তাহারা তাহাদের নিজের উপকারের সম্বন্ধ রাখে। কিন্তু ইনি তাহা রাখেন না; ইনি নিজের নয় কিন্তু পরোপকার অনুসন্ধান করেন।—কো-পেন-হিং-সি-কিং (২০ অধ্যায়)

৫২

সর্ব্বোপরি, অসাবধান আদৌ হইও না; কারণ অসাবধানতা পুণ্য কার্য্য সাধনের পক্ষে পরম শত্রু।—ফো-শো-হিং-সান-কিং (২০৮১শ্লোক) ক্রমশঃ

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদানুকূল ব্রাহ্মধর্ম্মে আস্থাবান ও স্বজাতীয় আচার অনুষ্ঠান নিরত হইয়া আজকাল অনেকেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে ইচ্ছা করেন। পূজ্যপাদ মহর্ষিদেব লোকের এই আকাঙ্ক্ষা বিশেষরূপ অবগত হইয়া তাঁহার শিষ্য ও আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতি প্রচারভার অর্পণ করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় এখন হইতে স্বদেশ বিদেশে গমন করিয়া এই কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। কি ব্রাহ্মসমাজের উৎসব কি গৃহ্য অনুষ্ঠান যে কোন কার্য্যের জন্য হউক তিনি আহূত হইলে যাইবেন। তাঁহার যাতায়াতের ব্যয়ভার আহ্বানকারী বহন করিবেন ইহাই আমাদিগের একান্ত প্রার্থনীয়।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপন।

একসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ বৃহস্পতিবার প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে ,ব্রহ্মোপাসনা হইবে। অতএব ঐ দিবস যথা সময়ে উক্ত গৃহে সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

"আগামী ১২ ই পৌষ বৃহস্পতিবার আন্দুল আত্মোন্নতি সভার সপ্তদশ সাম্বৎ-

সরিক উৎসব উপলক্ষে সন্ধ্যা ৬॥ টার সময় ব্রহ্মোপাসনা হইবেক। ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি মাত্রেরই যোগদান একান্ত প্রার্থনীয়।"

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মল্লিক।

ভ্রম সংশোধন।

গত মাসের পত্রিকায় "ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার প্রণালী" প্রবন্ধে নিম্নলিখিত ছাপার ভুল হইয়াছে; পাঠক সংশোধন করিয়া লইবেন।

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
১২২	২	১১	সামান্য	অন্যান্য
১২৩	১	৫	ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের	ব্রাহ্মধর্ম্মের
১২৩	২	১৯	উহা	উক্ত

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭১, কার্ত্তিক মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৩২২॥৵০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৫৬৭৷৴৬
সমষ্টি	...	৮৯০॥৬
ব্যয়	...	৩৫৯॥৵৬
স্থিত	...	৫৩০৷৵০

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন

এককেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ	৫০০৲
সমাজের ক্যাশে মজুত	৩০৷৵০
	৫৩০৷৵০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... .. ২০৪৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৯০৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিমোহন রায়
১০৲

এককালীন দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৪৲

২০৪৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ... ৩৮।০

শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিমোহন রায়, কলিকাতা
৬৲
" " সতীশচন্দ্র মল্লিক, ঐ
৩৲
" " রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঐ
৩৲
" " হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার, ঐ
৩৲
" " রজনীকান্ত বসু, কালাইন
৬৷৵০
" " চন্দ্রমোহন সাহা, ভাণ্ডারিয়া
১৷৵০
" " কালীনারায়ণ গুপ্ত, ঢাকা
১০৲
" " মহেন্দ্রনাথ সেন, ডিব্রুগড়
৪॥০

৩৮।০

পুস্তকালয়	...	১৷৵০
যন্ত্রালয়	...	৭৮৲
গচ্ছিত	...	৴০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		॥০
সমষ্টি		৩২২॥৵০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২২৯ ৩
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৬৪॥৵৬
পুস্তকালয়	...	।৵৬
যন্ত্রালয়	...	৬৫।৵৩
সমষ্টি		৩৫৯॥৵৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

Sermons of Maharshi Debendra Nath Tagore.

(Translated from Bengali.)

SERMON X.

God—the Lord of all and the inmost Soul of Man.

"महान् प्रभुर्वै पुरुषः सत्वस्यैष प्रवर्त्तकः।"
"The Supreme spirit is the Lord of all and the institutor of religion."

How fortunate should we deem ourselves to be that our beloved Lord is himself the institutor of our religion! He who is "सत्यमेवायतनं" "the measure of truth," "सत्यस्य सत्यं" "the Truth of truth," is the life and the sanctuary of the true religion. He transmits the light of truth to all places. For our help, God at times sends to us high-souled men who make it the only object of their life to follow truth, who take hold of truth with a firm grasp and proclaim it to all the world, who dedicate their mind, soul and life to truth, and who, as vicegerents of God, carry out, even at the risk of their life, His uninterrupted good purpose. God is the institutor of religion, and every high souled man is His servant and preacher of His religion. As God's follower and prophet, he performs His good work with a heart undaunted by the obstacles and perils that beset him. In nothing does he so greatly rejoice as in serving his Lord. God educates his beloved son by encompassing his path with dangers and austerities, but at the same time intensifies the joy of his soul by richly rewarding him by offering Himself to him. The Lord Himself is all-joyous, and he allows no lack of happines in His devotees. The soul that is fortified with the power of God surmounts all obstacles and impediments and attains the benignant refuge of His feet. The Lord is his strength, the Lord is his food, the Lord is his recompense and reward.

When God Himself is the institutor of religion, what doubts there can be that His true religion will be disseminated every where. All mankind will eventually accept truth, will embrace truth. Time will bring about this result. But every one must lend hiss upport to this cause. Let none betray indifference towards this work. None can oppose the unbroken benignnant purpose of the Lord; but the reason why we should willingly blend our will with His is that it would redound to our glory. No success is possible without the grace of the Lord; but at the same time let there be no remissness in the use of the power of the soul and let there be no lack of self-exertion. Is it not the will of God who has granted strength to our soul and given us the voice of prayer, that we should perform His work with all our soul and pray to Him for His grace? May our eyes receive His light—the light that He reveals to us! May we receive into our hearts with all care and regard the waters of the Lord's mercy as they pour down upon us! Perennially does the grace of the Lord descend upon us, but in order to receive it we must exert ourselves, we must pray, and we must have attachment,

and love and longing for it.

Expand your faculty to apprehend truth, so that you may have a true perception of God. Who is it that is empowered to behold Him? He alone can behold Him who purifies his soul and harmonizes his will with the will of the Lord. Broaden your faculty to apprehend truth, in order to attain truth. Our soul is brought into harmony with the trueness of God in the degree in which our faculty for apprehension of truth is brightened. We approach God in the degree in which our faculty to apprehend truth can accept truth, and our love is widened, and our will is subordinated to His will. Our enjoyment of God increases, as we grow in love, in liberty and in perception and apprehension of truth.

Fix your mind on God and realize that He is truth itself. This is the time most favorable for such realization. Do not neglect this divine moment. Now for once apprehend that Being of Truth in your Soul. To-morrow may see some among us depart this life. But if we can but once behold that Being who is Truth itself we shall have no fear to die. If we can but behold God, what then if we die? For life is rendered blessed beyond description after we have once beheld Him. But if we have to quit this world without knowing Him, we shall be deemed to be most pitiable beings. Let us not consider any opportunity that we may get to behold Him to be trivial. Let us not neglect any happy moment favorable to attain the Lord. Behold at this very moment the manifestation of that Being of Truth. Brighten your faculty to apprehend truth and for once receive the Lord in your heart. He is the only object that is true, He is the only object that transcends all other objects. He is the primary supporter of all that support or sustain one thing or another. He is the primordial substance, and all else have sprung from Him. Beasts and birds, trees and creepers, stones and metals have their birth in Him. He is the Entity of all entities; He is the root of all roots, He is the Truth of all truths. All things exist after having come out of that One great source. Every thing is fixed in Him. It is by imbibing the abiding character of God that this visible universe which is made of matter, changeable and fleeting, has been invested with permanence. God is the upholder of the Universe, the support of the foundation of creation. Truth is His only measure. Brightening your faculty to apprehend truth, grasp that Being who is Truth itself. Realize once what a wonderful object of knowledge is God. He is the supreme Truth. He is Life itself. He exists everywhere as the life of all that is, and as the inner soul of all that lives. Behold Him in all places.

He is the Truth of all truths. He is the Supreme Truth; He is the Truth of truth—truth than which there is no sweeter word, and for which many have, without any struggle, sacrificed their lives. How fully is the character of the Lord grasped by our mind when we utter the sloka, "महान् प्रभुर्वै पुरुषः" "The Supreme Spirit is the Lord of all." How clearly are expressed by this *Sloka* the wisdom, the gracious will, the holiness, the wide-awake-ness and the freedom of the Lord. Whenever we address to Him the words "Thou art the Supreme Spirit and the Lord of all," we behold Him as the living God. He is the Supreme object, and what is more, He is the Supreme Spirit. No object can manifest the state of animation, the lifefulness, and the distinctness of identity which are associated with God. He is the Parfect Being; He is "चेतनं चेतनानां" "the animation of all animate beings;" He is "प्राणस्य प्राणं" "Life of all life;" He is holy, He is wide-awake, He is free. If we behold Him as the Spirit of intelligence and power, we discern the closest union of our soul with Him. The will that is of that Perfect Being dispenses good to all. He is led by none; there is none who rules Him; there is none who is His master. That which is His will is the will that is benignant and it is His will that is being done. He is the Being who wills truth and contemplates the accomplishment of truth. He is the inner soul of our inner being. It is for universal good that he dispenses and ordains everything. That which is His will, is done in the universe; and His will is beneficent. His good will which knows no break, none can withstand. He contemplates only the accomplishment of good, and He is all powerful. He is holy, He is wide-awake and He is free, and none can oppose His will. He performs all works at His will, with joy, and without effort.

That Being is our God and our Lord; He is worthy of our worship; He is worthy of our service; He is the institutor of religion; His beneficent will is manifest everywhere. He is not only the monarch of the temporal kingdom, but He is also the sovereign of the spiritual kingdom; He is not only the Go.. of the world of matter, but He is also the Lord of the human soul, the Deliverer from sin, the Rewarder of righteous deeds, the Subsistence of our eternal life. The relationship existing between Him and us can not be adequately expressed if we apply to Him any single appelation like father or mother. He is our father, mother, preceptor, brother, and friend, all in one. He is the inner essence of our inner being. He is the Soul of our soul. He is our inmost being and most beloved God. The relation between Him and our soul is of a living character. He has rendered our soul fit for association with Him by endowing it with the spirit of freedom. He is the perfect Being; the Being of infinite intelligence and power, and distinct from and superior to Nature; so are we superior to Nature, and are also beings of intelligence and power. Thus there is similarity between God and man, as there is between a father and a son. He is perfectly good and we have goodness in us; He is holy and impenetrable to sin, and we have purity and the sense of righteousness in us; He is distinct and free, and we have the power to exercise control or authority over us, a power that is bred of the freedom which God has endowed us with. The affinity existing between God and man is very close, but it is only when we ennoble our soul that we realize it. We grasp the Being who is holy and impenetrable to sin, as much as we acquire goodnees, purity and moral strength. If we live as beasts, we can then know as much as beasts know; we then know only how to eat and how to sleep. But

as we, by our exertions, make our soul grow in knowledge, love and purity, we approach God proportionately. If we can not apprehend and realize that we are intelligent and active beings, how can we apprehend that Supreme Being of infinite intelligence and eternal activity? If we do not apprehend truths, how can we then grasp the Supreme Truth? If we be not pure, how can we apprehend the unbroken purity and goodness of the Lord? What shall I say to them who go about asserting that God can not be known and loved, nor can He be associated with? I can only say to them; Be pure, brighten your faculty to apprehend truth and pray ceaselessly to God; then you are sure to find shelter at those feet that insure freedom from fear and to enjoy the beatitude that is born of the knowledge of and obedience to God. You will then have the power to realize His love and the ability to adore Him with the flowers of love. Let no one, till he makes strenuous efforts to obtain God, say that God can not be thought of, apprehended and loved, and that all assertions that God-devoted men have hitherto made with reference thereto are false and mere delerious utterances. Let him who is fond of indulging in such vain talk abandon the habit, and purify himself, and adopt the best of all means, the means of earnest prayer, and he shall behold the Lord; for he who seeks Him, never returns from his quest with empty hands. This is a truth.

The Tattawabodhini Patrika and the Theosophical Society.

The pages of the many volumes of the *Tattwabodhini Patrika* which has now been in existence for fifty eight years, will show that it has been always our earnest endeavour to establish that our Aryan ancestors developed a high degree of civilization, that they attained immense progress in religious and philosophical thought and culture, that they were considerably advanced in their knowledge of the arts and sciences, and that they devised an excellent social system. It has ever been our aim to demonstrate to our countrymen, by the exposition of the best and highest ancient Hindu thought, that though a fallen and subject race, we have a glorious past to which we can look back with a sense of pride for lessons of guidance and from which we can derive hope and encouragement for the future elevation of our race. Thus to stem the tide of anglicisation in thought which set in this country with the introduction of English education has been an object to which we have always been loyal. It has been a source of joy to us to observe that the work we commenced in this direction long ago has been subsequently taken up, although not entirely on the same lines, by other agencies, one of which is the Theosophical Society. Although the religious ideas of the founders of this body are not of a type which we can support, we must freely acknowledge the aid it has afforded in imbuing the minds of our countrymen with an enthusiastic appreciation of the value of the legacy of religion, philosophy, literature and science, bequeathed to us by our Aryan ancestors. The dissemination of an accurate knowledge of the glorious past of our country we deem to be one of the necessary forces to raise us from our fallen and degraded condition, and we must be thankful to the Theosophical Society for its services in this direction. However we may regret its early religious influence which had not been all that could be desired, we think we have enough reason for congratulation on the popularization of the *Bhagabat Gita* among educated Indians, which has been one of the remarkable achievements of the Society, and which we believe is beginning to have a desirably reforming influence on the religious tendencies of all Hindus of culture. The religion of the *Bhagabat Gita*, in its general drift, is anti-idolatrous and theistic, and the Brahmo Samaj might well wellcome its wide acceptance as a step preliminary to the gradual decline of idolatry in the land and to the recognition of Brahmoism as the only religion, true and wise, because satisfying all the cravings and aspirations of the human soul.

The Caste System and the Brahmo Samaj.

The *Indian Messenger* of October 28, last has the following;—" In the columns of the names of the delegates (in the Report of the 15th Indian National Congress) we find a very curious thing, which we do not know how to explain. In the column marked 'religion and caste if any" we find against some names 'Brahmo Kayastha

or 'Brahmo Brahmin'? We never heard of such a being who was Brahmo as well as Kayastha; it is like a square circle. If the Brahmo Samaj has any dogmas at all, one of them is that it does not recognise any distinction of castes."

The Caste System involves a problem that is not solved by merely an attempt at its abolition. It is undeniable that in some form or other caste exists in every country, and that except in an ideal state of society, except under a Millenium, the absolute avoidance of caste is impossible. The Caste System will wear off as men advance morally and spiritually, and not men will advance morally and spiritually as the caste system decays. India has a caste system which is a sturdy growth of ages. It has its recommendations, its benefits and its advantages. It can not be abolished by a sudden and single stroke of reforming zeal, without results that must tell injuriously on the progress of the nation. If the system has its drawbacks they can be well met by the restoration of the old rule of *unnayana* and *abanayana* or promotion and degradation, promotion of members of the lower castes to the higher ones for high merits, capabilitties or achievements, intellectual, moral or spiritual, and degradation of members of the higher castes to the lower ones, for neglect of duties they are expected to perform.

The ground on which some Brahmos object to the caste system is that it is opposed to the doctrine of the brotherhood of man. In a country where the caste system, being deeply rooted, can not be abolished without harmful consequences to the community, it would be paying greater respect to the spirit of common brotherhood to modify or reform caste to a degree, consistent with the general needs of the times, than to abolish it, root and branch. Moreover, we can be brotherly to one another, in all sincerity and in the real sense of the word, notwithstanding a recognition of caste rules. It is a fact that members of communities, who have freed themselves from subjection to caste, are sometimes far less brotherly in their conduct towards one another than persons who respect the principles of caste.

There are, we are afraid, not a few Brahmos whose aversion to the caste system has its origin in the wrong notion that caste is discountenanced by the civilized nations of the west. The division of classes in Europe and America is but division of castes, and marriage and social intercourse between them are disallowed. In Great Britain, the spirit of caste is productive of such heartless unbrotherliness and shows itself so obnoxiously that the religious preacher and the moralist have now and then to inveigh against it. In illustration of this point we might refer the reader to the annual Pastoral addressed, in Septembar 1898, to the Weslyan Methodist Societies of Great Britain by the Rev Hugh Price Hughes, President, and the Rev Marshall Hartley, Secretary, of the Weslyan Conference. We find in it the following characteristic exhortation against the prevailing spirit of caste;—"The Methodists are further exhorted to cultivate brotherly kindness, mutual love, and good will. Those who have wealth, social standing, and culture are to welcome those in less favoured positions, who are often keenly alive to their disabilities. Ministers and people are exhorted to be one in trying to keep the spirit of caste out of the congregations, and effectually to drive it out where it is already creeping in. They are to see that tragic contrast between Dives and Lazarus does not exist in the household of Jesus Christ." *

The abolition of idol worship and the propogation of the Theistic principles constitute the first and principal work of the Brahmo Samaj. It ought to confine its attention to this its chief mission, and when this is accomplished, when religious belief is thus reformed, elevation and refinement in social life will follow as its legitimate and inevitable consequence.

* Published in the *Christian* of London, 1st September 1898.

NOTICE.

Catalogue of sanskrit Books Posted free on application to K. Guruswaim and Co. 25 Kalkadevi Road, Bombay.

বিজ্ঞাপন।

নূতন পুস্তক! নূতন পুস্তক!

আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত প্রতিঘাত ও সংঘাত।

যদি কেহ ধর্ম্ম সম্বন্ধে বদ্ধমূল ভ্রান্তি দূর করিতে চাও, যদি কেহ দেশব্যাপী মূর্ত্তি-পূজার প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য অবগত হইতে চাও শীঘ্র এই পুস্তক ক্রয় কর। ইহা বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ ও অদ্বিতীয় চিন্তাশীল লেখক শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য ৵০। আদি ব্রাহ্মসমাজ পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য

পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত। দ্বিজেন্দ্র বাবুর লেখনী কিরূপ অমৃতনিঃস্যন্দিনী তাহা সর্ব্বসাধারণে জানেন। তিনি স্ত্রীলোকের পাঠোপযোগী করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন। উৎকৃষ্টরূপে মুদ্রিত এবং উৎকৃষ্ট বান্ধাই। মূল্য ।০ চার আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম্মের শেষ শিক্ষা। মোক্ষপ্রদ অধ্যাত্মবিদ্যা

পরলোক ও মুক্তি।

শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ৵০ দুই আনা।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজোপলক্ষে পুস্তক বিক্রয়ের তালিকা।

আগামী ১১ মাঘ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে ১ হইতে ১১ মাঘ পর্য্যন্ত আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তক ও পুরাতন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সকল নিম্নলিখিত সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইবে।

মফঃস্বলের ক্রেতাগণ ১১ই মাঘের পূর্ব্বে মনিঅর্ডারের দ্বারা পুস্তকের মূল্য ও আনুমানিক ডাকমাশুল "আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের" নিকট "যোড়াসাঁকো কলিকাতা" এই ঠিকানায় পাঠাইলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন। ডাকের টিকিট পাঠাইবেন না। ১১ মাঘের পূর্ব্বে টাকা না পাইলে উক্ত মূল্যে পুস্তক পাঠান হইবে না।

১৭৬৯ শক অবধি. ১৮২১ শক পর্য্যন্ত (কয়েক শক বাদে) যে সকল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পুস্তকালয়ে উপস্থিত আছে, তৎসমুদায়ের প্রতি বৎসরের একত্র বাঁধান এক এক খণ্ড ২৲ টাকার হিসাবে বিক্রয় হইবে।

	পূর্ণ মূল্য।	সুলভ মূল্য।
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে)	৩৷৷৹	২৷৷৹
ব্রাহ্মধর্ম্ম (সুলভ সংস্করণ)	৷৷৹	৷৷৹
ঐ (ভাল বাঁধা)	৸৹	৷৷৴
আচার্য্যের উপদেশ প্রথম খণ্ড	৷৷৹	৷৷৹
পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম	৷৹	৷৹
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	৷৷৹	৷৹
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত)	৷৹	৵৹
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড	৷৹	৵৹
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম (তাৎপর্য্য সহিত)	৷৹	৵৹
ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তর্বাহ্য	৴১০	৴১০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান (ভাল কাগজও ভাল বাঁধা	৫৲	৪৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (সুলভ সংস্করণ)	৸৹	৸৹
ঐ ঐ (বাঁধা)	১৲	৸৵৹
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস ও ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রদত্ত উপদেশ ও প্রবচন সংগ্রহ একত্রে	৷৵৹	৷৵৹
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	৷৹	৵৹
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	৷৹	৵৹
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা	৴৹	৴১০
ব্রহ্মোপাসনা	৴৹	৴১০
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে)	৵৹	৴৹
আত্মতত্ত্ববিদ্যা	৵৹	৴৹
পরলোক ও মুক্তি	৵৹	৴৹
দশোপদেশ	৷৷৹	৷৹
মাঘোৎসব	৷৷৹	৷৹
প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা	৶৹	৵৹
ভগবদ্গীতা সংগ্রহ বঙ্গানুবাদসহ	৷৹	৵৹
ধর্ম্মশিক্ষা	৵৹	৴৹
ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	৴৹	৴১০
রামমোহন রায় (রবীন্দ্র বাবুরকৃত)	৵	৴৹
ব্রহ্মসঙ্গীত সম্পূর্ণ (৯ম ভাগ পর্য্যন্ত)	১৲	৸৹
ঐ (ভাল বাঁধা)	১৷৹	১৲
রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গীতাবলী	৷৹	৵৹
আর্য্য ধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত প্রতিঘাত ও সঙ্ঘাত	৵৹	৵৹

	পূর্ণ মূল্য।	সুলভ মূল্য
	R.A.P.	R.A.P
Hindoo Theism	" 1 "	" " 6
Theist's Prayer Book	" 1 "	" " 6
Tuhfatal Muwahhiddin	" 4 "	" 2 "
Doctrine of Christian Resurrection	" 2 "	" 1 "
Offering of Srimat Maharshi Devendernath Tagore	" 1 "	" 1 "
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা ১ম ভাগ	৷৷৹	৷৹
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা দ্বিতীয় ভাগ	৸৹	৷৷৹
হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা	৷৷৹	৷৵৹
সঙ্গীতমঞ্জরী	৵৹	৴৹
বিবিধ প্রবন্ধ (রাজনারায়ণ বসুর কৃত)	১৲	১৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের আধ্যাত্মিক অভাব	৷৹	৵৹
প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে?	৴৹	৴৹
সারধর্ম্ম (অনুক্রম)	৴৹	৴৹
বৃদ্ধ হিন্দুর আশা	৵৹	৵৹
তাম্বুলোপহার ২য় ভাগ	৴৹	৴৹
	R.A.P	R.A.P
Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj	" 4 "	" 3 "
Brahmic Quest. of the Day	" 6 "	" 4 6
Brahmic Advice, Caution and Help	" 3 "	" 2 3
Adi Brahmo Samaj, its Views and Principles	" 2 "	1 6
Adi B. Samaj as a Church	" 3 "	" 2 3
A Reply to the Query "What is Brahmoism ?	" 4 "	" 3 "
Theistic Toleration and Diffusion of Theism	" 1 "	" " 6
জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি	৷৷৵৹	৷৷৵৹
তত্ত্ববিদ্যা	১৷৷৹	১৲
সোণার কাটী ও রূপার কাটী	৵৹	৵৹
আর্য্যামী ও সাহেবিআনা	৵৹	৵৹
সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা	৵৹	৵৹
ব্রাহ্মধর্ম্ম গীতা	১৲	৷৷৹
ঐ (বাঁধা)	১৷৷৹	৸৹
উদ্গীথা	৷৹	৵৹
ধর্ম্মমালা	৶১০	৶১০
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	১৲	১৲

একমেবাদ্বিতীয়ং

পঞ্চদশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ।

৬১০ সংখ্যা | মাঘ ব্রাহ্মসম্বৎ ৭০। | ১৮২২ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्।
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रय सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

শ্রীমহর্ষিদেবের দীক্ষাদিন (শ্রীশিবধন বিদ্যার্ণব) ১৪৫
শান্তিনিকেতনে দশম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব ১৪৬
সংবাদ ১৬৪
Sermons of Maharshi Devendra Nath Tagore. XI. 455
Mr. Fletcher Williams' Appeal to Brahmos in Support of Union. 58

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৫৭। কলিগতাব্দ ৫০০১। ৫ মাঘ শুক্রবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা ডাক মাশুল ৷৵৹ আনা। | আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

JOTINDRO NATH DUTTA

[illegible]

(নূতন কাব্য গ্রন্থ)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

কণিকা	।।০ আনা
কথা	১৲ টাকা
কাহিনী	১৲ টাকা
কল্পনা	১৲ টাকা

আদি ব্রাহ্মসমাজের ঠিকানায় আমার নিকট কিনিলে ডাকমাশুল লাগিবে না।

শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
প্রকাশক।

জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শেষ উপদেশ।

মূল্য দশ আনা মাত্র, ডাকমাশুল একআনা।

বিজ্ঞাপন।

১। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রালয়ে বাঙ্গালা প্রভৃতি সকল রকম পুস্তক চেক্‌দাখিলা চিঠি পত্রাদি সকল প্রকার কার্য্য উচিত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে সমাধা করা যাইবে।

২। মফঃস্বলের গ্রাহকদিগকে তত্ত্ববোধিনীর মূল্য বাবদ স্বতন্ত্র রসিদ দেওয়া যাইবে না; তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে।

৩। মনি অর্ডার, নোট, নগদ টাকা ও অর্দ্ধ আনার ডাকের টিকিট ব্যতীত অন্য প্রকারে তত্ত্ববোধিনীর মূল্য লওয়া যাইবে না।

৪। কোন গ্রাহক স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার নূতন ঠিকানা পত্র দ্বারা না জানাইলে পত্রিকা পাওয়া সম্বন্ধে কোন গোলযোগ জন্য দায়ী নহি।

৫। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ও আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তকাদির মূল্য ও মুদ্রাঙ্কনের টাকা ও চিঠি পত্রাদি কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

৬। টাকা পাঠাইবার সময় মনিঅর্ডার কুপনে নাম, ধাম এবং কি বাবতে কত টাকা পাঠান হইল, স্পষ্ট করিয়া লেখা আবশ্যক।

৭। পত্রিকা বন্ধ করিবার সময় পূর্ব্বপ্রাপ্ত পত্রিকার মূল্য বাকি থাকিলে তাহা শোধ করিয়া দিতে হইবে।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

JOTINDRO NATH DUTTA
JANMABHUMI OFFICE

একমেবাদ্বিতীয়ং

পঞ্চদশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ।
৬১০ সংখ্যা | মাঘ ব্রাহ্মসম্বৎ ৭১। | ১৮২২ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम् सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

শ্রীমন্মহর্ষিদেবের দীক্ষাদিন।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষিদেবের দীক্ষাদিনের শুভ স্মৃতিকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারেও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উষাকীর্ত্তন-সম্প্রদায় সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে মহর্ষিদেবের ভবনে আসিয়া কীর্ত্তন এবং উপাসনান্তে তৃতীয় তলে মহর্ষিসন্দর্শনের জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভক্তিবিনম্র ব্রাহ্মগণ প্রণামান্তে যখন তাঁহার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইলেন, তখন সেই দিব্যকান্তি অশীতিপর বৃদ্ধ মহর্ষি যুবকের ন্যায় উৎসাহদীপ্ত মধুর স্বরে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সংক্ষেপে এই,—

‘ধন্য ধন্য ধন্য আজি দিন আনন্দকারী
সবেমিলে সত্যধর্ম্ম সবেমিলে ব্রাহ্মধর্ম্ম
ভারতে প্রচারি।

যখন নূতন অনুরাগের মহোৎসবে এই প্রাঙ্গণ পূর্ণ করিয়া সহস্র সহস্র যুবা একপ্রাণে নব উৎসাহে নব উদ্যমে—প্রেমভক্তি সহকারে এই সঙ্গীত গান করিয়াছিলেন; যখন সহস্রাধিক ব্রাহ্ম সত্যধর্ম্ম প্রচারের ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে কি শুভদিন! আজ তোমাদিগকে দেখিয়া সেই দিন আমার স্মরণ হইতেছে। সকলের মুখে সকলের কর্ম্মে সকলের ভাবে তখন কি এক উৎসাহ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সেই দিনে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের কেহ যদি এখানে উপস্থিত থাকেন, তবে তিনি আমার এই কথার সাক্ষী। তাঁহাদের কেহ এখানে আছেন কি?

(শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় পার্শ্বে ছিলেন, তিনি ধীরে বলিলেন—‘আছেন’)

কিছু দিন পরে পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত কি একটা ঝড় উঠিল,—কি একটা বিষম ঝড় পূর্ব্বদিক্ হইতে বহিতে লাগিল—সেই ঝড়ে সেই সহস্রাধিক ব্রাহ্মকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া কোথায় লইয়া গেল! আজ তাঁহারা কোথায়? তাঁহারা সকলে আজ কোথায় চলিয়া গেলেন?

যখন সহস্র সহস্র ভক্ত এক হইয়া একপ্রাণ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে সেই সঙ্গীতের ধ্বনি তুলিয়াছিলেন, সেই একদিন,

আর আজ এক দিন! তোমাদের দেখিয়া আজ সে দিন আমার মনে পড়িতেছে। তোমরা এক প্রাণে এক মনে সমস্ত বঙ্গদেশে—ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কর—ব্রহ্মনামের জয় ঘোষণা কর, তিনি তোমাদের বলবীর্য্যকে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারে অক্ষুন্ন রাখুন, তোমাদের প্রতি এই আমার আশীর্ব্বাদ। উষাকালে তোমরা ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন করিয়া নিদ্রিত লোকদিগকে জাগ্রত করিতেছ, তোমাদের এই প্রচার-ব্রত সুসিদ্ধ হউক।

একদিন বঙ্গদেশে—সমস্ত ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হইবেই হইবে; এই আমার আশা! ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি হইবেই হইবে এই আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস! এই বিশ্বাস—এই আশা লইয়াই আমি যাইতেছি। তিনি আমার এই আশাকে সফলা করুন।'

মহর্ষিদেবের কথা শেষ হইবামাত্র সমাগত সকলে মহর্ষিমুখোচ্চারিত সেই প্রাচীন কালের নবোৎসাহের দিনের সুমধুর গান গাহিতে লাগিলেন—'ধন্য ধন্য ধন্য আজি দিন আনন্দকারী'—গানটি যখন সমাপ্ত হইল, তখন মহর্ষি বলিলেন 'তোমাদের এই সঙ্গীতে আমার এ বৃদ্ধবয়সে যুবকের উৎসাহ ফিরিয়া আসিল'। তৎপরে বার্ষিক নিয়মানুসারে সকলের হাতে হাতে আশীর্ব্বাদস্বরূপ এক একটি ফল (কমলানেবু) দান করিতে লাগিলেন, প্রত্যেকে অগ্রসর হইয়া তাহা সপ্রণাম গ্রহণপূর্ব্বক বিদায় হইলেন।

শ্রীশিবধন বিদ্যার্ণব।

শান্তিনিকেতনে দশম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব।

৭ই পৌষ ৭১ ব্রাহ্মসম্বৎ।

রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিল। আমরা প্রাভাতিক বায়ু সেবনে নির্গত হইলাম। পূর্ব্বদিকে উষারাগ। আমি উৎফুল্ল চিত্তে ঊর্দ্ধে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ পূর্ব্বক এক বন্ধুকে কহিলাম।

অরুণকরকিরীটং বিভ্রতী ভালপট্টে
কনকরুচিরবর্ণা ফুল্লপদ্মাননশ্রীঃ।
প্রকটমদবিকারা স্রস্তনক্ষত্রহারা
স্খলিততিমিরবেশা কেয়মায়াতি যোষা॥

কে ঐ ললাটে অরুণ-কর-কিরীটধারণী স্বর্ণশোভনবর্ণা প্রফুল্ল-কমল-মুখকান্তি একান্তপ্রহৃষ্টা পতিত-নক্ষত্র-হারা স্খলিত-তিমির-বেশা স্ত্রী আসিতেছে।

আরও দেখ,

ভাস্বান্ প্রোদেতি পূর্ব্বাচলশিখরসরোবালরক্তোৎপলশ্রী-
র্ধাম্না সিন্দূরশোণদ্যুতিমভিভবতা দ্যোতয়ন্ বিশ্বধাম।
ধ্বান্তস্তং বীক্ষ্য বেগাৎ বিশতি গিরিদরীঘোরকান্তারগর্ভং
নিত্যং মালিন্যদোষোৎকরকলিতবপুর্বেপতে হি প্রকাশাৎ॥

পূর্ব্ব-পর্ব্বত-শৃঙ্গস্থ সরোবরে নববিকসিত রক্তোৎপলের ন্যায় শ্রীসম্পন্ন সূর্য্য সিন্দূরের রক্ত-কান্তি-পরাভবকারী তেজে বিশ্বসংসার আলোকিত করিয়া উদিত হইতেছে। অন্ধকার তাহাকে দেখিয়া বেগে গিরিগুহা ও ঘোর অরণ্যগর্ভে প্রবেশ করিতেছে। ইহা নিশ্চয়, যাহার দেহ মালিন্য-দোষ-পুঞ্জে নির্ম্মিত সে আলোক হইতে কম্পিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে যে পাপস্বভাব সে লোকসমক্ষে বাহির হইতে কাঁপিয়া থাকে।

পরে কিয়ৎকাল মাঠে বিচরণ করিয়া ব্রহ্মোপাসনার জন্য প্রস্তুত হইলাম। মঠধারী স্বামীজী ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। আমরা দলবদ্ধ হইয়া 'অখিল

ব্রহ্মাণ্ডপতি' এই বন্দনাগীত গাহিতে গাহিতে ব্রহ্মমন্দির প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলাম।

অনন্তর শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় এবং হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন বেদি গ্রহণ করিলে শাস্ত্রী মহাশয় এইরূপে সকলকে উদ্বোধিত করিলেন।

আমাদের আত্মা এত ক্ষুদ্র, আমাদের শক্তি এত অল্প এবং আমাদের কর্ম্ম এত ভ্রান্তিমূলক যে, আমরা যদি সেই ভূমা মহেশ্বরের আশ্রয় না পাইতাম; দুর্ব্বলের বল যদি তিনি না হইতেন এবং তাঁহার করুণা যদি অজস্র ধারে আমাদের উপরে বর্ষিত না হইত, তবে আমাদের এখানে আর দুর্দ্দশার সীমা থাকিত না—আমরা দীনভাবে মুহ্যমান হইয়া সর্ব্বদাই শোক করিতাম, আমাদের হৃদয়ের বেদনা—শোক, তাপ আর কিছুতেই নিবারিত হইত না। পাপের পরিণাম মৃত্যু, পুণ্যের পরিণাম অমৃত। আমরা সহজে পাপপথে পদ নিক্ষেপ করি, কিন্তু ঈশ্বর পুণ্যপথে আমাদিগকে আহ্বান করেন। কুপ্রবৃত্তি ও কপটতার সহিত মৈত্রী বন্ধন করিয়া আমরা মলিন হইতে যাই, ঈশ্বর বিবেক ও শুভ-বুদ্ধি প্রদান করিয়া পুণ্যের চিরজ্যোৎস্নাতে আমাদিগকে অবগাহন করান। দারিদ্রে আমরা মৃত্যুর বিভীষিকা দেখি, ব্যাধিতে মৃত্যুর বিভীষিকা, বন্ধুবিয়োগে মৃত্যুর বিভীষিকা, শরীরপাতে মৃত্যুর বিভীষিকা, কিন্তু আমাদের সেই চিরবন্ধু, ইহকাল ও পরকালের আশ্রয় পরমেশ্বর আমাদের অন্তরে আত্মাতে থাকিয়া এই অভয় বাণী প্রদান করিতেছেন যে, "ভয় নাই, আমি অমৃত পুরুষ—তোমার সহায় ও আশ্রয় তোমার আত্মার মধ্যে অবস্থান করিতেছি, আমাকে বিশ্বাস কর, প্রাতঃ সন্ধ্যাকালে আমার নিত্য উপাসনা কর, আমাতে আত্ম-সমর্পণ কর, সকল বিঘ্ন ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইবে, তিমিরাতীত আমার শান্তিময় ক্রোড়ে তোমার নিত্য বসতি হইবে এবং আমাতে অমৃত ভোগ করিবে।" এই প্রেমময়, মঙ্গলময়, পবিত্র ঈশ্বরের আহ্বান আমাদের অমৃত সম্পদ—ইহাতে যেন আমরা বধির না থাকি। তিনি আমাদের জীবনের আদর্শ। আমরা জীবিত রহিয়াছি, আমরা শরীরে প্রাণধারণ করিতেছি, ইহা যেমন সত্য, আমাদের এই আদর্শ ততোধিক সত্য, যেহেতু এই সত্যের ছায়াতে সংসারের সকলই সত্য হইয়াছে। "তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" এই সংসারে যে সকল কারণ হইতে যে সকল কার্য্য হইতেছে, সেই সকল কারণের কারণ তিনি—তিনি রূপহীন ও নিরাময় পরব্রহ্ম। যাঁহারা তাঁহাকে জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ করত তাঁহার সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নিবদ্ধ করেন তাঁহারা অমর হয়েন। তাঁহার সহিত একবার সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিতে পারিলে, তাঁহাতে একবার প্রীতি স্থাপন করিতে পারিলে, সকল দুঃখ যন্ত্রণা, সকল শোক সন্তাপ চিরদিনের জন্য বিদূরিত হইয়া যায়। তিনি যেমন শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত পুরুষ ও প্রেমানন্দের আধার, তাঁহার সহিত যোগবন্ধনে আমরা সর্ব্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত হই, আমাদের আত্মা চিরশান্তি ও অমৃতানন্দে অভিষিক্ত হয়। আমাদের কোথায় ভয়, কোথায় দুঃখ? যে হেতু ঈশ্বর আমাদের সহায়। এই ভয়াবহ সংসারে মুমুক্ষু হইয়া আমরা তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছি, তিনি আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। তিনি আমাদিগের পিতা, আমরা তাঁহার পুত্র; তিনি

আমাদের উপাস্য, আমরা তাঁহার উপাসক। তাঁহারই চরণে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবার জন্য আমাদের এই উৎসব। অনাহত নিনাদে স্তব্ধাকাশ নিত্যকাল ওঙ্কার উচ্চারণ করিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেছে, অনুদিন সূর্য্য চন্দ্র তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বরণ করিতেছে, কানন তাঁহার চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছে এবং বিবিধ সুগন্ধ তাঁহাকে অর্চ্চিত করিতেছে। আমরাও অদ্য তাঁহারই পূজা করিয়া হৃদয়-থালভার ভক্তি-পুষ্প তাঁহার চরণে অর্পণ করিব, ইহাই আকিঞ্চন। আমাদের অদ্যকার পূজা বাহ্য পূজা নহে—ইহার সকলই আধ্যাত্মিক। অদ্য শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের বসুধারা দ্বারা মন্দির প্রাঙ্গণ রঞ্জিত করিতে হইবে; প্রেম, ভক্তি, পবিত্রতার চন্দন এবং কৃতজ্ঞতা, অনুরাগের অঞ্জলি তাঁহাতে আহুতি প্রদান করিতে হইবে। মনশ্চক্ষে দৃষ্টিপাত কর যে, ঈশ্বর নিজের গুরুভারে এই মন্দিরের আকাশকে, পবিত্র জ্যোতিতে ঐ সূর্য্য-জ্যোতিকে এবং জ্ঞান প্রীতিতে আমাদের প্রত্যেকের আত্মাকে পূর্ণ করিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তিনি আমাদের পূজা গ্রহণ করিয়া অমৃতবারি সিঞ্চন করিবেন। এখন যেন একটি হৃদয়ও অপবিত্র না থাকে, একটি অন্তঃকরণও বহির্ম্মুখী না হয়, একটি আত্মাও অসমাহিত না হইয়া পড়ে। এখন—এই উপাসনার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে যদি আমরা আমাদের শত আত্মার পবিত্র প্রীতি এক যোগে তাঁহার চরণে অর্পণ করিতে পারি, আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে, আমাদের উপাসনা সিদ্ধ হইবে এবং সকল সম্পদ তাঁহার হস্ত হইতে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইব।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পরে স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনা পরিসমাপ্ত হইলে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন স্বাভিপ্রায় এইরূপে ব্যক্ত করিয়া ব্যাখ্যান পাঠ করিলেন।

যে সময়ে এদেশে শিক্ষিত লোক দলে দলে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বিপথগামী হইতেছিলেন, যে সময়ে ইংরাজী শিক্ষা ধর্ম্ম ও আচার সম্বন্ধে মহা বিপ্লব আনয়ন করিয়াছিল, বঙ্গদেশের সেই দুঃখদুর্দ্দিনে যে মহাপুরুষ পরম্পরাগত প্রচলিত ধর্ম্মের আবর্জ্জনা দূর করিয়া বেদবেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম্মের সুপ্রতিষ্ঠা করেন এবং দেশীয় আচার সুসংস্কৃত করিয়া ঐ মহা বিপ্লবের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন আজ তাঁহারই দীক্ষার দিন। এই শুভ দিন স্মৃতিপথে রাখিবার জন্য আমরা দূরদূরান্তর হইতে তাঁহারই সাধনক্ষেত্র এই শান্তিনিকেতনে সমবেত হইয়াছি। তিনি যে ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনা করিয়াছেন জ্ঞানবিজ্ঞানের উপর তাহার প্রতিষ্ঠা সুতরাং মহা প্রাচীন হইয়াও ইহা চিরনূতন। এরূপ প্রাচীনতার সহিত নবীনতার সংযোগ ধর্ম্মজগতে অতিবিরল। আমরা এই মাত্র ঋষিমন্ত্রে যে ব্রহ্মোপাসনা করিলাম তাহাতে এই কথার সত্যতা বুঝিয়াছ এবং এখন যে মহাত্মার উপদেশ পাঠ করিব ইহাতে ও সেই কথারই পরিচয় পাইবে। সকলে অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

পরে ব্যাখ্যান পাঠ হইলে শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় এইরূপ প্রার্থনা করিলেন।

হিমালয়-বিনির্গতা স্বচ্ছ-সলিলা গঙ্গা শতসহস্র যোজন পথ অতিক্রম করিয়া সাগরাভিমুখে ছুটিয়াছে। শাস্ত্র-শাসন-পরিচালিত ফলকামনাভিলাষী বঙ্গের অসংখ্য নরনারি দূরদূরান্তর হইতে আসিয়া

গঙ্গাবক্ষে অবগাহন করিতেছে। বিশ্বাস গঙ্গা-সলিল স্পর্শে কোটিজন্মার্জ্জিত পাপরাশি বিধৌত হইবে, মুক্তির সোপান তাহাদের সকলের সমক্ষে অনাবৃত হইবে। এই সকল শাস্ত্রকারগণের আশ্বাসবাণী প্রখর যুক্তির নিকটে পরাভব স্বীকার করিতে পারে, পাপবিকারে জর্জ্জরিত মানবাত্মার তীব্র ভেষজ গঙ্গাবারিতে না থাকিতে পারে, গঙ্গাস্নানের আবশ্যকতা ঈদৃশ শাস্ত্রকারগণের নিকটে সম্যক প্রতিভাত না হইতে পারে, কিন্তু আমরা অভিজ্ঞতাবলে জানিতে পারিয়াছি গঙ্গায় অবগাহন স্নান নিস্ফল নহে। আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভের জন্য না হউক, অন্ততঃ দেহশুদ্ধি ও স্বাস্থ্যলাভ স্রোতো-জল-স্নানের যে অব্যবহিত ফল, বিজ্ঞান তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে। গঙ্গার কূলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছ। উহার বিশাল বপুর উপরে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, কোথায় উৎপত্তি কোথায় বা আত্মবিসর্জ্জন। হিমালয় চরণ-চারিণী এই সেই স্রোতস্বিনী ব্রহ্মাবর্ত্তের অদূরে আর্য্যাবর্ত্তের বক্ষঃবিদারণ করিয়া দেশ দেশান্তর ছাড়িয়া কলকল বেগে প্রবাহিত হইতেছে, আমাদের আর্য্য পিতৃপিতামহগণের সেই ঋষিবংশের আশ্রমপ্রান্তবাহিনী যুগযুগান্তের সাক্ষীরূপিণী সেই নির্ম্মলা গঙ্গা, তাঁহাদের ধর্ম্মভাববিধায়িনী হোমযাগতপস্যার নিদানভূতা এই সেই ভাগীরথী, বর্ত্তমান ও অতীতের যোগরক্ষানিপুণা এই সেই নির্ম্মলা তোয়দা! স্নানের জন্য আসিয়াছিলে, তোমার অন্তর বিস্ময়ে পরিপূরিত হইল, জ্ঞানোন্নত বৈদিক কাল স্মরণপথে প্রকটিত হইল, আধুনিক দুর্দ্দশা ভাবিয়া উষ্ণ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলে, দূর অতীতের সহিত যোগসূত্রে আপনাকে গ্রথিত জানিয়া দায়িত্বভাব জাগ্রত হইয়া উঠিল, আর স্থির থাকিতে পারিলে না। এই কারণেই সেই মহা প্রাচীনা গঙ্গা আমাদের এত তৃপ্তিদায়িনী।

আজ আমরা কোন্ লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য সংসার ছাড়িয়া নগরের জনকোলাহল পশ্চাতে রাখিয়া এই বিজন প্রান্তরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। কেনই বা বৈদিক মন্ত্রে ঈশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। সত্যের আলোচনা করিব, আত্মার বলবীর্য্য বিধান করিব, তাহার জন্য দেশ কালের বিশেষ অপেক্ষা কি, উপনিষদ বাক্যেরই বা আবশ্যকতা কোথায়। স্থূলদৃষ্টিতে ঐরূপ প্রতীয়মান হইতে পারে বটে, কিন্তু আমাদের মনোরাজ্যের গঠন অন্যরূপ। নিরবচ্ছিন্ন, কঠোর আধ্যাত্মিক সত্য যাহা কেবলমাত্র জ্ঞানে অভিগম্য, তাহা লইয়া মনুষ্য বা মনুষ্যসমাজ দাঁড়াইতে পারে না। জ্ঞান ত চাই, সত্য ত চাই, তাহাকে আমরা ছাড়িতে ত পারিব না। কিন্তু তাহাকে সমাজের মধ্যে বা নিজ অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিতে হইলে ভাবের সৌষ্ঠবে তাহাকে অলঙ্কৃত ও সুদৃঢ় করিয়া লইতে হয়। গিরি-কন্দরে, বিশাল প্রান্তরে প্রকৃতির শোভার মধ্যে ব্রহ্মবিৎ ঋষিগণ ধ্যানযোগে ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণ করিলেন। ঐ সমস্ত সুগভীর তত্ত্ব উপনিষদের মধ্যে স্থান পাইল। তাঁহারা ঝঞ্ঝাবাত বজ্রবিদ্যুতের মধ্যে—মরণশীল জীবজন্তুর মধ্যে, ঈশ্বরের নির্ব্বিকার সৎস্বরূপ বুঝিতে পারিলেন। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে হিমাচলের গাম্ভীর্য্যে সূর্য্য-চন্দ্র-তারকাবলীর নিয়মিত আবর্ত্তনের মধ্যে ঈশ্বরের জ্ঞানস্বরূপে নিসংশয় হইলেন। দিগন্তবলয়চুম্বিত নীলাকাশের মধ্যে চকিত হইয়া ঈশ্বরের অনন্তস্বরূপ স্বীকার করিয়া ফেলিলেন। তাই আমরা প্রকৃতির নগ্ন

সৌন্দর্য্যের ভিতরে দিগন্তবিস্তারিত প্রান্তরে বসিয়া তাঁহাদের মুখবিনির্গত "সত্যং জ্ঞানং অনন্তং" এই মহাবাক্যের যাথার্থ্য সম্যকরূপে প্রতীতি করিবার জন্য আসিয়া দাঁড়াইয়াছি এবং তাঁহাদের মহাবাক্য জ্ঞানে উপলব্ধি করিয়া বিশ্বাসে পরিণত করিবার চেষ্টা পাইতেছি।

যখন কোন কর্ম্মবীর জ্ঞানবীর বা ধর্ম্মবীর কোন দেশে আবির্ভূত হইয়া নিজপ্রতিভাবলে সাধারণের পূজা শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করেন, তখন তাঁহাদের বাসস্থান বা কর্ম্মক্ষেত্র সন্দর্শন করিবার জন্য লোকে ধাবিত হয়। কোন্ অনুকূল অবস্থার মধ্যে তাঁহাদের অসামান্য প্রতিভা বিকশিত হইয়াছিল, ইতিহাস তাহার জ্বলন্ত সাক্ষী প্রদান করিলেও, লোকে নিজ চক্ষে প্রকৃতির রেখা—স্থানবৈচিত্র, ইতিহাস যাহা পূর্ণাক্ষরে চিত্রিত করিতে পারে না, তাহা দেখিতে চায়। ঋষিরা বহুকাল পূর্ব্বে কোন্ ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া অমৃতের সন্ধান আমাদের সম্মুখে অনাবৃত করিয়া দিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহারই অন্বেষণে আজ দীনতাব্রত অবলম্বন করিয়া এখানে আসিয়াছি।

কোথায় পুণ্যতোয়া ভাগীরথী, আর কোথায় সেই আর্য্য-পিতৃ-পিতামহ-নিসেবিত ব্রহ্মাবর্ত্ত। অথচ ভাবগ্রন্থিতে কেমন তাহারা অনুস্যূত। আর আমরা বেদমন্ত্রে যে অশরীরী ঈশ্বরের উপাসনা করিলাম, বহু শতাব্দী ব্যবধানে এখনও যেন তাঁহাদের নিশ্বাস-বায়ু উহার সহিত বিজড়িত দেখিতেছি। তাঁহাদের কল্যাণ কামনা—শুভ দেবাশীর্ব্বাদ উহার মধ্য দিয়া এখন যেন এই দুর্ব্বল সন্তানদিগের মস্তকে অবতীর্ণ হইয়া অজেয় বল বিধান করিতেছে। সত্যের উপর অনুরাগ মনুষ্যের পক্ষে স্বাভাবিক, ঈশ্বরলাভের আকাঙ্ক্ষা মনুষ্যের পক্ষে স্বাভাবিক, প্রাচীনত্বের উপর অনুরাগ মনুষ্যের পক্ষে স্বাভাবিক। মনুষ্যের এই সহজ ও স্বাভাবিক ভাবের উপরেই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। ঋষিগণসেবিত এই সত্য ধর্ম্ম অবলম্বনে পূর্ব্বপিতৃপিতামহগণের অনুরাগ—দেবতাগণের স্নেহদৃষ্টি—ঋষিগণের প্রসাদ লাভ করিয়া পিতৃদেবঋষিঋণ—সর্ব্ববিধ দায়িত্ব হইতে প্রমুক্ত হইয়া অক্ষয় ব্রহ্মানন্দ উপভোগ কর, এবং এই ব্রাহ্মধর্ম্মকে এই সকল ভাবের ঐক্যবন্ধনে সরস ও মধুময় করিয়া অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত কর এবং সাধনের পথ সহজ ও সুগম করিয়া লও।

ভ্রাতৃগণ! আপনাকে উর্দ্ধে তোল তবে অদ্যকার উৎসবের বিশেষত্ব অনুভব করিতে পারিবে। এ ছার পৃথিবীতে জন্মতিথির হাস্যোল্লাসে ধনীর অট্টালিকা বিকম্পিত হয়, নূতন সম্পত্তি নব বিভব লাভের সঙ্গে সঙ্গে উৎসব আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু যে দিন হইতে মনুষ্য বিষয়ে অনাস্থাবান হয়, ঈশ্বরের সমক্ষে জীবন অতিবাহিত করিতে সত্যবদ্ধ হয়, কামনার উপরে বৈরাগ্যের বীজ রোপণ করে, ইচ্ছা করিয়া বিষয়ে উদাসীন হয়, সে দিন সাধারণের গণনায় নিরানন্দের দিন। অথচ সেই দিনের উপরেই অদ্যকার উৎসবের প্রতিষ্ঠা। আমরা সংসারের কষাঘাতে এতই যে ম্রিয়মাণ, শোকে তাপে এতই যে মুহ্যমান, আমরা হৃদয়ের অস্থি এক একখানি করিয়া খুলিয়া দিতে পারি, অথচ নিজে দরিদ্রের রাজা হইয়াও ভোগেচ্ছা পরিত্যাগ করিতে পারি না। এইখানেই প্রকৃত মহাপুরুষের সহিত তোমার আমার পার্থক্য। এইরূপ এক একটি লোকের অমানুষিক বীর্য্যে এক একটি

ধর্ম্ম দাঁড়াইয়া যায়। জীবনের সৌগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া শত সহস্র লোক শিষ্যত্ব স্বীকার করে। যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি ও পরিণতির মূলে কোন শক্তি কার্য্য করিয়াছে জানিতে চাও, তবে বলিব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, যাঁহার দীক্ষার দিন স্মরণ করিয়া তাঁহারই স্মৃতিমণ্ডিত, এই সাধন আশ্রমে এই মহোৎসবের সূচনা!

পরমাত্মন্! বৈদিক ঋষিগণের সময়ে তুমি যেমন জ্বলন্ত মহিমাতে আবির্ভূত হইয়াছিলে, আমরা এই কান্তারে আসিয়া ডাকিতেছি, কৃপা কর। সংসারের স্নেহবন্ধনের ভিতরে তোমার প্রেমের আলোক একবার জ্বলিয়া পরক্ষণেই নির্ব্বাপিত হয়। আমরা অমানিশার ঘোর অন্ধকারে বসিয়া হাহাকার করিতে থাকি। "নাল্পে সুখমস্তি" অল্প বিষয়ে সুখ নাই এই কঠোর সত্য যেন আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হই। "ভূমৈব সুখং" ভূমা পরমেশ্বরই যে সুখস্বরূপ, নিজ জীবনে ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া যিনি এখানে সমাধি সাধন করিলেন, তাঁহারই জীবন্ত দৃষ্টান্ত আমাদিগকে সুপথে পরিচালিত করুক। এই শোভনতম মন্দিরের লৌহপাষাণ ভাবী বংশীয়দিগের নিকটে ঐ মহাসত্য ঘোষণা করুক। তোমাকে পাইয়া অন্তরের জ্বালা নির্ব্বাণ হউক, হৃদয় পবিত্র হউক, জীবন মধুময় হউক। তোমার নামে স্বর্গের সুষমা ধরায় অবতীর্ণ হউক, ব্রাহ্মধর্ম্ম জয়যুক্ত হউক এই আমাদের কামনা।

পরে সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হইলে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল প্রভৃতি সকলে কীর্ত্তন করিতে করিতে মহর্ষিদেবের সাধনস্থান সপ্তপর্ণমূলে উপস্থিত হইলেন।

(তেওট) জয় দয়াময় পিতা পতিতপাবন।
নিরঞ্জন, পরব্রহ্ম সনাতন ; ঘনআনন্দামৃত হৃদয়রঞ্জন।
(তোমার) আনন্দ উৎসবে, সুরনর সবে আনন্দে মগন ; হয় সকল ভুবনে মহাসঙ্কীর্ত্তন ; বহে হিয়ামাঝে আনন্দ পবন। (ব্রহ্মকৃপাগুণে)
(খয়রা) আজ অন্তরে বাহিরে,—এ বিশ্বমন্দিরে, করি দরশন, শান্তিনিকেতন, ভাসি প্রেমানন্দনীরে। (মিলে বন্ধুগণে)
ব্রহ্মনাম মহামন্ত্র মহর্ষি-জীবনে, স্বয়ং ব্রহ্ম পরম গুরু দিলেন গোপনে ; (সুদিনে, শুভক্ষণে,—আজিকার দিনে—ব্রাহ্মধর্ম্ম বিলাইতে) সেই মন্ত্রবলে, এই মরুতলে, হেরি শান্তিনিকেতন ;—(ভক্তসম্মিলনে)—যেন ধরাতলে স্বর্গশোভা অমরভবন।
(কাটাসন্তাল) ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্, বল বল বল রে। প্রাণে প্রাণে মিলে হে। ভেদাভেদ দূরে গেল রে, বল বল। ব্রহ্মানন্দে মত্ত হ'য়ে রে বল বল।

সপ্তপর্ণমূলে মহর্ষিদেবের প্রস্তরনির্ম্মিত এক সাধনবেদি আছে। স্থানটী অতি রমণীয়। তথায় উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বপরিচয় বশত যেন দেখিলাম ঐ বেদির উপর মহর্ষিদেব ধ্যানস্থ আছেন। তাঁহার ললাট সুপ্রশস্ত, চক্ষু জ্যোতিষ্মান এবং মুখশ্রী ব্রহ্মতেজে প্রদীপ্ত। ঐ ঋষিমূর্ত্তি দর্শনে মনে অত্যন্ত ভক্তির উদ্রেক হইল এবং সম্মুখীন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলাম।

সত্ত্বোৎকর্ষাৎ ত্বমসি তপনোমোহনীহারঘোরে
সংসারেঽস্মিন্ বিষয়গরলাস্বাদসম্মূর্চ্ছিতানাং।
আস্তাং তাবৎ ললিতমধুরা বাচি পীয়ূষধারা
নূনং তেষাং ভবতি ভবতোদর্শনাদেব বোধঃ॥

আপনি সত্ত্বগুণের উৎকর্ষতা হেতু এই

মোহ-নীহার-ঘোর সংসারে বিষয়-গরল পানে সম্মূর্চ্ছিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে সূর্য্য স্বরূপ হইয়াছেন। আপনার বাক্যে ললিত-মধুর পীযূষধারা দূরে থাক্ আপনাকে দর্শন করিবা মাত্রই ঐ সমস্ত লোকের নিশ্চয় চেতনা হইয়া থাকে। পরে তাঁহাকে মনে মনে প্রণিপাত করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলাম।

পূর্ব্বাহ্নের কার্য্য শেষ হইয়া গেল। যাঁহার যথায় ইচ্ছা তিনি তথায় গিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। আমিও একাকী ঐ রমণীয় উদ্যানের ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, চারিদিকে নানা রূপ স্তম্ভে বৈরাগ্যসঙ্গীত খোদিত, বলিতে কি, তাহা পাঠ করিতে করিতে তৎকালে মন হইতে মোহ অপনীত হইল এবং হৃদয়ে বৈরাগ্য লইয়া সাধনশৈলে গিয়া উঠিলাম। ঐ স্থানটী ছায়াবহুল ও নিস্তব্ধ, তথায় বশিয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলাম।

সমিদ্ধে জ্ঞানাগ্নৌ দহনমুপযাতঃ পুনরহো
প্রমাথী মোহঃ কিং প্রভবতি মমাগ্রে ব্যবসিতুং।
প্ররোহস্তস্যাস্তাং ন খলু ভবিতা ভূতিরসতো-
মৃতা মাতা সূতে সুতমিতি হি বালপ্রলপিতং॥

আশ্চর্য্য! প্রমাথী মোহ, প্রদীপ্ত জ্ঞানাগ্নিতে ভস্মসাৎ হইয়া আবার কি আমার সমক্ষে প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হইবে? যদি বল, ঐ মোহের অঙ্কুর হউক অর্থাৎ উহা আর একটী মোহ রাখিয়া যাক্; না, তাহা সম্পূর্ণঅসম্ভব, যে নিজে নাই তাহা হইতে আর কি উৎপন্ন হইবে, মৃতা মাতা সন্তান প্রসব করে ইহা তো বালকের প্রলাপোক্তি।

পরে সাধনশৈল হইতে অবতরণ করিয়া আম্রবীথিকা মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম অনেক দুর্ভিক্ষ্য-পীড়িত দীন হীন দরিদ্র এই পুণ্যোৎসবে কম্বলাদি পাইবার আশায় সমবেত হইয়াছে। তাহাদিগের সেই কঙ্কালাবশিষ্ট শীর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া এবং দেশের দুর্ভিক্ষ্যের কথা স্মরণ করিয়া প্রথমে মনে বড় ভয় হইল, পরে আবার সাহসও আসিল। তখন ঈশ্বরকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম।

ঘোরে গর্ভান্ধকারে তব দয়িত কৃপালেশসংশ্লেষমেত্য
মাতুর্হৃৎপিণ্ডনাড়ীমুখগলিতসুধাবিন্দুভিঃ পোষিতোঽস্মি।
অদ্য প্রোদ্দামদীপ্তদ্যুমণিখরকরোদ্ভাসিতে ভূমিপৃষ্ঠে
নদ্ধস্ত্বৎস্নেহদাম্না কিমহমনশনৈঃ শোষমেষ্যামি ভূমন্॥

হে প্রিয়, আমি ঘোর গর্ভান্ধকার মধ্যে তোমার কৃপালেশের আলিঙ্গন পাইয়া মাতার হৃৎপিণ্ডের নাড়ীমুখক্ষরিত সুধাবিন্দু দ্বারা পোষিত হইয়াছিলাম; হে ভূমন্, আজ এই উদ্দাম-দীপ্ত সূর্য্যের প্রখর কিরণে উদ্ভাসিত ভূপৃষ্ঠে তোমার স্নেহরজ্জুতে বদ্ধ থাকিয়া আমি কি অনশনে শুষ্ক হইয়া যাইব?

পরে ঐ সমস্ত দরিদ্র লোকের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে করিতে উদ্যানের ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম সম্মুখে একটী মৃগশিশু। তাহার করুণ ও দীনদৃষ্টি দেখিয়া মনে স্নেহের উদ্রেক হইল। ধরিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু সেই চপলকে কিছুতেই ধরিতে পারিলাম না। তখন মনে একবার ক্ষোভও হইল আবার হাসিও পাইল এবং ঈশ্বরকে সম্বোধন করিয়া এইরূপ কহিলাম।

তব সঙ্গসুধারসপানকৃতে
গৃহদারধনাদিরতির্নিহতা।
ননু তথাপি ময়া ভ্রমতাঽটবীং
মৃগশিশৌ মমতা নিহিতা বিভো!

হে বিভো; তোমার সঙ্গ-সুধা-রস পান করিবার জন্য গৃহ দার ধনাদিতে অনুরাগ ত্যাগ করিয়াছি, তথাপি এই বনে বিচরণ করিতে করিতে একটী মৃগশিশুতে আমার মমতা পড়িল!!

পরে তাহাকে ধরিবার চেষ্টা ত্যাগ করিয়া একস্থানে বিশ্রাম করিবার জন্য বসিলাম। তথায় দেখি অদ্ভুত ব্যাপার। সেই পূর্ব্ববৎসরের বাদ্যকর। তাহার কএকটা সচ্ছিদ্র বাঁশের বাঁশরী হইতে অতি মধুর রাগরাগিণী বাহির হইতেছে এবং এক জন সাত আট খানা খঞ্জনী লইয়া কখন ভূমিতে কখন মস্তকে কখন বক্ষে ও কখন বা উরুদেশে তাহা ঠুকিয়া ঠুকিয়া অতি সুলয়ে সঙ্গত করিতেছে। অবাক্ হইয়া অনেক ক্ষণ তাহা শুনিতে লাগিলাম।

ঐ সময় উদ্যানের বহিঃপ্রদেশ লোকে লোকারণ্য। নানাবিধ দোকান পসার বসিয়াছে। কোথাও নিম্নশ্রেণীর দরিদ্র বালকেরা খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করিতেছে। কোথাও নানারূপ সুশোভন কৃত্রিম ফল-পুষ্প বিক্রয় করিবার জন্য আনীত হইয়াছে। এইটী বস্তুতই আনন্দবাজার। লোক জন কত দিকে কতরূপ ক্রীড়াকৌতুক করিতেছে। কেহ হাসিতেছে কেহ নাচিতেছে, কোথাও অনেকে দলবদ্ধ হইয়া গাহিতেছে, সকলেই যেন আনন্দে উন্মত্ত। ইতর ভদ্র সকলেই এক স্থানে মিলিয়া ক্রয় বিক্রয় করিতেছে। বড়ই অদ্ভুত দৃশ্য। কোথাও দেখিলাম বাজীকরেরা একটী প্রকাণ্ড মণ্ডলীর মধ্যে অসংখ্য লোকে পরিবেষ্টিত হইয়া লম্ফ উল্লম্ফ প্রলম্ফ দেখাইয়া নানারূপ বাজী করিতেছে। এই দৃশ্য অত্যন্ত বিস্ময়কর। ইহা বড়ই কঠিন ব্যায়াম। অবাক্ হইয়া ইহা অনেকক্ষণ দেখিতে লাগিলাম।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। তখন নিকটস্থ এক বন্ধুকে এইরূপ কহিলাম, দেখ

সন্ধ্যারাগসুরঞ্জনাৎ বিঘটয়ন্ দিক্‌সুন্দরীণাং মুখং
লিম্পন্ কজ্জলজালকৈরিব মহীং শৈলাটবীশোভিতাং।
ভ্রান্তিং সঞ্জনয়ন্ জলে স্থলমিতি প্রস্বাপমাকারয়ন্
স্বৈরং স্বৈরমুপৈতি দূরগগনাৎ সান্দ্রান্ধকারোঽধুনা॥

সন্ধ্যারাগরূপ রক্তচন্দন হইতে দিক্‌সুন্দরীগণের মুখ বিয়োজিত করিয়া, শৈলকানন-শোভিত পৃথিবীকে কজ্জলসমূহে লিপ্ত করিয়া, জলে স্থলভ্রম জন্মাইয়া এবং নিদ্রাকে আহ্বান করিয়া এক্ষণে গাঢ় অন্ধকার অল্পে অল্পে সুদূর আকাশ হইতে আসিতেছে।

পরে সুপ্রশস্ত কাচময় গৃহে নানাবর্ণের আধারে আলোক প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। মঠাধ্যক্ষ স্বামী জী সাধকের মন পুলকিত করিয়া ঘন ঘন ঘণ্টারবের সহিত শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। আমরাও ব্রহ্মোপাসনার জন্য লোকের ভিড় ভেদ করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলাম।

অনন্তর শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়িকে সঙ্গে লইয়া বেদি গ্রহণ করিলেন। সর্ব্ব প্রথম সঙ্গীত হইল। পরে শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় এইরূপে সকলকে উদ্বোধিত করিলেন।

বিশাল প্রান্তর ধূধূ করিতেছে, উত্তপ্ত বালুকণাতে চারিদিক পরিপূরিত, এমন স্থান নাই নিদাঘের প্রচণ্ড রৌদ্রতপ্ত পথিক যেখানে গিয়া ক্ষণেক বিশ্রাম লাভ করিতে পারে। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে কে ভাবিয়াছিল, ঠিক সেইখানেই বৃক্ষ-লতা ফল ফুলে অবনত হইবে, তরুচ্ছায়া অকাতরে শ্রান্ত জনগণকে আশ্রয় দান করিবে। কালক্রমে এই মরুভূমির মধ্যে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল। ঈশ্বরের মঙ্গলময়ী ইচ্ছা কোন্‌দিকে কি ভাবে কার্য্য করিতেছে, কে তাহার রহস্য ভেদ করিবে! শুদ্ধ রৌদ্র-

ক্লিষ্ট পথিকের জন্য নহে কিন্তু সংসারতাপ-দগ্ধ জীবের জন্য আজ এই শান্তিনিকতনের উদ্যান দ্বার উদ্ঘাটিত। ঈশ্বরের প্রীতি প্রবাহ তাঁহার করুণার উৎস পাষাণ মৃত্তিকা ভেদ করিয়া যে উৎসারিত হইতেছে, ইহা অপেক্ষা জাজ্জ্বল্যতর প্রমাণ আর কোথায় মিলিবে! এখানকার উদার সদাব্রত যেমন অতিথি অভ্যাগত সকলের সমক্ষে প্রমুক্ত, তেমনি এই উপাসনা মণ্ডপের মঞ্চচূড়া সকলকে সাদরে অথচ উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিয়া বলিতেছে, ইহা বঙ্গের একেশ্বরের অর্চ্চনা মন্দির! এখানে বসিয়া তাঁহাতে চিত্তের সমাধান কর। অধ-উর্দ্ধে অগাধ শূন্য, বামে দক্ষিণে উদাস প্রান্তর, ইহা দেখিয়া অনন্তের ভাবে উদ্বোধিত হও। গণনার অতীত কালের প্রাচীন ঋষিবংশ, তাঁহাদের পবিত্রতায় অনুপ্রাণিত হও, তাঁহাদের ধ্যানগম্য পরব্রহ্মের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া জীবনের ফললাভ কর। উন্মুক্ত গগনের নিম্নে, প্রমুক্ত আকাশের মধ্যে, প্রকৃতির পদতলে বসিয়াছ; অন্তরে বাহিরে সেই স্বয়ং-প্রকাশ পরমেশ্বরের উজ্বলসত্তা প্রত্যক্ষ কর। সৌর জগতের অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া তাঁহার অভয় বাণী নিরন্তর উত্থিত হইতেছে, শান্তপ্রাণে উৎকর্ণ হইয়া শ্রবণ কর, শ্রদ্ধাভক্তির বিমল পূর্ণাঞ্জলি তাঁহার চরণে উৎসর্গ করিয়া চিরশান্তি লাভ কর।

পরে সাধ্যান্তি উপাসনা সমাপ্ত হইলে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই উপদেশ দিলেন।

তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদ্বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি।

তিনি সত্য, তিনি অমৃত, তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে হইবে, হে সৌম্য, তাঁহাকে বিদ্ধকর!

ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং—

উপনিষদে যে মহাস্ত্র ধনুর কথা আছে সেই ধনু গ্রহণ করিয়া—

শরং হ্যুপাসানিশিতং সন্ধয়ীত—

উপাসনা দ্বারা শাণিত শর সন্ধান করিবে!

আয়ম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা
লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সোম্য বিদ্ধি!

তদ্ভাবগত চিত্তের দ্বারা ধনু আকর্ষণ করিয়া লক্ষ্যস্বরূপ সেই অক্ষর ব্রহ্মকে বিদ্ধ কর!

এই উপমাটি অতি সরল। যথন শুভ্র সবলতনু আর্য্যগণ আদিম ভারতবর্ষের গহন মহারণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, যখন হিংস্র পশু এবং হিংস্র দস্যুদিগের সহিত তাঁহাদের প্রাণপণ সংগ্রাম চলিতেছে তখনকার সেই টঙ্কারমুখর অরণ্যনিবাসী কবির উপযুক্ত এই উপমা!

এই উপমার মধ্যে যেমন সরলতা তেমনি একটি প্রবলতা আছে। ব্রহ্মকে বিদ্ধ করিতে হইবে—ইহার মধ্যে লেশমাত্র কুণ্ঠিত ভাব নাই। প্রকৃতির একান্ত সারল্য এবং ভাবের একাগ্র বেগ না থাকিলে এমন অসঙ্কোচ বাক্য কাহারো মুখ দিয়া বাহির হয় না। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দ্বারা যাঁহারা ব্রহ্মের সহিত অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন তাঁহারাই এরূপ সাহসিক উপমা এমন সহজ এমন প্রবল সরলতার সহিত উচ্চারণ করিতে পারেন। মৃগ যেমন ব্যাধের প্রত্যক্ষ লক্ষ্য, ব্রহ্ম তেমনি আত্মার অনন্য লক্ষ্যস্থল। তদ্বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি—ব্রহ্মকে বিদ্ধ করিতে হইবে! অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ। প্রমাদ-শূন্য হইয়া তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে হইবে এবং শর যেমন লক্ষ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আচ্ছন্ন হইয়া যায় সেইরূপ ব্রহ্মের মধ্যে তন্ময় হইয়া যাইবে।

উপমাটি যেমন সরল, উপমার বিষয়গত কথাটি তেমনি গভীর। এখন সে অরণ্য নাই, সে ধনুঃশর নাই; এখন নিরাপদ নগরনগরী অপরূপ অস্ত্রশস্ত্রে সুরক্ষিত। কিন্তু সেই আরণ্যক ঋষিকবি যে সত্যকে সন্ধান করিয়াছেন সেই সত্য অদ্যকার সভ্য যুগের পক্ষেও দুর্লভ। আধুনিক সভ্যতা কামান বন্দুকে ধনুঃ শরকে জিতিয়াছে কিন্তু সেই কত শত শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রহ্মজ্ঞানকে পশ্চাতে ফেলিতে পারে নাই। সমস্ত প্রত্যক্ষ পদার্থের মধ্যে তদেতৎ সত্যং সেই যে একমাত্র সত্য যদ্ অণুভ্যোণুচ, যাহা অণু হইতেও অণু, অথচ যস্মিন্ লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ, যাহাতে লোক সকল এবং লোকবাসী সকল নিহিত রহিয়াছে সেই অপ্রত্যক্ষ ধ্রুব সত্যকে শিশুতুল্য সরল ঋষিগণ অতি নিশ্চিতরূপে জানিয়াছেন। তদমৃতং, তাহাকেই তাঁহারা অমৃত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং শিষ্যকে ডাকিয়া বলিয়াছেন তদ্ভাবগতেন চেতসা, তদ্ভাবগত চিত্তের দ্বারা তাঁহাকে লক্ষ্য কর—তদ্বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি, তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে হইবে, হে সৌম্য তাঁহাকে বিদ্ধ কর! শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ, লক্ষ্যপ্রবিষ্ট শরের ন্যায় তাঁহারই মধ্যে তন্ময় হইয়া যাও!

সমস্ত আপেক্ষিক সত্যের অতীত সেই পরম সত্যকে কেবলমাত্র জ্ঞানের দ্বারা বিচার করা সেও সামান্য কথা নহে, শুদ্ধ যদি সেই জ্ঞানের অধিকারী হইতেন তবে তাহাতেও সেই স্বল্পাশী বিরলবসন সরল-প্রকৃতি বনবাসী প্রাচীন আর্য্য ঋষিদের বুদ্ধিশক্তির মহৎ উৎকর্ষ প্রকাশ পাইত।

কিন্তু উপনিষদের এই ব্রহ্মজ্ঞান কেবল মাত্র বুদ্ধিবৃত্তির সাধনা নহে—সকল সত্যকে অতিক্রম করিয়া ঋষি যাঁহাকে একমাত্র তদেতৎ সত্যং বলিয়াছেন, প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞদের পক্ষে তিনি কেবল জ্ঞানলভ্য একটি দার্শনিক তত্ত্বমাত্র ছিলেন না—একাগ্রচিত্ত ব্যাধের ধনু হইতে শর যেরূপ প্রবলবেগে প্রত্যক্ষ সন্ধানে লক্ষ্যের দিকে ধাবমান হয়, ব্রহ্মর্ষিদের আত্মা সেই পরমসত্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তন্ময় হইবার জন্য সেইরূপ আবেগের সহিত ধাবিত হইত। কেবল মাত্র সত্য নিরূপণ নহে, সেই সত্যের মধ্যে সম্পূর্ণ আত্ম সমর্পণ তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল

কারণ, সেই সত্য কেবলমাত্র সত্য নহে, তাহা অমৃত। তাহা কেবল আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্র অধিকার করিয়া নাই, তাহাকে আশ্রয় করিয়াই আমাদের আত্মার অমরত্ব। এই জন্য সেই অমৃত পুরুষ ছাড়িয়া আমাদের আত্মার অন্য গতি নাই ঋষিরা ইহা প্রত্যক্ষ জানিয়াছেন এবং বলিয়াছেন—

স যঃ অন্যম্ আত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রূয়াৎ—

অর্থাৎ যিনি পরমাত্মা ব্যতীত অন্যকে আপনার প্রিয় করিয়া বলেন—প্রিয়ং রোৎস্যতীতি—তাঁহার প্রিয় বিনাশ পাইবে। আমাদের জ্ঞানের পক্ষে যে সত্য সকল সত্যের শ্রেষ্ঠ আমাদের আত্মার পক্ষে তাহাই সকল প্রিয়ের প্রিয়তম;—

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ, প্রেয়োবিত্তাৎ, প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা—

এই যে সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতর পরমাত্মা ইনি আমাদের পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য সকল হইতে প্রিয়। তিনি শুষ্ক জ্ঞানমাত্র নহেন, তিনি আমাদের আত্মার প্রিয়তম।

আধুনিক হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা বলেন ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া কোন ধর্ম্ম-সংস্থাপন হইতে পারে না, তাহা কেবল তত্ত্বজ্ঞানীদের অবলম্বনীয়, তাঁহারা উক্ত ঋষিবাক্য স্মরণ করিবেন। ইহা কেবল বাক্যমাত্র নহে,—প্রীতিরসকে অতি নিবিড় নিগূঢ় রূপে আস্বাদন করিতে না পারিলে এমন উদার উন্মুক্ত ভাবে এমন সরল সবল কণ্ঠে প্রিয়ের প্রিয়ত্ব ঘোষণা করা যায় না।

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা—

ব্রহ্মর্ষি একথা কোন ব্যক্তিবিশেষে বদ্ধ করিয়া বলিতেছেন না—তিনি বলিতেছেন না, যে, তিনি আমার নিকট আমার পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য সকল হইতে প্রিয়—তিনি বলিতেছেন আত্মার নিকটে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতর—জীবাত্মামাত্রেরই নিকট তিনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য সকল হইতে প্রিয়—জীবাত্মা যখনই তাঁহাকে যথার্থরূপে উপলব্ধি করে তখনি বুঝিতে পারে তাঁহা অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছুই নাই।

অতএব পরমাত্মাকে যে কেবল জ্ঞানের দ্বারা জানিব তদেতৎ সত্যং, তাহা নহে, তাঁহাকে হৃদয়ের দ্বারা অনুভব করিব তদমৃতং। তাঁহাকে সকলের অপেক্ষা অধিক বলিয়া জানিব, এবং সকলের অপেক্ষা অধিক বলিয়া প্রীতি করিব। জ্ঞান ও প্রেম সমেত আত্মাকে ব্রহ্মে সমর্পণ করার সাধনাই ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধনা—তদ্ভাবগতেন চেতসা এই সাধনা করিতে হইবে; ইহা নীরস তত্ত্বজ্ঞান নহে, ইহা ভক্তি প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম।

উপনিষদের ঋষি যে জীবাত্মামাত্রেরই নিকট পরমাত্মাকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতিজনক বলিতেছেন তাহার অর্থ কি? যদি তাহাই হইবে তবে আমরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাম্যমান হই কেন? একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহার অর্থ বুঝাইতে ইচ্ছা করি।

কোন রসজ্ঞ ব্যক্তি যখন বলেন কাব্যরসাবতারণায় বাল্মীকি শ্রেষ্ঠ কবি—তখন একথা বুঝিলে চলিবে না যে কেবল তাঁহারই নিকট বাল্মীকির কাব্যরস সর্ব্বাপেক্ষা উপাদেয়। তিনি বলেন সকল পাঠকের পক্ষেই এই কাব্যরস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—ইহাই মনুষ্য-প্রকৃতি। কিন্তু কোন অশিক্ষিত গ্রাম্য জানপদ বাল্মীকির কাব্য অপেক্ষা যদি স্থানীয় কোন পাঁচালি গানে অধিক সুখ অনুভব করে তবে তাহার কারণ তাহার অজ্ঞতামাত্র। সে লোক অশিক্ষা বশতঃ বাল্মীকির কাব্য যে কি তাহা জানে না, এবং সেই কাব্যের রস যেখানে, অনভিজ্ঞতা বশতঃ সেখানে সে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না—কিন্তু তাহার অশিক্ষা বাধা দূর করিয়া দিবামাত্র যখনি সে বাল্মীকির কাব্যের যথার্থ পরিচয় পাইবে তখনি সে স্বভাবতই মানবপ্রকৃতির নিজগুণেই গ্রাম্য পাঁচালি অপেক্ষা বাল্মীকির কাব্যকে রমণীয় বলিয়া জ্ঞান করিবে। তেমনি যে ঋষি ব্রহ্মের অমৃতরস আস্বাদন করিয়াছেন, যিনি তাঁহাকে পৃথিবীর অন্য সকল হইতেই প্রিয় বলিয়া জানিয়াছেন, তিনি ইহা সহজেই বুঝিয়াছেন যে, ব্রহ্ম স্বভাবতই আত্মার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতিদায়ক—ব্রহ্মের প্রকৃত পরিচয় পাইবামাত্র আত্মা স্বভাবতই তাঁহাকে পুত্র, বিত্ত, ও অন্য সকল হইতেই প্রিয়তম বলিয়া বরণ করে।

ব্রহ্মের সহিত এই পরিচয় যে কেবল আত্মার আনন্দ সাধনের জন্য তাহা নহে, সংসারযাত্রার পক্ষেও তাহা না হইলে নয়! ব্রহ্মকে যে বৃহৎ বলিয়া না জানিয়া সংসারকেই বৃহৎ বলিয়া জানে সংসারযাত্রা সে সহজে নির্ব্বাহ করিতে পারে না,—সংসার তাহাকে রাক্ষসের ন্যায় গ্রাস করিয়া নিজের জঠরানলে দগ্ধ করিতে থাকে।

এই জন্য ঈশোপনিষদে লিখিত হইয়াছে—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ—

ঈশ্বরের দ্বারা এই জগতের সমস্ত যাহা কিছু আচ্ছন্ন জানিবে এবং—

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মাগৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং

তাঁহার দ্বারা যাহা দত্ত, যাহা কিছু তিনি দিতেছেন তাহাই ভোগ করিবে পরের ধনে লোভ করিবে না।

সংসারযাত্রার এই মন্ত্র। ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র দর্শন করিবে, ঈশ্বরের দত্ত আনন্দ-উপকরণ উপভোগ করিবে, লোভের দ্বারা পরকে পীড়িত করিবে না।

যে ব্যক্তি ঈশ্বরের দ্বারা সমস্ত সংসারকে আচ্ছন্ন দেখে সংসার তাহার নিকট একমাত্র মুখ্যবস্তু নহে—সে যাহা ভোগ করে তাহা ঈশ্বরের দান বলিয়া ভোগ করে—সেই ভোগে সে ধর্ম্মের সীমা লঙ্ঘন করে না—নিজের ভোগমত্ততায় পরকে পীড়া দেয় না। সংসারকে যদি ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত না দেখি, সংসারকেই যদি একমাত্র মুখ্য লক্ষ্য বলিয়া জানি তবে সংসার-সুখের জন্য আমাদের লোভের অন্ত থাকে না, তবে প্রত্যেক তুচ্ছ বস্তুর জন্য হানাহানি কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়, দুঃখ হলাহল মথিত হইয়া উঠে। এই জন্য সংসারীকে একান্ত নিষ্ঠার সহিত সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে—কারণ সংসারকে ব্রহ্মের দ্বারা বেষ্টিত জানিলে এবং সংসারের সমস্ত ভোগ ব্রহ্মের দান বলিয়া জানিলে তবেই কল্যাণের সহিত সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ সম্ভব হয়।

পরের শ্লোকে বলিতেছেনঃ—

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে।।

কর্ম্ম করিয়া শত বৎসর ইহলোকে জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে,—হে নর, তোমার পক্ষে ইহার আর অন্যথা নাই, কর্ম্মে লিপ্ত হইবে না এমন পথ নাই।

কর্ম্ম করিতেই হইবে এবং জীবনের প্রতি উদাসীন হইবে না—কিন্তু ঈশ্বর সর্ব্বত্র আচ্ছন্ন করিয়া আছেন ইহাই স্মরণ করিয়া কর্ম্মের দ্বারা জীবনের শতবর্ষ যাপন করিবে। ঈশ্বর সর্ব্বত্র আছেন অনুভব করিয়া ভোগ করিতে হইবে এবং ঈশ্বর সর্ব্বত্র আছেন অনুভব করিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে।

সংসারের সমস্ত কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল ব্রহ্মে নিরত থাকা তাহাও ঈশোপনিষদের উপদেশ নহে—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অবিদ্যামুপাসতে।
ততোভূয়ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।

যাহারা কেবলমাত্র অবিদ্যা অর্থাৎ সংসারকর্ম্মেরই উপাসনা করে তাহারা অন্ধতমসের মধ্যে প্রবেশ করে—তদপেক্ষা ভূয় অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করে যাহারা কেবলমাত্র ব্রহ্মবিদ্যায় নিরত।

ঈশ্বর আমাদিগকে সংসারের কর্ত্তব্য কর্ম্মে স্থাপিত করিয়াছেন। সেই কর্ম্ম যদি আমরা ঈশ্বরের কর্ম্ম বলিয়া না জানি, তবে পরমার্থের উপরে স্বার্থ বলবান হইয়া উঠে এবং আমরা অন্ধকারে পতিত হই। অতএব কর্ম্মকেই চরম লক্ষ্য করিয়া কর্ম্মের উপাসনা করিবে না, তাহাকে ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া পালন করিবে।

কিন্তু বরঞ্চ মুগ্ধভাবে সংসারের কর্ম্ম

নির্ব্বাহও ভাল তথাপি সংসারকে উপেক্ষা করিয়া সমস্ত কর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক কেবল মাত্র আত্মার আনন্দ সাধনের জন্য ব্রহ্মসম্ভোগের চেষ্টা শ্রেয়স্কর নহে। তাহা আধ্যাত্মিক বিলাসিতা, তাহা ঈশ্বরের সেবা নহে।

কর্ম্ম সাধনাই একমাত্র সাধনা। সংসারের উপযোগিতা সংসারের তাৎপর্য্যই তাই। মঙ্গলকর্ম্মসাধনেই আমাদের স্বার্থ প্রবৃত্তি সকল ক্ষয় হইয়া আমাদের লোভ মোহ আমাদের হৃদগত বন্ধন সকলের মোচন হইয়া থাকে—আমাদের যে রিপু সকল মৃত্যুর মধ্যে আমাদিগকে জড়িত করিয়া রাখে সেই মৃত্যুপাশ অবিশ্রাম মঙ্গল কর্ম্মের সংঘর্ষেই ছিন্ন হইয়া যায়। কর্ত্তব্য কর্ম্মের সাধনাই স্বার্থপাশ হইতে মুক্তির সাধনা,—এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে—ইহার আর অন্যথা নাই—কর্ম্মে লিপ্ত হইবে না এমন পথ নাই।

> বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ
> অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।

বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়কে যিনি একত্র করিয়া জানেন তিনি অবিদ্যা অর্থাৎ কর্ম্ম দ্বারা মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্মলাভের দ্বারা অমৃত প্রাপ্ত হন।

ইহাই সংসারধর্ম্মের মূলমন্ত্র—কর্ম্ম এবং ব্রহ্ম, জীবনে উভয়ের সামঞ্জস্য সাধন। কর্ম্মের দ্বারা আমরা ব্রহ্মের অভ্রভেদী মন্দির নির্ম্মাণ করিতে থাকিব, ব্রহ্ম সেই মন্দির পরিপূর্ণ করিয়া বিরাজ করিতে থাকিবেন। নহিলে কিসের জন্য আমরা ইন্দ্রিয়গ্রাম পাইয়াছি, কেন এই পেশী, এই স্নায়ু, এই বাহুবল, এই বুদ্ধিবৃত্তি, কেন এই স্নেহপ্রেম দয়া, কেন এই বিচিত্র সংসার? ইহার কি কোন অর্থ নাই? ইহা কি সমস্তই অনর্থের হেতু? ব্রহ্ম হইতে সংসারকে বিচ্ছিন্ন করিয়া জানিলেই তাহা অনর্থের নিদান হইয়া উঠে এবং সংসার হইতে ব্রহ্মকে দূরে রাখিয়া তাঁহাকে একাকী সম্ভোগ করিতে চেষ্টা করিলেই আমরা আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতায় নিমগ্ন হইয়া জীবনের বিচিত্র সার্থকতা হইতে ভ্রষ্ট হই।

পিতা আমাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়াছেন, সেখানকার নিয়ম এবং কর্ত্তব্য সর্ব্বথা সুখজনক নহে। সেই দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য বালক পিতৃগৃহে পালাইয়া আনন্দলাভ করিতে চায়। সে বোঝেনা বিদ্যালয়ে তাহার কি প্রয়োজন—সেখান হইতে পলায়নকেই সে মুক্তি বলিয়া জ্ঞান করে, কারণ পলায়নে আনন্দ আছে। মনোযোগের সহিত বিদ্যা সম্পন্ন করিয়া বিদ্যালয় হইতে মুক্তিলাভের যে আনন্দ তাহা সে জানে না। কিন্তু সুছাত্র প্রথমে পিতার স্নেহ সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া বিদ্যাশিক্ষার দুঃখকে গণ্য করে না, পরে তাহার সহিত বিদ্যাশিক্ষায় অগ্রসর হইবার আনন্দও যুক্ত হয়—অবশেষে কৃতকার্য্য হইয়া মুক্তিলাভের আনন্দে সে ধন্য হইয়া থাকে।

যিনি আমাদিগকে সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন সংসার-বিদ্যালয়কে অবিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে যেন সন্দেহ না করি—এখানকার দুঃখকাঠিন্য বিনীতভাবে গ্রহণ করিয়া এখানকার কর্ত্তব্য একান্তচিত্তে পালন করিয়া পরিপূর্ণ জীবনের মধ্যে ব্রহ্মামৃতলাভের সার্থকতা যেন অনুভব করি। ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র বিরাজমান জানিয়া সংসারের সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া যে মুক্তি তাহাই মুক্তি। সংসারকে অপমান

পূর্ব্বক পলায়নে যে মুক্তি তাহা মুক্তির বিড়ম্বনা—তাহা একজাতীয় স্বার্থপরতা।

সকল স্বার্থপরতার চূড়ান্ত এই আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতা। কারণ সংসারের মধ্যে এমন একটি অপূর্ব্ব কৌশল আছে যে, স্বার্থ সাধন করিতে গেলেও পদে পদে স্বার্থত্যাগ করিতে হয়। সংসারে পরের দিকে একেবারে না তাকাইলে নিজের কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে। নৌকা যেমন গুণ দিয়া টানে তেমনি সংসারের স্বার্থবন্ধন আমাদিগকে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সর্ব্বদাই প্রতিকূল স্রোত বাহিয়া নিজের দিক হইতে পরের দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে। আমাদের স্বার্থ ক্রমশই আমাদের সন্তানের স্বার্থ, পরিবারের স্বার্থ, প্রতিবেশীর স্বার্থ, স্বদেশের স্বার্থ এবং সর্ব্বজনের স্বার্থে অবশ্যম্ভাবীরূপে ব্যাপ্ত হইতে থাকে।

কিন্তু যাঁহারা সংসারের দুঃখ শোক দারিদ্র্য হইতে পরিত্রাণ পাইবার প্রলোভনে আধ্যাত্মিক বিলাসিতায় নিমগ্ন হন তাঁহাদের স্বার্থপরতা সর্ব্বপ্রকার আঘাত হইতে সুরক্ষিত হইয়া সুদৃঢ় হইয়া উঠে।

বৃক্ষে যে ফল থাকে সে ফল বৃক্ষ হইতে রস আকর্ষণ করিয়া পরিপক্ক হইয়া উঠে। যতই সে পরিপক্ক হইতে থাকে ততই বৃক্ষের সহিত তাহার বৃন্তবন্ধন শিথিল হইয়া আসে—অবশেষে তাহার অভ্যন্তরস্থ বীজ সুপরিণত হইয়া উঠিলে বৃক্ষ হইতে সে সহজেই বিচ্ছিন্ন হইয়া বীজকে সার্থক করিয়া তোলে। আমরাও সংসারবৃক্ষ হইতে সেইরূপ বিচিত্র রস আকর্ষণ করি—মনে হইতে পারে তাহাতে সংসারের সহিত আমাদের সম্বন্ধ ক্রমেই দৃঢ় হইবে—কিন্তু তাহা নহে,—আত্মার যথার্থ পরিণতি হইলে বন্ধন আপনি শিথিল হইয়া আসে। ফলের সহিত আমাদের প্রভেদ এই যে, আত্মা সচেতন; রস নির্ব্বাচন ও আকর্ষণ বহুল পরিমাণে আমাদের স্বায়ত্ত। আত্মার পরিণতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিচার পূর্ব্বক সংসার হইতে রস গ্রহণ ও বর্জ্জন করিতে পারিলেই সংসারের উদ্দেশ্য সফল হয় এবং সেই সঙ্গে আত্মার সফলতা সম্পন্ন হইলে সংসারের কল্যাণবন্ধন সহজেই শিথিল হইয়া আসে। অতএব ঈশ্বরের দ্বারা সমস্ত আচ্ছন্ন জানিয়া সংসারকে তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা, তাঁহার দত্ত সুখ সমৃদ্ধির দ্বারা ভোগ করিবে—সংসারকে শেষ পরিণাম বলিয়া ভোগ করিতে চেষ্টা করিবে না। অপর পক্ষে সংসারের বৃন্তবন্ধন বল পূর্ব্বক বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার মঙ্গলরস হইতে আত্মাকে বঞ্চিত করিবে না। ঈশ্বর এই সংসারবৃক্ষের সহস্র তন্তুর মধ্য দিয়া আমাদের আত্মায় কল্যাণরস প্রেরণ করেন; এই জীবধারয়িতা বিপুল বনস্পতি হইতে দম্ভভরে পৃথক হইয়া নিজের রস নিজে যোগাইবার ক্ষমতা আমাদের হস্তে নাই।

কোন সত্যকে অস্বীকার করিয়া আমাদের নিস্তার নাই। মত্ততার বিহ্বলতায় মাতাল বিশ্বসংসারকে নগণ্য করিয়া যে অন্ধ আনন্দ উপভোগ করে সে আনন্দের শ্রেয়স্করতা নাই। বিদ্যা এবং অবিদ্যা, সৎ এবং অসৎ, ব্রহ্ম এবং সংসার উভয়কেই স্বীকার করিতে হইবে। দুঃখের হাত এড়াইবার জন্য কর্ত্তব্যবন্ধন ছেদন করিবার অভিপ্রায়ে সংসারকে একেবারেই "না" করিয়া দিয়া একাকী আনন্দ সম্ভোগে প্রবৃত্ত হওয়া একজাতীয় প্রমত্ততা। সত্যের একদিককে উপেক্ষা করিলে অপর দিকও অসত্য হইয়া উঠে। ঈশ্বরের আদেশ

পালনকে যে অস্বীকার করে, সে মুখে যাহাই বলুক ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে না। বরঞ্চ ঈশ্বরকে মুখে অস্বীকার করিয়া যে ব্যক্তি মনুষ্যের প্রতি কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করে সে কঠিন কর্ম্মের দ্বারা ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়া থাকে।

জ্ঞানে এবং ভোগে এবং কর্ম্মে ব্রহ্মকে স্বীকার করিলেই তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করা হয়। সেইরূপ সর্ব্বাঙ্গীনভাবে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিবার একমাত্র স্থান এই সংসার—আমাদের এই কর্ম্মক্ষেত্র; ইহাই আমাদের ধর্ম্মক্ষেত্র, ইহাই ব্রহ্মের মন্দির। এখানে জগৎমণ্ডলের জ্ঞানে ঈশ্বরের জ্ঞান, জগৎ সৌন্দর্য্যের ভোগে ঈশ্বরের ভোগ এবং জগৎসংসারের কর্ম্মে ঈশ্বরের কর্ম্ম জড়িত রহিয়াছে;—সংসারের সেই জ্ঞান সৌন্দর্য্য ও ক্রিয়াকে ব্রহ্মের দ্বারা বেষ্টিত করিয়া জানিলেই ব্রহ্মকে অন্তরতর করিয়া জানা যায় এবং সংসারযাত্রাও কল্যাণকর হইয়া উঠে। তখন ত্যাগ এবং ভোগের সামঞ্জস্য হয়, কাহারও ধনে লোভ থাকে না, অনর্থক বলিয়া জীবনের প্রতি উপেক্ষা জন্মে না, শতবর্ষ আয়ু যাপন করিলেও পরমায়ুর সার্থকতা উপলব্ধি হয়—এবং সেই অবস্থায়

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি,
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে

যিনি সমস্ত ভূতকে পরমাত্মার মধ্যে দেখেন, এবং সর্ব্ব ভূতের মধ্যে পরমাত্মাকে দেখেন তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না।

গম্যস্থানের পক্ষে পথ যেমন একইকালে পরিহার্য্য এবং অবলম্বনীয় ব্রহ্মলাভের পক্ষে সংসার সেইরূপ। পথকে যেমন আমরা প্রতি পদে পরিত্যাগ করি এবং আশ্রয় করি সংসারও সেইরূপ আমাদের প্রতিপদে বর্জ্জনীয় এবং গ্রহণীয়। পথ নাই বলিয়া চক্ষু মুদিয়া পথপ্রান্তে পড়িয়া স্বপ্ন দেখিলে গৃহ লাভ হয় না—এবং পথকেই শেষ লক্ষ্য বলিয়া বসিয়া থাকিলে গৃহে গমন ঘটে না। গম্যস্থানকে যে ভাল বাসে, পথকেও সে ভালবাসে—পথ গম্যস্থানেরই অঙ্গ, অংশ এবং আরম্ভ বলিয়া গণ্য। ব্রহ্মকে যে চায়, ব্রহ্মের সংসারকে সে উপেক্ষা করিতে পারে না—সংসারকে সে প্রীতি করে এবং সংসারের কর্ম্মকে ব্রহ্মের কর্ম্ম বলিয়াই জানে।

আর্য্যধর্ম্মের বিশুদ্ধ আদর্শ হইতে যাঁহারা ভ্রষ্ট হইয়াছেন তাঁহারা বলিবেন সংসারের সহিত যদি ব্রহ্মের যোগ সাধন করিতে হয় তবে ব্রহ্মকে সংসারের উপযোগী করিয়া গড়িয়া লইতে হইবে। তাই যদি হইল তবে সত্যের প্রয়োজন কি? সংসার ত আছেই—কাল্পনিক সৃষ্টির দ্বারা সেই সংসারেরই আয়তন বিস্তার করিয়া লাভ কি? আমরা অসৎ সংসারে আছি বলিয়াই আমাদের সত্যের প্রয়োজন—আমরা সংসারী বলিয়াই সেই সংসারাতীত নির্ব্বিকার অক্ষর পুরুষের আদর্শ উজ্জ্বল করিয়া রাখিতে হইবে—সে আদর্শ বিকৃত হইতে দিলেই তাহা সছিদ্র তরণীর ন্যায় আমাদিগকে বিনাশ হইতে উত্তীর্ণ হইতে দেয় না। যদি সত্যকে, জ্যোতিকে, অমৃতকে আমরা অসৎ, অন্ধকার এবং মৃত্যুর পরিমাপে খর্ব্ব করিয়া আনি, তবে কাহাকে ডাকিয়া কহিব

অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়।

সংসারী জীবের পক্ষে একটি মাত্র প্রার্থনা আছে—সে প্রার্থনা, অসৎ হইতে আমাকে সত্যে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু

হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও—সে প্রার্থনা করিবার স্থান সংসারে নাই, আমাদের কল্পনার মধ্যে নাই,—সত্যকে মিথ্যা করিয়া লইয়া তাহার নিকট সত্যের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ চলে না, জ্যোতিকে স্বেচ্ছাকৃত কল্পনার দ্বারা অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া তাহার নিকট আলোকের জন্য প্রার্থনা বিড়ম্বনা মাত্র, অমৃতকে স্বহস্তে মৃত্যুধর্ম্মের দ্বারা বিকৃত করিয়া তাহার নিকট অমৃতের প্রত্যাশা মূঢ়তা। ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ—যে ব্রহ্ম সমস্ত জগতের সমস্ত পদার্থকে আচ্ছন্ন করিয়া বিরাজ করিতেছেন সংসারী সেই ব্রহ্মকেই সর্ব্বত্র অনুভব করিবেন উপনিষদের এই অনুশাসন।

ব্রহ্মের সেই বিশুদ্ধ ভাব কিরূপে মনন করিতে হইবে?

নৈনমূর্দ্ধং ন তির্য্যঞ্চ ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ
ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ।

কি উর্দ্ধদেশ, কি তির্য্যক্, কি মধ্যদেশ কেহ ইঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না—তাঁহার প্রতিমা নাই, তাঁহার নাম মহদ্‌যশ!

প্রাচীন ভারতে সংসারবাসী জীবাত্মার লক্ষ্যস্থান এই পরমাত্মাকে বিদ্ধ করিবার মন্ত্র ছিল ওঁ।

প্রণবোধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্মতল্লক্ষ্যমুচ্যতে।

তাঁহার প্রতিমা ছিল না, কোন মূর্ত্তিকল্পনা ছিল না—পূর্ব্বতন পিতামহগণ তাঁহাকে মনন করিবার জন্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া একটিমাত্র শব্দ আশ্রয় করিয়াছিলেন। সে শব্দ যেমন সংক্ষিপ্ত, তেমনি পরিপূর্ণ, কোন বিশেষ অর্থ দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। সেই শব্দ চিত্তকে ব্যাপ্ত করিয়া দেয়, কোন বিশেষ আকার দ্বারা বাধা দেয় না; সেই একটি মাত্র ওঁ শব্দের মহাসঙ্গীত জগৎসংসারের ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে যেন ধ্বনিত হইয়া উঠিতে থাকে।

ব্রহ্মের বিশুদ্ধ আদর্শ রক্ষা করিবার জন্য পিতামহগণ কিরূপ যত্নবান ছিলেন ইহা হইতেই তাহার প্রমাণ হইবে।

চিন্তার যতপ্রকার চিহ্ন আছে তন্মধ্যে ভাষাই সর্ব্বাপেক্ষা চিন্তার অনুগামী। কিন্তু ভাষারও সীমা আছে, বিশেষ অর্থের দ্বারা সে আকারবদ্ধ—সুতরাং ভাষা আশ্রয় করিলে চিন্তাকে ভাষাগত অর্থের চারি প্রান্তের মধ্যে রুদ্ধ থাকিতে হয়।

ওঁ একটি ধ্বনিমাত্র—তাহার কোন বিশেষ নির্দ্দিষ্ট অর্থ নাই। সেই ওঁ শব্দে ব্রহ্মের ধারণাকে কোন অংশেই সীমাবদ্ধ করে না—সাধনা দ্বারা আমরা ব্রহ্মকে যতদূর জানিয়াছি যেমন করিয়াই পাইয়াছি এই ওঁ শব্দে তাহা সমস্তই ব্যক্ত করে—এবং ব্যক্ত করিয়াও সেইখানেই রেখা টানিয়া দেয় না। সঙ্গীতের স্বর যেমন গানের কথার মধ্যে একটি অনির্ব্বচনীয়তার সঞ্চার করে তেমনি ওঁ শব্দের পরিপূর্ণ ধ্বনি আমাদের ব্রহ্মধ্যানের মধ্যে একটি অব্যক্ত অনির্ব্বচনীয়তা অবতারণা করিয়া থাকে। বাহ্য প্রতিমা দ্বারা আমাদের মানস ভাবকে খর্ব্ব ও আবদ্ধ করে—কিন্তু এই ওঁ ধ্বনির দ্বারা আমাদের মনের ভাবকে উন্মুক্ত ও পরিব্যাপ্ত করিয়া দেয়।

সেইজন্য উপনিষদ বলিয়াছেন—ওমিতি ব্রহ্ম। ওম্ বলিতে ব্রহ্ম বুঝায়। ওমিতীদং সর্ব্বং, এই যাহা কিছু সমস্তই ও। ওঁ শব্দ সমস্তকেই সমাচ্ছন্ন করিয়া দেয়। অর্থবন্ধনহীন কেবল একটি সুগম্ভীর ধ্বনিরূপে ওঁ শব্দ ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করিতেছে। আবার ওঁশব্দের একটি অর্থও আছে—সে অর্থ এত উদার যে তাহা মনকে আশ্রয় দান করে অথচ কোন সীমায় বদ্ধ করে না।

আধুনিক সমস্ত ভারতবর্ষীয় আর্য্য ভাষায় যেখানে আমরা হাঁ বলিয়া থাকি প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় সেইখানে ওঁ শব্দের প্রয়োগ। হাঁ শব্দ ওঁ শব্দেরই রূপান্তর বলিয়া সহজেই অনুমিত হয়। উপনিষদও বলিতেছেন ওমিত্যেতদ্ অনুকৃতির্হস্ম—ওঁ শব্দ অনুকৃতিবাচক, অর্থাৎ ইহা কর বলিলে, ওঁ অর্থাৎ হাঁ বলিয়া সেই আদেশের অনুকরণ করা হইয়া থাকে। ওঁ স্বীকারোক্তি।

এই স্বীকারোক্তি ওঁ, ব্রহ্ম-নির্দ্দেশক শব্দরূপে গণ্য হইয়াছে। ব্রহ্মধ্যানের কেবল এইটুকু মাত্র অবলম্বন—ওঁ, তিনি হাঁ। ইংরাজ মনীষী কার্লাইলও তাঁহাকে Everlasting Yay অর্থাৎ শাশ্বত ওঁ বলিয়াছেন। এমন প্রবল পরিপূর্ণ কথা আর কিছুই নাই, তিনি হাঁ, ব্রহ্ম ওঁ।

আমরা কে কাহাকে স্বীকার করি সেই বুঝিয়া আত্মার মহত্ত্ব। কেহ জগতের মধ্যে একমাত্র ধনকেই স্বীকার করে, কেহ মানকে, কেহ খ্যাতিকে। আদিম আর্য্যগণ ইন্দ্র চন্দ্র বরুণকে ওঁ বলিয়া স্বীকার করিতেন, সেই দেবতার অস্তিত্বই তাঁহাদের নিকট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিভাত হইত। উপনিষদের ঋষিগণ বলিলেন জগতে ও জগতের বাহিরে ব্রহ্মই একমাত্র ওঁ তিনিই চিরন্তন হাঁ, তিনিই Everlasting Yay। আমাদের আত্মার মধ্যে তিনি ওঁ, তিনিই হাঁ,—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে তিনি ওঁ, তিনিই হাঁ, এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেশকালকে অতিক্রম করিয়া তিনি ওঁ, তিনিই হাঁ। এই মহান্ নিত্য এবং সর্ব্বব্যাপী যে হাঁ, ওঁ ধ্বনি ইঁহাকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। প্রাচীন ভারতে ব্রহ্মের কোন প্রতিমা ছিল না, কোন চিহ্ন ছিল না—কেবল এই একটি মাত্র ক্ষুদ্র অথচ সুবৃহৎ ধ্বনি ছিল ওঁ। এই ধ্বনির সহায়ে ঋষিগণ উপাসনানিশিত আত্মাকে একাগ্রগামী শরের ন্যায় ব্রহ্মের মধ্যে নিমগ্ন করিয়া দিতেন। এই ধ্বনির সহায়ে ব্রহ্মবাদী সংসারীগণ বিশ্বজগতের যাহা কিছু সমস্তকেই ব্রহ্মের দ্বারা সমাবৃত করিয়া দেখিতেন।

ওমিতি সামানি গায়ন্তি। ওঁ বলিয়া সাম সকল গীত হইতে থাকে। ওঁ আনন্দধ্বনি। ওঁ সঙ্গীত। তদ্দ্বারা প্রেম উদ্বেলিত ও ব্যাপ্ত হইতে থাকে। ওঁ আনন্দ।

ওমিতি ব্রহ্মা প্রসৌতি। ওঁ আদেশবাচক। ওঁ বলিয়া ঋত্বিক আজ্ঞা প্রদান করেন। সমস্ত সংসারের উপর আমাদের সমস্ত কর্ম্মের উপর মহৎ আদেশ রূপে নিত্যকাল ওঁ ধ্বনিত হইতেছে। জগতের অভ্যন্তরে এবং জগৎকে অতিক্রম করিয়া যিনি সকল সত্যের পরম সত্য—আমাদের হৃদয়ের মধ্যে তিনি সকল আনন্দের পরমানন্দ, এবং আমাদের কর্ম্মসংসারে তিনি সকল আদেশের পরমাদেশ। তিনি ওঁ।

ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতোভান্তি কুতোহয়মগ্নিঃ,
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।

তিনি যেখানে সেখানে সূর্য্যের প্রকাশ নাই, চন্দ্র তারকের প্রকাশ নাই, বিদ্যুতের প্রকাশ নাই, এই অগ্নির প্রকাশ কোথায়? সেই জ্যোতির্ম্ময়ের প্রকাশেই সমস্ত প্রকাশিত, তাঁহার দীপ্তিতেই সমস্ত দীপ্যমান। তিনিই ওঁ।

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ
প্রেয়োহন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা।

এই যে অন্তরতর পরমাত্মা তিনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, সকল হইতেই প্রিয়। তিনিই ওঁ।

সত্যান্ন প্রমদিতব্যং।
ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যং।

কুশলান্ন প্রমদিতব্যং।
ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যং।

সত্য হইতে স্খলিত হইবে না, ধর্ম্ম হইতে স্খলিত হইবে না, কল্যাণ হইতে স্খলিত হইবে না, মহত্ত্ব হইতে স্খলিত হইবে না। ইহা যাঁহার অনুশাসন তিনিই ওঁ।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরি ওঁ।

অনন্তর শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ী এই প্রার্থনা করিলেন।

নাথ! আজি শান্তি-নিকেতনে, এই পবিত্র সন্ধ্যাকালে, আমরা তোমার পূজা করিতে আসিয়াছি। কি স্নিগ্ধ এই রমণীয় সন্ধ্যাকাল। এই কালে নীল আকাশে নক্ষত্ররূপ কুসুম সকল তোমার চরণতলে প্রস্ফুটিত হইয়া তোমাকে সুগন্ধ দান করিতেছে; বিহঙ্গ সকল তোমার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া আপন আপন নীড়ে শান্তি-সুখ উপভোগ করিতেছে। এই কালেই পুরাতন ঋষিকুল সরস্বতীর কূলে বসিয়া "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্" বলিয়া নদীর তরঙ্গের তালের সহিত স্বীয় স্বীয় হৃদয়ের তরঙ্গের তাল মিশ্রিত করিয়া তোমার গুণানুবাদ করিতেন। আজি আমরা তোমার হীন পুত্র হইয়াও তোমার পূজা করিতেছি; এবং তোমার নিকট আত্মনিবেদন ও প্রার্থনা করিতেছি। তুমি অন্তর্যামী তুমি সবই জান, তথাপিও আমরা তোমার নিকটে হৃদয়-দ্বার মুক্ত না করিয়া থাকিতে পারি না। তুমি দেখিতেছ তোমার পূজার অভাবে আমাদের বঙ্গদেশ আমাদের ভারতভূমি কি ঘোর তিমিরে আচ্ছন্ন, যে মৃন্ময় পদার্থ আজ আছে কালি নাই, লোকে তাহারই প্রতি আসক্ত—তাহারি প্রতি অনুরক্ত। ক্ষণভঙ্গুর পদার্থের প্রতি প্রেম স্থাপন করিয়া প্রায় সকলেই ক্রন্দন করিতেছে; তথাপি তোমায় দেখে না, তোমায় চাহে না, তোমার প্রেমে মগ্ন হইয়া অশ্রুপাত করে না। কাজেই হৃদয়ে যে অগ্নি জ্বলিতেছে, তাহা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় না। যাহারা কপট বন্ধু, লোক তাহাদের সঙ্গেই মিশিতে যায়, তুমি যে প্রকৃত বন্ধু তোমার নিকটে আসিয়া সমস্ত দিনের পর হৃদয়-দ্বার খুলিয়া দেয় না। যেখানে কথা বলিলে পরে ব্যথা পাইতে হইবে, সেইখানেই কথা বলে, তোমার নিকটে আসিয়া মনের কথা বলে না; কোন পরামর্শ থাকে, তোমার সহিত করে না, কোন দুঃখ থাকে তোমায় জানায় না। যে চক্ষের জল মুছাইয়া দিবে তাহার নিকট যায় না। যাঁহার প্রেমমুখের দিকে তাকাইলে হৃদয়ে প্রেমের ফুল ফুটিবে, মুখমণ্ডল জ্যোতিতে পূর্ণ হইবে, আনন্দে শরীর পুলকিত হইবে, অতি সুখময় হাসি অধর প্রান্তে দেখা দিবে, তাঁহার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। হায়! হৃদয় বিষাদে পূর্ণ হইল। সংসার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। আমরা যে প্রার্থনা করি, অন্ধকার হইতে আমাদিগকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, সে আমাদের মুখের প্রার্থনা।' যদি হৃদয়ের প্রার্থনা হইত তাহা হইলে আমাদের হৃদয়ে—আমাদের গৃহে—আমাদের সংসারে এ বিবাদ বিসম্বাদ হিংসা দ্বেষ কপটতা—স্থায়ী হইত না, ভক্তি প্রেম ও স্নেহের অভাব হইত না। এ ঘোর অন্ধকারও থাকিত না। হায়! লোকে ভগ্ন হৃদয়ে তোমার পাদপদ্ম ধারণ করে না। তোমার উপাসনা পরিবার মধ্যে স্থানই পায় না। এমন যে মধুর ব্রহ্মনাম, তাহা ভুলেও লোকে মুখে আনে না। মিছে গোল

গণ্ডগোল ও পরনিন্দা লইয়াই দিন কাটায়। কয়জন লোক নিদ্রাভঙ্গে তোমায় ডাকে? কয়জন লোক পাপ পরিহারের জন্য হৃদয়ের জ্বালা তোমার নিকট প্রকাশ করে। একে হৃদয়ে আগুণ জ্বলিতেছে, তাহার উপর অপবিত্রতার ঘৃতাহুতি প্রদান করিতেছে। তুমি যে "শান্তং শিবমদ্বৈতং" তোমার নিকট আসিয়া কয় জন শান্তি লাভ করে। হায়! এমন কত লোক আছে যাহারা আপনাকে শুদ্ধমপাপবিদ্ধং" মনে করে, নিজের মলিনতা ক্রূরতা দেখিতে পায় না। আমরা আজি প্রার্থনা করি তুমি তোমার সেই সকল অন্ধ পুত্রকে আপন আপন হৃদয় পরীক্ষা করিতে শিক্ষা দাও—তুমি পিতা হইয়া যেমন তাহাদিগকে পালন করিতেছ, গুরু হইয়া তাহাদিগকে তোমার ক্রোড়ে স্থান দাও। জ্ঞানচক্ষু দান কর। হে দেব, আমরা সকলেই মহা মোহে আচ্ছন্ন রহিয়াছি। তুমি আমাদের মোহ পাপ দূর কর। প্রতি দিন অন্ততঃ যেন আমরা একবারও তোমাকে হৃদয়ের সহিত পূজা করিতে পারি। তোমাকে ভাল করিয়া পূজা না করিয়া যেন আহার পান না করি। পশুরাও আহার পান করে, আমরা মানুষ হইয়া যেন তেমনতর আহার পান না করি। তুমি আমাদিগকে সেই প্রকার শুভ বুদ্ধি দান কর। হে দেব! তোমার প্রকৃত পূজায় আমাদিগকে প্রবৃত্ত কর এবং সকল মনুষ্যকে ভাল বাসিতে শিক্ষা দাও। নিষ্ঠুরতা হৃদয় হইতে দূর করিয়া দাও। হৃদয়কে কোমল কর। হৃদয়কে তোমার বসিবার মত উজ্জ্বল কর। এই তোমার নিকট আজি আমাদের প্রার্থনা।

"আপনাপ্রতি নিরখি, না দেখি নিস্তার।
এক মাত্র ভরসা করুণা তোমার"।

হে দেব! আমাদের প্রতি করুণা-কটাক্ষে চাও। তোমার করুণাই আমাদের সর্ব্বস্ব, তুমি আমাদিগকে করুণা দান কর। এই তোমার নিকটে প্রার্থনা এই তোমার নিকটে প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পরিশেষে সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হইল।

পরে সমস্ত নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া চটচটা শব্দে বহ্ন্যুৎসব পর্ব্ব আরম্ভ হইল। লোকতরঙ্গ মহা কোলাহলে ক্ষুভিত হইয়া উঠিল। কি ভীষণ জনতা! কি বিষম কলরব!

এবার শান্তিনিকেতনে আমরা অনেকে গিয়াছিলাম কিন্তু দ্বিপেন্দ্র বাবুর এমন সুবন্দোবস্ত ছিল যে আমাদিগকে কোন বিষয়ে কোনরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। অতিথি পরিচর্য্যায় তাঁহার অসাধারণ নৈপুণ্য।

শ্রীহেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

সংবাদ।

গৃহ্য-অনুষ্ঠান।

গৃহ-প্রতিষ্ঠা—বিগত ১৬ই পৌষ সোমবার আদি সমাজের আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ও কলিকাতা হাইকোর্টের বারিষ্টার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয়ের নবগৃহ প্রতিষ্ঠা আদি ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠানপদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। এই গৃহপ্রতিষ্ঠায় আদি সমাজের আনুষ্ঠানিক উপাচার্য্য ও ধর্ম্মপ্রচারক পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত নীলকমল মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্ম ও সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ এই উপাসনায় যোগ দিয়াছিলেন। এই গৃহ্য অনুষ্ঠানে আমরা যেমন মানবের প্রতি ঈশ্বরের অশেষ কল্যাণ অনুভব করিয়াছিলাম, উপাসনান্তে গৃহীর আতিথ্য সৎকারে তদ্রূপ আপ্যায়িত হইয়াছিলাম।

নামকরণ—বিগত ১৮ই পৌষ বুধবারে আদি ব্রাহ্মসমাজের আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রথমা কন্যার নামকরণ কার্য্য আদি ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠানপদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। কন্যার নাম শ্রীমতী সরস্বতী দেবী রাখা হইয়াছে। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মগণ উপাসনান্তে মধ্যাহ্ন ভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। ঈশ্বর এই বালিকাকে জ্ঞানধর্ম্মে ও দীর্ঘ জীবনে উন্নত করুন।

একসপ্ততিতম ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীমন্মহর্ষিদেবের উপদেশ।

হে প্রিয় ব্রাহ্মগণ!

১১ই মাঘের শুভ উৎসব দিনে তোমরা সকলে সংযম অবলম্বন করিও এবং আমিষ আহার পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধাচারে থাকিও। এই উৎসবের দিনে আমিষ আহার পরিত্যাগ করিয়া সংযম পূর্ব্বক শুদ্ধাচারে থাকাই প্রকৃষ্ট বিধি। তোমরা এইরূপ বিধি অবলম্বন করিলেই ব্রহ্মোৎসবের পবিত্রতা সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদানুকূল ব্রাহ্মধর্ম্মে আস্থাবান ও স্বজাতীয় আচার অনুষ্ঠান নিরত হইয়া আজকাল অনেকেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে ইচ্ছা করেন। পূজ্যপাদ মহর্ষিদেব লোকের এই আকাঙ্ক্ষা বিশেষরূপ অবগত হইয়া তাঁহার শিষ্য ও আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতি প্রচারভার অর্পণ করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় এখন হইতে স্বদেশ বিদেশে গমন করিয়া এই কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। কি ব্রাহ্মসমাজের উৎসব কি গৃহ্য অনুষ্ঠান যে কোন কার্য্যের জন্য হউক তিনি আহূত হইলে যাইবেন। তাঁহার যাতায়াতের ব্যয়ভার আহ্বানকারী বহন করিবেন ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনীয়।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

NOTICE.
THE MANCHESTER COLLEGE SCHOLARSHIP.

The committee of the British and Fcreign Unitarian Association offer a scholarship of 100 a year to a suitable candidate of ability, high character, and religious earnestness, to enable him to study Theology and Philosophy at Manchester College, Oxford, for two years. subject to the consent in each case of the college.

It is understood that the scholar, after his return to India,—will devote himself primarily to religious work ; but if there is an utter absence of provision for his living by working as minister or missionary, he will be allowed to do any paying work which is not incompatible with the main object of the scholarship.

Applications are hereby invited for the above scholarship for the next term of two years—(Oct. 1901—Sept. 1903,) and must reach the undersigned on or before the 1st March 1901. Each candidate is expected to satisfy the following conditions :—

(1) He must duly fill in and return before the 1st March, 1901, the prescribed form of applicaticn, a copy of which will be sent to him on his asking for it.

(2) The application must be accompanied by at least two independent certificates, each signed by one well-known person of the Brahmo Somaj, that the candidate intends to devote himself primarily to religious work.

(3) Also a certificate of his ability to pay his passage to and from England.

(4) Also a certificate from some competent Medical Authority of his physical capacity to undergo two years' study in, as well as the voyage to and from England.

(5) If selected for the scholarship he will have to make arrangements to be in England by the middle of October, 1901.

(6) He will also be expected, before starting for England, to study carefully a number of books sent by the B. and F. U. Association speacially for that purpose, and which will be lent to him after the election

B N. Sen.
Secy. B. S Committee
41, Machuabazar Road, Calcutta.

বিজ্ঞাপন।

একসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ বৃহস্পতিবার প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে ব্রহ্মোপাসনা হইবে। অতএব ঐ দিবস যথা সময়ে উক্ত গৃহে সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭১, অগ্রহায়ণ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৩১৫॥৶০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৫৩০৸৶০
সমষ্টি	...	৮৪৬॥০
ব্যয়	...	২৭৯।৶৩
স্থিত	...	৫৬৭ ⁄৯

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত	
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন	
এককেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ	৫০০৲
সমাজের ক্যাশে মজুত	৬৭/৯
	৫৬৭/৯

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২২২॥⁄০

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২১৫৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু মহীমোহন চট্টোপাধ্যায় (একখণ্ড হাফ গিনির মূল্য) ৭॥⁄০

২২২॥⁄০

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২৮॥⁄০

শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিমোহন রায়, কলিকাতা		৪৲
„ „ লালবিহারী বড়াল,	ঐ	৩৲
„ „ সত্যচরণ রায়,	ঐ	২৲
„ „ উপেন্দ্রনাথ কুমার,	ঐ	১॥০
„ „ হেমলাল পাইন,	ঐ	৩৲
„ „ আশুতোষ চক্রবর্ত্তী,	ঐ	১৲
„ „ গোপালচন্দ্র দে,	ঐ	২৲
„ „ কুলদাকিঙ্কর রায়,	ঐ	২⁄০
৺ „ লক্ষ্মীদাস মজুমদার,	খামারগাছি	১০৲
		২৮॥⁄০

পুস্তকালয়	...	১০॥৶০
যন্ত্রালয়	...	৫০৲
গচ্ছিত	...	॥⁄০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		৩।০
সমষ্টি		৩১৫॥৶০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৮২॥ ৩
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৮৯॥৶৯
পুস্তকালয়	...	১৬
যন্ত্রালয়	...	৬ ⁄৯
সমষ্টি		২৭৯।৶৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

Sermons of Maharshi Debendra Nath Tagore.

(Translated from Bengali.)

Sermon XI.

Divine Worship.

"বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো
বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।"

"Everywhere are His eyes, everywhere is His face, everywhere are His arms, and everywhere are His feet."

The All-seeing Perfect Being has His eyes fixed upon every point of space. He is the Light of all lights that are in the universe. Whence has the Sun derived its light? Whence has the world received the life and happiness that fill it? The source of all this is God who is the First Cause and the Prime-container of all that is. The glowing manifestation of the Lord is to be seen everywhere, within us and without us, in places crowded and in spots solitary, on the mountain and in the ocean. Darkness can not darken His manifestation. We see Him without having to make any effort when we open our eyes of knowledge; we hear His counsels when we purify our souls, and we taste His sweetness when we cleanse our hearts. We are distanced from Him by making ourselves spiritually and morally unclean. It is when we deprive ourselves of our spiritual vision, that we fail to catch sight of God. If I be blind, I must think myself to be alone, though I be in the midst of a hundred thousand people and though a hundred thousand persons fix their gaze upon me. But what is the fixed look of a hundred thousand people compared to the Divine gaze? The gaze which is fixed on the whole universe, the gaze which penetrates into the innermost recesses of our souls—even that all-extending, bright and peerless gaze we can not perceive. It is hardly any wonder that we can not. Can an inanimate object perceive an animate object? It is only an animate object that can see another animate object. We are inert like dead inanimate matter, and we consequently remain blind to Him who sees the whole universe, who is the life of the universe, and who is All-knowing and Immortal. We care not to see His light which shineth everywhere; we care not to hear His voice which emanates from all places and directions. How do we become so demented that while we fear men, we fear not to commit sin in the presence of the Being who searches our hearts? What a danger and misfortune is it to us! O Spirit Supreme, deliver us from all such dangers and misfortunes. Establish union between Thee and our whole life. Uplift our souls to Thee who art the source of all beauty, who art the measure of all good. There is no other goal for us than Thee; ordain, therefore, that our minds may not be attracted to any thing but Thee. We pray to Thee with all our heart that the noble privileges Thou hast conferred on us we may not abuse through infatuation, that the superior faculties with which Thou hast adorned us may not prove futile,

but that they might be used to glorify Thee, that all the strength of our body and our mind that belong to Thee may be devoted to Thy work; and that we may depart this life, while drinking the nectar of Thy joy and with our eyes fixed on Thy face, beaming forth love and benignity. To worship Thee, O Lord, have we all gathered here to-night. All the day long we have been waiting for the sun to set, so that we might come here to worship Thee and render our life blessed by beholding Thy bright, loving face. The time we had been waiting for has now come; Do thou sit on the seat of our heart, and fulfill the hope we have cherished to behold Thee. Thou art our Father, Thou art our Mother, Thou art our Well-wisher, Thou art our Friend, Thou art our Associate, Thou art our Supporter, Thou art the Giver of good, and Thou grantest salvation. We all place ourselves under Thy shelter; We surrender our all to Thee, protect us, O Lord. From morning till evening we were immersed in matters worldly and felt like a worldling, but how differently we feel now, and how our mind is now raised and ennobled! How come to us now Thy light and Thy spirit of sweetness, and rouse us up all! How wonderful! How strange! He who has felt the joy of association with Thee, can not find another joy which can be compared with it. His eyes are fixed on Thee. His tongue is ever eager to chant Thy glory. Can the desire for such trivial possessions as wealth, honor and fame linger in the mind during the moments when we are privileged to associate with Thee? Can one yearn for the light of the glow-worm when one is immersed in the effulgence of the sun? So when the soul rises up from the world and soars to Thee and enjoys the beatitude of communion with Thee, low worldly thoughts and desires can not find room to dwell therein. Then a strong yearning comes over the heart to enjoy perpetually the bliss of holiness and for ever to live in Thy company, sweet as nectar. With what nobility are we then invested by being conscious that like holy spirits in the Spirit World we have the priviledge of worshipping Thee. O Spirit Supreme, send to our souls such high thoughts as these. May we never have to leave this hall of worship with empty hands! Graciously grant us that for which we are assembled in this hall—grant us glimpses of Thy holy vision. They who have once realized the bright presence of the Lord during divine service in this Brahmo-Samaj Hall, will look forward with expectancy, week after week, to this gathering as the coming great spiritual festival. This hall will then be to them the *Deva-loka*, the world of holy spirits, or heaven. Ponder and say if this hall does not seem to be the veritable *Deva-loka* when we all with one heart sing the praises of the Lord, when we each surrender to Him our heart glowing with love, and offer to Him all our affections and all that we possess. In this sacred place, all our sins and uncleanliness are burnt by the worship of our palpably present beloved God. O Supreme Spirit, raise our souls to Thee. If we ever offend Thee, inflict on us punishment, a thousand times over, but grant that we may never have to suffer the pang of separation

from Thee, with a bedimmed heart filled with profound sadness.

O Spirit Supreme, what can I speak of Thee. In speaking of Thee, speech loses itself in silence; in thinking of Thee the mind shrinks from the task. I acquire the power to speak of Thee when graciously dost thou possess my heart. What power have I that I can describe in words Thy being? Thy grace and Thy revelation are my all. O God, may these words help to lift to Thee the souls of all who listen to them.

Mr. Fletcher Williams' Appeal to Brahmos in Support of Union.

The Rev. Mr. S. Fletcher Williams who has been deputed by the British and Foreign Unitarian Association to work in India as a Unitarian Missionary, has been now in this country for, we believe, more than two years. He has been engaged in propagating the doctrines and principles of Unitarianism which, as propounded by him, has so much in common with Brahmoism that it is hardly surprising that many Brahmos have come to regard Mr. Williams as one of themselves. Mr. Williams has been a close student of the Brahmo Samaj, its aim and ideal, its wants and short comings, its present condition and future prospect, and nothing it seems has impressed our friend more sadly than the differences which alienate the Brahmos and separate them into three distinct sections or churches. It does great credit to Mr. Williams' heart that he has been trying his influence with the Brahmos to bring about a union of their churches. With this object he has addressed to the Brahmo community a fervent Appeal which is a notable document worthy of the best thought of every member of the Brahmo Samaj.

To give the reader in brief the purport of Mr. Williams' Appeal, we make from it the following extracts;—"I cherish the dream of a good time coming when all Brahmos will again be a united body for moral and spiritual purposes, when they will again form an undivided and potent force, when they will once more exercise the great influence with which they impressed Bengal a quarter of a century ago, when they will be again universally recognized as a purifying, regenerating, and ennobling religious power in India, and when the glory of their past will be eclipsed by reason of the glory that excelleth. It is a dream, an ideal, a "far off divine event," but all actualities begin in ideals; and I pray that God may bring about the realisation of this ideal." "Meanwhile, can not some small steps be taken towards the attainment of this ideal? I should like to see come into being a body of men belonging to all sections of Brahmos, however few to begin with, who, ani-

mated by one spirit, should bury all differences entirely out of sight, and with one soul earnestly co-operate in all humanitarian, educational, charitable and philanthropic movements affecting either Brahmos especially or the community at large." "I am told that the suggestion here made is impracticable on account of the differences which exist. But what are these differences? Are they vital, radical, and fundamental differences in the conceptions of God, of man, of man's relation to God, of worship, of human duty and human destiny? If they are, then alas for Brahmoism! A house divided against itself can not stand. But they are not." "These differences are all on the surface, they do not cut down to the roots of Brahmoism: but superficial as they are, they weaken the power of Brahmoism, they enfeeble its influence, they give occasion to its enemies to scoff at it. Differences? There are differences among the Unitarians of England; but they do not prevent them working together, with *increasing unity of heart and purpose* in our local or district Associations, and in the British and Foreign Unitarian Association." "I find it difficult to believe, it would be an inexpressible sorrow, an unutterable grief, to believe, that what has become an actuality among the Unitarians of England and America is an impossibility among the Brahmos of India."

The question of the union of Brahmos of all sections has, we believe, been now before the Brahmo community for more than a decade, and it can not be said that the matter has been allowed to linger in the stage of merely an intention or a proposition. United prayer meetings have been held and even charitable schemes have been undertaken and carried out by joint Brahmo help and co-operation. But they have not been in any way helpful to unite the Brahmos in the sense in which Mr. Williams wishes to see them united.

None can lose sight of the fact that the three Samajes have each its distinctive characteristics to which each is inalienably wedded aud which none of them can be induced to abjure. The Adi Samaj differs from the other two Samajes in its national mode of presentation of Theism, its national mode of propagation, and its absolute non-interference with the social views and opinions of its members. The New Dispensation Samaj can never find the Adi Samaj and the Sadharan Samaj to be in unison with it in its undisguised tendencies to set up its late leader Keshub Chunder Sen as an inspired prophet and to pay him almost divine honors, and also in its pronounced Christian proclivities. The Sadharan Samaj is separated from the other two Samajes by a gulf created by its having come to regard social reform as a component part of its aim and ideal and to accord to it an equal prominence with religious reform, moulding its ideal of social system mainly on the occidental model. Thus the nationalism of the Adi Samaj, the dispensationism or prophetism of the New Dispensation Samaj and the semi-secularism of the Sadharan Samaj are found to be ingredients, of which it is not possible to form an amalgam. There can not, therefore, be such a union of the three Samajes as might mean their combination into one solid organization, inspired and animated by exactly the same ideals.

Mr. Williams suggests that Brahmos of all sections should unite and co-operate in educational and philanthropic movements affecting either Brahmos especially or the community at large. A union for such co-operation is indeed neither difficult nor impracticable, but such a union can hardly lead to any thing great, since the Brahmos are not only a small community but are distinctly poor, and the Hindus and the Mahommedans in general will not be quite inclined to aid schemes, however humanitarian, that will be promoted by Brahmos. Moreover, educational and philanthropic movements led by Brahmos cannot help much to restore them to their original position, or in other words, to make them "a potent force" or "an ennobling religious power" in india, as Mr. Williams puts it.

It is our conviction that there is only one platform on which all Brahmos can really and actually unite, with hopes to bring back the glory of their past and to make themselves a regenerating power, and it is the high and broad platform of Essential Theism, of faith in and worship of the One Supreme God, a simple creed innocent of dogmas. If on this common ground of union, we can but all work with might and main, with heart within and God overhead, we can achieve signal success, although it will be surely after much exertion and severe struggles, and it may be, repeated failures, for there are strong opposing forces that we shall have to contend against. The present religious condition of India can not at all be taken as a reflection of its picture in the future. The revival of idolatry and pantheism in forms, moulded by the intellectual influences of the times, and the growth of atheism, scepticism or religious indifferentism are but passing phases, the natural result of a state of conflict between long-cherished national religious beliefs and imported European religious ideas. Out of this present chaos will surely be evolved an order, and with it a calmness and peace, which can have only one basis to rest upon, and that basis will be the essential theism common to all sections of the Brahmo Samaj. Idolatry, however philosophical, can not forever hold in bondage the soaring mind of man. Pantheism, however eloquently expounded, can not long satisfy the human soul that pants to love and worship the Infinite. Indifference to religion, however deep and widespread it may seem, cannot endure in any community of people that has not lost its best instincts, from generation to generation. As India slowly emerges out of the mists of the present period of religious and moral transition she is now passing through, the sun that will greet her will be the eternal natural religion of the unsophisticated human soul, viz, faith in and worship of Brahma—the essentials or the *vijam* of the religion which the Brahmo Samaj preaches in all its three branches.

We believe it is yet possible for the Brahmo Samaj to usher in such a bright religious future as we have shadowed. And in order to effect this glorious consummation so devoutly to be wished for, the Brahmos can and

ought to unite. To extirpate idolatry and pantheism from the land and build up on their ruins the sublime fabric of Brahma-worship is an aim and ideal, as beautiful in its simplicity as it is sublime in its all-comprehensiveness, and is sufficiently inspiring to lead Brahmos of all sections to unite and exert themselves to the utmost of their power. Mr. Williams who has so nobly interested himself in the question of the unification of the three sections of the Brahmo Samaj will, we think, do a great service to the cause of religious reform in India, if he can infuse enthusisam into Brahmos of all sections to make united efforts to preach and propagate with all their strength the Brahmic essentials of faith in and worship of the One Supreme God, apart from their sectional endeavours to disseminate their special doctrines or to carry out their special principles of reform.

A CORRESPONDENT OF THE INDIAN MIRROR, JANUARY 5. 1901, writes :—"The *Tattwabodhini Patrika* for Pous, the organ of Conservative Theism or Hindu Theism, defends the caste system in answer to the phrase 'Brahmo Kayestha' or Brahmo Brahmin, quoted by the ultra-Progressive organ of the Sadharan Brahmo Somaj, the *Indian Messenger*, from the Report of the 15th National Congress. The meaning of the phrase is as clear as noon-day. It means a Kayestha by birth, but at the same a Theist or Brahmo by religion. It does not mean what in Brahmic phraseology is called an *Anusthanic Brahmo* or a Brahmo by virtue of observance of Brahmic rites and ceremonies of marriage, birth, and death, as laid down in the code of the Brahmo Somaj. This latter may or may not be a Brahmo by virtue of his religious belief. He may be a professing Brahmo, just as there are born nominal Christians by profession, not by faith. The same thing applies with equal force to a 'Brahmo Brahmin.' The *Tattwabodhini* is right when it says that in Christendom, caste-system exists in a practical form."

NOTICE.

Catalogue of sanskrit Books Posted free on application to K. Guruswaim and Co. 25 Kalkadevi Road, Bombay.

বিজ্ঞাপন।

নূতন পুস্তক! নূতন পুস্তক!

আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত প্রতিঘাত ও সংঘাত।

যদি কেহ ধর্ম্ম সম্বন্ধে বদ্ধমূল ভ্রান্তি দূর করিতে চাও, যদি কেহ দেশব্যাপী মূর্ত্তিপূজার প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য অবগত হইতে চাও শীঘ্র এই পুস্তক ক্রয় কর। ইহা বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ ও অদ্বিতীয় চিন্তাশীল লেখক শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য ৵০। আদি ব্রাহ্মসমাজ পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য

পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত। দ্বিজেন্দ্র বাবুর লেখনী কিরূপ অমৃতনিঃস্যন্দিনী তাহা সর্ব্বসাধারণে জানেন। তিনি স্ত্রীলোকের পাঠোপযোগী করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন। উৎকৃষ্টরূপে মুদ্রিত এবং উৎকৃষ্ট বাঁধাই। মূল্য ।০ চার আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম্মের শেষ শিক্ষা। মোক্ষপ্রদ অধ্যাত্মবিদ্যা

পরলোক ও মুক্তি।

শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ৵০ দুই আনা।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজোপলক্ষে পুস্তক বিক্রয়ের তালিকা।

আগামী ১১ মাঘ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে ১ হইতে ১১ মাঘ পর্য্যন্ত আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তক ও পুরাতন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সকল নিম্নলিখিত সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইবে।

মফঃস্বলের ক্রেতাগণ ১১ই মাঘের পূর্ব্বে মনিঅর্ডারের দ্বারা পুস্তকের মূল্য ও আনুমানিক ডাকমাশুল "আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের" নিকট "যোড়াসাঁকো কলিকাতা" এই ঠিকানায় পাঠাইলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন। ডাকের টিকিট পাঠাইবেন না। ১১ মাঘের পূর্ব্বে টাকা না পাইলে উক্ত মূল্যে পুস্তক পাঠান হইবে না।

১৭৬৯ শক অবধি, ১৮২১ শক পর্য্যন্ত (কয়েক শক বাদে) যে সকল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পুস্তকালয়ে উপস্থিত আছে, তৎসমুদায়ের প্রতি বৎসরের একত্র বাঁধান এক এক খণ্ড ২৲ টাকার হিসাবে বিক্রয় হইবে।

	পূর্ণ মূল্য।	সুলভ মূল্য।
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে)	৩॥০	২॥০
ব্রাহ্মধর্ম্ম (সুলভ সংস্করণ)	॥০	॥০
ঐ (ভাল বাঁধা)	৸০	॥৵
আচার্য্যের উপদেশ প্রথম খণ্ড	॥০	॥০
পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম	।০	।০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	॥০	।০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত)	।০	৵০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড	।০	৵০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম (তাৎপর্য্য সহিত)	।০	৵০
ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তর্বাহ্য	৴১০	৴১০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান (ভাল কাগজও ভাল বাঁধা	৫৲	৪৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (সুলভ সংস্করণ)	৸০	৸০
ঐ ঐ (বাঁধা)	১৲	৸৵০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস ও ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রদত্ত উপদেশ ও প্রবচন সংগ্রহ একত্রে	।৵০	।৵০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।০	৵০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।০	৵০
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা	／০	৴১০
ব্রহ্মোপাসনা	／০	৴১০
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে)	৵০	／০
আত্মতত্ত্ব বিদ্যা	৵০	／০
পরলোক ও মুক্তি	৵০	／০
দশোপদেশ	॥০	।০
মাঘোৎসব		০
প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা	৶০	৵০
ভগবদ্গীতা সংগ্রহ বঙ্গানুবাদসহ	।০	৵০
ধর্ম্মশিক্ষা	৵০	／০
ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃ	／০	৴১০
রামমোহন রায় (রবীন্দ্র বাবুরকৃত)	৶	／০
ব্রহ্মসঙ্গীত সম্পূর্ণ (৯ম ভাগ পর্য্যন্ত)	১৲	৸০
ঐ (ভাল বাঁধা)	১।০	১৲
রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গীতাবলী	।০	৵০
আর্য্য ধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত প্রতিঘাত ও সঙ্ঘাত	৵০	৵০

	পূর্ণ মূল্য।	সুলভ মূল্য
	R.A.P.	R.A.P-
Hindoo Theism	" 1 "	" " 6
Theist's Prayer Book	" 1 "	" " 6
Tuhfatal Muwahhiddin	" 4 "	" 2 "
Doctrine of Christian Resurrection	" 2 "	" 1 "
Offering of Srimat Maharshi Devendernath Tagore	" 1 "	" 1 "
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা ১ম ভাগ	॥০	।০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা দ্বিতীয় ভাগ	৸০	॥০
হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা	॥০	।৵০
সঙ্গীতমঞ্জরী	৶০	／৫।
বিবিধ প্রবন্ধ (রাজনারায়ণ বসুর কৃত)	১৲	১৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের আধ্যাত্মিক অভাব	।০	৵০
প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে?	／০	／০
সারধর্ম্ম (অনুক্রম)	／০	／০
বৃদ্ধহিন্দুর আশা	৵০	৵০
তাম্বুলোপহার ২য় ভাগ	／০	／০
	R.A.P	R.A.P
Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj	" 4 "	" 3 "
Brahmic Quest. of the Day	" 6 "	" 4 6
Brahmic Advice, Caution and Help	" 3 "	" 2 3
Adi Brahmo Samaj, its Views and Principles	" 2 "	1 6
Adi B. Samaj as a Church	" 3 "	" 2 3
A Reply to the Query "What is Brahmoism?	" 4 "	" 3 "
Theistic Toleration and Diffusion of Theism	" 1 "	" " 6
জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি	॥৵০	॥৵০
তত্ত্ববিদ্যা	১॥০	১৲
সোণার কাটী ও রুপার কাটী	৵০	৵০
আর্য্যামী ও সাহেবিআনা	৵০	০
সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা	৵০	৵০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গীতা	১৲	॥০
ঐ (বাঁধা)	১॥০	৸০
উদ্গীথা	।০	৵০
ধর্ম্মমালা	৶১০	৶১০
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	১৲	১৲

एकमेवाद्वितीयं

পঞ্চদশ কল্প

দ্বিতীয় ভাগ।

ফাল্গুন ব্রাহ্মসম্বৎ ৭১।

৬১১ সংখ্যা। ১৮২২ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्,

सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया

पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

একসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ	...	...	১৬৭
মহর্ষি সন্দর্শন (শ্রীশিবধন বিদ্যার্ণব)	...	...	১৭৮
দীক্ষা	...	...	১৮০
প্রেরিত	...	...	১৮১
Sermons of Maharshi Devendra Nath Tagore. XII.			61
The Origin of Brahmoism			65

JOTINDRO NATH DUTT
JANMABHUMI OFFICE
39, Manick Bose's Ghat St. Calcutta

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

... চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৫৭। কলিপ্রিতাব্দ ...। ৩ ফাল্গুন শনিবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা ডাক মাশুল ।৵০ আনা। } আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপন।

(নূতন কাব্য গ্রন্থ)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

কণিকা	।।০ আনা
কথা	১৲ টাকা
কাহিনী	১৲ টাকা
কল্পনা	১৲ টাকা

আদি ব্রাহ্মসমাজের ঠিকানায় আমার নিকট কিনিলে ডাক্‌মাশুল লাগিবে না।

শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

প্রকাশক।

জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শেষ উপদেশ।

মূল্য দশ আনা মাত্র, ডাকমাশুল একআনা।

বিজ্ঞাপন।

১। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রালয়ে বাঙ্গালা প্রভৃতি সকল রকম পুস্তক চেক্‌দাখিলা চিঠি পত্রাদি সকল প্রকার কার্য্য উচিত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে সমাধা করা যাইবে।

২। মফঃস্বলের গ্রাহকদিগকে তত্ত্ববোধিনীর মূল্য বাবদ স্বতন্ত্র রসিদ দেওয়া যাইবে না; তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে।

৩। মনি অর্ডার, নোট, নগদ টাকা ও অর্দ্ধ আনার ডাকের টিকিট ব্যতীত অন্য প্রকারে তত্ত্ববোধিনীর মূল্য লওয়া যাইবে না।

৪। কোন গ্রাহক স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার নূতন ঠিকানা পত্র দ্বারা না জানাইলে পত্রিকা পাওয়া সম্বন্ধে কোন গোলযোগ জন্য দায়ী নহি।

৫। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ও আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তকাদির মূল্য ও মুদ্রাঙ্কনের টাকা ও চিঠি পত্রাদি কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

৬। টাকা পাঠাইবার সময় মনিঅর্ডার কুপনে নাম, ধাম এবং কি বাবতে কত টাকা পাঠান হইল, স্পষ্ট করিয়া লেখা আবশ্যক।

৭। পত্রিকা বন্ধ করিবার সময় পূর্ব্বপ্রাপ্ত পত্রিকার মূল্য বাকি থাকিলে তাহা শোধ করিয়া দিতে হইবে।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।

কর্ম্মাধ্যক্ষ।

JOTINDRO NATH DUTTA
JANMABHUMI OFFICE
39, Manick Bose's Ghat St. Calcutta.

একমেবাদ্বিতীয়ং

পঞ্চদশ কল্প

দ্বিতীয় ভাগ।

৬১১সংখ্যা। ফাল্গুন ব্রাহ্মসম্বৎ ৭১। ১৮২২ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्, सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रय सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

একসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

সর্ব্বাগ্রে উপাসনামণ্ডপে ব্রহ্মমুহূর্ত্তে সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় মঙ্গলগীত গীত হইয়াছিল। তখন জনপ্রাণীর সমাগম হয় নাই। পরে যথা সময়ে সকলে সমবেত হইলেন। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ি ও শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বেদি গ্রহণ করিলেন। সঙ্গীত হইতে লাগিল। পরে চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় এইরূপে সকলকে উদ্বোধিত করিলেন।

১১ই মাঘের সুমঙ্গল প্রভাতে ঈশ্বরের পবিত্র চরণে শ্রদ্ধাভক্তি প্রীতি কৃতজ্ঞতার বিমল উচ্ছ্বাস অর্পণ করিবার জন্য যে আজ সকলে সমাগত হইয়াছ, একবার নিজ নিজ যোগ্যতার বিষয় আলোচনা কর। আমাদের দেশের শাস্ত্ররাজি একবাক্যে তারস্বরে বলিতেছেন পিতৃপূজা—পরলোকগত আত্মার প্রতি সদ্ভাব প্রদর্শন করিয়া অগ্রে হৃদয়কে কোমল কর, পরে দেবপূজায় তোমার অধিকার জন্মিবে। তাই পার্ব্বণপক্ষ দেবীপক্ষের পূর্ব্বে, তাই আভ্যুদয়িক অনুষ্ঠান এমন কি সকল গৃহ্য অনুষ্ঠানের পশ্চাতে সন্নিবেশিত। পিতামাতা যতদিন পৃথিবীতে থাকিবেন, আমাদের মস্তক তাঁহাদের চরণের দিকে অবনত থাকিবেই—কিন্তু তাঁহাদের দেহাবসানে তাঁহাদের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে যদি আমাদের প্রীতি উচ্ছ্বসিত না হয়, তবে অশরীরী ঈশ্বরের চরণপ্রান্তে কেমন করিয়া অন্তরের প্রীতিপ্রবাহ বহমান হইবে। দুই দিন হইতে চলিল আমরা যে আমাদের সাম্রাজ্ঞী—ভিক্টোরিয়া জননীকে হারাইয়া বিষাদ-সাগরে ডুবিয়াছি, যাঁহার করুণা পতিত ভারতের উপরে জাতিনির্ব্বিশেষে বর্ষিত হইয়াছে, জ্ঞান বিজ্ঞানের অভ্যুদয়, সাম্য মৈত্রীর প্রতিষ্ঠা যাঁহার রাজ্যশাসনের মূলমন্ত্র, যাঁহার আদর্শ জীবনের পবিত্রতা জনসাধারণের জীবনপথে আলোক বিকীর্ণ করিয়াছে, সর্ব্বাগ্রে আমাদের অন্তস্ফূর্ত্ত কৃতজ্ঞতাধ্বনি যদি তাঁহার প্রতি উত্থিত না হয়, যদি তাঁহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণার্থ আমাদের ক্ষীণ প্রার্থনা না যায়, যদি আমরা হৃদয়কে প্রস্তুত করিয়া না থাকি,

তবে বৃথা এই উৎসবে আগমন। সেই জন্যই অদ্যকার মধুময় উৎসবে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সকলকে উদ্বোধিত করিয়া বলিতেছি, সর্ব্বাগ্রে অধিকারী হও, মাতৃপূজা করিয়া হৃদয়কে পবিত্র পরিশুদ্ধ কর, তবে দেবার্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইও। যদি রাজমাতা ভিক্টোরিয়ার সুব্যবস্থা গুণে এদেশে যুদ্ধবিগ্রহের দারুণ কোলাহল নির্ব্বাপিত না হইত, যদি তিনি নিজ উদারতায় ধর্ম্মালোচনার স্বাধীনতা প্রদান না করিতেন, তবে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি—ঈদৃশ উৎসবের অনুষ্ঠান কে দেখিতে পাইত। যদি জিজ্ঞাসা কর কোন্ দৈববলে একেশ্বরবাদ—পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের উজ্জ্বল কিরণ দারুণ অন্ধকারের মধ্যে ধীরে ধীরে আপনার প্রভাব বিকীর্ণ করিয়াছে, তাহা হইলে অবনত মস্তকে স্বীকার করিতে হইবে, উপরে ঈশ্বরের অপার করুণা-নিম্নে ভিক্টোরিয়া জননীর সুশাসন-পদ্ধতি-সঞ্জাত জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতি। ঈশ্বরের আদেশে পুণ্যজ্যোতিতে অলঙ্কৃত হইয়া ভিক্টোরিয়ার আত্মা দিব্য-ধামে গমন করিল, এক্ষণে তাঁহার উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, তাঁহার আত্মার সদ্গতি ও কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিয়া অন্তর্দ্দেশ সরস ও কোমল করিয়া লও। সেই নিখিলজননী অসীম চরাচরে যাঁহার রাজসিংহাসন, যিনি রাজার রাজা তাঁহার প্রতি এইবার প্রীতিবৃত্তি বর্দ্ধিত কর, এই শুভ মুহূর্ত্তে এই পুণ্যক্ষেত্রে তাঁহার চরণতলে দণ্ডায়মান হও, করযোড়ে তাঁহার নিকট বরাভয় ভিক্ষা কর, শ্রদ্ধাভক্তির পূর্ণাঞ্জলি অন্তস্ফূর্ত্ত কৃতজ্ঞতার নয়নাশ্রু তাঁহার চরণে অর্পণ কর, জীবনের পাথেয়-সম্বল তাঁহারই হস্তে গ্রহণ করিয়া আজ কৃতপুণ্য হও। তাঁহাকে পাইয়া অন্তরের জ্বালা নিবৃত্ত হউক, আত্মার পিপাসা শান্ত হউক, জীবন মধুময় হউক। তিনি আজ আমাদের প্রীতি পূজা গ্রহণ করুন।

পরে ব্রহ্মোপাসনা সমাপ্ত হইলে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "ব্রহ্মমন্ত্র" পাঠ করিলেন। তিনি যখন ভাবে উত্তেজিত হইয়া উহা পাঠ করিতে ছিলেন তখন একটী ভদ্রলোক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। পরে তিনি আমাদিগের যত্নে ও সেবায় সংজ্ঞা লাভ করিলে এইরূপ মূর্চ্ছার কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিয়া ছিলেন রবীন্দ্র বাবুর বক্তৃতায় আমি এমন বিচলিত হইয়াছিলাম যে শেষে আমাকে সংজ্ঞাশূন্য হইতে হইয়া ছিল। বস্তুতঃ সভাস্থ সকলেই তৎকালে স্তম্ভিত হইয়া রবীন্দ্র বাবুর ঐ বক্তৃতা শুনিয়া ছিলেন। পরে সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

ক্রমে সন্ধ্যাকাল সমাগত। মহর্ষিদেবের গৃহপ্রাঙ্গণ আলোকমালায় উদ্ভাসিত ও লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল। অনন্তর ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী এবং শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়িকে লইয়া বেদি গ্রহণ করিলেন। পরে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাঙ্গণের একপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নোক্ত বিষয়টী পাঠ করিলেন।

ভারত সাম্রাজ্ঞী মহারাণী ভিক্টোরিয়া—যিনি সুদীর্ঘকাল তাঁহার বিপুল সাম্রাজ্যের জননীপদে অধিষ্ঠিতা ছিলেন, যিনি তাঁহার রাজশক্তিকে মাতৃস্নেহের দ্বারা সুধাসিক্ত করিয়া তাঁহার অগণ্য প্রজাবৃন্দের নতমস্তকের উপরে প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, ক্ষমা, শান্তি এবং কল্যাণ যাঁহার অকলঙ্ক রাজদণ্ডকে পরিবেষ্টন করিয়াছিল, সেই ভারতেশ্বরী মহারাণী যে মহান্ পুরুষের নিয়োগে এই পার্থিব রাজ্য-

ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যাঁহার প্রসাদে সুচিরকাল জীবিত থাকিয়া অনিন্দিতা রাজশ্রীকে দেশে কালে ও প্রকৃতিপুঞ্জের হৃদয়ের মধ্যে সুদৃঢ়তররূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন—অদ্য সমস্ত রাজসম্পদ পরিহার পূর্ব্বক, ললাটের মাণিক্যমণ্ডিত মুকুট অবতারণ করিয়া একাকিনী সেই বিশ্বভুবনেশ্বরের নিস্তব্ধ মহাসভায় গমন করিয়াছেন। পরমপিতা তাঁহার মঙ্গল বিধান করুন্!

মৃত্যু প্রতিদিন এই সংসারে যাতায়াত করিতেছে কিন্তু আমরা তাহার গোপন-পদসঞ্চার লক্ষ্য করি না। সেই মৃত্যু যখন দুর্গম রাজসিংহাসনের উপর অবহেলাভরে আপন অমোঘ করপ্রসারণ করে তখন মুহূর্ত্তের মধ্যে মৃত্যুর বিরাট্ স্বরূপ কোটি কোটি লোকের নিকট পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণের রাহুচ্ছায়ার ন্যায় দৃষ্টিগোচর হয়। অদ্য সমস্ত পৃথিবীর উপর এই মৃত্যুর স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে; সাধারণ লোকের কুটীর-প্রাঙ্গণে যাহার গতিবিধি লক্ষ্য পথে পড়ে না, সে আজ অভ্রভেদী রাজসিংহাসনের উপর দণ্ডায়মান হইয়া আপনাকে সর্ব্বসমক্ষে প্রচার করিয়াছে।—কিন্তু আমরা আতঙ্কে তাহার নিকট মস্তক অবনত করিব না। ত্রাসের এবং শোকের সমস্ত অন্ধকারপুঞ্জ অপসারণ করিয়া আমরা তাঁহাকে বন্দনা করিব যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ—যাঁহার ছায়া অমৃত, মৃত্যু যাঁহার ছায়া!

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব—

যাঁহা হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হইতেছে যাঁহার দ্বারা জীবিত রহিতেছে এবং যাঁহার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে অদ্য পৃথিবীব্যাপী মৃত্যুশোকের মধ্যে তাঁহাকেই বিশেষ করিয়া জানিতে ইচ্ছা কর! কত সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ তারকা তাঁহার জ্যোতিঃকণায় প্রজ্জ্বলিত ও চরণচ্ছায়ায় নির্ব্বাপিত হইয়াছে—পৃথিবীর কোন্ মৃত্যু কোন্ মহৎশোক তাঁহার মহোৎসবকে কণামাত্র আচ্ছন্ন করিতে পারে? হে শোকার্ত্ত, হে মরণভয়াতুর, অদ্য তাঁহাকেই বিশেষ করিয়া জানিতে ইচ্ছা কর!

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি—

তিনি পরম আনন্দ, সেই আনন্দ হইতেই এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, সেই আনন্দের দ্বারাই জীবিত রহে এবং ধনী দরিদ্র রাজা প্রজা পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সচেতন অচেতন সমস্ত যাহা কিছু অহরহ তাঁহার অভিমুখে গমন এবং তাঁহার মধ্যেই প্রবেশ করিতেছে।

অতীত কালের রাজাধিরাজগণ অদ্য কোথায়! কোথায় সেই দিগ্বিজয়ী রঘু, কোথায় সেই আসমুদ্র ক্ষিতিপতি ভরত!

যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরা পুরী,
রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা!

ধরিত্রীর সুবৃহৎ রাজমহিমা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যাঁহার জ্যোতিঃসাগরে বুদ্বুদের ন্যায় বিলীন হইতেছে অদ্য আমরা তাঁহারই সম্মুখে উপস্থিত এই কথা, আমাদিগকে স্মরণ করিতে হইবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী তাঁহার সুচির জীবনের সমস্ত কৃত কর্ম্ম যাঁহার চরণে স্থাপন করিয়া মুকুটবিহীন মস্তক নত করিয়াছেন আমরাও আমাদের জীবনের সমস্ত পাপতাপ শোক সমস্ত ভক্তিপ্রীতি পূজা লইয়া অদ্য তাঁহারই সিংহাসনের পাদপীঠতলে দণ্ডায়মান। তিনি আমাদিগকে বিচার করুন, দয়া করুন, আমাদের মঙ্গল বিধান করুন, আমাদের জীবনের সকল কর্ম্মকে চরিতার্থ করুন, এবং মৃত্যুর পরে পরিপূর্ণতর জীব-

নের মধ্যে তাঁহার অমৃতক্রোড়ে আমাদিগকে আহ্বান করিয়া লউন্!

পরে সমস্বরে বেদগান হইলে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় এইরূপে সকলকে উদ্বোধিত করিলেন।

চারিদিকে কিসের এই আনন্দ কোলাহল বিষাদের ক্রন্দন ভেদ করিয়া সমুত্থিত হইতেছে। কোন্ লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য আজ ধনী দরিদ্র দেশবিদেশস্থ বন্ধুবান্ধবগণের এই সুমধুর সম্মিলন। কালচক্রে নীয়মান চিরনিদ্রিত অসাড় ভারতে কোথা হইতে চেতনার সঞ্চার হইল, কোন্ অদৃষ্টবলে তাহার মৃতনাড়ী ঈষৎ স্পন্দিত হইয়া উঠিল। আশার অস্ফুট সুদূর বাণী কেনই বা সকলের কর্ণে আজ নিনাদিত হইতেছে। দুঃখ দারিদ্র্যের ভীষণ আর্ত্তনাদে ঈশ্বরের পবিত্র সিংহাসন সত্যসত্যই কি টলিয়া উঠিয়াছে। দিশাহারা মানবকুলকে সুপথে পরিচালিত করিবার জন্য তিনি কি কাণ্ডারী হইয়া আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছেন! জ্ঞানবিজ্ঞান আলোচিত রাজনৈতিক বিপ্লব উপশান্ত দেখিয়া তিনি কি সত্যের ভাণ্ডার অনাবৃত করিয়া দিয়াছেন। অদ্যকার পবিত্র সমীরণ জগতের সমক্ষে কোন্ মঙ্গল বার্ত্তা বহন করিতেছে।

আজ সুমঙ্গল মাঘের সেই স্মরণীয় তিথি—যে শুভক্ষণ অবলম্বন করিয়া ভারতের সেই চিরগৌরবময় প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞান বহুকাল নির্ব্বাসিত নিরাকার ঈশ্বরের পূজা এদেশে পুনঃপ্রবর্ত্তিত হইয়াছে—ব্রহ্মপূজার মন্দির আদিব্রাহ্মসমাজের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে। সুদূর অতীতের মহিমান্বিত সেই উপনিষদের যুগ কল্পনাচক্ষে আনয়ন কর। ঋষিদিগের দৈবচক্ষু জড় আবরণ ভেদ করিয়া ধ্যানযোগে অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরের সন্ধান পাইয়া আধ্যাত্মিক জ্বলন্ত কি মহাসত্য আমাদের জন্য সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। বহু শতাব্দী ব্যবধানে ঐ সকল সত্যের দুই একটি স্ফুলিঙ্গ কীটনিষ্কুষিত পুঁথির জীর্ণ পত্র বিদারণ করিয়া এখনও সভ্য জগতের বিস্ময় ও শ্রদ্ধা উৎপাদন করিতেছে। কিন্তু নিয়তি কে খণ্ডন করিবে। আধ্যাত্মিক উন্নতি শেষ পরিণতি লাভ করিয়া ম্লান ভাব ধারণ করিল। অরূপী ঈশ্বরের পূজা অবস্থাচক্রে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবে পুরাণতন্ত্রের ভিতরে দিশাহারা হইল। ধর্ম্ম নানা শাখা প্রশাখায় বিভিন্ন রূপ ধারণ করিল। চারিদিকে বিপ্লব, স্বাধীন চিন্তার অবসর নাই, কেবলই গতানুগতিকতা ও নিরাশার ক্রন্দন রোল। এইরূপে যুগযুগান্তর চলিয়া যায়, ক্রমে পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোক এদেশে নিপতিত হইতে আরম্ভ হইল। তখন আর এক নূতন বিপত্তি। চিরাভ্যস্ত বদ্ধ ভাবের পরিবর্ত্তে দুর্দম্য অধীরতা আসিয়া দেখা দিল। শিক্ষিত সমাজ তাহার ফলে নির্ম্মম ভাবে পুরাতনের সহিত সকল যোগ বিচ্ছিন্ন করিবার প্রয়াসী হইলেন। জাতীয়ত্বের মূলে কুঠারাঘাতের উপক্রম দেখিয়া হাহাকার পড়িয়া গেল। রাষ্ট্রবিপ্লব বৌদ্ধ ধর্ম্মের তীব্র আক্রমণে এতদিনে যাহা না ঘটিয়াছিল, ইউরোপীয় ভাবের নির্ব্বিবাদ সংস্পর্শে তদপেক্ষা অনন্ত গুণে অকল্যাণের বিভীষিকা দেখিয়া যখন চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হইল, তখনই সর্ব্ববিধ জাতীয় দুর্গতির হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য ঈশ্বরের মঙ্গলবিধান অবতীর্ণ হইল; তিনিই এই অকূল পাথারের কাণ্ডারী হইয়া আমাদের এ দেশকে

রক্ষা করিলেন। রামমোহন রায়ের উদ্ভাবনী প্রতিভা—যুক্তি ও তর্ক যদি বেদ উপনিষদের কূলে আমাদিগকে আহ্বান না করিত, তবে এই দারুণ বাত্যায় যে কে কোথায় গিয়া পড়িতাম, তাহা কে নির্দ্দেশ করিবে।

ভারতের প্রচলিত ধর্ম্মমত শত শাখায় বিচ্ছিন্ন হইলেও বেদের নামে সকলের মস্তক অবনত। আমরা সেই পুরাতন বেদের নামে সকলকে সাদরে আহ্বান করিতেছি। সত্যের নামে সত্যের ভিখারী নিখিল মনুষ্য সমাজকে আমাদের সহিত ভ্রাতৃসূত্রে গ্রথিত করিবার জন্য ডাকিতেছি; দেবতাদিগের সহিতও আমাদের ক্ষুদ্র কণ্ঠ মিলাইবার প্রয়াস পাইতেছি—কেন না আমাদের এই ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল মাত্র বেদ উপনিষদের কথা নহে, কিন্তু ইহা দেবসেব্য বিশ্বজনীন আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম—কেন না যিনি এই ব্রাহ্মধর্ম্মকে আকার ও অঙ্গসৌষ্ঠব দিলেন, তিনি ঋষিদিগের অন্ধ শিষ্য নহেন কিন্তু সত্যনিরত চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি। তাই আমাদের এই ব্রাহ্মধর্ম্মে জ্ঞান সত্য ও প্রাচীনত্বের মর্য্যাদা তুল্যভাবে সুরক্ষিত।

যদি ভারতের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিতে চাও, ধর্ম্মভাবকে জাগ্রত কর; ধর্ম্মের আদর্শকে উন্নত কর, নীতিকে অঙ্গের ভূষণ কর। ভারত চিরদিনের সেই ধর্ম্মের ভিখারী। ভারত ধর্ম্মের নামে রাজ্যসুখ বিসর্জ্জন দিয়াছে, সানন্দে ভিক্ষাটন গ্রহণ করিয়াছে, পথের কাঙ্গাল হইয়াছে, পুত্রকে দিয়া স্ত্রী বিসর্জ্জনে আত্মবিনাশে ধর্ম্মকে পোষণ করিয়াছে; ত্যাগী বলিয়া ব্রাহ্মণকে সমাজের শীর্ষস্থান প্রদান করিয়াছে; মনুষ্যজীবনকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রৌঢ় বার্দ্ধক্য নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানধারণা ও সমাধির জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখিয়াছে; এখনও ত্রিসন্ধ্যা ব্যতীত জলগণ্ডূষ পান নিষিদ্ধ রাখিয়াছে। এত পূর্ব্ব সাবধানতার ফলেই গণনাতীত রাজবিপ্লবের ভিতরেও আর্য্যজাতির বিলোপ সাধিত হয় নাই; ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের জন্য যে তাহার দুর্দ্দম্য পিপাসা—সে আকুলতার খর্ব্বতা হয় নাই।

ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছায় যদিও এদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত ও অন্তর্ব্বিবাদ তিরোহিত হইয়াছে, তথাপি আমাদের এই মাতৃভূমি পাশ্চাত্য শিক্ষার সংঘর্ষে সর্ব্বত্রব্যাপী বিপ্লবের ভিতরে পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিতেছে। রাজনৈতিক আন্দোলন, সমাজ সংস্কার, এমন কি দৈনিক জীবনের বিধিব্যবস্থা এ সকলেরই দিকে সাধারণের চিন্তাস্রোত বিশেষ ভাবে সমাকৃষ্ট। সহস্র চেষ্টা সত্বেও ইহার গতিরোধ করা মানবশক্তির পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। এ ঘোর পরীক্ষায় নিজের কল্যাণ—ভাবী বংশীয়দিগের সম্বন্ধে আমাদের দায়ীত্ব বুঝিয়া যদি পদ নিক্ষেপ করিতে না পারি, তবে মহাবিনাশ আমাদের জন্য অপেক্ষা করিবে। সেই জন্যই বলিতেছি নিয়তি ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ কর, সহজ ও সরল ধর্ম্মের অভেদ্য কবচে সুরক্ষিত হও, তাঁহার প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিয়া তাঁহারই ইঙ্গিতে কার্য্য কর। জয়দাতা ঈশ্বর অবশ্যই জয়যুক্ত করিবেন।

জ্ঞানবিজ্ঞানের উপরে ধর্ম্ম যদি প্রতিষ্ঠিত না থাকে, প্রচলিত ধর্ম্ম যদি আপনার আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্যে শিক্ষিত সমাজকে আকর্ষণ করিয়া রাখিতে না পারে, আত্মার ক্ষুধা নিবারণ করিতে সক্ষম না হয়, তবে নাস্তিক্য বুদ্ধি অজ্ঞেয়বাদ তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। যদি ইহারা একবার আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, এতকালের

যত্নপোষিত সরস অন্তরে মরুভূমির কাঠিন্য আনয়ন করিবে, বলবীর্য্য হারাইয়া আমরা এখনও যে জীবিত রহিয়াছি, ধরাগাত্র হ-হইতে এ বংশের নাম একেবারেই বিলুপ্ত হইবে। ধর্ম্ম নিরাশ্রয় হইয়া হাহাকার করিতে থাকিবেন।

এই জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্মকে সকলের সম্বল করিয়া দিবার আমাদের এত আকিঞ্চন। এই কারণেই আমরা সকলকে সদ্ভাবে সাধুভাবে উদ্বোধিত করিয়া বলিতেছি বিদ্বেষবুদ্ধি ও নির্জীবতা পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা কর। শমীতরুর ন্যায় সারবত্তা ইহাতে অন্তর্নিহিত দেখিবে। এদেশে ইহাকে আশু প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভারতের প্রকৃত কল্যাণ সাধন কর, নতুবা প্রলয়ের ঝড় উঠিয়া সমস্তই বিপর্য্যস্ত করিয়া দিবে।

পরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী বেদি হইতে এইরূপে সকলকে উদ্বোধিত করিলেন।

ঈশ্বরের উপাসনা ঐহিক ও পারত্রিক শ্রেয়োলাভের নিমিত্ত মানবাত্মার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। মানবাত্মার যে গুরুত্ব ও গৌরব তাঁহা ঈশ্বরকে লইয়া, মানবাত্মার যে সুখ শান্তি, তাহা ঈশ্বরকে লইয়া, সেই কারুণিকের প্রতি কৃতজ্ঞতা দানেই, সেই প্রেমময়ের প্রীতি ভক্তির যোগেই মানবাত্মার শ্রীসৌন্দর্য্য। এই অনন্ত বিশ্বের যে দিকেই নেত্রপাত করি, ঈশ্বরের করুণার চিহ্ন সর্ব্বত্র দেখিতে পাই। যে আকাশস্থ বায়ুতে একটি নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে না পাইলে আমরা জীবন ধারণে অসমর্থ হই "তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি" সেই করুণাময় ঈশ্বরের অধিষ্ঠানেতে সেই বায়ু দেহ-চেষ্টা বিধান করিতেছে। ঈশ্বরের জ্বলন্ত সূর্য্য, বিশদ চন্দ্রমা এবং এই নীলাম্বরখচিত তারকারাজি কি কেবলই আমাদের মনোমুগ্ধকর হইয়া ও নয়নের তৃপ্তি সাধন করিয়াই ক্ষান্ত রহিয়াছে? ইহারা, কি জড়, কি উদ্ভিদ, কি চেতন, সকলের প্রাণকে জীবন্ত ও সতেজ রাখিবার জন্য পর্য্যায়ক্রমে ঈশ্বরের ইঙ্গিতে স্ব স্ব কক্ষে ধাবমান রহিয়াছে। একটি দংশমশক, একটি কীটাণু যে এত তুচ্ছ, সেও কত বিষাক্ত, কত কলুষিত রক্ত উদরস্থ করিয়া আমাদিগের স্বাস্থ্য বিধানে নিযুক্ত আছে— কাহার দ্বারা নিযুক্ত হইয়া তাহার এই পরহিত বৃত্তি? কে তাহাকে এত সূক্ষ্ম পরার্থ সাধনে নিযুক্ত করিলেন? যাঁহাকে সে জানে না সেই সকল কল্যাণের আকর পবিত্র মহেশ্বর। শরীরের নাড়ী-চক্র উদ্ভেদ কর, সেখানকার পঞ্চবায়ু-প্রণালী পরিদর্শন কর, একাদশ ইন্দ্রিয়-বৃত্তির শক্তি কৌশল অনুধাবন কর, দেখিবে সেই সংযোজয়িতা কি সুপ্রণালীর দ্বারা আমাদের অন্তর্বাহ্য নিয়মিত করিতেছেন! যাঁহার করুণা বারিরূপে আমাদের পিপাসা দূর করে; ওষধিরূপে বুভুক্ষা শান্তি ও ভৈষজ্য রূপে ব্যাধি নাশ করিয়া আমাদিগের স্বাস্থ্য বিধান করে; যাঁহার করুণা ধর্ম্মবিজ্ঞান ও নীতি-বিজ্ঞান-রূপে আমাদের মানসিক বিকার দূর করিয়া আমাদিগকে স্বর্গপথের যাত্রী করে, তাঁহার উপাসনা— তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি প্রদান আমাদের আত্মার পরম কল্যাণের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। তিনি যদি এক নিমেষের জন্য আপনার করুণা-কটাক্ষ, এই আশ্রিত জগৎ হইতে প্রত্যাহার করেন তবে সেই মুহূর্ত্তেই এই প্রকাণ্ড ক্রিয়াশীল জীবন্ত বিশ্ব কোথায় বিলীন হইয়া যায়, কাহারও নামগন্ধ কিছুই থাকে না।

"তস্য ভাষা সর্ব্বমিদং বিভাতি।"

তাঁহারই প্রকাশে এই সকলই প্রকাশিত রহিয়াছে,

তস্যৈষ মহিমা ভুবি দিব্যে"

ভূলোক এবং দ্যুলোক এই তাঁহারই মহিমা,

"সর্ব্বে নিমেষা যজ্ঞিরে বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি'

নিমেষে নিমেষে যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে তাহা সেই বিদ্যুৎ পুরুষ ঈশ্বর হইতেই সঙ্ঘটিত হইতেছে,

"যস্ত বিশ্ব উপাসতে প্রশিসং"

এই সমুদায় বিশ্ব যাঁহার শাসনে অনুশাসিত,

ন হি ত্বদারে নিমিষশ্চ নেশে"

তাঁহা হইতে দূরে এক নিমেষের জন্যও আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারি না। তিনি আমাদের পরম গতি, পরম সম্পদ, পরমলোক ও পরম আনন্দ। যেমন নিয়মিত আহার না করিলে শরীরের স্বাস্থ্য বিনষ্ট হয়, সেইরূপ নিয়মিতরূপে ঈশ্বরের উপাসনা না করিলে আত্মার বল বীর্য্য খর্ব্ব হয়, আত্মা বিনাশ প্রাপ্ত হয়, অতএব নিয়মিতরূপে ঈশ্বরের উপাসনা কর্ত্তব্য।

অদ্য আমাদের ব্রহ্মোৎসবের রজনী। ব্রহ্ম আমাদের আরাধ্য দেবতা এবং তাঁহারই আরাধনার জন্য অন্তর্বাহে এই আয়োজন। এই আলোকে আলোকে তাঁহার জ্যোতি প্রকাশিত; এই পত্রে পত্রে, পুষ্পে পুষ্পে তাঁহার শোভা বিকশিত, এই হৃদয়ে হৃদয়ে তাঁহার প্রীতি উৎসারিত হইয়া রহিয়াছে, এই উৎসব প্রাঙ্গণের প্রত্যেক সাধকের উপরে তাঁহার প্রসন্ন দৃষ্টি উদ্ঘাটিত রহিয়াছে। এই সকল দেখিয়া আমরা তাঁহার করুণা স্মরণ করি, তাঁহার মহিমা মহিমান্বিত করি, এবং তাঁহাতে অনুরাগভরে ভক্তি কৃতজ্ঞতাভরে আমাদের সহস্রচিত্ত, সহস্র হৃদয় একযোগে অর্পণ করিয়া তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পরে ব্রহ্মোপাসনা পরিসমাপ্ত হইলে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ি এইরূপ প্রার্থনা করিলেন।

আজি শুভদিনে শুভক্ষণে, এই উৎসবক্ষেত্রে, হে অমৃত স্বরূপ! আমরা তোমার নিকট হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত করিয়া প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমাদের বঙ্গভূমি ভারতভূমিকে সর্ব্বপ্রকার দুর্গতি হইতে রক্ষা কর। লোকে আর তোমার অমৃত রস পান করে না। তাই বঙ্গভূমি ভারত-ভূমি শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। এখানে প্রকৃত সুখ নাই, শান্তি নাই। অজ্ঞান ও ঘন বিষাদের অন্ধকারে ইহা আচ্ছন্ন রহিয়াছে। ঠিক্ বলিতে গেলে ইহা শ্মশান অপেক্ষাও অধিকতর ভয়ানক স্থান হইয়াছে। শ্মশানে মৃত ব্যক্তি দগ্ধ হয়, অথবা শৃগাল কুক্কুরে মৃত শরীর লইয়া টানাটানি বা চর্ব্বণ করে। কিন্তু অপবিত্রতারূপ পিশাচ এখানে চেতনাবান্ মনুষ্যকে খণ্ড খণ্ড বা অনুশোচনারূপ অগ্নিতে দগ্ধ করে।

বিগতবিবাদং তুমি, তোমার পূজা এখানে গৃহে গৃহে প্রতিষ্ঠিত নাই, তাই গৃহস্থের গৃহ বিবাদ বিসম্বাদ ও কলহের দুর্গ হইয়াছে। তোমার প্রেম যখন এখানকার দম্পতি-হৃদয়ে বিরাজিত নাই, তখন তাহাদের মধ্যে বিরহ বিচ্ছেদ বৈ আর কি আশা করা যাইতে পারে? পিতা যিনি সংসারে কেবল তোমা অপেক্ষা নিম্ন পদে অবস্থিত মাত্র, তিনিই যখন এখানকার সংসারে যথোচিত পূজিত হইতেছেন না, তখন বঙ্গবাসী ও ভারতবাসীর

মঙ্গল কোথায়? প্রেমময়! তুমি আমাদের সংসার হইতে গৃহপ্রাঙ্গণ হইতে এই সকল অমঙ্গল দূরীকৃত করিয়া দাও। লোকে তোমার নিকট হইতে, সকল প্রকার সুখ সম্পদ লাভ করিতেছে, অথচ তোমাকে কৃতজ্ঞ হইয়া প্রতিদিন নমস্কার করে না। তাই দীপ্তশিরা হইয়া সংসারে বাস করে।

সংসারে তোমার উপাসনাই সার পদার্থ। সে মধুময় উপাসনা আর আমাদের গৃহে স্থান পায় না। ছিল এক সময়, যখন গৃহে গৃহে তোমার নাম ভক্তিভরে দিবসের মধ্যে তিন বার কীর্ত্তিত হইত। এখন তাহা স্বপ্নের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। এখন ব্রহ্মনাম আর রসনায় কেহ উচ্চারণ করে না। তাই আমাদের দেশে অসার কথা ও পরনিন্দার এত প্রাদুর্ভাব। লোকে এখন অশ্লীল সংগীত শ্রবণে অত্যন্ত অনুরক্ত। তোমার মুখবিনির্গত ললিত রাগিণী আর কেহ শুনিতে পায় না। আধ্যাত্মিক কর্ণে সে সংগীত শুনিতে কি মধুর, কে তাহা বর্ণনা করিতে পারে? আত্মার মধ্যে যে নিভৃত স্থান,—যেখানে তোমার আবির্ভাব জাজ্জ্বল্যতর, লোকে সেখানকার অপ্রতিম সৌন্দর্য্য দেখে না, তথাকার স্নিগ্ধ স্বাস্থ্যকর সমীরণ সেবন করে না, এই কারণেই তাহাদের দুঃখ দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে। এই কারণেই তাহারা জীবন্ত মৃত্যু-যন্ত্রণা অনুভব করে। হে দয়াময়! তুমি মনুষ্যকে শুভবুদ্ধি দান কর। তুমি তাহাদের চিত্তকে আকর্ষণ কর, তুমি তাহাদের নিকট স্বীয় করুণা গুণে প্রকাশিত হও। তুমি ব্রহ্মানন্দে তাহাদের হৃদয়কে পূর্ণ কর। হে অনাথনাথ! সংসারের অপবিত্র রেণু আমাদের চক্ষে পতিত হইয়াছে, আমরা আর সুপথ দেখিতে পাই না। তোমাকেও দেখিতে পাই না। তুমি জ্ঞানচক্ষু—বিশ্বাসচক্ষু দাও। তোমাকে দেখিয়া পরম তৃপ্তি অনুভব করি। নাথ! কেমনে ক্ষুদ্র সংসারের আকর্ষণ হইতে মুক্ত হইব? কেমনে শত বন্ধন ছিন্ন করিব, ভাবিয়াই আকুল। তোমায় ছাড়িয়া যে সংসার তাহা আমাদিগকে ক্ষত বিক্ষত করিতেছে। তবুও কেমন মোহ, তাহারি শরণাপন্ন হইবার জন্য আমরা লালায়িত। হায়! অসার সংসারের জন্য চক্ষে জল পড়িল, তোমার পাদ-পদ্মে প্রেমাশ্রু পড়িল না। নিশীথে ক্ষণভঙ্গুর বিষয়ের জন্য ব্যাকুল হই, তোমাকে হৃদয়দান করিয়া বিগতশোক হইতে পারি না। কি মোহ! তুমি আমাদের মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া দাও। নীরবে নির্জ্জনে যে আমাদের শোকাশ্রু স্রোত বহে, তাহা তুমি নিরুদ্ধ করিয়া দাও। তুমি সকলের মঙ্গল বিধান কর। তুমি আমাদিগকে, শোক হইতে উত্তীর্ণ কর—পাপ হইতে উত্তীর্ণ কর—কৃপা করিয়া অনুপম জ্যোতিতে হৃদয়ে আবির্ভূত হও। উৎসবের দিনে এই তোমার নিকটে কামনা—এই তোমার নিকটে প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

অনন্তর ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই উপদেশ পাঠ করিলেন।

পরমাত্মা আমাদের আত্মার অন্তরাত্মা; তিনি আমাদের আপনার হইতেও আপনার। কিন্তু আমরা তাঁহাকে একবারও সরল অন্তঃকরণের সহিত স্মরণ করি না। বিপদের অকূল সমুদ্রে পড়িয়া যখন আমরা চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখি, যখন দেখি যে, কাহারো এরূপ দায় পড়ে নাই যে,

আমাদিগকে ধরিয়া তুলিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিবে; যখন দেখি যে, আপনার লোকেরাও আমাদের কুটীরের দ্বার মাড়াইতে সঙ্কুচিত হইতেছে; যখন দেখি যে, করাল মৃত্যু ভীষণ লোমহর্ষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান, তখনই কেবল আমরা অনন্যগতি হইয়া পরমেশ্বরের চরণোপান্তে নিপতিত হই। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে পরমেশ্বর মাতার ন্যায় আমাদিগের প্রাত্যহিক অন্ন পরিবেশন করিয়াছেন; পিতার ন্যায় আমাদিগকে পদে পদে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন; বন্ধুর ন্যায় সময়ে সময়ে আমাদিগের জন্য বহুমূল্য দানসামগ্রী প্রেরণ করিয়াছেন; কিন্তু এত করিয়াও তিনি আমাদের মন পা'ন নাই! তাহা দূরে থাকুক—যে স্থানে মুহূর্ত্ত কালের জন্যও তাঁহার কথার সুদূরতম প্রসঙ্গের বাষ্পও উত্থিত হয়, সে স্থানের পথ পর্য্যন্ত আমাদের চক্ষে বিভীষিকা উৎপাদন করিয়াছে। এই কি আমাদের হৃদয়ের ভাবুকতার পরিচয়। আমরা আপনার পরমহিতৈষী বন্ধুর হিতবাণীকে বিষ-জ্ঞান এবং ছদ্মবেশী কপটাচারী শত্রুর প্রলোভনবাণীকে অমৃত-জ্ঞান করিয়া আসিয়াছি—এই কি আমাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয়! আর যখন আমরা বিপদের তরঙ্গ দেখিয়া ভীত হইয়াছি তখনই কেবল "হে পরমেশ্বর আমাকে রক্ষা কর" বলিয়া তাঁহার শরণ যাচ্ঞা করিয়াছি—এই কি আমাদের মনুষ্যত্বের পরিচয়! মাতাই জানেন যে, তিনি পুত্রের কত সুখস্বচ্ছন্দতা কামনা করেন; পিতাই জানেন তিনি পুত্রের কত মঙ্গল কামনা করেন; বন্ধুই জানেন যে তিনি আপন প্রিয়বন্ধুকে কি চক্ষে দেখেন; আর, যে ব্যক্তির কিছুমাত্র হৃদয় আছে, কিছুমাত্র বুদ্ধি আছে, কিছুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান আছে—এটা সে বেস্ বুঝিতে পারে যে, উঁহাদের ন্যায় আপনার লোক জগতে তাহার আর কেহই নাই। কিন্তু তাহা যে জন বুঝিয়াও বোঝে না—যে ব্যক্তি আপন মাতাকে, আপন পিতাকে এবং আপনার যথার্থ বন্ধুকে পর ভাবিয়া ইহার উহার তাহার দ্বারে স্নেহ ভিক্ষা করিয়া বেড়াইয়া আপনার অপদার্থতার পরিচয় প্রদান করিতে লজ্জা বোধ করে না, সে কিরূপ মনুষ্য? তাহার হৃদয়ই বা কিরূপ? বুদ্ধিই বা কিরূপ? প্রতিষ্ঠাই বা কিরূপ? তাহার দাঁড়াইবার স্থানই বা কোথায়? চোরা বালির উপরে সাতমহল অট্টালিকা ফাঁদিয়া তুলিবার চেষ্টায় সে তাহার সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধি এবং পরিশ্রম অকাতরে ব্যয় করিতেছে, অথচ তাহার আপনার চিরন্তন শান্তিধামের প্রতি সে ভুলক্রমে একবার ফিরিয়াও চাহিতেছে না। মঙ্গলময় করুণাময় পরমেশ্বরের ন্যায় আপনার মাতা, আপনার পিতা, আপনার বন্ধু, এমন আর আমরা কোথায় পাইব? তাঁহার ন্যায় শক্তিশালী মহাপুরুষ, জ্ঞানবান্ গুরু, বরাভয়দাতা দেবতা, এমন আর আমরা কোথায় পাইব? ' কিন্তু আমরা এমনি মোহে অন্ধ যে, আমাদের নিকটে তিনি কেহই নহেন। এই সকল ক্ষণে গর্ব্বে স্ফীত—ক্ষণে দৈন্যে অবসন্ন—ফেন-বুদ্‌বুদ্‌রাশি যাহাকে আমরা বলি লোক—সেই লোকের কথায় আমরা মরি, আর, লোকের কথায় আমরা বাঁচি; আর, মহান্ অজ আত্মা পরমেশ্বর যাঁহার অঙ্গুলির এক ইঙ্গিতে সহস্র কোটি লোক-লোকান্তর অসীম আকাশে ভ্রাম্যমান হইতেছে, অসংখ্য অসংখ্য জগতের আশা ভরসা শ্রী শোভা সুখশান্তি কল্যাণ যাঁহার হস্তের

মুষ্টির মধ্যে, আমাদের প্রত্যেকের শরীর মন প্রাণ এবং আত্মা যাঁহা হইতে সত্তা এবং শক্তি উপার্জ্জন করিয়া প্রতিনিয়ত প্রাণ পাইতেছে—তিনি আমাদের নিকটে কেহই নহেন। আমাদের হৃদয়ের এ কি ঘোরতর বিকার দশা! আমাদের মনের এ কি ঘোরতর মতিভ্রম। অন্ততঃ আজিকের এই উৎসবের শুভযোগে তাঁহাকে যদি আমরা সরল হৃদয়ে স্মরণ করি, আমরা যদি বলি "তুমি মঙ্গলময় পিতা তোমাকে আমি ভুলিয়া ছিলাম; তুমি শান্তি-প্রদায়িনী জননী তোমাকে আমি ভুলিয়া ছিলাম; তুমি সন্তাপ-হারী বন্ধু তোমাকে আমি ভুলিয়াছিলাম; তুমি আমার আপনার হইতেও আপনার সামগ্রী তোমাকে আমি চিনিতে পারি নাই তাই ভুলিয়া ছিলাম; এ আমার মর্ম্মভেদী মহা অপরাধ মার্জ্জনা কর—তোমার নিজ গুণে মার্জ্জনা কর—

পা-পে- তা-পে- বিচলিত মনঃ *
শী-ঘ্র স-ন্তা-প না-শো-।
মো-হা-চ্ছ-ন্নে- হৃদয় গগনে-
প্রে-ম সূ-র্য্য- প্রকা-শো-॥
অ-জ্ঞা-না-ন্ধে- বিতর সুমতি-
তা রো দুঃ-খী- অনা-থে-।
আ-প-ৎ স-ম্প-ৎ জনন মরণে-
থা-ক ভ-ক্তে-র সা-থে-॥

এই বলিয়া যদি আমরা আজ সকল ভ্রাতায় মিলিয়া সত্য সত্য তাঁহাকে ডাকি, তাঁহার চরণে প্রণিপাত করি, এবং তাঁহাকে হৃদয়ের অভ্যন্তরে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত যত্নপূর্ব্বক স্থান দান করি, তাহা হইলে আমাদের সমস্ত পাপরাশি এই দণ্ডেই ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে। কেননা পরমেশ্বরের যেমন মহতী করুণা তেমনি তাঁহার মহতী শক্তি। অসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁহার শক্তির এক কণা মাত্র; সসাগরা পৃথিবী সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক কণা মাত্র; আর, এই উৎসব-ক্ষেত্র সেই পৃথিবীর এক কণা মাত্র। মহান্ ধ্রুব সত্য পরমাত্মার মঙ্গলময়ী শক্তির কণামাত্র রশ্মি এই উৎসব-ক্ষেত্রে নিপতিত হইয়া আমাদের আত্মাকে জাগাইয়া তুলিয়াছে—জ্ঞাননেত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছে—হৃদয়কে প্রেমামৃতের জন্য কাঁদাইয়া তুলিয়াছে! চন্দ্রোদয়ে যেমন সমুদ্র স্ফীত হইয়া উঠে, তেমনি তাঁহার মঙ্গল-দৃষ্টির এক বিন্দু কৃপা-কটাক্ষে আজিকের এই উৎসব-ক্ষেত্র বাহিরে শ্রী শোভা সৌন্দর্য্যে এবং অন্তরে সুবিমল প্রেমামৃত-রসে স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে; স্বর্গীয় জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ হইয়া উঠিয়াছে; ব্রহ্মতেজে উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছে। হে পরমাত্মন্, তোমার অভাবনীয় অচিন্তনীয় কৃপায় আজ আমরা মোহ-আবরণ ভেদ করিয়া তোমার সুবিমল মুখচ্ছবি দর্শন করিতেছি—সুমধুর আহ্বান শ্রবণ করিতেছি—অনুপম প্রেমরস আস্বাদন করিতেছি; কিন্তু তবুও আমাদের আশ মিটিতেছে না। আমাদের প্রার্থনা এই যে, তুমি আমাদের হৃদয়ে প্রেমরূপে, বুদ্ধিতে জ্ঞানরূপে, কার্য্যে মঙ্গলরূপে, হস্তে বল-রূপে, নয়নে জ্যোতিরূপে, প্রাণে প্রাণরূপে, আত্মাতে ধ্রুব সত্যরূপে চিরপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আমাদিগকে একান্তে

* এ চারি পংক্তি পদ্য প্রসিদ্ধ মেঘদূতের ছন্দে বিরচিত। রচয়িতা শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ছন্দ-সঙ্গত পাঠের সুবিধা ঘটাইবার জন্য দীর্ঘ মাত্রার জায়গাগুলাতে অপেক্ষাকৃত বড় ধাঁচার অক্ষর বসাইয়া তাহাদের প্রত্যেকের গাত্রে গমক-চিহ্ন বিন্যস্ত হইল। যে যে বড়-ধাঁচার অক্ষরের গায়ে গমক-চিহ্ন বসিল, সেই সেই অক্ষর দীর্ঘ টানা-স্বরে, এবং ছোটো অক্ষর-গুলা দ্রুত স্বরে, উচ্চারিতব্য।

তোমার করিয়া লও, যেন আমাদের অন্তরে যে তুমি জাগ্রত রহিয়াছ তাহা আমাদের আকার প্রকার ভাবভঙ্গী এবং কার্য্য-কলাপে দিন দিন ফুটিয়া বাহির হইতে থাকে, আর যেন তোমার দিব্য জ্যোতিতে আমাদের অন্তর বাহির একভূত হইয়া সর্ব্ব জগতে তোমার অনন্ত মহিমা অপার করুণা, অমোঘ প্রেম এবং অজেয় শক্তির পরিচয় প্রদান করিতে থাকে।

পরে সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হইল।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল একতালা।

হৃদয়শশী হৃদিগগনে
উদিল মঙ্গল-লগনে,
নিখিল সুন্দর ভুবনে
এ কি এ মহা মধুরিমা।
ডুবিল কোথা দুখ সুখরে
অপার শান্তির সাগরে,
বাহিরে অন্তরে জাগেরে
শুধুই সুধা-পূরণিমা।
গভীর সঙ্গীত দ্যুলোকে
ধ্বনিছে গম্ভীর পুলকে,
গগন-অঙ্গন-আলোকে
উদার দীপ-দীপ্তিমা।
চিত্তমাঝে কোন্ যন্ত্রে
কি গান মধুময় মন্ত্রে
বাজেরে অপরূপ তন্ত্রে!
প্রেমের কোথা পরিসীমা!

রাগিণী জিলফ্ বারোঁয়া—তাল সুরফাঁকতাল।

প্রতি দিন তব গাথা
গাব আমি সুমধুর,
তুমি দেহ মোরে কথা
তুমি দেহ মোরে সুর!
তুমি যদি থাক মনে
বিকচ কমলাসনে,
তুমি যদি কর প্রাণ
তব প্রেমে পরিপূর।
তুমি দেহ মোরে কথা
তুমি দেহ মোরে সুর!
তুমি শোন যদি গান
আমার সমুখে থাকি
সুধা যদি করে দান
তোমার উদার আঁখি।
তুমি যদি দুখ পরে
রাখ কর স্নেহভরে
তুমি যদি সুখ হতে
দম্ভ করহ দূর!
তুমি দেহ মোরে কথা
তুমি দেহ মোরে সুর!

রাগিণী ইমন—তাল তেওরা।

তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে
বাজে যেন সদা বাজে গো!
তোমারি আসন হৃদয়পদ্মে
রাজে যেন সদা রাজে গো!
তব নন্দনগন্ধ-নন্দিত
ফিরি সুন্দর ভুবনে,
তব পদরেণু মাখি লয়ে তনু
সাজে যেন সদা সাজে গো!
সব বিদ্বেষ দূরে যায় যেন
তব মঙ্গল মন্ত্রে,
বিকাশে মাধুরী হৃদয়ে বাহিরে
তব সঙ্গীত ছন্দে!
তব নির্ম্মল নীরব হাস্য
হেরি অম্বর ব্যাপিয়া
তব গৌরবে সকল গর্ব্ব
লাজে যেন সদা লাজে গো!

রাগিণী তিলক কামোদ—তাল তেওরা।

মহানন্দে হের গো সবে গীতরবে
চলে শ্রান্তিহারা

জগতপথে পশুপ্রাণী রবি শশি তারা।
তাঁহা হতে নামে জড়জীবনমনপ্রবাহ
তাঁহারে খুঁজিয়া চলেছে ছুটিয়া
অসীম সৃজনধারা!

রাগিণী ছায়ানট—তাল একতালা।

সখা মম হৃদয়ে রহ!
সংসারে সব কাজে ধ্যানে জ্ঞানে হৃদয়ে রহ।
নাথ তুমি এস ধীরে সুখ দুখ হাসি নয়ননীরে।
লহ আমার জীবন ঘিরে
হে সখা মম হৃদয়ে রহ!

রাগিণী কাফি—তাল ঝাঁপতাল।

প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে!
করি জোড়কর হে ভুবনেশ্বর
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে!
তোমার অপার আকাশের তলে
বিজনে বিরলে হে
নম্র হৃদয়ে নয়নের জলে
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।
তোমার বিচিত্র এ ভব সংসারে
কর্ম্ম-পারাবার পারে হে
নিখিল ভুবন লোকের মাঝারে
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।
তোমার এ ভবে মম কর্ম্ম যবে
সমাপন হবে হে
ও গো রাজরাজ একাকী নীরবে
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে!

—

মহর্ষি সন্দর্শন।

অন্য বর্ষের ন্যায় এবার ১৫ই মাঘের মঙ্গল প্রভাতে পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি দেবের যোড়াশাঁকোস্থ ভবনে বার্ষিক ব্রাহ্ম যজ্ঞের পূর্ণাহুতি হইয়াছিল। বাস্তবিক এই শুভদিন অনেক ধর্ম্মপিপাসু সজ্জনের অন্তরে অনন্ত স্বরূপের আনন্দ রূপের অক্ষয় রেখা অঙ্কিত করিয়া দেয় বলিয়া পত্রলেখক এই দিনের স্মৃতিকে চিরজাগ্রত রাখিবার অভিপ্রায়ে প্রতি বৎসরের নিদর্শন লিপি রাখা বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয় মনে করেন। এ দিনকার লক্ষ্য মহর্ষি সন্দর্শন ও তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ। সে দিন প্রভাত হইবা মাত্রই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা ক্রমে আসিয়া অভ্যর্থিত হইয়া নিম্নতলে যথা নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিতে লাগিলেন। এই উপলক্ষে সচ্চিদানন্দময় পরমেশ্বরের উপাসনা ও সঙ্গীতাদি প্রতি বৎসরেই হইয়া থাকে, এবারও পরমোৎসাহের সঙ্গে তৎসমস্ত যথা রীতি সম্পন্ন হইল। উপাসনাদি পরিসমাপ্ত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই ক্রমে মহিলাগণ মহর্ষিদেবের দর্শন কামনায় তৃতীয় তলে গমন করিতে লাগিলেন। সেখানে গিয়া প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহারা যখন ভক্তিবিনম্র ভাবে উপবেশন করিলেন তখন মহর্ষিদেব তাঁহাদের নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন—তোমাদের প্রত্যেকের গৃহ সরস্বতী ও লক্ষ্মীর নিত্য বাসস্থান হউক, ব্রহ্ম যেন তোমাদের সংসারে—তোমাদের হৃদয়ে সর্ব্বদা বিরাজ করেন! তাঁহার কৃপায় তোমাদের ইহলোকে উন্নতি এবং পরলোকে সদ্গতি হউক্; তোমাদের প্রতি আমার এই আশীর্ব্বাদ। পবিত্র হৃদয় ঈশ্বরের সিংহাসন, তোমাদের হৃদয়কে তাঁহার সিংহাসন কর, প্রেমের সহিত তাঁহার উপাসনা কর, আনন্দ মনে বিমল হৃদয়ে তাঁহার উপাসনা কর, তাহা হইলে ইহলোক ও পরলোকের সুখ শান্তি তোমাদের হস্তগত হইবে, হৃদয়ের ভিতরে আত্মার মধ্যে তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার উপাসনা করিলে অবশ্যই ইহলোকে সুখ সমৃদ্ধি এবং পরলোকে সদ্গতি লাভ করিবে। অবশ্যই তাঁহার প্রসাদ-সুধা লাভ করিয়া ধন্য হইবে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ তোমাদিগকে উপহার দিতেছি, প্রতিদিন ইহার অধ্যয়ন ও আলোচনা করিবে। ইহার দ্বারা তোমাদের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

মহিলারা হৃষ্টচিত্তে প্রত্যাগত হইলে পুরুষেরা ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সর্ব্বপ্রথমে মহর্ষির নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিলেই মহর্ষি তাঁহাকে সস্নেহ আশীর্ব্বাদ করিয়া বহির্দ্দেশস্থিত আসনে আসিয়া উপবেশন করিলেন।

তৎপরে ক্রমে প্রায় সকলে উপস্থিত হইয়া সাগ্রহে চরণ ধারণ পূর্ব্বক সভক্তি প্রণামান্তে যখন চারিদিকে নিস্পন্দ ভাবে তৎপ্রতি স্থির লক্ষ্য স্থাপন করিয়া ব্যাকুল চিত্তে দাঁড়াইলেন, তখন সেই সার্ব্বভৌমিক সনাতন ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠাতা বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্মবীর মহাপ্রাণ মহর্ষি ধীর গম্ভীর মধুর ধ্বনিতে অন্তর্নিহিত মহাতেজ মিশ্রিত করিয়া সকলের হৃদয়কে আলোড়ন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—

আমি তোমাদের মঙ্গলের জন্য তোমাদের ইহপরকালের কল্যাণের জন্য যোড় করে তাঁহার পানে চেয়ে রয়েছি। তোমাদের প্রত্যেকের মঙ্গল হউক্, তাঁহার কৃপায় তোমরা ইহকালে সুখ সমৃদ্ধি ও পরলোকে সদ্গতি লাভ কর।

হে ঈশ্বর! তোমার এই সন্তানগণের মঙ্গল কর। তুমি সর্ব্বদা ইহাঁদের সঙ্গে সঙ্গে থাক। হে পরমেশ্বর! তুমি আমাদের কাহাকেও পরিত্যাগ করিও না। তোমার এই সন্তানগণ জ্ঞানে ধর্ম্মে উন্নতি লাভ করুক্।

এই বলিয়া মহর্ষিদেব খানিকক্ষণ যোড়করে নিঃস্তব্ধ ভাবে মৌন হইয়া রহিলেন। সকলে সোৎসুক নেত্রে কেহ কেহ সাশ্রুলোচনে কৃতাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান থাকিলেন। একজন ভক্ত যুবা সেই সময়ে মহর্ষিদেবের চরণোপান্তে অর্দ্ধোপবেশনে কৃতাঞ্জলি হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সাধারণ ও নববিধান সমাজের বিবাদ বিসম্বাদ মিটাইয়া সকলকে এক সঙ্গে কার্য্য করিতে উপদেশ দিবার প্রার্থনা জানাইয়া একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিলেন।

তৎপরে মহর্ষি আবার জলদগম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন—'তিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ, তিনি আমাদের প্রাণদাতা, তিনি আমাদের মনের মন, তিনি আমাদের মনের আনন্দ, তিনি আমাদের আত্মার আত্মা—তিনি আমাদের আত্মদাতা এবং আমাদের আত্মার শান্তিদাতা। সেই শান্তিদাতা মঙ্গলদাতা আনন্দদাতাকে আমরা প্রণিপাত করি, তাঁহাকে আমরা বার বার প্রণিপাত করি। তাঁহাকে সকলে প্রাণের ভিতরে দেখ! আত্মার অভ্যন্তরে তাঁহাকে দর্শন কর! দেখ তিনি আমাদের প্রাণ পূর্ণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন।'

'দর্শনস্য দর্শনেন নো মনোহি নির্ম্মলম্।
ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্ ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্।
পাশনাশহেতুরেব ন তু বিচারবাগ্‌বলম্।
ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্ ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্।'

যখন 'দর্শনস্য দর্শনেন' বলিতে বলিতে মহর্ষি অন্তরের সাধনাগ্নি উদ্‌গীরণ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার আপাদ মস্তক এক দিব্য জ্যোতি বিকীরণ করিতে লাগিল। ঐ সময় সকলে পরমোৎসাহে উচ্চকণ্ঠে শেষ অংশটিতে স্বর সংযোগ করিয়া 'ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্' এই মহাবাক্যের

ধ্বনি তুলিয়াছিলেন। তৎ পরেই মহর্ষি উঠিয়া ঘরের ভিতরে গেলেন।

ঘরে গিয়া বসিলে ব্রহ্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রভৃতি কয়েক জন সম্ভ্রান্ত লোক আসিয়া তাঁহাকে 'প্রণাম করিলেন। মহর্ষি তাঁহাদিগকে বসিতে বলিলেন। সেই সময়ে রেভারেণ্ড ফ্লেচার উইলিয়ম সাহেব আসিলেন। মহর্ষি তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক বলিলেন

"God is love."

এইটী মহর্ষির হৃদয়ের কথা!

তৎপরে তিনি পরমেশ্বরের উদ্দেশে—হাপেজের পার্সি বচন উচ্চারণ পূর্ব্বক বলিলেন 'সংসারের অনেক বাধা অনেক বিপৎ; তোমার হাত ধরে আমি সেই বিপদের পথে চলেছি, তুমি আমাকে রক্ষা কর!

উমেশ বাবু বলিলেন আজ আমাদের উৎসব পূর্ণ হইল, এখানে না আসিলে আমাদের উৎসব পূর্ণ হয় না। মহর্ষি হাসিয়া বলিলেন, তোমাদের না দেখিলেও আমার আনন্দ পূর্ণ হয় না। মহর্ষির ক্লেশ হইতেছে ভাবিয়া সকলে বিদায় গ্রহণ করিতে চাহিলেন।

মহর্ষি সকরুণ ভাবে বলিলেন—'সকলে যেতে চান যান আমার কিন্তু বিদায় দিতে ইচ্ছা করে না। সাধুভাব পবিত্র ভাব হৃদয়ে লইয়া সকলে আসিয়াছেন, এখন আমি তাঁহাদের সঙ্গে সৎসঙ্গলাভের যে পুণ্য তাহা সঞ্চয় কচ্চি,'। এই কথার পর সকলে পরামর্শ পূর্ব্বক তাঁহাকে বিশ্রাম দান করাই সঙ্গত বিবেচনায় প্রণামান্তে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

অশক্তি এবং বার্দ্ধক্যের প্রভাবে সাধারণ আলোচনায় যাঁহার মন এবং বাক্‌শক্তি নিতান্তই ক্ষীণ দুর্ব্বল; ধর্ম্মপ্রসঙ্গ ব্রহ্মমহিমাপ্রচারে—সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মনামে তাঁহার মনে এবং বাক্যে এই অমিত তেজ—মহাবল কোথা হইতে আসে, তাহা তিনিই জানেন। সেদিন এই আশীর্ব্বাদ উপলক্ষে মহর্ষির উচ্ছ্বসিত প্রেমসিন্ধুর তরঙ্গ যখন সকলের হৃদয়কে প্লাবিত করিয়া অনন্তের প্রতি ধাবিত হইল; যখন তাঁহার স্নিগ্ধ প্রশান্ত বদনে এক আশ্চর্য্য দিব্য জ্যোতি বিকসিত হইয়া উঠিল, যখন কেশাগ্র পর্য্যন্ত এক বৈদ্যুত তেজে উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিল; সকলের প্রাণে কি কি ভাব জাগিয়াছিল, তাহা সকলেই জানেন। এরূপ একজন বিশ্বপ্রেমিক মহাপুরুষের দর্শনসৌভাগ্য না ঘটিলে ইতিহাসবর্ণিত সাধু মহাত্মাদিগের রহস্যময় জীবনবৃত্তান্ত বিশ্বাস করা অনেকেরই পক্ষে অসম্ভব হইতে পারে।

কর্ম্মানুগত ধর্ম্ম ও ধর্ম্মানুগত কর্ম্মের প্রভাবে সংসারকে ব্রহ্মলাভের যথার্থ সাধনক্ষেত্র করিয়া এবং সংসারকে ব্রহ্ম-পরিব্যাপ্ত ও ব্রহ্মকে সংসার-তরণির যথার্থ পরিচালক জানিয়া বিশ্ব ভুবনের অগণ্য সুখ সৌভাগ্য যাঁহার নিকট ভগবৎপ্রেমের তুলনায় নগণ্য তুচ্ছাতিতুচ্ছ! অনন্ত পরমেশ্বরের অনন্ত জ্ঞান প্রেম আনন্দের অনন্ত অমৃত ধারা নিত্য যাঁহার মনঃপ্রাণ আত্মাকে অভিষিক্ত করিতেছে; তিনি সর্ব্বকাল সকল দেশে সমানভাবে বন্দনীয় এবং বরণীয়।

শ্রীশিবধন বিদ্যার্ণব।

দীক্ষা।

বিগত ১৪ মাঘ রবিবার পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘণ্টার সময়ে জেলা হুগলীর অন্তর্গত দেবানন্দপুরনিবাসিনী শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দাসী নামে এক বিধবা হিন্দুমহিলা, উপাচার্য্য পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকটে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিতা হইয়াছেন। অভিভাবক রূপে শ্রীযুক্ত নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় ইহাঁকে আদি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে উপস্থিত করেন। সঙ্গে আর একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আসিয়াছিলেন। শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী বলিলেন যে, তিনি কাশী প্রভৃতি অনেক তীর্থ স্থানে ভ্রমণ করিয়া ও অনেক দেব দেবীর প্রতিমা দর্শন ও পূজা করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি এক বৎসর কাল চিন্তা ও সংযম দ্বারা আপনার বিশ্বাস স্থির করিয়া অবশেষে এই আদি ব্রাহ্মসমাজে দীক্ষিতা হইলেন ও এখন হইতে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত নিরাকার জ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসনা করিয়া জীবন অতিবাহিত করিবেন। শাস্ত্রী মহাশয় শ্রীমতী হেমাঙ্গিনীকে দীক্ষিতা করিয়া পূজ্যপাদ মহর্ষিদেবের সম্মুখে উপনীতা করিলে মহর্ষিদেব তাঁহাকে উপাসনা সম্বন্ধে কয়েকটি সারগর্ভ উপদেশ দিলেন। এই মহিলা নিষ্ঠাবতী ও ভক্তিমতী। ঈশ্বর ইহাঁর হৃদয়ে স্বীয় জ্ঞান-স্বরূপ প্রকাশ করিয়া, হিন্দুমহিলাবর্গের কল্যাণ সাধনার্থেই যেন ইহাঁকে ব্রাহ্মসমাজে আকর্ষণ করিলেন। মঙ্গলময় পরমেশ্বর তাঁহার আত্মার কল্যাণ বিধান করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

ইনি দীক্ষান্তে আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রচার ফণ্ডে দশ টাকা দান করিয়াছেন।

প্রেরিত।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন

গত ১০ই ও ১১ই মাঘ এখানে ব্রহ্মোৎসব সম্পন্ন হয়। ১১ই মাঘ ব্রাহ্মদিগের একটী সভাতে ব্রাহ্মসমাজ ত্রয়ের সমবেত চেষ্টা ও যত্ন বিষয়ে আলোচনা ও তৎপর যে সিদ্ধান্ত হয় আপনার পত্রিকার প্রকাশের জন্য তাহা এই সঙ্গে প্রেরণ করিতেছি।

১৬ নং ক্ল্যারেণ্ডন ষ্ট্রীট,
কেম্ব্রিজ।
২৫ জানুয়ারি, ১৯০১।

নিবেদক
শ্রীরমণীকান্ত দাস
সভাপতি।

RESOLUTION.

"That the Brahmos assembled in a meeting held at Cambridge on the 24th of January, 1901, sincerely approve of the appeal to the Brahmo public recently issued by the Rev. S. Fletcher Williams, and most strongly feel that there should be more co-operation among the different sections of the Brahmo Somaj, in works of philanthropy, and social and religious reforms; and declare the necessity of an organisation composed of the representatives of all the three sections to realize in practice the suggestions made by the Rev. S. F. Williams in his said apeal!"

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১৯শে ফাল্গুন রবিবার বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের চত্বারিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে ঐ দিবস প্রাতঃকালে ৭॥ ঘটিকার সময় এবং অপরাহ্ণ ৭ ঘটিকার সময় পরাৎপর পরব্রহ্মের উপাসনা হইবে। ব্রহ্মোপাসক মহাত্মাগণ সবান্ধবে উপাসনায় যোগদান করিয়া কৃতার্থ করিবেন।

শ্রীযোগেশচন্দ্র সরকার।
সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭১, পৌষ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৩৪৬॥৵৬
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৫৬৭ /৯
সমষ্টি	...	৯১৩৸ ৩
ব্যয়	...	৩৮৬ ৶৩
স্থিত	...	৫২৭॥/০

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত

আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন

এককেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ	৫০০৲
সমাজের ক্যাশে মজুত	২৭॥/০
	৫২৭॥/০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... .. ২৪৩।০

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

২১৫৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল মুখোপাধ্যায়

১০৲

" " চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত

২৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৲

" " দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার

৫৲

" " শরচ্চন্দ্র চৌধুরী

২৲

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত

৪।০

২৪৩।০

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ... ১৪৸৵০

শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিমোহন রায়, কলিকাতা

৪৲

" " জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঐ

৩৲

" " সত্যচরণ রায়, ঐ

১৲

৺ " মতিলাল পাল, ঐ

৩৲

শ্রীযুক্ত " হেমেন্দ্রনাথ সিংহ, মাহাটা

২৲

" সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ, ত্রিপুরা

১৸৵০

১৪৸৵০

পুস্তকালয়	...	৭৶৬
যন্ত্রালয়	...	৭৯।০
গচ্ছিত	...	/০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		২৲
সমষ্টি		৩৪৬॥৵৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২২৭৵০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৯০/৬
পুস্তকালয়	...	।.৬
যন্ত্রালয়	...	৬৮৵৩
গচ্ছিত	...	॥/০
সমষ্টি		৩৮৬৶৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

Sermons of Maharshi Debendra Nath Tagore.

(Translated from Bengali.)

SERMON XII.

The Likeness of the Human Spirit to the Divine Spirit.

"তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্।"

"The wise have declared God to be the Being primordial, perfect and great."

He who is God is the Supreme Spirit and Lord of all. He is not merely the Supreme object; but He is more than that, He is the Supreme Spirit. His nature is not explained if He is only described as the First Cause, nor is it fully explained if He is called the All-powerful First Cause. We do not perceive Him as the living God till we perceive Him as the Supreme Spirit and apprehend his wisdom, holiness, goodness and separateness from all created objects. A blind power can not be the cause of this universe which is full of life and evidences of wisdom; at its root must be the Supreme Spirit who is wisdom itself and love itself. A material object does not carry with it the idea of doing or governing. But the spirit implies governorship and purity, freedom and self-consciousness. The virtue of a material object lies in its being led or guided, and the virtue of a spirit in leading or guiding. They who have not the capacity to apprehend God as the Supreme Spirit, naturally fall into errors in regard to a true conception of creation. Failing to perceive the Power that transcends Nature, they receive their idea of creation from Nature, and illustrate them by analogies borrowed from her. They say that just as the barley corn plant springs from the barley-seed, so has creation sprung from God. Some say that God had to create under compulsion. Others identify creation with the Creator, and there are many who consider the First Cause to be a blind force. But the teachings of Brahmoism on this subject are different. A blind fortuitous power is not, according to it, the prime cause of the universe. Brahmosim discovers at the root of creation the palpable presence of the will of a great Being. With His will are present wisdom, ruling power, and goodness. That Power, distinct from creation, that supreme Being, that living God is the supreme cause of all that is. It is not under any compulsion that He has created the universe, but by the exercise of His own will and goodness, and without any extrinsic aid, has brought forth all that is. By none has He been dominated in the act of creation, but by the exercise of the power and wisdom that are His own, He has created every thing. God contemplated, and by contemplation brought all His divine skill to fix upon creation, and impressed on all beings His command to fulfil his good ends. Every thing is dominated by his beneficent laws. Every thing proclaims his benign Government. He is pervaded with goodness and joy, and with His own goodness and joy has He filled the universe. This marvellous creation is of that Being of marvel. Progress is the life of the universe. The face of the world is improving, there is progress of

knowledge and spirituality, and good will is permeating human society. That ever-existent ancient Being is the same yesterday, to-day and forever, but He has relegated every thing else to the tide of progress. In the creation of the Lord nothing can remain old, but every thing is ceaselessly assuming a new aspect. How disinclined we feel to part with an object which is the product of our labour and skill; but no such feeling has any place in the mind of Him in whose beautiful creation trees and plants shed their old leaves and put forth new ones, and birds like the peacock cast their bright and beautiful feathers and are re-embellished with a new garb. In this universe of the Being who is pervaded with joy, every thing is turning new, growing beautiful and making onward progress. He has made the soul more susceptible of progress than the material universe. He has not made it to be content with the manner of the life we can lead here or with its pleasures; He is ceaselessly drawing the soul to Him; He is constantly brightening its knowledge and righteousness. Progress is the animation of the soul; progress is the life of the soul. The feelings that God has implanted in the soul will not perish after they blossom here. They will bloom again as the soul will pass from one *Devaloka* or heavenly sphere to another. With the close of this life, the soul will not cease to grow in knowledge, love, and joy. In this prayer-hall, though we ourselves feel satisfied with the enjoyment of the supremely holy joy, proceeding from divine contemplation and worship, yet God is not satisfied with granting us such joy in such abundant measures. Joys upon joys come to us, and in the ladder of progress we rise from a lower rung to a higher one; yet the Lord says "Still greater progress dost thou need." And slowly and gradually does He lead the progressive human soul upward and onward towards Him.

God has made our soul strong enough to be a fit heir to immortality. As God is free, so has He made our soul free, and invested it with the power to dominiate. He has trammelled Nature with unyielding laws, but to the soul only has he granted the power to supersede those laws. Just as the water freezes into a solid mass, so is the universe solidified by the binding force of His laws. But when the light of the sun touches the frozen mass of water, it melts into a rushing stream and moistens the earth and makes it fertile and fruitful. So the soul, touched by the immortal fire of God, diffuses everywhere, of its own free will, the goodness of the Lord. Like the stream, it heeds no impediments, but runs into the immortal sea, flooding in its course all places with its blessed waters. And thus the soul is found never to abandon its freedom and its power to dominate.

God has imparted His own likeness to the human soul. He has knit the material universe to physical laws, but to the soul he has given the blessing of the law of righteousness, in which there is no implicit condition of subjection, but in which all is freedom. As much as a man is an embodied being, and subject to his sensual propensities and animal nature, so much is he subject

to the laws of the material universe. As much as he depends on matter, so much is he matter, and as much as he can guide himself by his power to dominate (his senses and animal nature) so much is he spirit. This body is mine, but it is not I. I am the knowing spirit and my senses act as I make them act Such is the soul's power to dominate that its dominion extends even over Nature by which it is environed and with which it is conjoined. Only in nature do we see the limitation of restraint. In her we see pervaded the influence of a chain of cause and effect which is impenetrable and which has no beginning and no end. In Nature we do not perceive the power to dominate, nor any other power, distinct from the Power that is exerted over it. Nature acts blindly, and performs the benign Divine ends without knowing what it does. Nature is but the image of death. It has in it nothing of that which is immortal, which is free and which is self-conscious. But God has endowed man with powers that transcend Nature and has thus brought him nearer unto Him than Nature. Man oversteps Nature by the dint of his knowledge. He can apprehend that he is not only linked to an undetachable chain of cause and effect, but that he can rise superior to such connection by the power of his soul. He realizes in him the presence of a law of righteousness so mighty that he feels he must observe it, and is so conscious of his capacity to dominate that he can keep that law against the thousand incitements of his powerful senses. This ornament of freedom of will has God conferred on man. If He encompasses him by dangers, it is only to make him acquire increasing powers. He has endowed man with that power, by which he can overcome all obstacles and perils on the path, and finally reach, and humble himself at, the Divine feet.

Thus you see how living is the relation between God and us. He is "महान् प्रभुर्व्वै पुरुष:" "the supreme spirit who is the Lord of all," and by making man a spirit embodied, He has imparted to him His own likeness. The relationship between God and man is the same as that existing between one spirit and another, or between father and son. God's look of love is fixed upon us, and we too look at Him with love and gratitude. We are all subject to that King who reigneth over the domain of righteousness. We have before us His law of righteousness, and we have such freedom and power that we of our own free choice can follow that law. Consequently we stand in the same relation to God as one self-conscious being does towards another. This truth is the soul of Brahmoism. We Brahmos look up to that Immortal Being for our daily food and drink, for delivering us from evil, misery and distress, and for saving us from sin. Such is the living relation between God and us. He is our Father and we are His sons. Ye sons of the Being Immortal, worship Him unitedly, place yourselves under His shelter, and, with a pure and large heart, pray to Him for His grace.

God is perpetually drawing all souls to Him. He has implanted the germ of conception of His nature in every soul, and from time to time sends to this world men, endowed with

spiritual fire and power, to help the expansion of that germ. These beloved sons of God, imitating His benignity, go about preaching and proclaiming His love through all lands in this world. Every one has in his soul the germ of the idea of God, but the example and precepts of those who are loving devotees of the Lord, aid its expansion. Thus those in whom the idea of God is developed, advance in the path of spirituality and carry with them those that lag behind them. How striking is the aspect of these saintly souls! The loving devotees of God partake of the character of those noble and charming aspects of His goodness that attract our love. They preach and proclaim the goodness of the Lord, while they carry on their heads the weight of many troubles and obstacles on their path. By sending to the world such noble spirits, God draws thousands to Him. For the good of all, God makes these His beloved sons meet many troubles and much suffering and hardship, but they only welcome them as sources of instruction and enlightenment. How boundless is God's kindness to us! How illimitable is His love for us?

Illumine, O Supreme Spirit, this our mother country, Bengal. Cast thy look of grace on these thy children who are so weak. There is none else but Thee who can help this degraded, subject country, which is being day by day begirded by numerous troubles and calamities, and from which wails rise to the skies, day and night. Do Thou save this country. Send righteousness to it, O Supreme Spirit, and thus remove all its woes. On every soul pour the waters of Thy mercy. So manifest Thyself to us that we may see Thee as we see our father and mother; and may we all worship Thee. When will that day down on Bengal when all her sons will with one soul worship Thee? Our little efforts can not accomplish any object: O Thou Accomplisher of all objects, grant us Thy grace.

OM.

THE ORIGIN OF BRAHMOISM.

There are some who hold that Brahmoism originated in Christianity, while there are others who support a contrary opinion. Almost everybody, who considers the arguments on both sides, will come to the conclusion that Brahmoism is old, not new. The principal doctrines of Brahmoism are explained in the book called "Brahma Dharma Grantha" by citations from the Vedas and other Shastras. Brahmoism, which is now accessible to everyone, was centuries ago only within the reach of the Rishis. The knowledge that was regarded as the luxury of the Jogees is now looked upon as an everyday necessary. The ascetic religion has now become homely.

Little is known to our Christian brethern of the true spirit—the national character of Brahmoism. Brahmoism is nothing but the essence of Hinduism. I think, it will come as a surprise to most people, if I say that Brahmoism is true Hinduism. It originated with the rough old times when everyone of the priestly classes of India was of necessity a sage or Rishi from his birth.

I have to draw the attention of my Brahmo brethern belonging to the New Dispensation Samaj and the Sadharan Samaj to the glaring fact that the method the Adi Samaj has adopted to preach Theism, through the medium of Brahma Dharma Grantha, which is a selection of the best religious and moral teachings of the Hindu Shastras, is national. It is quite right to think that bringing Brahmoism into contact with Christianity must have a deteriorating effect on its national character. The New Dispensation Samaj and the Sadharan Samaj always bretray a tendency to define Brahmoism as a new kind of Christianity, and to induce the belief that it had its origin in Christianity. In my opinion, Brahmoism may justly be characterised as the great spirit of Brahmo or God or Truth modifying Hinduism, and not the spirit of Christ modifying Hinduism, as Dr, P. C. Chatterjee said. Though the Adi Samaj is national in its aim and ideal, and in its method of preaching, yet it is not narrow and illiberal, for it is animated by the spirit of devotion to truth. It recalls one of the memorable sayings of Maharshi Devendra Nath Tagore—"The power of Truth—the power of Brahmoism is the same at the present time as it was in the past, and will be the same through all time to come."

It is with regret that we observe that the Brahmo Samaj is not unanimous in its approval of the national mode of preaching religious truths. Many Brahmos think that such mode of preaching is not consistent with a liberal spirit. I take exception to this view. I clearly perceive that it is a real liberal spirit that has made the Adi Samaj conservetive and helped it to cling to our ancient Upanishads. These sacred books gave stimulus to the character of the Samaj and enabled it to develop better and purer ideas of religion. The pure spirit of the Upanishads has been a real help to it. The essence of these *Granths* protects it.

The Adi Somaj aims at restoring the Adi or the ancient religion of *Purana Brahma*, which is Brahmoism. Yet the New Dispensation Brahmos think it to be new. They seem to be always hankering after a new religion. They seem to believe, that like other things the old order of religion must pass away to give place to a new one. But this is absurd, for God is the oldest Entity. As long as He exists the old spirit of religion must exist.

We can boldly affirm that the ancient religion of India which is Brahmoism, is the father of Christianity. Some Brahmos try to prove that Christianity is the father of our religion. How could we grant that Christianity is the father of Brahmoism? Others, even Christians do not say so. Let all Brahmos note the following passage quoted from the paper written by Dr. Fairbarn on Religion in India:—

"And why, the Hindu asks himself, should he accept this western religion? He has one of his own—ancient, potent, elastic; it embodies his instinctive genius, suits his special needs, is older than the Christian, rests on thought he has elaborated and many Western men have learned to admire. To surrender his religion would be to make a complete surrender of himself, his past, his separate mind and being, and to become a mere echo of the civilization he despises."

The Rishis of old exerted themselves for the promotion of true religion. We should labour for the restoration of that religion, and with an increased number of labourers, the Brahmo mission will continue to prosper. It does not matter much to the Adi Brahmos if other Brahmos call Brahmoism Christianity.

HITENDRA NATH TAGORE.

NOTICE.

Catalogue of sanskrit Books Posted free on application to K. Guruswami and Co. 25 Kalkadevi Road, Bombay.

বিজ্ঞাপন।

নূতন পুস্তক! নূতন পুস্তক!

আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত প্রতিঘাত ও সংঘাত।

যদি কেহ ধর্ম্ম সম্বন্ধে বদ্ধমূল ভ্রান্তি দূর করিতে চাও, যদি কেহ দেশব্যাপী মূর্ত্তি-পূজার প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য অবগত হইতে চাও শীঘ্র এই পুস্তক ক্রয় কর। ইহা বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ ও অদ্বিতীয় চিন্তাশীল লেখক্ শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য ৵০। আদি ব্রাহ্মসমাজ পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য

পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত। দ্বিজেন্দ্র বাবুর লেখনী কিরূপ অমৃতনিঃস্যন্দিনী তাহা সর্ব্বসাধারণে জানেন। তিনি স্ত্রীলোকের পাঠোপযোগী করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন। উৎকৃষ্টরূপে মুদ্রিত এবং উৎকৃষ্ট বান্ধাই। মূল্য ।০ চার আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম্মের শেষ শিক্ষা। মোক্ষপ্রদ অধ্যাত্মবিদ্যা

পরলোক ও মুক্তি।

শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ৵০ দুই আনা।

আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তকের তালিকা।

	মূল্য।
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে)	৩॥০
ব্রাহ্মধর্ম্ম (সুলভ সংস্করণ)	॥০
ঐ (ভাল বাঁধা)	৸০
আচার্য্যের উপদেশ প্রথম খণ্ড	॥০
পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম	।০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	॥০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত)	।০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড	।০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম (তাৎপর্য্য সহিত)	।০
ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তর্বাহ্য	২।০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান (ভাল কাগজও ভাল বাঁধা	৫৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (সুলভ সংস্করণ)	৸০
ঐ ঐ (বাঁধা)	১৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস ও ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রদত্ত উপদেশ ও প্রবচন সংগ্রহ একত্রে	৶০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।০
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা	৴০
ব্রহ্মোপাসনা	৴০
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে)	৵০
আত্মতত্ত্ব বিদ্যা	৵০
পরলোক ও মুক্তি	৶০
দশোপদেশ	॥০
মাঘোৎসব	॥০
প্রত্যাহিক ব্রহ্মোপাসনা	৶০
ভগবদ্গীতা সংগ্রহ বঙ্গানুবাদসহ	।০
ধর্ম্ম শিক্ষা	৶০
ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	৴০
রামমোহন রায় (রবীন্দ্র বাবুর কৃত)	৵০
ব্রহ্মসঙ্গীত সম্পূর্ণ (৯ম ভাগ পর্য্যন্ত	১৲
ঐ (ভাল বাঁধা)	১।০
রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গীতাবলী	।০
আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত প্রতিঘাত ও সঙ্ঘাত	৵০

	মূল্য।
	R.A.P.
Hindoo Theism	" 1 "
Theist's Prayer Book	" 1 "
Tuhfatal Muwahhiddin	" 4 "
Doctrine of Christian Resurrection	" 2 "
Offering of Srimat Maharshi Devendernath Tagore	" 1 "
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা ১ম ভাগ	॥০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা দ্বিতীয় ভাগ	৸০
হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা	॥০
সঙ্গীতমঞ্জরী	৵০
বিবিধ প্রবন্ধ (রাজনারায়ণ বসুর কৃত)	১৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের আধ্যাত্মিক অভাব	।০
প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে?	৴০
সারধর্ম্ম (অনুক্রম)	৴০
বৃদ্ধহিন্দুর আশা	৵০
তাম্বুলোপহার ২য় ভাগ	৴০
	R.A.P.
Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj	" 4 "
Brahmic Quest. of the Day	" 6 "
Brahmic Advice, Caution and Help	" 3 "
Adi Brahmo Samaj, its Views and Principles	" 2 "
Adi B. Samaj as a Church	" 3 "
A Reply to the Query "What is Brahmoism?	" 4 "
Theistic Toleration and Diffusion of Theism	" 1 "
সোণার কাটী ও রূপার কাটী	৶০
আর্য্যামী ও সাহেবিআনা	৵০
সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা	৶০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গীতা	১৲
ঐ (বাঁধা)	১৷০
উদ্গীথা	।০
ধর্ম্মমালা	৶১০

একমেবাদ্বিতীয়ং

পঞ্চদশ কল্প

দ্বিতীয় ভাগ।

চৈত্র ব্রাহ্মসম্বৎ ৭১।

৬৯২ সংখ্যা। ১৮২২ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम् सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

JOTINDRO NATH DUT
JANMABHUMI OFFICE
39, Manick Bose's Gh... St. Calcutta

ব্রহ্মোপাসনা	(শ্রীশম্ভুনাথ গড়গড়ি)	...	...	১৮৩
বৰ্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব	(শ্রী চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)	...	...	১৮৬
ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার প্রণালী	(শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু)	...	...	১৮৯
সংবাদ		...	...	১৯৩
Sermons on Maharshi Devendra Nath Tagore.	XIII.			67

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৫৭। কলিগতাব্দ ৫০০১। ৫ চৈত্র সোমবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা ডাক মাশুল ।৶০ আনা। } আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপন।

(নূতন কাব্য গ্রন্থ)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

কণিকা	।।০ আনা
কথা	১৲ টাকা
কাহিনী	১৲ টাকা
কল্পনা	১৲ টাকা

আদি ব্রাহ্মসমাজের ঠিকানায় আমার নিকট কিনিলে ডাক্‌মাশুল লাগিবে না।

শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
প্রকাশক।

জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের
শেষ উপদেশ।

মূল্য দশ আনা মাত্র, ডাকমাশুল একআনা।

বিজ্ঞাপন।

১। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রালয়ে বাঙ্গালা প্রভৃতি সকল রকম পুস্তক চেক্‌দাখিলা চিঠি পত্রাদি সকল প্রকার কার্য্য উচিত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে সমাধা করা যাইবে।

২। মফঃস্বলের গ্রাহকদিগকে তত্ত্ববোধিনীর মূল্য বাবদ স্বতন্ত্র রসিদ দেওয়া যাইবে না; তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে।

৩। মনি অর্ডার, নোট, নগদ টাকা ও অর্দ্ধ আনার ডাকের টিকিট ব্যতীত অন্য প্রকারে তত্ত্ববোধিনীর মূল্য লওয়া যাইবে না।

৪। কোন গ্রাহক স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার নূতন ঠিকানা পত্র দ্বারা না জানাইলে পত্রিকা পাওয়া সম্বন্ধে কোন গোলযোগ জন্য দায়ী নহি।

৫। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ও আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তকাদির মূল্য ও মুদ্রাঙ্কনের টাকা ও চিঠি পত্রাদি কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

৬। টাকা পাঠাইবার সময় মনিঅর্ডার কুপনে নাম, ধাম এবং কি বাবতে কত টাকা পাঠান হইল, স্পষ্ট করিয়া লেখা আবশ্যক।

৭। পত্রিকা বন্ধ করিবার সময় পূর্ব্বপ্রাপ্ত পত্রিকার মূল্য বাকি থাকিলে তাহা শোধ করিয়া দিতে হইবে।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

NOTICE.

Catalogue of sanskrit Books Posted free on application to K. Guruswami and Co.
25 Kalkadevi Road, Bombay.

JANMABHOOMI OFFICE
39, Manick Bos'es Ghat St. Calcutta.

একমেবাদ্বিতীয়ং

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্, সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

পঞ্চদশ কল্প।

দ্বিতীয় ভাগ।

১৮২২ শক।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৫৭। কলিগতাব্দ ৫০০১। ৫ চৈত্র সোমবার।

মূল্য ৪৲ চারি টাকা মাত্র।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পঞ্চদশ কল্পের দ্বিতীয় ভাগের সুচীপত্র /০

বৈশাখ ৬৮১ সংখ্যা।

সময়ের সদ্ব্যবহার ১
মনুষ্যত্ব ৪
আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত এবং সঙ্ঘাত ৭
কৃষ্ণাবতার ১২
Sermons of Maharshi Debendra Nath Tagore IV 17
A Proposal for United work in the Brahmo Samaj 21

জ্যৈষ্ঠ ৬৮২ সংখ্যা।

সাধন ১৭
উদ্বোধন ১৯
উদ্বোধন ২০
প্রকৃতি, কবি ও ঈশ্বরপ্রেম ২১
চিত্তশুদ্ধি ২৫
কৃষ্ণাবতার ২৯
সংবাদ ৩২

আষাঢ় ৬৮৩ সংখ্যা।

পারিবারিক উপাসনায় আচার্য্যের উপদেশ ৩৩
পবিত্রতা ৩৮
অনন্ত সাদৃশ্য উপলব্ধি ৪১
প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের খ্রীষ্টভক্তি ৪২
কৃষ্ণাবতার ৪৪
সংবাদ ৪৭
Babu Pratap Chunder Mazoomdar's Christolatry 23
Sermons of Maharshi Debendra Nath Tagore V 25

শ্রাবণ ৬৮৪ সংখ্যা।

শান্তিসরিৎ ৪৯
ধ্যান ৫১
আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত প্রতিঘাত এবং সঙ্ঘাত ৫২
বুদ্ধ অনুকরণ ৫৪
চিন্তা-কণিকা ৫৫
উৎসব ৫৭
কৃষ্ণাবতার ৬১
The Maharshi's Sermons. 27
Sermons of Maharshi Debendra Math Tagore VI 27
The Celebration of the Maharshi's Eighty Fourth Birth Day 31

ভাদ্র ৬৮৫ সংখ্যা।

প্রসন্নতা ৬৫
বুদ্ধ অনুকরণ ৬৮
পারিবারিক উপাসনায় আচার্য্যের উপদেশ ৬৯
ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশ্বজনীন ও জাতীয় ভাব ৭১
মানবের ভাগ্য স্মরণে ৭৪
কৃষ্ণাবতার ৭৫

আশ্বিন ৬৮৬ সংখ্যা।

শ্রীমন্মহর্ষিদেবের উপদেশ ৭৯
মাতৃদেবো ভব পিতৃদেবো ভব ৮১
নিশীথে ৮৪
বুদ্ধ-অনুকরণ ৮৫
আদি ব্রাহ্মসমাজ ও হিন্দুসমাজ ৮৭
প্রেরিত পত্র ৯১
Sermons of Maharshi Debendra Nath Tagore VII 33
Brahmoism and Chritianity 37

কার্ত্তিক ৬৮৭ সংখ্যা।

পারিবারিক উপাসনায় আচার্য্যের উপদেশ ৯৫
দাম্পত্য-ধর্ম্ম ৯৮
নদীতীরে ১০১
ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার প্রণালী ১০১
নিষ্কামতার আদর্শ ১০৫
Sermons of Maharshi Debendra Nath Tagore. VIII 39

অগ্রহায়ণ ৬৮৮ সংখ্যা।

অমৃতধাম ১১৩
সর্ব্ববিজয়ী ব্রহ্ম-শক্তি ১১৫
ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার প্রণালী ১১৯
কৃষ্ণাবতার ১২৩
সংবাদ ১২৬
Sermons of Maharshi Debendra Nath Tagore IX 43
Brahmoism ; Its Relation to Christianity 47

পৌষ ৬৮৯ সংখ্যা।

শ্রীমন্মহর্ষিদেবের উপদেশ ১২৯
আত্মজ্ঞান ১৩১
কর্ম্মশীলতা ও অধ্যবসায় ১৩০
ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার প্রণালী ১৩৮
বুদ্ধ-অনুকরণ ১৪৩
Sermons of Maharshi Debendra Nath Tagore. X 49
The Tattwabodhini Patrika and the Theosophical Society 53
The Caste System and the Brahmo Samaj 53

মাঘ ৬৯০ সংখ্যা।

শ্রীমন্মহর্ষিদেবের দীক্ষাদিন ১৫৫
শান্তিনিকেতনে দশম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব ১৫৬
সংবাদ ১৬৪
Sermons of Maharshi Debendra Nath Tagore XI 55
Mr. Fletcher Williams' Appeal to Brahmos in Support of Union 58

ফাল্গুন ৬৯১ সংখ্যা।

একসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ ১৬৭
মহর্ষি সন্দর্শন ১৭৮
দীক্ষা ১৮০
প্রেরিত ১৮১
Sermons of Maharshi Debendra Nath Tagore XII 61
The Origin of Brahmoism 65

চৈত্র ৬৯২ সংখ্যা।

ব্রহ্মোপাসনা ১৮৩
বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব ১৮৬
ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার প্রণালী ১৮৯
সংবাদ ১৯৩
Sermons of Maharshi Debendra Nath Tagore 67

অকারাদি বর্ণক্রমে পঞ্চদশ কল্পের দ্বিতীয় ভাগের সূচীপত্র

অনন্ত সাদৃশ্য উপলব্ধি	শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬৮৩, ৪১
অমৃতধাম	শ্রীশম্ভুনাথ গড়গড়ী	৬৮৮, ১১৩
আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত এবং সংঘাত	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬৮১, ৭ ; ৬৮৪, ৫২
আদি ব্রাহ্মসমাজ ও হিন্দুসমাজ	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু	৬৮৬, ৮৭
আত্মজ্ঞান	শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী	৬৮৯, ১৩১
উদ্বোধন	শ্রীশম্ভুনাথ গড়গড়ী	৬৮২, ১৯
উদ্বোধন	শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী	৬৮২, ২০
উৎসব	শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়	৬৮৪, ৫৭
একসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ		৬৯১, ১৬৭
কর্ম্মশীলতা ও অধ্যবসায়	শ্রীশম্ভুনাথ গড়গড়ী	৬৮৯, ১৩৫
কৃষ্ণাবতার	শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়	৬৮১, ১২ ; ৬৮২, ২৯ ; ৬৮৩, ৪৪ ; ৬৮৪, ৬১ ; ৬৮৫, ৭৫ ; ৬৮৮, ১২৩ ;
চিত্তশুদ্ধি	শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী	৬৮২, ২৫
চিন্তা-কণিকা	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু	৬৮৪, ৫৫
দাম্পত্য-ধর্ম্ম	শ্রীশম্ভুনাথ গড়গড়ী	৬৮৭, ৯৮
দীক্ষা		৬৯১, ১৮০
ধ্যান	শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬৮৪, ৫১
নদীতীরে	শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬৮৭, ১০১
নিশীথে	শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬৮৬, ৮৪
নিষ্কামতার আদর্শ	শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী	৬৮৭, ১০৫
পবিত্রতা	শ্রীশম্ভুনাথ গড়গড়ী	৬৮৩, ৩৮
পারিবারিক উপাসনায় আচার্য্যের উপদেশ	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬৮৩, ৩৩ ; ৬৮৫, ৬৯ ; ৬৮৭, ৯৫
প্রকৃতি, কবি ও ঈশ্বরপ্রেম	শ্রীসুরথনাথ মুখোপাধ্যায়	৬৮২, ২১
প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের খ্রীষ্টভক্তি		৬৮৩, ৪২
প্রসন্নতা	শ্রীশম্ভুনাথ গড়গড়ী	৬৮৫, ৬৫
প্রেরিত পত্র		৬৮৬, ৯১
প্রেরিত		৬৯১, ১৮১
বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব	শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়	৬৯২ ১৮৯ ;
বুদ্ধ অনুকরণ	শ্রীনকুড়চন্দ্র বিশ্বাস	৬৮৪, ৫৪ ; ৬৮৫, ৬৮ ; ৬৮৬, ৮৫ ; ৬৮৯, ১৪৩
ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশ্বজনীন ও জাতীয় ভাব	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু	৬৮৫, ৭১
ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার প্রণালী	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু	৬৮৭, ১০১ ; ৬৮৮, ১১৯ ; ৬৮৯, ১৩৮ ; ৬৯২ ১৮৯ ;
ব্রহ্মোপাসনা	শ্রীশম্ভুনাথ গড়গড়ি	৬৯২ ১৮৩ ;
মনুষ্যত্ব	শ্রীশিবধন বিদ্যার্ণব	৬৮১, ৪
মহর্ষি সন্দর্শন	শ্রীশিবধন বিদ্যার্ণব	৬৯১, ১৭৮
মানবের ভাগ্য স্মরণে	শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬৮৫, ৭৪
মাতৃদেবো ভব পিতৃদেবো ভব	শ্রীশম্ভুনাথ গড়গড়ী	৬৮৬, ৮১
শান্তিনিকেতনে দশম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব		৬৯০, ১৪৬
শান্তিসরিৎ	শ্রীমহেন্দ্রনাথ হালদার	৬৮৪, ৪৯
সাধন	শ্রীশম্ভুনাথ গড়গড়ী	৬৮২, ১৭
সংবাদ		৬৮২, ৩২ ; ৬৮৩, ৪৭ ; ৬৮৮, ১২৬ ; ৬১০, ১৬৪ ; ১৯২ ১৯৩ ;
সময়ের সদ্ব্যবহার	শ্রীশম্ভুনাথ গড়গড়ী	৬৮১, ১
সর্ব্ববিজয়ী ব্রহ্ম-শক্তি	শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী	৬৮৮,১১৫
শ্রীমন্মহর্ষিদেবের দীক্ষাদিন	শ্রীশিবধন বিদ্যার্ণব	৬৯০, ১৪৫
শ্রীমন্মহর্ষিদেবের উপদেশ	শ্রীশিবধন বিদ্যার্ণব	৬৮৬, ৭৯ ; ৬৮৯, ১২৯
A Proposal for United work in the Brahmo Samaj		৬৮১ ২১ ;
Babu Pertap Chunder Mazoomdar's Christolatry		৬৮৩ ২৩ ;
Brahmoism and Christianity		৬৮৬ ৩৭ ;
Brahmoism Its Relation to Christianity		৬৮৮ ৪৭ ;
Mr. Fletcher Williams' Appeal to Brahmos in Support of Union.		৬৯০ ৫৮ ;
Sermons of Maharshi Debendra Nath Tagore.		৬৮১ ১৭ ; ৬৮৩ ২৬ ; ৬৮৪ ২৭ ; ৬৮৬ ৩৩ ; ৬৮৭ ৩৯ ; ৬৮৮ ৪৩ ; ৬৮৯ ৪৯ ; ৬৯০ ৫৫ ; ৬৯১ ৬১ ;
The Maharshi's Sermons		৬৮৪ ২৭ ; ৬৯২ ৬৭ ;
The Celebration of the Maharshi's Eighty Forth Birth day		৬৮৪ ৩১ ;
The Tattwabodhini Patrika and the Theosophical Society		৬৮৯ ৫৩ ;
The Caste System and the Brahmo Samaj		৬৮৯ ৫৩ ;
The Origin of Brahmoism		৬৯১ ৬৫ ;

একমেবাদ্বিতীয়ং

পঞ্চদশ কল্প

দ্বিতীয় ভাগ।

চৈত্র ব্রাহ্মসম্বৎ ৭১।

৬৯২ সংখ্যা | ১৮২২ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

১৮২২ শক, ১১ই পৌষ বুধবার।

ব্রহ্মোপাসনা।

আকাশে যেমন চন্দ্রমা, সরোবরে যেমন শতদল পদ্ম শোভা পায়, হৃদয়ে তেমনি ব্রহ্মোপাসনা শোভা ধারণ করে। ব্রহ্মোপাসনা যে কেবল হৃদয়ের শোভা, তাহা নহে; ইহা হৃদয়ের বল, আত্মার অন্ন-পান। অর্থ না বুঝিয়া কতকগুলি মন্ত্রপাঠের নাম ব্রহ্মোপাসনা নহে। ঈশ্বরকে হৃদয় দান করিয়া তাঁহার নিকটে আত্মনিবেদন করাই প্রকৃত উপাসনা। এই ব্রহ্মোপাসনা তিন ভাগে বিভক্ত। কৃতজ্ঞতা, প্রার্থনা ও সমাধি। পশুরা ঈশ্বরের নিকট হইতে আহার পান প্রভৃতি নানা প্রকার উপকার প্রাপ্ত হয়; কিন্তু তাহারা কৃতজ্ঞতা কাহাকে বলে জানে না। কৃতজ্ঞতা হইতে যে আশ্চর্য্য সুখ উদ্ভূত হয় তাহা তাহারা অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু আমরা মনুষ্য হইয়া কি ঈশ্বরের নিকটে কৃতজ্ঞ হইব না? কৃতজ্ঞতাজনিত সুখ অনুভব করিব না? আমরা যা কিছু সুখ সম্পদ ব্রহ্মানন্দ ভোগ করি, সকলই যে করুণাময়ের দান, এ কথা আমরা কি প্রকারে বিস্মৃত হই। মা যেমন শিশুকে স্নেহের সহিত স্বীয় ক্রোড়ে রাখিয়া, আগে আপনি হাসিয়া, পরে তাহাকে হাসাইয়া দেন, করুণাময়ী পরম মাতাও তেমনি প্রকৃতির মধ্য দিয়া মধুর হাসি হাসিয়া তাঁহার ভাবুক ভক্ত সন্তানদিগকে আহ্লাদিত করেন। তাঁহার নীলাকাশে চন্দ্রমা, সরোবরে পদ্ম ও রাজহংস, কানন ও উদ্যানে বিকসিত গোলাপ প্রভৃতি পুষ্প দেখিলে কোন্ হৃদয়ে না আহ্লাদ জন্মে? কোন্ মুখমণ্ডলে না সুখের হাসি ক্রীড়া করে?

তাঁহার প্রদত্ত অতুল্য মাতৃস্নেহ, অপ্রতিম পবিত্রতার প্রেম, গুরুদত্ত স্নেহসম্বলিত স্বর্গীয় উপদেশের মধ্যে তাঁহার স্নেহ উপলব্ধি করিয়া, আমরা তাঁহার প্রতি কি কৃতজ্ঞ হইব না? হৃদয়কন্দর হইতে কৃতজ্ঞতার উৎস উৎসারিত হইয়া কি তাঁহার পাদ-পদ্ম বিধৌত করিবে না?

সজন নগরে কি বিজন গহনে, যেথানেই আমরা থাকি না কেন, কাহার কৃপায়

অন্ন জল প্রাপ্ত হই? কাহার কৃপায় দারুণ দারিদ্র্য যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হই? যে শোকাশ্রু পৃথিবীতে কেহই মার্জ্জনা করিতে পারে না, কে নিশীথে নির্জ্জনে সকলের অজ্ঞাতসারে তাহা কোমল হস্তে মার্জ্জনা করেন? যে পাপরূপ কঠিন প্রস্তর, হৃদয়ে গাঢ়রূপে বসিয়া গিয়াছে, কাহার করুণাস্রোতের প্রবল বেগে তাহা স্খলিত হইয়া শত যোজন দূরে নিক্ষিপ্ত হয়? অতএব এত দয়া প্রাপ্ত হইয়া—মনুষ্য হইয়া আমরা যেন, প্রতিদিন তাঁহার পবিত্র চরণে কৃতজ্ঞতা-পুষ্প বিকীর্ণ করিতে পারি। ইহাতে কত যে সুখ, তাহা আমরা আপনারাই অনুভব করিতে পারিব।

উপাসনার দ্বিতীয় অঙ্গ প্রার্থনা। এই প্রার্থনা ব্যতীত আমরা জীবন ধারণই করিতে পারি না। ঈশ্বর আমাদিগকে স্বাধীন করিয়া দিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিয়াছেন, অথচ আমাদের সঙ্গে সঙ্গেও আছেন। আমাদের ভাব গতি সকলই দেখিতেছেন। তিনি শক্তিতে পরিপূর্ণ আর আমরা অপূর্ণ জীব—দুর্বল। যখনই আপনার দুর্বলতা অনুভব করি—তখনই তাঁহার নিকট বল ভিক্ষা করিতে বাধ্য হই। তিনি সর্ব্বজ্ঞ তথাপি আমরা তাঁহাকে কোন কথা না জানাইয়া থাকিতে পারি না। ইহাই আমাদের প্রকৃতিগত টান। ইহাতে তর্ক যুক্তি চলে না। অনেকে বলেন তিনি আমাদের সম্বন্ধে যাহা ভাল বুঝেন তাহাই করিবেন, আমাদের কোন কিছু তাঁহাকে জানাইবার প্রয়োজন নাই। আমরা কিন্তু এ কথার অর্থ বুঝিতে পারি না।

বালকের বল যেমন রোদন, আমাদের বল তেমনি প্রার্থনা। পরের অমঙ্গল কামনা ব্যতীত আমরা তাঁহার নিকট, আমাদের হৃদয়ের সকল প্রকার নির্ম্মলতম প্রার্থনাই জানাইতে পারি। তিনি বাঞ্ছাকল্পতরু, তাঁহার পদতলে আমরা সকল কামনাই অর্পণ করিতে পারি। নিষ্পাপ হৃদয়ে যদি তাঁহার নিকটে কোন কামনা করি, আর সেই কামনা সিদ্ধ হওয়া যদি আমাদের নিতান্ত প্রয়োজন ও মঙ্গলকর হয়, তাহা হইলে তাহা সিদ্ধ না হইয়া যায় না। ইহা তর্কের কথা—পুস্তকের কথা নহে। অনেকে জীবনে ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। জীবন-পুস্তকে তিনি যাহা লিখিয়া দেন, তাহা পড়িতে হয়। তিনি যে জাগ্রত দেবতা এই তাহার প্রমাণ। ইহা অপেক্ষা উচ্চতর উৎকৃষ্টতর প্রমাণ আর নাই।

যাঁহারা হৃদয়ের সহিত প্রার্থনা করেন, জীবনে প্রার্থনার বল তাঁহারা শতবার পরীক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদের বিশ্বাস স্বতন্ত্র ও আশ্চর্য্য। একদা আমি বাহারগড়ে প্রচারার্থ যাইয়াছিলাম, সন্ধ্যার সময় সমাজ মন্দিরের সম্মুখস্থ চন্দ্রাতপ-আচ্ছাদিত একটা খোলা স্থানের মধ্যে যখন বেদিতে আসীন হইলাম, তখন একটু একটু করিয়া ঝড় উঠিতে আরম্ভ হইল। আমি উপাসনার বিঘ্ন আশঙ্কা করিয়া বেদি হইতে উঠিয়া সমাজ-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তথায় উপাসনাদি করিলাম। আমার উপদেষ্টা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একদা আমার মুখে শ্রবণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি উঠলে" আমি তাঁহার অর্থপূর্ণ কথা শুনিয়া স্তম্ভিত ও লজ্জিত হইলাম। ভাবিলাম আমার হৃদয়ে সে বল—সে প্রার্থনার বল কোথায়? যাহার দ্বারা সে ঝড়কে নিরস্ত করিতে পারি। কিন্তু তাঁর মনের কথা ত বুঝিলাম। সে কথা এই যে হৃদয়ের প্রার্থনা দ্বারা অসম্ভবও সম্ভব

হইতে পারে। বুঝিলাম তিনি প্রকৃত যোগবলের কথাই ইঙ্গিত করিতেছিলেন।

একদা ঈশ্বরের কোন পদানত ভৃত্য ঘোরতর সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন। তিনি তাঁহার হৃদয়বেদনা দিনে নিশীথে শয়নে স্বপ্নে তাঁহাকে জানাইতেছিলেন। তিনি পৃথিবীতে কোন দেবতুল্য মনুষ্যের নিকটে বিপদ উদ্ধারের আশা রাখেন। সে মনুষ্য তখন পাঁচ শত ক্রোশ দূরে রহিয়াছেন। একদা তিনি সহসা দেখেন যে সেই দেবতুল্য মনুষ্য তাঁহার গৃহপ্রাঙ্গণের অনতিদূরে সমাগত হইয়াছেন। ঈশ্বরের ভৃত্য যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহাই হইল। তিনি সেই ভগবৎ-ভক্তের সাহায্যে বিপদ হইতে মুক্ত হইলেন। এ সকলই কি আপনা হইতে হইল? কখনই নহে। হৃদ্গত প্রার্থনা যে তাঁহার চরণের নিকট পৌঁছিয়া থাকে ইহা তাহারি অকাট্য প্রমাণ ইহাতে আর সংশয় নাই।

উপাসনার শেষ ও উৎকৃষ্ট অঙ্গ—সমাধি। সংসারের সকল চিন্তা ভুলিয়া আপনার হৃদিস্থিত পরব্রহ্মে নিমগ্ন হওয়াই সমাধি। সমাধি বড় কঠিন ব্যাপার। বহু অভ্যাসে ইহা আয়ত্ত হয়। আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিবার সময় প্রথম প্রথম কঠিন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়। একবার আত্মা পরমাত্মায় সংলগ্ন হয়, আবার বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। কত অভ্যস্ত চিন্তা আসিয়া তাহাকে গভীর ঈশ্বরচিন্তা হইতে বিচ্যুত করে। আত্মা ভাবিতে চায় ঈশ্বর, আসিয়া উপস্থিত হয় ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের নানা বিষয়। তাহাতেই চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়। এই বিক্ষিপ্ততাই সমাধির ব্যাঘাত উপস্থিত করে। পুনঃ পুনঃ প্রত্যাহার অভ্যাস দ্বারা এবং ঈশ্বরের করুণা প্রার্থনা দ্বারা এই বিক্ষিপ্ততাকে যোগীরা পরিহার করিয়া থাকেন। দেখ এখানেও প্রার্থনার বল লক্ষিত হইতেছে। সুতরাং প্রতিপন্ন হইল যোগীর চেষ্টাতে দৈববল অবতীর্ণ না হইলে, তিনি কেবল মাত্র নিজ বলে নিজ চেষ্টায় কিছুই করিতে পারেন না।

এই সমাধি দুই প্রকার। এক এই, সাধক বহুক্ষণ ঈশ্বরে নিমগ্ন থাকিয়া, পুনর্ব্বার তাঁহার আদিষ্ট কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিয়া আইসেন। সে অবস্থায় তিনি অপূর্ব্ব জ্যোতি ধারণ করিয়া সংসারে বিচরণ করেন। তখন তাঁহার বাক্য মধুময় ও কার্য্য অমৃতময় হইয়া থাকে। চন্দ্র যেমন সূর্য্যের জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ হইয়া সকলের মন হরণ করেন, তিনিও তেমনি তখন সেই ঈশ্বরের জ্যোতি ধারণ করিয়া দেবশ্রী প্রাপ্ত হন। ঈশ্বরের গুণ সকল তাঁহার আত্মায় প্রবিষ্ট হয়। তখন তিনি সকলের মঙ্গলের জন্য জীবন ধারণ করেন। সে জীবন অমূল্য রত্ন—পৃথিবীতে দুর্লভ পদার্থ। দ্বিতীয় প্রকারের সমাধি তাঁহাতে চিরনিমগ্ন হওয়া। সে সমাধি হইতে আত্মা আর সংসারে ফিরে না। সেই প্রগাঢ় সমাধির অবস্থাতেই তিনি পরব্রহ্মে একবারে ডুবিয়া যান। তাঁর অচলবৎ শরীর ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর সহিত একীভূত হয়—তাঁহার আত্মা ঈশ্বরে মিলিত হয়। তিনি অনন্ত কাল তাঁহার অমৃতময় ক্রোড়ে থাকিয়া অমৃত পান করিতে থাকেন। হা! ক্ষুদ্র কীট আমরা, সে অমৃত পানের আনন্দ আমরা কি প্রকারে এ মলিন অবস্থায় অনুভব করিব? হে দেব! দুর্ব্বলের বল। আমরা নিতান্ত দুর্ব্বল। তোমার দুর্জ্জয় শক্তির বিন্দু মাত্র না পাইলে, হৃদয়ের ভিতরে তুমুল সংগ্রামে কি প্রকারে জয়লাভ করিব।

"ঘোর নিষ্ঠুর রিপু, অন্তরে বাহিরে,
ভীত অতি আমি, এ অন্ধকারে।"
"বিষয় মোহার্ণবে মগন হোয়ে ডাকিহে,
দীন হীনে প্রভু রাখো রাখো।"

পিতা! তুমি আমাদিগকে তোমার চরণে অবনত ও কৃতজ্ঞ করিয়া রাখ। তুমি আমাদিগকে উপাসনাশীল—প্রার্থনাশীল ও সমাধিনিরত কর। এই আমাদের তোমার নিকটে প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব।

(বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী হইতে উদ্ধৃত)

দেখিতে দেখিতে সম্বৎসর কাল চলিয়া গেল, আমরা অদ্যকার দিবসে ব্রাহ্মসমাজের জীবনের আর এক নব বর্ষে প্রবেশ করিলাম। প্রতিদিন প্রাতে সায়াহ্নে আমরা যাঁহার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়াছি, প্রতি সপ্তাহে যাঁহার করুণা বিশেষ ভাবে এই সমাজ মন্দিরে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, ধর্ম্মের দিকে, কল্যাণের দিকে যিনি নিয়ত কাল আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছেন, পাপতাপের নিদারুণ আক্রমণ হইতে যিনি ইহ জীবনে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন, যিনি প্রতি পদে সংসারের অনিত্যতা বিশদ ভাবে আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছেন, যাঁহার জ্বলন্ত জ্যোতিঃ ধ্রুব তারার ন্যায় আমাদের এই জীবনপথের সম্মুখে জ্বলিতেছে, যাঁহার তাপহরণ শান্তিময় ক্রোড় ধনী দরিদ্র সকলের নিকটে তুল্যভাবে প্রসারিত রহিয়াছে, আজ তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিন। নিজ নিজ ক্ষুদ্র জীবন-পুস্তক উদ্ঘাটন কর দেখিবে তাঁহারই করুণার গান প্রতি পত্রে প্রতি ছত্রে জ্বলন্ত অক্ষরে খোদিত রহিয়াছে। "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" কোথায় কিছু ছিল না, চারি দিক নিবিড় অন্ধকারে আবৃত ছিল; তিনি ইচ্ছা করিলেন আর এ সমস্ত প্রসূত হইল। তিনি নিজে যে আনন্দে নিমগ্ন, তাহার কণামাত্র যাহাতে অপরে উপভোগ করিতে পারে, সেই কারণেই উপরে তারকাখচিত নীলাকাশ, এই সুশোভন বসুন্ধরা, ওষধি, বনস্পতি, পশু পক্ষীর সৃষ্টি হইল। এই জগৎ রচনায় তাঁহার অনুপম শিল্পচাতুরী দেখিয়া তাঁহার সন্ধান লাভে মহত্তর আনন্দে বিভোর হইবার জন্য মানবকুলের সংরচনা হইল। উপনিষদের গুরু গম্ভীর ভাব, বিজ্ঞানের শেষ সিদ্ধান্ত এই বলিয়াই সৃষ্টিতত্ত্বের মীমাংসা করিতেছে।

স্থিরভাবে আলোচনা কর নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবে মনুষ্য-জীবন ব্যর্থ হইবার জন্য জগতে আহূত হয় নাই, কালের ক্রীড়নক হইয়া একবার প্রমোদের হিল্লোলে, পর ক্ষণে বিপদের প্রবল ঝটিকায় বিতাড়িত হইয়া শত বর্ষ পরিমাণ কোন প্রকারে তিষ্ঠিবার জন্য মানবাত্মার আগমন নহে। এত উচ্চ আশা, এত কামনা, দয়াভক্তিপ্রেম অঙ্কুরোদ্গমে বিশুষ্ক হইবার জন্য আত্মার সহিত জড় দেহকে আশ্রয় করে নাই। ধর্ম্মের নামে তুমি যে এত নিগ্রহ ভোগ করিতেছ, আর একজন অধর্ম্মের মধ্যে আপনার সৌভাগ্যের পত্তন করিয়া সুখসম্পদে স্ফীত হইয়া বেড়াইতেছে, সত্য সত্য ঈশ্বরের অক্ষয় ন্যায় তাঁহার সূক্ষ্ম বিচারে কলঙ্কারোপ করিবার জন্য মানবের সৃষ্টি নহে। জগতে যে শত শত অসামঞ্জস্যের অভিনয় নিত্য দেখিয়া পরিতাপে মরিতেছ, অন্ততঃ ইহা হইতেই বুঝিয়া লও যে, তোমার এই দগ্ধ জীবনের

ভবিষ্যতে এমন এক সুপ্রশস্ত লীলাভূমি নিশ্চয়ই আছে, যেখানে শোকাশ্রুর মার্জ্জনা হইবে, ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে, পাপের শাসন হইবে, এখানে যাহার প্রতীকার অপূর্ণ রহিয়াছে, সেখানে তাহার পরিসমাপ্তি হইবে। বুঝিতে হইবে জড় রাজ্যে যাঁহার এত সুনিপুণ অত্যাশ্চর্য্য কৌশল পরিনিহিত, আধ্যাত্মিক রাজ্যে তদপেক্ষাও মহত্তর মহিমা সহস্রগুণে উদ্ভাসিত থাকাই স্বাভাবিক। এখানে ভবিষ্যত বলিয়া যাহা অনুমান করিতেছ যখন সেই পরোক্ষ লোক বর্ত্তমানের ন্যায় পূর্ণভাবে ভোগ করিবার অবসর মিলিবে, তখন সুস্পষ্ট বুঝিবে ঈশ্বরের অক্ষয় ন্যায় লোক হইতে লোকান্তরের ভিতরে কেমন অনুস্যূত, কেমন সুন্দরভাবে গ্রথিত। এই বর্ত্তমান জীবন আত্মার শেষ পরিণাম নহে; কেবল এ জগতের ঘটনাচক্র স্থূল দৃষ্টিতে দেখিয়া সমুদয় রহস্য ভেদ করিতে পারিবে না। বালক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের তাড়না, বেত্রাঘাত, গৃহে বিদ্যালাভের জন্য পিতামাতার নিগ্রহ দেখিয়া যদি শিক্ষকের বা জনক জননীর করুণার পরিমাণ করিতে গিয়া কোনরূপ অসঙ্গত সিদ্ধান্ত করে, তবে যেমন তাহা প্রকৃত সত্য হইতে বহু দূরে, তেমনি যাঁহার করুণার লেশ মাত্র পিতামাতার বা গুরুর হৃদয়ে বাস করিতেছে বলিয়া আমরা জীবিত রহিয়াছি, বর্ত্তমান ঘটনা স্রোত দেখিয়া স্থূল দৃষ্টিতে যদি তাঁহাকে দয়াময় পিতা বলিতে না পারি, তবে আমাদের সে রোগের ঔষধ কি? বাস্তবিকই উহারই সিদ্ধান্ত করিবার জন্য মনুষ্যসৃষ্টির প্রথম অবস্থা হইতেই প্রশ্ন চলিতেছে। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, তন্ত্র, বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ধর্ম্মপুস্তক আকুল হইয়া তাহারই আলোচনা করিতেছে। আমরা ধর্ম্মের ছায়ায় যে আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছি, সাংসারিক দারুণ বিপ্লবে পড়িয়া আমরাও সকল সময়ে মস্তিষ্ক স্থির রাখিতে পারি না। সেই জন্যই সকলশাস্ত্র প্রকাশ্যে বলিতেছেন, ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপে বিশ্বাস কর; এ বিশ্বাস অন্ধ বিশ্বাস নহে, কিন্তু প্রখর যুক্তির উপরে ইহা প্রতিষ্ঠিত। সৃষ্টিকৌশল এবং স্রষ্টার অপরিমেয় জ্ঞানের উপর তোমার অটল নির্ভর আছে বলিয়াই তুমি এখানে বসিয়াই বলিতে পার কল্য প্রভাতে এত ঘণ্টা এত মিনিট বা সেকেণ্ডে সূর্য্যোদয় হইবে, নির্দ্দিষ্ট দিবসে নির্দ্দিষ্ট সময়ে সূর্য্য গ্রহণ হইবে, নির্দ্দিষ্ট বর্ষে ধূমকেতু আকাশে উদিত হইবে। জড় জগতের নিয়ন্তার প্রতিষ্ঠিত অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের উপরে তোমার অটল নির্ভর, ধর্ম্মজগতের রাজা বলিয়া তাঁহার উপর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নিয়মের প্রতি কি তোমার কোন নির্ভর নাই? পাপের তীব্র অনুশোচনায় পুণ্যের স্নিগ্ধ আত্মপ্রসাদের প্রত্যক্ষ ফলাফল দেখিয়াও কি ঈশ্বরের ন্যায়দণ্ডের পরিচালনা সম্বন্ধে মনে সংশয়কে স্থান দাও? সেই জন্যই বলিতেছি আত্মবঞ্চনা করিয়া অন্তরে হলাহল পোষণ করিও না। ধর্ম্ম সাহিত্যের বর্ণমালা, ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপে বিশ্বাস স্থির করিবার জন্য নিরন্তর বলিতেছে, এই বিশ্বাসের উপরেই ধর্ম্মের পত্তন; উপাসনা ও সাধনা এই বিশ্বাসেরই আনুসঙ্গিক। সত্য সত্য এই জগৎ কিছু আপনা হইতে হয় নাই। এত কৌশল, এত বিজ্ঞান কিছু অন্ধ শক্তির কার্য্য নহে। শক্তির পশ্চাতে শক্তিমান রহিয়াছেন, কৌশলের অন্তরালে কৌশলবান স্রষ্টা রহিয়াছেন। সৃষ্টির উপাদান হইতে কালবশে এই জগৎ বর্ত্তমান অবস্থায় আপনা আপনি

আসিতে পারে না। মুদ্রাযন্ত্রের অক্ষরাবলী এক স্থানে স্তূপাকার করিয়া সহস্র বর্ষ ধরিয়া রাখিয়া দিলেও ঘটনাবশে তাহারা পার্শ্বে পার্শ্বে সজ্জিত হইয়া অর্থপূর্ণ কাব্য সাহিত্য প্রসব করিতে পারে না। ইচ্ছাবান শক্তি বা পুরুষ অক্ষরগুলি যোজনা করিয়া ও মসিলিপ্ত করিয়া যন্ত্রে মুদ্রিত করিয়া দেয় বলিয়াই পুস্তকে অর্থযুক্ত ভাবের উদ্ভাবনা দেখি। ইচ্ছাবান পুরুষের অভাবে এক পংক্তিরও উৎপত্তি অসম্ভব। আর এই জগৎ আপনা আপনি কালবশে রচিত হইল ইহা তোমার বৃথা জ্ঞানের আস্ফালন ও অভিমানের জল্পনা। তুমি একটী পরমাণুর প্রকৃতি বুঝিতে পার না, অযুত অগণ্য উদ্ভিদ জীব জন্তুসমন্বিত কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিরহস্য, ঈশ্বরকে ছাড়িয়া নিজ বাতুলতায় উদ্ভেদ করিতে যাও কি বিড়ম্বনা!

তুমি গণিত বিজ্ঞানের আলোচনায় প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পার, তাই বলিয়া ঈশ্বরতত্ত্বের মীমাংসা, আধ্যাত্মিক তত্ত্বের নির্ণয় এত সহজে করিতে যাইও না। চিকিৎসকের নিকট গণিতের সমাধান, বৈয়াকরণিকের নিকট জ্যামিতির তত্ত্ব নির্ণয়, বা পৌরাণিকের নিকট দর্শনের মীমাংসা প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা কোথায়? সেইরূপ যাহারা জড়-বিজ্ঞান বা মনস্তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও আত্মাত্মিক তত্ত্ব বুঝিতে হইবে, জানিতে হইবে, শিক্ষা করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষা দুর্লভ, নাস্তিক্যবাদের আপাতরমণীয় ভাবের মধ্যে তাহা নিতান্তই দুষ্প্রাপ্য। যৌবনের স্বেচ্ছাচারোন্মুখ বৃত্তি প্রবৃত্তির নিকট ধর্ম্মের মর্ম্মকথা, ক্রীড়াপ্রবণ বালকের নিকট শিক্ষকের উপদেশ ও তাড়নার ন্যায় বড়ই অসহ্য ও কঠোর। কিন্তু তাই বলিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব ঈশ্বরতত্ত্ব নিরর্থক বা অশ্রদ্ধেয় নহে। কাব্য, জ্যোতিষ রসায়নে শিক্ষা লাভ করিয়া কৃতবিদ্য হইয়াছ, এক্ষণে ভারতের প্রাচীন ঋষিগণের নিকটে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য অবনত মস্তকে অগ্রসর হও। এই স্বতন্ত্র রাজ্যের নূতনতর শিক্ষায় তোমার হৃদয় কোমল হইবে, অস্তিক্য বুদ্ধি বিকসিত হইবে ঈশ্বরের জন্য পিপাসা সঞ্জাত ও ক্রমিকই পরিবর্দ্ধিত হইবে। জীবনের মহত্তর উদ্দেশ্য তোমার নিকট প্রহেলিকার ন্যায় তমসাচ্ছন্ন থাকিবে না। তোমার দৃষ্টি ইহলোকের গণ্ডী ভেদ করিয়া পরলোকের রহস্য বুঝিতে পারিবে, তখন তুমি ধন্য হইয়া তোমার পূর্ব্ব পিতৃপিতামহগণের সহিত বলিতে পারিবে, "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" আনন্দ হইতেই জগতের উৎপত্তি, আনন্দেই ইহার স্থিতি এবং আনন্দেই ইহার নিবৃত্তি। আপনাকে দুর্ব্বল জানিয়া ঈশ্বরের উপর নির্ভর তোমার জীবনের ব্রত হইবে, পাপের মলিনতা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঈশ্বরের অমোঘ সাহায্য ভিক্ষা তোমার জীবনের কার্য্য হইবে এবং তাঁহারই মহিমা প্রচারে দুর্ব্বল ভ্রাতৃবর্গকে বিপথ হইতে সুপথে আনিবার জন্য তোমার ব্যাকুলতা জন্মিবে।

হে পরমাত্মন্! আমরা যে তোমার নিকট আসিয়াছি তাহা কেবল তোমাকেই দর্শন করিবার জন্য। তুমি আমাদের দৈববুদ্ধিকে প্রস্ফুটিত কর। তোমার অতীন্দ্রিয় রূপ আমাদের মানস পটে বিকাশিত কর। পথহারা আমরা, আমাদিগকে সুপথে পরিচালিত কর। সংসারের বিপদে মুহ্যমান, তোমার সুশীতল শান্তি বারি বিকীর্ণ কর। আমরা অন্ধ, তোমার

সত্যের জ্যোতি বিকীর্ণ কর। তোমাকে দেখিয়া সকল সংশয় বিছিন্ন হউক, আত্মার জড়তা নিবৃত্ত হউক। হৃদয়ে অপরাজিত বল অবতরণ করুক। তোমার নামে সত্যের মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত হউক, জগতের বিবাদ কলহ প্রশান্ত হউক, ভ্রাতৃভাব বিবর্দ্ধিত হউক, অহঙ্কার বিচূর্ণ হউক, হৃদয় মধুময় হউক, সকলের হৃদয়ে তোমার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হউক, তোমার ধর্ম্ম জয়যুক্ত হউক। করযোড়ে তোমার নিকট এই মাত্র ভিক্ষা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার প্রণালী।

১লা পৌষের তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকায় ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার প্রণালী সম্বন্ধে যে একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, সংক্ষেপে আমরা তাহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

তত্ত্বকৌমুদী বলেন;—ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্ব প্রবন্ধের উক্তি সম্বন্ধে তত্ত্ববোধিনী লিখিয়াছেন "বেদবেদান্ত প্রভৃতি হিন্দুজাতির সকল সম্প্রদায়ের পূজ্য যে শাস্ত্র গ্রন্থ প্রধানতঃ তাহা হইতেই ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রতিপাদক শ্লোক সমূহ "ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। পুরাণগুলি সকল হিন্দুর পূজ্য গ্রন্থ নহে, অতএব উহা হইতে শ্লোক সংগ্রহ না করাতে, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রণয়নের যে উদ্দেশ্য তাহা সংসাধনের সহায়তাই করা হইয়াছে" ইত্যাদি। তত্ত্ববোধিনীর এই উক্তি দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত অব্যাহত থাকিতেছে না। কারণ তিনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন, "ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রাণ সত্য। যেখানেই সত্য প্রাপ্ত হওয়া যাউক না কেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম সেখান হইতেই সত্য আহরণ করিতে প্রস্তুত।" ব্রাহ্মধর্ম্মের এই প্রকৃতিকে অব্যাহত রাখিতে হইলে, কেবল যাহা "হিন্দুজাতির সকল সম্প্রদায়ের পূজ্য" তাহা সংগ্রহ করিলেই হইবে না। যাহা সত্য তাহাই সংগ্রহ করিতে হইবে।"

তত্ত্বকৌমুদীর যুক্তির সারবত্তা আমরা দেখিতে পাইলাম না। পুরাণগুলিতে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিপাদ্য এমন কোন প্রধান সত্য দেখা যায় না যাহা বেদ বেদান্তাদিতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যদি তাহা দেখা যাইত তাহা হইলে পুরাণাদি হইতে সত্য সংগ্রহ না করিয়া "ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ" প্রণয়ন করা অনুচিত হইত। যদি এমন হইত যে বেদ বেদান্তাদিতে ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রতিপাদ্য সত্য যেমন আছে, তাহা বেদ বেদান্তাদিতে না থাকিয়া কেবল পুরাণাদিতেই থাকিত, তাহা হইলে আদি সমাজ বেদ বেদান্তাদির সহিত কোন সংশ্রব না রাখিয়া পুরাণাদি হইতেই সত্য সংগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেন। কেবল যে হিন্দুজাতির সর্ব্বসম্প্রদায়ের পূজ্য বলিয়া বেদ বেদান্ত হইতে "ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে" সত্য সংগৃহীত হইয়াছে তাহা নহে, ঐ সকল সত্য ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রতিপাদ্য প্রধান সত্য বলিয়া ঐ সকল গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। বেদ বেদান্তাদি হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের যে সকল সত্য সম্বন্ধীয় বচন লইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে, সেই সকল সত্য অর্থাৎ ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রধান সত্য সকল সম্বন্ধে পুরণাদিতেও বচন পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা যখন হিন্দুর সর্ব্ব সম্প্রদায়ের পূজ্য বেদ বেদান্তাদি হইতে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, তখন আদি সমাজ প্রচারের সুবিধার্থে পুরাণাদি হইতে তাহা

না লইয়া কেবল বেদবেদান্তাদি হইতে লইতেছেন। ইহা দ্বারা আদি সমাজ সত্য গ্রহণ বা আহরণের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন না, সত্য-প্রাণ ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতিকে কোন রূপে ব্যাহত করিতেছেন না, বরং হিন্দু জাতির মধ্যে সহজে ও সত্বর সত্য প্রচারের বিশেষ সহায়তাই করিতেছেন।

তত্ত্বকৌমুদী বলেন,—“অনুরাগ বিরাগ নিরপেক্ষ হইয়া সত্য গ্রহণ ও প্রচার করাই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি। সুতরাং হিন্দু জাতির সকল সম্প্রদায়ের পূজ্য কি না তাহা লক্ষ্য স্থলে না রাখিয়া, সত্য কি না, তাহাই লক্ষ্য স্থলে রাখিতে হইবে।” আদি ব্রাহ্মসমাজ সত্য ও লোকের অনুরাগ বিরাগ, সত্য ও হিন্দু জাতির সর্ব্ব সম্প্রদায়ের পূজ্য কি না, এই উভয়ই লক্ষ্য স্থলে রাখিয়া “ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ” প্রণয়ন করিয়াছেন। এরূপ করিতে গিয়া একটীর জন্য অপরটীকে বিসর্জ্জন করেন নাই। হিন্দুর সকল সম্প্রদায়ের পূজ্য যে শাস্ত্র তাহা হইতেই যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রধান ও প্রকৃত সত্যগুলি, যাহা প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহাই পাওয়া যায়, তাহা হইলে যে শাস্ত্র হিন্দুর সকল সম্প্রদায়ের পূজ্য নহে, তাহার সাহায্য গ্রহণের কি প্রয়োজনীয়তা আছে আমরা বুঝিতে অক্ষম। তবে ব্রাহ্মগণ স্বজাতীয় ব্যক্তিগণের অনুরাগ বিরাগে ভ্রুক্ষেপ করেন না। এই ভাবটী যদি তত্ত্বকৌমুদী ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার প্রণালীর মূল সূত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে পরামর্শ দেন তাহা হইলেই তিনি প্রয়োজন না থাকিলেও (প্রয়োজনীয়তা যে নাই তাহা আমরা উপরে দেখাইয়াছি) “ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে” সর্ব্বসাধারণ হিন্দুর পূজ্য অপূজ্য সর্ব্ব শাস্ত্র হইতে বচন উদ্ধৃত করিতে বলিতে পারেন, নচেৎ নহে।

তত্ত্বকৌমুদী লিখিতেছেন;—“ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের শিক্ষা দেওয়াই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রচারের উদ্দেশ্য। কিন্তু তত্ত্ববোধিনী লিখিতেছেন, “হিন্দুধর্ম্মে বা হিন্দুশাস্ত্রে ব্রাহ্মধর্ম্ম নিহিত আছে, তাহা প্রদর্শন করাই আদিসমাজ প্রবর্ত্তিত “ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে”র প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং হিন্দুশাস্ত্রোদ্ধৃত বাক্যের সহিত ব্রাহ্ম আচার্য্যদিগের উপদেশের সার বাক্য সংযোগ করিবার আমরা কোন সঙ্গতি অথবা সার্থকতা দেখিতে পাই না।” তত্ত্ববোধিনীর এই উক্তি সত্য হইলে, আমাদের ভ্রান্তিই স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রচারের উদ্দেশ্য এরূপ সামান্য নহে। সত্য যে ধর্ম্মের প্রাণ, সেই ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব কোন জাতি বা সম্প্রদায়বিশেষের ধর্ম্মশাস্ত্রের আংশিক প্রচার দ্বারা ব্যক্ত হইতে পারে না। সত্যপ্রাণ ধর্ম্মের প্রকৃত পরিচয় দানের উপযুক্ত গ্রন্থ প্রচার করিতে হইলে, সকল দেশ, সকল জাতি ও সম্প্রদায় মধ্যে যাহা সত্য আছে, তাহা সংগ্রহ করিতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের প্রয়োজন যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের সমগ্র ভাব ব্যক্ত করা হয়, তাহা হইলে সেই গ্রন্থে প্রাচীন ও আধুনিক সকল আচার্য্যগণের উপদেশের সার সংযোজন করিলেই, সেই উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইতে পারে। সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে ব্রাহ্ম আচার্য্যগণের উপদেশ সমূহের সংযোগ করাতে কখনই অসঙ্গতি বা অসার্থকতা নাই।”

আমরা বলিয়াছিলাম যে হিন্দুধর্ম্ম বা হিন্দু শাস্ত্রে যে ব্রাহ্মধর্ম্ম নিহিত আছে তাহা প্রদর্শন করাই আদি সমাজ প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য; কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রে ব্রাহ্মধর্ম্ম নিহিত আছে ইহা প্রদর্শন করিবার একমাত্র সার্থকতা এই যে তদ্দ্বারা হিন্দু জাতির সহজে ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষা ও তাহাদের মধ্যে সহজে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইবে। অতএব ব্রাহ্মধর্ম্মের শিক্ষা ও প্রচার যে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের উদ্দেশ্য তাহা আমরা স্পষ্টতঃ না বলিলেও প্রকারতঃ বলিয়াছিলাম। অন্যান্য জাতির মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য আদিসমাজ তত্তৎজাতির ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রতিপাদক বচন সংগ্রহ পূর্ব্বক তত্তৎজাতির উপযোগী ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশ করিবার চিরকালই পক্ষপাতী, এবং উক্ত সমাজের পরলোকগত সভাপতি মহাশয় খ্রীষ্টীয়ান ও মুসলমানদিগের ধর্ম্ম গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত ঐ প্রকার গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তত্ত্বকৌমুদী যে বলিতেছেন যে “সত্যপ্রাণ ধর্ম্মের প্রকৃত পরিচয় দানের উপযুক্ত গ্রন্থ প্রচার করিতে হইলে, সকল দেশ, সকল জাতি, ও সম্প্রদায় মধ্যে যাহা সত্য আছে, তাহা সংগ্রহ করিতে হইবে,” আদিব্রাহ্মসমাজ তাহা কখন অস্বীকার করেন নাই, তবে একখানি “ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ” সকল জাতির পক্ষে উপযোগী হইবে না বলিয়া বিভিন্ন জাতির জন্য পৃথকভাবে ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রণয়ন করার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়া আসিতেছেন। এরূপ প্রণালীর যে কতদূর সার্থকতা আছে তাহা আমরা “ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার প্রণালী” সম্বন্ধীয় আমাদিগের পূর্ব্বপ্রকাশিত একটী প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। “ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে” ব্রাহ্ম আচার্য্যগণের উপদেশের সার সংযোজন করিলে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রসম্মত এই ভাবের ব্যত্যয় ঘটান হয় এবং এই ভাবের ব্যত্যয় ঘটিলে “ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ” দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্য সম্যকরূপে সাধিত হইবার সমূহ ব্যাঘাত ঘটে। সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে ব্রাহ্ম আচার্য্যগণের উপদেশের সার সংযোজন করিবার আবশ্যকতা আমরা দেখিতেছি না। এরূপ আবশ্যকতা উপস্থিত হইতে পারে সেই সুদূর ভবিষ্যৎ কালে যখন স্ব স্ব প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রসম্মত ধর্ম্ম বলিয়া পৃথিবীর প্রত্যেক প্রধান জাতি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রাহ্ম হইবে।

তত্ত্বকৌমুদী বলেন;—“ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মানবের ভ্রাতৃত্ব এই দুই মহাভাবের উপর ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্ব-সম্বন্ধকে সমুজ্জ্বল করিয়া, জাতি ও সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ জগৎ হইতে বিদূরিত করা ইহার বিশেষ লক্ষ্য।” “যে সংকীর্ণতা ও বিদ্বেষভাব বহুকাল হইতে মানবমনে অবস্থিতি করিয়া, বিদ্বেষ ও অনাত্মীয়তাকে প্রবল করিতেছে—তাহাকে সেই ভাবেই রাজত্ব করিবার সুযোগ দেওয়া, কখনই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের লক্ষ্য স্থানে থাকা উচিত নহে। এজন্য সর্ব্বদেশীয় সাধু ও সর্ব্বদেশীয় সত্যকেই যে সমাদর করা উচিত, ব্রাহ্মপ্রচারক লোককে সেই শিক্ষা প্রদান করিবেন। এই কার্য্য করিতে হইলে, সকল দেশীয় সাধুগণপ্রচারিত সত্যেতেই যে একতা আছে, তাহা প্রদর্শন করিতে হইবে।” “সকল দেশের সকল সম্প্রদায়প্রচারিত সত্য সমূহ বিচ্ছিন্ন না রাখিয়া, একত্র সন্নিবিষ্ট করিতে যত্নবান্ হওয়াই আবশ্যক। তদ্দ্বারা সত্য সম্বন্ধীয় চিরপোষিত কুসংস্কার অপনীত হইবার বিশেষ আশা আছে। সত্যের একতা দেখিয়াই লোকে সত্যপ্রাণ ব্রাহ্মধর্ম্মে আকৃষ্ট হইবে। বিচ্ছিন্ন রাখিবার চেষ্টায় বিচ্ছিন্নতাই বাড়িবে। সকল দেশের সকল সম্প্র-

দায়ের শাস্ত্রেই যে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রতিপাদক উক্তি সমূহ আছে, তাহা প্রদর্শন করা যেমন আবশ্যক, তেমনি সেই সকল সত্যেতে যে একতা আছে, তাহা প্রদর্শন করাও আবশ্যক। এজন্য সেই সকল সত্যকে বিচ্ছিন্ন না রাখিয়া একত্র করিতে হইবে। এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রচার দ্বারা এই মহাব্যাপার সাধনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।"

পুত্তলিকাপূজা বা নরপূজার স্থানে জগৎপাতা বিশ্ববিধাতা পরম পিতা পরব্রহ্মের পূজা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করাই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রধান লক্ষ্য। যে পরিমাণে এই লক্ষ্য সাধিত হইবে সেই পরিমাণে জাতি ও সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ পৃথিবী হইতে বিতাড়িত হইবে। স্বজাতি বা স্বসম্প্রদায়ের প্রতি আত্যন্তিক অনুরাগ হইতেই অন্যজাতি বা সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষের উৎপত্তি হয়। এই স্বজাতি বা স্বসম্প্রদায়ের প্রতি অনুরাগ মানবমনে এরূপ বদ্ধমূল যে মানবকে পরব্রহ্মপূজায় উপনীত করিবার জন্য তাহার সেই অনুরাগের সাক্ষাৎ বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া, যতদূর সম্ভব তাহারই সহায়তা লওয়াই উক্ত উদ্দেশ্য সাধনের প্রকৃষ্টতম উপায়। আদি সমাজ তজ্জন্য এই উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক পরব্রহ্মপূজা প্রতিষ্ঠিত করিবার পক্ষপাতী। তত্ত্বকৌমুদী বলেন, "সত্যের একতা দেখিয়াই লোকে সত্যপ্রাণ ব্রাহ্মধর্ম্মে আকৃষ্ট হইবে।" কিন্তু মানবপ্রকৃতি বিবেচনা করিলে বুঝা যাইবে যে স্বধর্ম্মে ব্রাহ্মধর্ম্ম নিহিত আছে এই ভাব কর্ত্তৃক উদ্বোধিত হইলেই লোকে সহজে ও বিশেষ রূপে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইবার পক্ষে অধিকাংশ মানবের মনে স্বধর্ম্মে ব্রাহ্মধর্ম্ম নিহিত থাকার ভাবই অধিকতর কার্য্য করিবে। সত্যের একতা দেখিয়া কেবল কতকগুলি উদারচরিত লোক মাত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারেন। আদি সমাজ প্রত্যেক জাতির বা সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে পরব্রহ্মের পূজা প্রতিপাদক বা ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রতিপাদক সত্য সংগ্রহ পূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় "ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ" সংকলনের ব্যবস্থা করিয়া একদিকে যেমন মানব মনের স্বজাতির বা স্বসম্প্রদায়ের প্রতি অনুরাগের উপর আঘাত করিতে বিরত হইতেছেন, অপর দিকে তেমনি ইহাও দেখাইয়া দিতেছেন যে, সত্য এক জাতি বা এক সম্প্রদায়ের মধ্যে বদ্ধ নহে। এই রূপ উভয়দিকদর্শী ব্যবস্থা বা প্রণালী হইতে বিশ্ববিধাতা পরব্রহ্মের পূজার ভাব মানবজাতির মধ্যে সহজে প্রচারিত হইয়া জাতিগত ও সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ দূরীভূত হইবার যেরূপ সম্ভাবনা তত্ত্বকৌমুদী-সমর্থিত একদিকদর্শী প্রণালী হইতে সেরূপ সম্ভাবনা নাই।

তত্ত্বকৌমুদী বলেন ;—"ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ" ও 'শ্লোক সংগ্রহ' সম্বন্ধে তত্ত্বকৌমুদীতে লিখিত হইয়াছিল ;—'উক্ত দুইখানি গ্রন্থই অপরের ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে ধার করিয়া সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রণয়ন করা হইয়াছে। এরূপ ধার করা জিনিস দ্বারা কি ব্রাহ্মধর্ম্মের সমগ্র ভাব প্রকাশ পাইতে পারে ?" তত্ত্বকৌমুদীর এই উক্তিতে তত্ত্ববোধিনী—"এ গৃহ অনর্গল" নামক তত্ত্বকৌমুদীর অন্য একটা প্রবন্ধের সহিত সামঞ্জস্য দেখিতে পান নাই।

"এ গৃহ অনর্গল" নামক প্রবন্ধে ব্রাহ্মধর্ম্মকে সমুদ্রের সহিত তুলনা করা হইয়াছিল। সমুদ্র যেমন অপরকে জল দান করে তেমনি অপর জলস্রোত হইতে জল গ্রহণ করে। ব্রাহ্মধর্ম্মও সেইরূপ অপরকে

স্বীয় উপার্জ্জিত সত্যদান করিবে এবং অপরের উপার্জ্জিত সত্য গ্রহণ করিবে। আদান ও প্রদান এই উভয়ই ইহার প্রকৃতি। কিন্তু 'ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ' ও 'শ্লোকসংগ্রহ গ্রন্থ' অপরের নিকট হইতে সত্য সংগ্রহ পূর্ব্বক (আদান দ্বারা) প্রণীত হইয়াছে। সুতরাং ইহা দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের একদেশমাত্র ব্যক্ত হইয়াছে। সমগ্র ভাব ব্যক্ত হয় নাই।

তত্ত্বকৌমুদী "এ গৃহ অনর্গল" নামক প্রবন্ধে বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে সত্য সংগ্রহের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। কিন্তু পরে "ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ" কে "ধার করা জিনিস," বলিয়া উহার প্রতি অবজ্ঞার ভাব প্রদর্শন করেন, এই উভয় ভাবের মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায় ? ব্রাহ্মধর্ম্ম যখন বিশ্বজনীন ধর্ম্ম তখন কোন ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রতিপাদক বাক্য সংগ্রহ করিলে তাহাকে "ধার করা জিনিস" বলা সঙ্গত হয় না। "ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ"কে "ধার করা জিনিস" বলিয়া উপেক্ষা করার ভাব, সত্য আদানের বিরোধী ভাব। তত্ত্বকৌমুদী সত্য আদানের পক্ষপাতী হইয়াও যখন সত্য আদানের প্রণালী অবলম্বনে প্রণীত "ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ"কে "ধার করা জিনিস" বলিয়া উপেক্ষা করেন, তখন বোধ হয় সে উপেক্ষা কেবল "ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ" খানির প্রতি বিরাগ-প্রসূত।

১লা মাঘের তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকায় "ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার প্রণালী" শিরস্ক আর একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে তত্ত্বকৌমুদী যাহা বলিয়াছেন তদুত্তরে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের যে মূল সূত্রের উল্লেখ করিয়াছিলাম, অর্থাৎ "যখন যে জাতির মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে হইবে, তখন সেই জাতির ধর্ম্মশাস্ত্র, প্রকৃতি, সংস্কার, মনের অনুরাগ ও বিরাগের গতি প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে তাহাদিগের উপযোগী করিয়া তাহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে" এই মূল সূত্র অনায়াসে কার্য্যে পরিণত করা যায় এবং তাহার প্রমাণস্থল আদি ব্রাহ্মসমাজ। আদি ব্রাহ্মসমাজ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের ঐ মূলসূত্র অনুসারে প্রচার কার্য্যে ব্রতী আছেন। তাহা দেখিয়াও যদি তত্ত্বকৌমুদী বলেন আমাদের সূত্রানুসারে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা যায় না, তাহা হইলে আমরা নাচার।

সংবাদ।

গত ১৯ ফাল্গুন বৰ্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের চত্বারিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব যথানিয়মে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ি, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় উভয়েই পর্য্যায়ক্রমে বেদিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় যে সারগর্ভ উপদেশ দেন তাহা বৰ্দ্ধমান সঞ্জীবনী হইতে স্থানান্তরে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩১ চৈত্র শনিবার বর্ষশেষ। প্রত্যেক জীবনের একটি বৎসর নিঃশেষিত হইবে। যিনি জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়া আমাদিগকে অনন্তের পথে অগ্রসর করিতেছেন—এই বর্ষশেষ দিনে সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকার সময় আদি ব্রাহ্মসমাজগৃহে তাঁহার বিশেষ উপাসনা হইবে।

পরদিন ১ বৈশাখ রবিবার নববর্ষ। এ দিনে সকলকেই অনন্ত জীবনের আর একটি নূতন সোপানে উঠিতে হইবে। যখন রাত্রি অবসন্ন এবং দিবা আসন্নপ্রায়

সেই সন্ধিক্ষণে শুভ ব্রহ্মমুহূর্ত্তে অর্থাৎ ৫ ঘটিকার সময় শ্রীমৎ মহর্ষিদেবের ভবনে ব্রহ্মের বিশেষ উপাসনা হইবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭১, মাঘ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৪৪৫৮৶৬
পূর্ব্বকারস্থিত	...	৫২৭৷৵০
সমষ্টি	...	৯৭৩৷৷ ৬
ব্যয়	...	৩৯৫৷৷ ৯
স্থিত	...	৫৭৭৸৶৯

জায়।
সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন
একেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ ৫০০৲
সমাজের ক্যাশে মজুত ৭৭৸৶৯

৫৭৭৸৶৯

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... .. ৩১৫৲

মাসিক দান।
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
২১৫৲

সাম্বৎসরিক দান।
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১০০৲

৩১৫৲

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ... ১০৲
শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী বসু
১০৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ... ৩০৸৵০
শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিমোহন রায়, কলিকাতা
২৲
" " অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়, ঐ
৩৲
" " তুলসীদাস দত্ত, ঐ
৩৲
" " আশুতোষ চক্রবর্ত্তী ঐ
১৲
" " রামলাল বসু, ঐ
২৲
" " উমেশচন্দ্র দেব, ঐ
৩৲
" " গোপালচন্দ্র দে, ঐ
১৲
" ভি, রায় স্কয়ার, মুন্সেফ, যশোহর
১০৵০
" সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ, কালনা
৩৸০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা নগদ বিক্রয়ের মূল্য
২৲

৩০৸৵০

পুস্তকালয়	...	২৮৷ ৬
যন্ত্রালয়	...	৫০৲
গচ্ছিত	...	২৷০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		৯৸০
সমষ্টি		৪৪৫৮৶৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২২৩৷৶০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৯৫ ৯
পুস্তকালয়	...	১৷৶০
যন্ত্রালয়	...	৭৫ ৵০
সমষ্টি		৩৯৫৷৷ ৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

Sermons of Maharshi Debendra Nath Tagore.

(Translated from Bengali.)

Sermon XIII.

God As The Creator.

" इदं वा अग्रे नैव किञ्चिदासीत्,
सदेव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्।
सवा एष महानज आत्मा।

"Nothing of this universe existed before. Before this universe came into being, O my beloved pupil, there had existed the Being who is One only without a second, who is Truth itself, and who is the Supreme Spirit. He is without birth, He is the great soul."

Nothing of this universe, so diversified in appearance, existed in the remote past; no sign of it was observable anywhere. There was only an all-pervasive, dense darkness, "तम आसीत्तमसा गूढ़मग्रे," then only darkness existed enveloped in darkness. There only existed He who is the light of darkness—the Supreme Spirit, the Being who is truth itself, and who is One only without a second. At the time when there was no light, but only darkness, the Supreme Spirit whose light is of knowledge shone in all His glory. If all lights are extinguished, if the sun sets never to rise again, if all stars and planets are annihilated, the luminous Supreme Spirit will yet exist. He was manifest before creation; He exists now as the life of all creation and should creation decay in time, yet He would exist. He exists through all time—from eternity to eternity. "ईशानोभूतभव्यस्य सएवाद्यस उश्वः" He is the ordainer of the past and of the future; He is the same to-day as he will be to-morrow. He alone exists, and in his two arms rest the events of the past and of the future. He is beyond time and space; He is not subject to space, nor to time. It is He who has strung together all the worlds of the universe in the threads of time and space. The universe exists pervading all time and space, and all time and space with all the universe exist, pervading God.

When there was nothing but an endless and limitless darkness, that ancient Being alone existed, shining with the light of knowledge. What a profoundly solemn aspect did that time bear? On a certain dark night of the rainy season when we take our position on an elevation and behold a sky darkened by dense clouds, not a star nor a planet visible in it, a dead silence reigning over all Nature, with nothing but darkness around us, then, with the hairs of our body erect through awe, and with a mind deeply agitated, we feel the presence of that self-created and ancient Being, who alone was manifest in the light of His knowledge and truth, before the birth of the universe in the midst of primeval darkness.

सतपोऽप्यत सतपस्तप्त्वा इदं सर्व्वमसृजत यदिदं किञ्च। Originally there existed nothing; the Lord willed, and all that is came into being. He created the effulgent sun and darkness was dispelled. After that

night of incalculable ages, with what wonderful beauty did that first morning shine forth. Piercing through that silent, long night, whence came the new-born luminous sun? How did it come to be clothed with its thousand rays and to illumine all the corners of the sky? It was only by the will of that First Cause, the Lord of all, that the sun was brought forth. At His will this beautiful world of ours, full of energy, came into being and commenced to rotate round the sun. The world knew not who sent it and why was it sent. Who could then know that this world which was then covered with hot, molten metallic substances, having the appearance of burnt wood, and filled with gaseous vapours, and its atmosphere enveloped in masses of clouds—that such a world should eventually be adorned most wonderfully with life and joy, light and beauty and be filled with numberless living creatures, and innumerable species of plant life? Who was it that sowed in this world the seeds of all these things? Who created it as the store-house of an infinite variety of mineral wealth, corns, flowers and fruits? There shines the sun millions of miles away from us, here rolls the earth in its orbit, and on its surface are all these animals and plants! But yet from that far-off sun comes the light which illumines the world, and makes the stream of life flow, and dispels our blindness. Who is it that has established such relationship between the earth and the sun? Is it the work of a blind power? This life, this vitality, this wealth of various possssions, this happiness which we enjoy and which is above all comparison—are all these showered on us by a blind power? No, it is at the will of the Being who is All-wise and All-good that all that is has come into being. If any man had seen the world when it was a ball of molten metals, enveloped in mists, vapours and clouds, could he have conceived that it would subsequently be a world of life and joy, such as it now is? God thought and then implanted in it those diverse and wonderful forces that gradually rendered the once hot, lifeless and lonely world into a home and a place of comfort such as it is now. In course of time the earth cooled and became the dwelling place of many living creatures and the home of many pleasures. The vapours condensed into clouds and poured down as cool water, wherein fishes and crocodiles and numberless other kinds of aquatic animals took their birth, and lived and moved. Mountains rose up from amidst the waters, and lifting up their heads toward the sun, proclaimed the glory of the Lord. The earth came to have two divisions, land and

water, and in them were born many plants and trees and animals. Have all these come to exist of their own accord? Is it all the work of a blind power? No, all this is the glory of that All-knowing Supreme Spirit. It is He who created and constructed this universe so wonderfully. He gave us teeth to chew and grind our food, and before he gave us teeth He had infused milk into our mother's breast for us to drink and subsist upon. What marvellous art is this! How wonderful is His power to preserve and nourish His creatures! Are all these evidences of art the result of the action of a blind power? Do they not manifest knowledge and wisdom? Do they not bear on them the proof of the will and thought of an intelligent being?

Who is it that is rearing us with such infinite care? Who is that merciful Being who has created various medicines to cure and relieve the maladies we suffer from? When our limbs or vital organs are afflicted with disease, who is the Being according to whose law they recover and resume their work? When the soul becomes impure and is overcome with sin, who is it that sends repentance to it and thereby saves it from sin? All these are done by Him who is our eternal Father and Mother and who by His unfailing succour keeps us on the right path. What fear have we? What wants have we? As He is the sovereign of all things material, so He is the sovereign of the soul; as He is the Lord of the universe, so He is my Lord. We live on His bounty, and from Him we obtain all pleasures and all happiness. And when we offer Him our hearts filled with gratitude, how our pleasures and our happiness are sanctified thereby! Prosperity enables us to behold the Lord's face in its benignant aspect; adversity like a preceptor teaches us noble lessons and helps to lead us unto Him, and then adversity becomes to us the highest prosperity. In prosperity and in adversity we enjoy His mercy; during the day and at night His mercy showeth itself; over all the universe His mercy reigneth. Through all eternity we shall live under the protection of His mercy. Have we not the little strength of the will that can enable us to rely on the goodness of God for the short time we exist in this world? Have we not the little self-reliance that may enable us to go through this life's passing trials and misfortunes with an undaunted heart, and under the shadow of the infinite goodness of Him with whom we shall dwell for eternity? What hopes have we to deserve a blissful life during eternity, if we can not rely on the All-merciful Being and pass this brief existence of

ours on this earth, without fear and without anxiety? Should we be elated by any little pleasure and depressed by any little sorrow of this life? It is not the will of God that we shall be intoxicated with evanescent enjoyments. He wishes that our souls should advance in the path of progress; He wishes that we should grow strong in the strength of righteousness; He wishes that we should keep ourselves immoveable either in joy or in sorrow. He has bound the world of matter by physical laws but He has made the soul free by instituting for it the laws of rightousness. That we should be trained, that we should grow strong and hardy, spiritually and physically, and that we should advance in knowledge and righteousness is the Lord's desire, and to enable us to attain this end He has established various ways and means and Himself directly helps us for its attainment. Adversity and prosperity are joined tagether as winter and spring, but whatever be the state in which we find ourselves, if we make righteousness our shelter and depend upon God, then the strength and power of the soul will never be spent and the peace that is its heritage will never be lost.

O Supreme Spirit, guard the peace of our soul and spread out the shadow of thy goodness to all places. Make my Brahmo brethren advance in thy path; illumine this country with the light of thy knowledge, refresh the world with showers of the waters of peace, and turn the minds of us all to thy worship.